বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

মৃত্যু আলিঙ্গন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা

শুভম

দুই খণ্ড একত্রে

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

মৃত্যু আলিঙ্গন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্যারিসে একটা অ্যাপার্টমেন্টে মিলিত হয়েছে ওরা পাঁচজন।
কেন? তিনজনের আছে সাগরের সঙ্গে সম্পর্ক,
দুজনের নেই। পাঁচজন পাঁচ দেশের মানুষ।
এমনি সময় ঘটল আরও দুটি ঘটনা।
একটি খুদে অ্যাটম বোমা চুরি হলো ব্রিটেন থেকে।
আর ফ্রান্স থেকে খোয়া গেল মিনি সাবমেরিন।
শত্রু যে কী পরিমাণ হিংস্র মেরী শার্লটকে উদ্ধার করতে
গিয়ে টের পেল মাসুদ রানা। জানা গেল,
বন্ধুবেশে নিজেদের ভিতরেই শত্রু আছে কেউ একজন।
ওদিকে, আণবিক বোমাসহ রওনা হয়ে গেছে সাবমেরিন।
দুটিকে এক করলে কী দাঁড়ায়?
মৃত্যু আলিঙ্গন।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

SUVOM

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

মৃত্যু-আলিঙ্গন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7156-5

ছিয়াশি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

পুনর্মুদ্রণ:২০১৪

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
MRITTYU ALINGGAN
Part I& II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মৃত্যু আলিঙ্গন-১ ৫-১৩১
মৃত্যু আলিঙ্গন-২ ১৩২-২৫৬

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ ৬৫/-
৪-৫-৬ দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ ৬৭/-
৭-৩৭২ শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা
৮-৯ সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)
১০-১১ রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ
১২-৫৫ রত্নদ্বীপ+কুউউ
১৩-১৪ নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)
১৫-১৬ কায়রো+মৃত্যু প্রহর
১৭-১৮ গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
১৯-২০ রাত্রি অন্ধকার+জাল
২১-২২ অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা
২৩-২৪ ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত ৬৬/-
২৫-২৬ এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই ৫১/-
২৭-২৮ বিপদজনক-১,২ (একত্রে)
২৯-৩০ রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
৩১-৩২ অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)
৩৩-৩৪ বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)
৩৫-৩৬ ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)
৩৭-৩৮ গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু
৩৯-৪০ অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)
৪১-৪৬ সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক ৮২/-
৪২-৪৩ নীল ছবি-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৪৪-৪৫ প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৪৭-৪৮ এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)
৪৯-৫০ লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন
৫১-৫২ প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)
৫৩-৫৪ হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)
৫৬-৫৭-৫৮ বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) ৮২/-
৫৯-৬০ প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)
৬১-৬২ আক্রমণ ১,২ (একত্রে)
৬৩-৬৪ গ্রাস-১,২ (একত্রে)
৬৫-৬৬ স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৬৭-১৬১ পপি+বুমেরাং
৬৮-৬৯ জিপসী-১,২ (একত্রে)
৭০-৭১ আমিই রানা-১,২ (একত্রে)
৭২-৭৩ সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)
৭৪-৭৫ হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে) ৭৮/-
৭৬-৭৭ হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)
৭৮-৭৯-৮০ আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) ১০৮/-
৮১-৮২ সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)
৮৩-৮৪ পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)
৮৫-৮৬ টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)
৮৭-৮৮ বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)
৮৯-৯০ প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)
৯১-৯২ বন্দী গগল+জিম্মি
৯৩-৯৪ তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)
৯৫-৯৬ স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
৯৭-৯৮ সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা
৯৯-১০০ নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)
১০১-১০২ স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)
১০৩-১০৪ উদ্ধার-১,২ (একত্রে) ৬৩/-
১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)
১১৩-১১৪ অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৭২/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে)
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৭২/-
১৩২-১৫৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৯০/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৭২/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৮০/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে)
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে)
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে)
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৮২/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)
১৫৪-১৫৫ কালপ্রিট-১,২ (একত্রে) ৭৮/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) ৮৬/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কুচক্র
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)
১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) ৬৬/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে)
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)
১৭৮-১৭৯ বিষকন্যা ১,২ (একত্রে) ৭০/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা ৮২/-

Rana- 156,157

মৃত্যু আলিঙ্গন ১,২

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) ৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৮০/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)
২১৫-২১৬ শত্রু বিভীষণ-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
২১৭-২১৮ অন্ধিকারী-১,২ (একত্রে) ৭০/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৬৪/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)
২৫২+২৫৩ অমানিশা-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৯৮/-
২৬৯-২৮৫ বিপর্যয়+মাদকচক্র
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৭৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+বুমেরাং ৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস ৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৭২//-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৭২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা

২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৭৪/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি
৩০১-৩৪৪ জলদস্যু+ক্রাইম ক্লাব
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল
৩২৫-৩৫১ কস্তুরী+দুর্গে অন্তরীণ
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)
৩৭৫-৩৭৭ সফলতা+অখণ্ড অবসর
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+হুজরাক্স
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে) ৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে) ৮৭/-

মৃত্যু আলিঙ্গন-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

কাঁটাঝোপের বেড়ার গায়ে ঝুলে আছে থোক থোক কালো ফুল, আহারে বিহারে মত্ত বোলতাগুলো ভন ভন করছে চারদিকে। ঘন ঝোপ, ডালপালা সেঁটে আছে একটার সাথে আরেকটা, তীক্ষ্মমুখ লম্বা কাঁটাগুলো জটিল ভঙ্গিতে ভিড় করে আছে গায়ে। পথের দু'পাশে তাজা সবুজ ঘাস, এরইমধ্যে লোকটার বুট আর ট্রাউজারের নীচের দিক ভিজে গেছে। গাছপালার মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, নীচের ছোট্ট ফাঁকা হাঁটাপথে মাঝে মধ্যে কোথাও নিঃসঙ্গ বাহুর মত নেমে এসেছে রোদ। অনেক দিন হলো এই পথ ব্যবহার করা হয় না, খুব কম লোকই এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে। পুরনো একটা অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপে অস্পষ্ট বিন্দু-রেখা দেখে পথটা প্রথম আবিষ্কার করে সে। পরবর্তী সংস্করণগুলোয় ওটা ছিল না, আকাশ থেকে তোলা ফটোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি সামরিক ম্যাপেও নেই। এই ভুলে যাওয়া, পরিত্যক্ত বনপথ ধরে আরও এক মাইল হাঁটতে হবে তাকে।

গভীর আর নিঝুম বনভূমির কোথাও জনপ্রাণী নেই, চারদিকে কবরের প্রশান্তি, নিস্তব্ধতা ভাঙছে শুধু পোকামাকড়ের গুঞ্জন। ওক গাছের অক্ষত ফল পড়ে আছে মাটিতে, তারমানে এই জঙ্গলে কাঠবিড়ালীও নেই। ঘাস মোড়া মাটির ঢালে কোনও গর্ত চোখে পড়ল না, অর্থাৎ ইঁদুরও নেই যে মাটির নীচে টানেল তৈরি করবে। প্রকৃতি এখানে নিজের স্বাধীনতা ভোগ করছে, প্রাণী বা পশু বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। এখানে সেখানে অবাধে বেড়ে উঠেছে বাঁশঝাড়, কাটতে আসেনি কেউ। চেস্টনাট গাছগুলো বংশ বিস্তার করেছে দলবেঁধে, ছোট বড় মিলিয়ে প্রতিটি দল যেন এক একটা পরিবার। ওক গাছের গায়ে বেড়ে উঠেছে চিরহরিৎ লতাগুল্ম। এল্‌ম্‌ গাছের গা কোথাও কোথাও ফুলে আছে, সেখানে জন্মেছে এক ধরনের পুষ্পল ছত্রাক, প্রায় ঢেকে ফেলেছে গোটা কাণ্ড।

সরু, আঁকাবাঁকা পথ ধরে সাবধানে হাঁটছে জেভিক ব্রিল ওরফে কেন লরেন্স।

কেন লরেন্স সম্পর্কে সম্ভাব্য সব জানা আছে জেভিক ব্রিলের। শিখেছে কীভাবে উত্তর দেবে কেন লরেন্স, কোথায় কী রকম আচরণ করবে, কীভাবে চিন্তা করবে। অন্য কারও পরিচয় গ্রহণ করতে হলে এগুলো আয়ত্ত করাই সবচেয়ে কঠিন। জেভিক ব্রিল হিসেবে তার যে ট্রেনিং, কেন লরেন্স হতে গিয়ে সেটা খুব কাজে লেগে গেছে। খালি হাতে আত্মরক্ষা করতে পারে সে, ছোট্ট একটা ছুরি বা একটুকরো কর্ড দিয়ে মানুষ খুন করতে পারে। যে-কোনও এক হাত বা দু'হাতে পিস্তল চালাতে জানে, জানে ডান বা বাম কাঁধ থেকে রাইফেল চালাতে। নিজের হাতে বোমা তৈরি করতে পারে, সে বোমা দিয়ে উল্টে দেয়া যায় রেলগাড়ি, উড়িয়ে দেয়া যায় ব্রিজ, ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া যায় ঘর-

পড়ল বোলতাটা, মাংসে হুল ফোটাবার আগেই জেভিক ব্রিল আঙুলের চাপে সেটাকে থেঁতলে ফেলল। ট্রাউজারে হাত মুছে চোখ বুলাল হাতঘড়ির ডায়ালে। ঠিক সময়েই পৌঁচুচ্ছে সে। মনটা ফাঁকা, ইচ্ছে করেই হাতের কাজটা বাদে অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত করে রেখেছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সামনের প্রতিটি গাছ সম্পর্কে সজাগ, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঝোপঝাড় ভেদ করে যাচ্ছে। পোকামাকড়ের গুঞ্জন আর পাখিদের ডাকাডাকি আলাদা করে একটা কানে গ্রহণ করছে সে, আরেকটা কান অন্য রকম শব্দের জন্যে খাড়া। সামনে কোথাও থেকে মৃদু যান্ত্রিক আওয়াজ আসছে, চিনতে পারল উৎসটা – বড় একটা কমেপ্রশার, বিল্ডিং এ-র বাইরে। আরও খানিক এগোবার পর অন্যান্য শব্দও পেল – ইলেকট্রিক ট্রলির ক্যাঁচক্যাঁচ, ডাইনামোর ভোঁতা আওয়াজ, বিল্ডিঙ বি-র ছাদে বসানো দৈত্যাকার এয়ার কন্ডিশনিং ফ্যান থেকে বেরিয়ে আসা তীব্রগতি বাতাসের শোঁ-শোঁ।

গাছটার বয়স হবে প্রায় পঁচিশ বছর, ওকের আয়ু হিসেবে অল্পবয়েসীই বলা যায়। চওড়ায় বা লম্বায় এখনও পুরোপুরি বাড়েনি। দক্ষিণ দিক থেকে ওটার দিকে এগোল ক্যাপ্টেন, একশো গজ দূরে থাকতেই কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করে নিয়েছে। শুধুমাত্র কাছ থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে কাণ্ডের গায়ে কাটা আড়াআড়ি এবং খাড়া দাগগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। দু'জায়গায় আঙুল রেখে চাপ দিল সে, কজায় আটকানো বাকল খুলে গেল, ছয় ইঞ্চি লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া একটা ফোকর দেখা গেল। ভেতরে একটা মেটাল কেস রয়েছে, পাশে তিনটে মেটাল নব। হাতে রাবারের গ্লাভ পরে নিল সে, মাঝখানের নবটা ধরল, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘোরাল, যতটা যায়।

এরপর ওপরের নবটা ঘোরাল সে, সবটুকু নয়, চারভাগের এক ভাগ মাত্র।

নীচের নবটা ছুঁলো না।

কালো মেটাল কেসের আরেক পাশে সাঁটা আছে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট প্লেট, তাতে সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের প্রতীক চিহ্ন ছাপা। কেসটা থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি বেরোয়, লম্বায় ছয় ফিট আর চওড়ায় সিকি ইঞ্চি। কেউ ওই রশ্মির ভেতর দিয়ে গেলে চারটে সিকিউরিটি রুমের একটায় সতর্কীকরণ আলো জ্বলে উঠবে, হারওয়েল সেন্টার কমপ্লেক্সের চার কোণে এই কামরাগুলোর অবস্থান। মোট ষোলোটা এ-ধরনের মেটাল কেস থেকে আলোকরশ্মি বেরোয়, প্রতিটি গাছের কাণ্ডের ভেতর লুকানো। হারওয়েল সেন্টারে ঢুকতে হলে এই ওয়ার্নিং সিস্টেম প্রথম বাধা।

আট ফিট উঁচু, ইলেকট্রিফায়েড, কাঁটাতারের বেড়াটা দ্বিতীয় বাধা। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রায় এক শো গজ সামনে বেড়াটা দেখতে পাচ্ছে সে। রাতে বেড়ার পাশে টহল দেয় প্রহরীরা, সাথে অস্ত্র এবং অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকে। দিনে বেড়ার ওপর নজর রাখা হয় সিকিউরিটি রুমের জানালা থেকে। জানালার কাঁচ হালকা রঙের, শুধু ভেতর থেকে বাইরেরটা দেখা যায়।

গাছের গায়ে প্যানেলটা বন্ধ করল সে। সরু ফাটল দিয়ে আলোকরশ্মি বেরুচ্ছে না, কাজেই এখন সে নিরাপদে সামনে এগোতে পারে। জঙ্গলের

কিনারা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে এল সে, একটা ঝোপের আড়ালে পৌঁছে থামল। হাতঘড়ি দেখল জেভিক ব্রিল। কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা বাজে। ঠিক সময়েই পৌঁচেছে সে।

টুলন, ফ্রান্স। বিশাল বন্দরের একপাশে পেতি রাদ-এ আরসেনল ম্যারিটাইম. তার ঠিক বাইরের সীমানা ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন। স্টেশনের পিছন দিকে সাগর। দু পাশে নিরেট দেয়াল, কোনও জানালা বা দরজা নেই। প্রবেশ পথ শুধু সামনের দিকে, দু'তলা বিল্ডিঙের গায়ে ইস্পাতের চওড়া দরজা। দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড। এটা একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান, 'সোনার' নিয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষা চালানো হয়। প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

দরজার ভেতর ছোট্ট একটা উঠন, একধারে বুলেটপ্রুফ কাচ সহ অফিস ঘর, প্রতিটি জানালায় একজন করে লোক আছে। ইস্পাতের দ্বিতীয় দরজাটা নিয়ন্ত্রণ করা হয় ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে, অফিসের ভেতর থেকে।

ইস্পাতের প্রথম দরজা পেরিয়ে উঠনে ঢুকল পিয়েরে দ্য কুবার্ত. ধীর কিন্তু দৃঢ়পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে. কথা বলল পাশের দেয়ালে আটকানো মাইক্রোফোনে। 'গুড আফটারনুন,' বলল সে। 'আমি পিয়েরে দ্য কুবার্ত, নম্বর এক সাত তিন চার নয়।'

ডিকোডার তার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিল কমপিউটরে, ফাইল করা রেকর্ডিঙের সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। হাতের ছাপ যেমন আলাদা করে চেনা যায়, কণ্ঠস্বরও তেমনি। শল্য চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে কণ্ঠস্বর বদলানো যায় বটে, কিন্তু আর কারও কণ্ঠস্বর পুরোপুরি নকল করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কণ্ঠস্বর নকল করে মানুষের কানকে ফাঁকি দেয়া যেতে পারে, কিন্তু কমপিউটরকে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব। পিয়েরে কুবার্তের কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় উতরে গেল, জানালার নীচে কনসোলে জ্বলে উঠল সবুজ আলো। জানালার ওধারে বসা গার্ড একটা বোতামে চাপ দিল। 'গুড আফটারনুন, মশিয়ে কুবার্ত,' বলল সে। 'আপনি ভেতরে ঢুকতে পারেন।'

দ্বিতীয় ইস্পাতের দরজার দিকে এগোল পিয়েরে কুবার্ত, তালার ভেতর টুংটাং ঘণ্টা বেজে উঠল, সেই সাথে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ছোট একটা করিডর, দু'পাশে কয়েকটা কামরা। হাতের ডান দিকে প্রথম কামরায় ঢুকল সে। কমবিনেশন ডায়াল করে নিজের লকারটা খুলল: বিবস্ত্র হয়ে কাপড়চোপড়, ঘড়ি, গাড়ির চাবি, সব ঢুকিয়ে রাখল ভেতরে। লকার রুমের শেষ প্রান্তে হেঁটে এল সে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল সামনের এয়ারলকে। দেয়াল থেকে একটা প্লাস্টিক হুড নামিয়ে পরল মাথায়। একটা সুইচে আঙুলের চাপ দিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল, তীব্রগতি বাতাসের অসংখ্য প্রবাহ তার সারা শরীরে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল হুডের ভেতর থেকে বাতাসের প্রবাহ বেরিয়ে এসে চুলের ভেতর দিয়ে খুলিতে ছড়িয়ে পড়ল, ধুলো-ময়লার সর্বশেষ কণাটিও উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল পিয়েরে কুবার্ত। এরপর শেলফ থেকে গ্লাভ

নিয়ে ঘষে ঘষে গা পরিষ্কার করল। বাতাসের প্রবাহ থেমে গিয়ে তার বদলে শুরু হলো পানির অসংখ্য ধারার বর্ষণ। পানির উষ্ণতা শরীরের তাপমাত্রার সাথে মেলানো। গ্লাভ দিয়ে এখনও গা ঘষছে সে, জানে পানির সাথে রয়েছে সেট্রিমাইড-এর একটা ব্যাকটেরিয়োস্টাটিক নিউট্রাল pH সলিউশন, যে-কোনও কমার্শিয়াল শ্যাম্পুর চেয়ে অনেক ভালভাবে পরিষ্কার করবে শরীরটাকে। ঝর্না বন্ধ হবার পর গ্লাভ জোড়া শেলফে রেখে দিল সে, নিজের ভারে ওটা লুকানো ডিজপোজাল ইউনিটে নেমে যাবে। পানির বর্ষণ আবার শুরু হলো, তারপর ফিরে এল বাতাস – শুকিয়ে দিল শরীরটাকে।

চুল আঁচড়াল পিয়েরে কুবার্ত। এভাবে পরিষ্কার হবার পর প্রতিবারই সুখদ একটা পুলক অনুভব করে সে, যেন এইমাত্র উত্তেজক ম্যাসেজের সাহায্যে শিথিল করা হয়েছে পেশীগুলো।

বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হবার পর পিয়েরে কুবার্ত শেষ প্রান্তের দরজা দিয়ে পাশের কামরায় চলে এল। শেলফে হাতে তৈরি সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ রয়েছে। মাত্র একটা দিয়েই পা, কোমর, বাহু, ঘাড় ইত্যাদি নিশ্ছিদ্রভাবে ঢাকা পড়ল। স্কাল ক্যাপ পরল সে, ক্যাপের বাইরে একটা চুলও থাকল না। সবশেষে একটা বয়লার সুট পরল, আর পায়ে দিল একজোড়া নরম বুট।

কাজের জন্যে এখন সে তৈরি। সামনের বড় ঘরে চলে এল। ঘরের একটা দিক টেলিভিশন স্ক্রীন আর সোনার প্রিন্ট-আউট বক্সে ঢাকা পড়ে আছে, সাথে রয়েছে কমপিউটর আউট-পুট ডিসপ্লে প্যানেল আর ডেস্ক, অন্তত ছয়জন লোক বসতে পারে। ঘরে চারজন পুরুষ আর একটা মেয়ে রয়েছে। সবার সাথে করমর্দন করল পিয়েরে কুবার্ত, নির্লিপ্ত চেহারায় শীতল হাসি, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে মোটেও বেমানান নয়। মানুষের স্বাভাবিক আবেগ এমনকী মেয়েটার মধ্যেও অনুপস্থিত দেখা গেল – স্বাস্থ্য-সম্মত, জীবাণু-প্রতিরোধক ইউনিফর্ম নারীসুলভ সমস্ত লক্ষণ ঢেকে দিয়েছে। পিয়েরে কুবার্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল তো, জেনেটি?'

'ভাল। তুমি যাবার জন্যে তৈরি তো?'

'হ্যাঁ।'

পিয়েরে কুবার্তের বয়স ত্রিশ, সরবন আর ম্যাসাচুসেটস-এর টেকনোলজি ইন্সটিটিউট থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী নিয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ-ভ্রমণ বাদ দিলে সারাটা জীবন তার ফ্রান্সেই কেটেছে। পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা; ওজন একশো পঞ্চাশ পাউন্ড, লালচে কালো রঙের কোঁকড়ানো চুল অনেক মেয়েকেই আকৃষ্ট করে। তার নাক ভেঙেছে বয়স যখন পঁচিশ, ফলে মাঝখানটা একটু চ্যাপ্টা আর একদিকে একটু হেলে পড়া, তাতে করে চেহারায় ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি হয়েছে, অভাবটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে সামান্য বাঁকা ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক শান্ত হাসির ক্ষীণ রেশ। তার মা বাস করে প্যারিসে, রু দ্য লা ময়েতে-র সরু একটা গলিতে।

বাড়িটায় বাস করে পাঁচটি পরিবার, তারা সবাই বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদি রিফিউজি।

পিয়েরে কুবার্তের দাদু মারা গেছে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়, প্যালেস্টাইনীদের সাথে যুদ্ধ করে। শোবার ঘরে দাদুর একটা ফটো টাঙিয়ে রেখেছে তার মা। ছেলেকে সে প্রায়ই শ্বশুরের গল্প শোনায়। 'তোমার দাদু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী মানুষ। কিন্তু প্যালেস্টাইনীরা তাঁকে কষ্ট দিয়ে মারে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তোমার বাবাও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে নাম লেখান। তিনিও মিশরের সাথে ছয়দিনের যুদ্ধে নিহত হন। ওঁরা দু'জনেই ছিলেন বীরপুরুষ, কিন্তু মরার সময় কষ্ট পেয়েছেন। তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে এনেছি ঠিকই, কিন্তু আমি চাই তুমিও তোমার দাদু আর বাবার মত বীরপুরুষ হও–তবে সাবধানে থাকবে।'

'আমার সাহস আছে, কষ্ট পেয়ে মরব না,' এই প্রতিজ্ঞা অনেকবারই করেছে পিয়েরে কুবার্ত।

সেই প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটা আজ পূরণ করতে যাচ্ছে সে।

ড্রোগ হলো বয়ার মত একটা জিনিস, নৌ যান এবং অন্যান্য আরও অনেক জিনিসের গতি কমাতে বা ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। একটা ড্রোগকে লিসনিং ডিভাইস হিসেবে উন্নত করে ফরাসী ওশেনোগ্রাফী ইন্সটিটিউট। এই ড্রোগের একটা যান্ত্রিক কান আছে, সেই কানে শব্দ তরঙ্গ ধরা পড়ে, শব্দ-তরঙ্গের বার্তা অনুসারে সেটা সাড়াও দিতে পারে। ফরাসী বিজ্ঞানীরা ড্রোগটাকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করেন, সেটাকে আইসোটোপ-ডিকে মটর দিয়ে সাজানো হয়, তারপর করা হয় সাউন্ড-অ্যাবসরবেন্ট; ফলে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতলের ম্যাপ তৈরি করার জন্যে ইকো-সাউন্ডিং সিস্টেম ব্যবহার করলে ড্রোগটা নাক গলাবে না। এই ড্রোগ থেকেই সবুজ ডলফিনের জন্ম।

জিনিসটার তাৎপর্য প্রথমে ধরা পড়ে ফরাসী নৌ-বাহিনীর আঁদ্রে করডেলির চোখে। একটা সাবমেরিনের কথা কল্পনা করলেন তিনি– সোনারে ধরা পড়ে না, মহাসাগরের যে-কোনও গভীরতায় যে-কোনও দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে পারে, বহন করছে এক্সপ্লোসিভ ওঅরহেড, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা কোডেড সোনার সোর্স-এর দ্বারা।

গোটা গবেষণা প্রকল্পটি ক্লাসিফায়েড হয়ে গেল, স্থানান্তর করা হলো নৌ-বাহিনীর সোনার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটে। বিজ্ঞানীদের বাছাই করার দায়িত্ব পড়ল ডুক্সেম ব্যুরো আর ফ্রেঞ্চ ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের ওপর। গবেষণার কাজে যারা উপযুক্ত বিবেচিত হলো তাদেরকে চাকরি দেয়া হলো নৌ-বাহিনীতে।

পিয়েরে দ্য কুবার্ত হলো লেফটেন্যান্ট। পদমর্যাদা বাড়িয়ে আঁদ্রে করডেলিকে করা হলো কমান্ডার, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন তিনি। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, আঁদ্রে করডেলি, তবে ঝোঁক দক্ষ নাবিক হওয়া – সাবমেরিন কন্ট্রোল, গাইডেন্স সিস্টেম, আন্ডারওয়াটার নেভিগেশন, আর সোনার সম্পর্কে ফরাসী বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে কন্ট্রোল রুমে বসে আছেন আঁদ্রে করডেলি, ভেতরে

ঢুকল পিয়েরে কুবার্ত। পরিচালকের ডান হাতে কোকাকোলার বোতল. প্রায় নিত্যসঙ্গীই বলা যায় ওটাকে। কন্ট্রোল রুমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত হলেও ঘামছেন তিনি, বগলের নীচে ভিজে আছে ইউনিফর্ম। পিয়েরে কুবার্তকে দেখেই হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন তিনি, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। স্যালুট ঠুকে হাসল পিয়েরে কুবার্ত, কমান্ডারের গাম্ভীর্য গ্রাহ্য করতে চাইছে না। আজ লেফটেন্যান্ট পিয়েরে কুবার্ত একটু বেপরোয়া বা তরল আচরণ করলেও কেউ কিছু বলবে না। সবুজ ডলফিন আজ প্রথমবারের মত সাগর অভিযানে বেরুবে, পাইলট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে পিয়েরে কুবার্ত।

'দু'বার চেক করা হয়েছে,' বললেন কমান্ডার। 'প্রতিটি ইকুইপমেন্টই নিখুঁত কাজ করছে। তুমি রেডি হলেই সী ট্রায়াল শুরু হতে পারে।'

'ট্যাঙ্কে আমি নিজে একবার টেস্ট করতে চাই।'

'জুলে গাউরট পনেরো মিনিট ট্যাঙ্কে ছিল...'

'তবু আমি নিজে একবার চেক করব।'

পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল দু'জন। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে একমাত্র পিয়েরে কুবার্তের নার্ভই এতটা শক্ত যে কমান্ডারের সাথে তর্ক করতে পারে। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ,' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কমান্ডার আঁদ্রে করডেলি। 'এসো, ট্রায়াল শুরু করা যাক।'

বেঁকে বসল কুবার্ত। 'আমিই পাইলট, নিজের নিরাপত্তার দিক আমাকে দেখতে হবে।' শান্ত গলায় বলল সে, নিজের গুরুত্ব কতখানি জানে মন্টিয়ার, বয়স পঞ্চান্ন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যায় পারঙ্গম, কিন্তু সাঁতার জানে না জেনেটি সেন্সিং সিস্টেম সম্পর্কে কিছুই বোঝে না, কারণ তার সাবজেক্ট শুধু ডিরেকশন্যাল নেভিগেশন। জ্যাকুয়েস সাউসিয়ার কমপিউটর বিশেষজ্ঞ, ক্লড বয়ার-এর কারবার নাট-বল্টু নিয়ে।

'ঠিক আছে,' রাগের সাথে বললেন কমান্ডার। 'ট্যাঙ্কে দশ মিনিটের বেশি থাকবে না।'

বড় একটা শেডের তলায় ট্যাঙ্ক, খানিকটা অংশ সী লেভেলের নীচে তৈরি করা হয়েছে। একদিকের দেয়ালে অনেকগুলো মোটা প্লেটগ্লাসের জানালা। দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায়, ইস্পাতের তৈরি একটা কাঠামোয় সিঁড়ির সাহায্যে পৌঁছুনো যায়, কাঠামোর মাথাটা ব্যবহার হয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে. মেইন কন্ট্রোল রুমে যে-সব ইন্সট্রুমেন্ট আছে তার সবগুলো এখানেও একটা করে দেখতে পাওয়া যাবে।

কন্ট্রোল টিম যে যার পজিশন নিল। প্লেট গ্লাস আর তাপ প্রতিরোধক প্যানেলের ভেতর দিয়ে আলো ঢুকছে ট্যাঙ্কে, আলো এখানে ফসফরাসের দীপ্তি নিয়ে আভা মাত্র. ছায়া ছায়া ভাব ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে মাস্ক আর ফ্লিপার পরে ট্যাঙ্কের মাথায় অপেক্ষা করছে কুবার্ত, পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছোট একটা এয়ারবটল। টেস্ট শুরু হবার আগে কন্ট্রোল টিম প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট চেক করে নিচ্ছে, তাদের চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছে সে। এক সময় জ্বলে উঠল সবুজ সংকেত। সাবলীল ভঙ্গিতে পানিতে নামল সে. সাথে টর্চ,

পিতলের তৈরি চ্যাপ্টা একটা ঘণ্টা, আর একটা হিটিং এলিমেন্ট – কোমরে লিড-ওয়েট বেল্টের নীচে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ব্যাটারির সাহায্যে চালু করা যায়।

ট্যাঙ্কের দূর প্রান্তের একটা দরজা, রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ পড়তেই সেটা সাবলীলভাবে খুলে গেল, সামনে হাঁ করে আছে সম্পূর্ণ অন্ধকার একটা গুহা, ভেতরে কিছুই নড়ছে না। ঘণ্টার গায়ে রাবার টর্চ দিয়ে মৃদু বাড়ি মারতে শুরু করল কুবার্ত। যদিও কিছুই শুনতে পাবার কথা নয়, তবু শব্দতরঙ্গগুলো পানির ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে ঠিকই ধরা পড়ল সবুজ ডলফিনের সেন্সরে। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল ডলফিন, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

লম্বায় নয়, আর চওড়ায় দুই মিটার, নাকটা চ্যাপ্টা। ম্লান আলোয় চকচক করছে সবুজ গা একটা জিনিস দেখে হেসে ফেলল কুবার্ত। নিশ্চয় জুলে গাউরটের কাণ্ড। নাকের দু'পাশে একটা করে চোখ এঁকেছে সে। শুধু চোখ নয়, দু'সারি চৌকো দাঁতও রয়েছে।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে ওটা

ঘণ্টায় বাড়ি মারা বন্ধ করল কুবার্ত। থেমে গেল ওটা। ফ্লিপার ঝাপটাল কুবার্ত, সাঁতরে ওটার ডান পাশে চলে এল। এরপর আবার ঘণ্টায় বাড়ি মারল। ডান দিকে ঘুরে তার দিকে এগিয়ে এল ওটা। পরবর্তী দু'মিনিট তাকে অনুসরণ করল ডলফিন – বাঁ দিকে, ডান দিকে, নীচে, ওপরে – ট্যাঙ্কের সবখানে তার অবাধ গতি। নিখুঁতভাবে সাড়া দিচ্ছে।

ঘণ্টাটা কোমরে গুঁজে টর্চের সুইচ অন করল কুবার্ত, আলোটা তাক করল ডলফিনের দিকে। এবার ওটা এগিয়ে এল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। আবারও, টর্চের আলো নিভিয়ে আর জ্বালিয়ে, ট্যাঙ্কের ভেতর চারদিকে ওটাকে ঘোরাল কুবার্ত। সরাসরি সামনে থেকে দেখলে, দু'সারি দাঁতের ওপর ভোঁতা নাক আর চোখ জোড়াসহ ওটাকে জ্যান্ত একটা ডলফিন বলেই মনে হয়। ওটা তৈরি করতে কী কী যন্ত্রপাতি লেগেছে জানলেও, বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা নিয়ে ওটাকে নড়াচড়া করতে দেখার সময়ও, ভয় করতে লাগল কুবার্তের। তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

টর্চ নিভিয়ে কোমরে গুঁজল সে। এবার হীটিং কয়েলের পালা। ডলফিন সাড়া দিল আস্তে-ধীরে, কিন্তু দিল ঠিকই। যান্ত্রিক পশুটা অনেকটা দূরে থেকেও কয়েলের উত্তাপ অনুভব করতে পারল, এগিয়ে এল সামনে। কন্ট্রোল সিস্টেমের এই অংশটা অপারেশনের সময় তেমন কাজে লাগবে না, কারণ গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে সাগরের তাপমাত্রাও বদলে যায় গভীর তলদেশে ব্যাখ্যাহীন হিট পকেট আছে, কোথাও কোথাও আশপাশের তাপমাত্রার চেয়ে পনেরো ডিগ্রী বেশি। কাজেই অপারেশনের সময় হিট সেন্সর অফ করে রাখা হবে, বিশেষ করে অন করা থাকলে ডলফিনের পানির ওপর দিকে ওঠার একটা প্রবণতা থাকে বলে। তবে অন্যান্য অ্যাপারেটাস যদি ব্যর্থ হয়, সারফেসের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পানিতে ওটাকে নিয়ে আসার জন্যে হিট সেন্সর ব্যবহার করবে কুবার্ত।

কয়েলের সুইচ অফ করল সে। দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এল সেটা। সাঁতরে ডলফিনের পাশে চলে এল সে, নাক জড়িয়ে ধরে আদর করল, যেন সত্যি ওটা জ্যান্ত একটা প্রাণী। একা শুধু পিয়েরে কুবার্ত নয়, ডলফিনকে নিয়ে যারাই কাজ করেছে গত কয়েক মাস ধরে, তারা সবাই ভালবেসে ফেলেছে ওটাকে, সবাই তারা আদর করেছে, কথা বলেছে ওটার সাথে।

কন্ট্রোল রুম প্যানেলের দিকে ফিরল কুবার্ত, হাত তুলে সংকেত দিল। তারপর সাঁতার কেটে সারফেসের কাছে উঠে এল সে। দীর্ঘ কয়েক মাসের সাধনা আর স্বপ্ন সফল হতে যাচ্ছে তার। সে এবং ডলফিন, দু'জনেই এখন অভিযানে বেরুবার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

পিয়েরে দ্য কুবার্তের নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে।

দুই

হাইড পার্ক থেকে দেখা যায় অফিসটা। দোতালার ওপর কমপিউটর, ডাটা প্রসেসিং কন্ট্রোল রুম, এবং অন্যান্য আধুনিক কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি নিয়ে তিন কামরার অফিস। ভেতরে ঢোকার দরজার মাথায় ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড, অক্ষরগুলো পিতলের ওপর খোদাই করা, সাদা রঙের: রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, লন্ডন ব্রাঞ্চ।

রানা এজেন্সি হলো বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তোলা হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। বি.সি.আই. সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক অনেক নয়-ছয়ে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা।

মাসুদ রানা বি.সি.আই.-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন। রানা এজেন্সি গড়ে তোলার সময় বি.সি.আই.-এর চাকরি ছেড়ে দেয় ও, বলাই বাহুল্য সেটা লোক দেখানো ব্যাপার ছিল।

দু'জায়গাতেই দায়িত্ব পালন করছে রানা, এবং দক্ষতার সাথে। অতি গোপনীয় কোনও অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে বি.সি.আই. থেকে ডাক আসে, যেখানেই থাকুক সাথে সাথে ছুটে যায় রানা। তবে প্রকাশ্যে দেখা যায় রানা এজেন্সির কাজ নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত সে।

এজেন্সির শাখাগুলোর কাজকর্ম তদারক করার জন্যে প্রায় সারাবছরই বিশ্বভ্রমণে থাকতে হয় রানাকে। এমন কোনও শাখা নেই যেখানে বছরে অন্তত দু'বার না যায় ও। ওর অপেক্ষায় অনেক জটিল কেস অমীমাংসিত পড়ে থাকে, এজেন্ট এবং অপারেটররা মুখ চেয়ে বসে থাকে মাসুদ ভাই কবে আসবেন। ওকে দেখামাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সবাই। জটিল কেসগুলো ওদেরকে

নিয়েই সমাধান করে রানা, ওর কাজের পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় সবাই। সমাধান হয়ে যাবার পর তারা বুঝতে পারে, কেসটা আসলে মোটেও জটিল ছিল না, দু'একটা পয়েন্ট তারা দেখেও দেখছিল না বলে জটিল লাগছিল। আবার বিদায় নেয় রানা, কিন্তু ওদের জন্যে রেখে যায় অফুরন্ত উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা।

এবারও ঘুরতে ঘুরতে রানা লন্ডন শাখায় পৌচেছে। ইউরোপের প্রায় সবগুলো শাখা হয়ে এখানে এসেছে ও, কাজেই লন্ডনে হপ্তাদেড়েক থাকা যেতে পারে। হাতে জরুরী তেমন কোনও কাজ নেই। ইচ্ছে আছে অনেক দিন পর এই সুযোগে একটু বেড়াবে ও। পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করবে, আড্ডা মারবে চুটিয়ে, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট দেখবে স্টেজে, চেষ্টা করবে সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেলের অর্ধেকটা পেরোনো যায় কিনা··· মনে মনে আরও অনেক প্ল্যান-প্রোগ্রাম আঁটছে ও। কিন্তু জানে না, অন্তরালে বসে মুচকি হাসছেন বিধাতা।

ভেতরের একটা কামরায় বসে রয়েছে রানা। ডেস্কের পাশেই একটা মেশিন, ইনফরমেশন টার্মিনাল। টাইপরাইটারের মত কী আছে ওটায়, সেগুলোয় চাপ দিলেই ডাটা বেস বা মেমোরির সাথে যোগাযোগ হয়ে যাবে। সম্ভাব্য সমস্ত উৎস থেকে এই মেশিনের মেমোরিতে ইনফরমেশন আসছে, বলা যায় বিরতিহীনভাবে – কুখ্যাত টেরোরিস্টরা কে কোথায়, বিদেশী স্পাই এজেন্টদের গতিবিধি, শত্রু এসপিওনাজ অপারেটরদের অবস্থান, কোথায় কী সন্দেহজনক ঘটনা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে, ইত্যাদি নানা ধরনের তথ্য প্রতিনিয়তই আসছে। তথ্য, তা সে যতই নগণ্য বা তাৎপর্যহীন হোক, অবহেলা করা হয় না। প্রতিদিন সকালে শাখা প্রধানের হাতে আসে ছাপা এবং প্রকাশিত খবর, সব সরাসরি ডাটা বেসে চলে যায়। এরপর শুরু হয় কমপিউটরের কাজ, ওটা নিজেই ইনফরমেশন বাছাই করে, মেলায়, একটার সাথে আরেকটার যোগসূত্র আবিষ্কার করে, সাজায় – এত কিছু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। সবশেষে পরিমার্জিত তথ্য-তালিকা ছাপা হয়ে যায়, ইনফরমেশন টার্মিনাল থেকে চাওয়া হলেই সাথে সাথে সরবরাহ করতে পারে।

রানার ডেস্কে একটা ডিসপ্লে প্যানেলও রয়েছে, কমপিউটর প্রিন্ট-আউটের বিকল্প হিসেবে কাজে লাগানো যায় ওটাকে। একটা বোতাম টিপে প্যানেলের তথ্য কাগজে ছেপে নিতে পারে ও, যদিও এই মুহূর্তে প্যানেল থেকেই পড়ছে, তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে তথ্যগুলোর।

প্যারিসের রু দু লং চ্যাম্পে একটা অ্যাপার্টমেন্টে একদল লোক মিটিং করেছে। অ্যাপার্টমেন্টটা সেলিগ অস্টারের, এক সময় লোকটা মার্সেই-এ বাস করত, অনেক দিন হলো তার ওপর নজর আছে ফরাসী ড্রাগ স্কোয়াডের। ড্রাগের একজন ডিলার বলে সন্দেহ করা হয় তাকে। এই বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠানের সময়ও তার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল, দূর পাল্লার টেলিভিশন ক্যামেরা আর মাইক্রোফোনের সাহায্যে। কিন্তু কথাবার্তা যা হয়েছে সব চার-দেয়ালের ভেতর, কিছুই রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। তবে মিটিং চলাকালে ঝুল-

বারান্দায় মাঝে মধ্যে এক-আধজন লোক বেরিয়েছিল. মোট পাঁচজনের ছবি উঠেছে ক্যামেরায়। পরে এদের পরিচয় পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা গেছে। একই দলে এত বিভিন্ন পেশার লোক কী করে থাকে সেটাই আশ্চর্য।

সেলিগ অস্টার – সন্দেহজনক ড্রাগ স্মাগলার. এবং ভ্রমণবিলাসী নাবিক। বোট নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়া তার একটা নেশা। নেভিগেশনের সমস্ত আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞই বলা যায় তাকে। বলা হয় ড্রাগ স্মাগল করে যা সে আয় করে তার সবটাই খরচ করে ফেলে এই নেশার পিছনে।

ইভান গেলিয়স জাপ্লাস – ক্রিট দ্বীপের অধিবাসী একদিনের জন্যে একটা আন্তর্জাতিক খবরের জন্ম দিয়েছিল লোকটা। ছোট্ট একটা দ্বীপে জেল খাটছিল, প্রহরীদের বোকা বানিয়ে পালায়. ক্ষুদে একটা ভেলায় চড়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সাগর পাড়ি দিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

ফন বেক – টেরোরিস্ট গ্রুপ বাদের-মেইনহফ-এর সদস্য বলে সন্দেহ করা হয়। জাপানী টেরোরিস্ট গ্রুপ শিনজু কুজি, রেড বিগ্রেড, মাফিয়া, চরমপন্থী আই.আর.এ., ইত্যাদি দলের সাথে বাদের-মেইনহফ লিয়াজোঁ রক্ষা করে বলে ধারণা করা হয়। রেডিও কমিউনিকেশনে এক্সপার্ট।

পরের নাম দুটো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একজন ফরাসী নৌ-বাহিনীর অফিসার, কিছু দিন হলো টুলনে বদলি হয়েছে. ওখানে সে সোনার ডেভেলপমেন্টের ওপর কাজ করে. নাম পিয়েরে দ্য কুবার্ত।

অপরজন এক ইংরেজ। এই লোকের পরিচয় উদ্ধার করার জন্যে হাত অনেক লম্বা করতে হয়েছে, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফাইল পর্যন্ত। এ-ধরনের তথ্য বেশিরভাগই ক্লাসিফায়েড হলেও. রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা মাসোহারা দিয়ে কিছু লোক পোষে যারা আরও অনেক বেশি গোপনীয় তথ্য সহজেই বের করে আনতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোপন একটা সামরিক স্থাপনায় সিকিউরিটির দায়িত্ব পালন করছে প্রাইভেট একটা কোম্পানী; সেই কোম্পানীতে চাকরি করে ইংরেজ লোকটা। কোম্পানীর নাম. সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড। লোকটা প্যারাসুট রেজিমেন্টের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন. স্পেশাল সার্ভিসের সাথে কাজ করেছে। নাম জেভিক ব্রিল।

বোতাম টিপে প্যানেলের তথ্যগুলো একটা কাগজে ছেপে নিল রানা। এখন দেখতে হয় জেভিক ব্রিল সম্পর্কে আর কি জানা যায়। টাইপরাইটার টার্মিন্যালের চাবিতে চাপ দিল ও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৈরি জেভিক ব্রিলের ডোশিয়ে ছড়িয়ে পড়ল স্ক্রীনে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে তালিকায় কী কী রয়েছে দেখে নিল রানা বার্থ, স্কুল. আর ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট; সামরিক বাহিনীতে ঢোকার ছাড়পত্র. আর্মি কমিশন সার্টিফিকেট, আর্মি ডিসচার্জ সার্টিফিকেট। আরও রয়েছে – সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডে চাকরি প্রার্থনা করে তার লেখা আবেদন পত্র, তাকে চাকরি দেয়া যায় কিনা জানতে চেয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে লেখা সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের অনুসন্ধানী চিঠি, সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্সের জন্যে তার নিজের আবেদন, এবং সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

এসব তথ্যও কাগজে ছেপে নিল রানা। মেশিন থেকে কাগজটা বের করে বেল বাজাল। পরপর দু'বার পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল নীলাম্বরী শাড়ি পরা লম্বা এক যুবতী, নাম রিফাত জাহান। শাখাপ্রধানের নীচের পদটাই তার। রিফাতকে দেখলেই ঢ্যাঙা সুপারী গাছের কথা মনে পড়ে যায় রানার, ধারণা করে নেয় কাপড়ের ভেতর নিশ্চয়ই অনেক উত্থান-পতন আছে – তবে জানে, এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়, বিশেষ ঘামায়ও না।

শাখাপ্রধান শাহিন কায়সার একটা কেস নিয়ে লন্ডনের বাইরে খুব ব্যস্ত, তাই রিফাতকে দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে রানার। কাগজটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা প্রসেস করো তো। একটা ফাইল তৈরি করবে, প্লিজ।'

কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে রিফাত জানতে চাইল, 'পুলিশ রেকর্ডও সার্চ করব, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, করা যেতে পারে, তবে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

বেশিরভাগ সময় এক ধরনের ঝোঁকের বশে কাজ করে রানা। বেমানান বা বিসদৃশ কিছু চোখে পড়লে এই ঝোঁকটা চাপে। ডিসপ্লে স্ক্রীনে একটা নাম ফুটে উঠল, অথচ নামটার ওখানে থাকার কথা নয়। জেভিক ব্রিলকে সাধুপুরুষ বলে মনে হয়েছে ওর। একটু যেন বেশি সাধু, ধোয়া তুলসী পাতার মত। স্কুলে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতেও কৃতিত্ব কম নয়, প্যারাসুট রেজিমেন্টে চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, ভাল প্রমোশন পেয়েছে, আদর্শ সময়ে বেরিয়ে এসেছে সেনাবাহিনী থেকে, বেরিয়ে এসে ভাল একটা চাকরিও পেয়ে গেছে। লোকটার রেকর্ড এত ভাল যে পুলিশের খাতায় নাম ওঠার কোনও কারণ নেই। এ-ধরনের লোকেরা এমনকী বেপরোয়াভাবে গাড়িও চালায় না বা যেখানে সেখানে পার্ক করে না। তবু চেক করে দেখতে অসুবিধে নেই।

'বিয়ে করেনি,' রানার দেয়া ডোশিয়ে-টা দেখতে দেখতে মন্তব্য করল রিফাত। 'কেন করেনি খোঁজ নিলে হয়তো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।'

মাথা নাড়ল রানা 'ক্যাপ্টেন জেভিক ব্রিল আইনের ভেতর থাকতে পছন্দ করে।' হাসল ও 'এটা যেন তার জীবনের একটা লক্ষ্য বিয়ে না করার সেটাও একটা কারণ হতে পারে, লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে চায়নি।'

মাথা নিচু করে কাজে মন দিল রিফাত। কেউ বিয়ে না করলে তার ইতিহাসে কলঙ্ক থাকতে পারে, এ-ধরনের ইঙ্গিত করা উচিত হয়নি তার। রিফাত জানে বিয়ে মাসুদ ভাইও করেননি, এবং নানা ধরনের গুজবও তার কানে আসে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, মাসুদ ভাই দেবতাসুলভ চরিত্রের অধিকারী – চোখ তুলে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। মেয়ে হয়ে রিফাত মেয়েদের কৌতূহল সম্পর্কে ভালই জানে, সে নিজেও এই কৌতূহলের শিকার। বস লোকটা কেমন জানার জন্য নিরিবিলি দুপুরে প্রয়োজন না থাকলেও কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে দেখেছে সে, অকারণে হেসেছে, প্রতিপক্ষ দেখেও না দেখার ভান করেছে। যাচাই করার জন্যে এ-ধরনের পরীক্ষা দু'একবারই যথেষ্ট, তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রিফাত। এ অন্য ধাতুতে গড়া অন্য রকম মানুষ, আর দশজনের মত নয়।

সামনের দিকে ঝুঁকে তালিকার অন্যান্য নামগুলো পড়ল আবার রানা। প্যারিসের বোয়া দ্য বোলান জেলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে পাঁচজন লোক মিলিত হয়েছিল। তিনজনের আছে সাগরের সাথে সম্পর্ক, দু'জনের নেই। তিনজনের কুখ্যাতি আছে, দু'জনের নেই। তিনজনের বয়স বেশি, দু'জনের কম। পাঁচজন পাঁচ দেশের, কোনও দু'জন একদেশের নয়। রানা যেন ধাঁধার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছে। কেন তারা এক জায়গায় জড়ো হলো? ওদের মধ্যে এমনকী আছে যা আর সবার সাথে মেলে?

একটা রিপোর্ট পড়তে গিয়ে এই মিটিং সম্পর্কে জানতে পেরেছে রানা। এথেন্স থেকে পশ্চিম জার্মানীর উদ্দেশে রওনা হতে যাচ্ছিল একটা প্লেন, প্লেনে ওঠার সময় তিনজন আইরিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ওদের কাছে প্রচুর মার্কিন ডলার পাওয়া যায়। প্রত্যেকের কাছে একটা করে মোটা বই ছিল, সেই বইয়ের ভেতর লুকানো ছিল ডলার। গ্রীস থেকে ডলার নিয়ে যাওয়া বা আনা বেআইনী কাজ নয়। তা হলে টাকাগুলো ওরা লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কেন? ওদেরকে আটক করে গ্রীক কর্তৃপক্ষ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে এই তিনজন আইরিশ নাগরিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লোকগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারেনি। অগত্যা গ্রীক ইন্টেলিজেন্স রানা এজেন্সির সাহায্য প্রার্থনা করে।

রানা এজেন্সি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে।

লন্ডন শাখা ভিজিট করতে এসে এই কেসটাই প্রথমে নজরে পড়ে রানার। লোকগুলো জার্মানীতে যাচ্ছিল, এই সূত্রটা মনে রেখে নিজেকে প্রশ্ন করে ও – যেহেতু ওরা আইরিশ, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাথে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, জার্মানীতে অস্ত্র, অ্যামুনিশন, বা বিস্ফোরক কিনতে যাচ্ছিল না তো? উত্তর ইউরোপে রানা এজেন্সির ফিল্ড অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে রানা, জানতে চায় ইদানীং পশ্চিম জার্মানীতে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা করছে কে বা কারা? ফিল্ড অফিসার ফন বেকের নাম বলে। নামটা আগেও শোনা ছিল রানার। এরপর ফন বেকের সাম্প্রতিক গতিবিধি জানার জন্যে কমপিউটরের সাহায্য নেয় ও। তিন দিন আগে মেমোরি ব্যাঙ্কে প্যারিসের বৈঠক সম্পর্কে তথ্য পৌঁচেছিল, ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে মনে করে ব্যাঙ্কেই জমা ছিল তথ্যটা। প্রায় বলতে গেলে খেয়ালের বশেই কমপিউটরে জিজ্ঞেস করে রানা, মিটিঙে আর কে কে ছিল? উত্তরে বেরিয়ে এল পাঁচটা নাম।

কেন? ঘুরে ফিরে বারবার প্রশ্নটা আসছে রানার মনে। প্যারিসে কেন ওরা মিলিত হলো?

বেল বাজিয়ে আবার রিফাতকে ডাকল রানা। আর কিছু না হোক, সংশ্লিষ্ট মহলকে সাবধান করে দেয়া উচিত। দু'জন লোক ওকে বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। পিয়েরে কুবার্ত আর জেভিক ব্রিল। একজন ফরাসী, অপরজন ইংরেজ।

'জ্বী, মাসুদ ভাই?'

'মিটিংটা সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে লিখে

জানাও। ব্যবস্থা করো আজই যেন চিঠি পায় ওরা। কোনও মন্তব্য করার দরকার নেই. শুধু জানাবে মিটিঙে কে কে ছিল।'

ঘাড় কাত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রিফাত। সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজল রানা. চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে শুরু করল। কায়রো থেকে আজ লন্ডনে আসার কথা মেরী শার্লটের। মনে পড়তেই একটা শিহরণ জাগল শরীরে। মেয়েটিকে বেশ ভাল লাগে ওর।

রাবার ডিঙির কিনারায় বসে রয়েছে প্যারোডি বভিয়ের। যতদূর দৃষ্টি যায় ভূমধ্যসাগর, চারদিক ফাঁকা, অথচ তার চেহারায় মারমুখো একটা ভাব ফুটে আছে। অখণ্ড কাচের মত স্থির পানি, সারফেসে তেলতেলা একটা ভাব – অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে তার. এর অর্থ হলো রাতে ঝড় হবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, মেঘের ডাক আর বিদ্যুৎ চমক ভালবাসে প্যারোডি বভিয়ের পানির লকলকে বাহু চাবুকের মত বাড়ি মারছে চোখে-মুখে, অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ রেখা, ঘন ঘন বজ্রপাতের শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম, এ-ধরনের দৃশ্য কল্পনা করতেও ভাল লাগে তার, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সারা শরীর। নেশাখোর যেমন বোতলের পর বোতল সাবাড় করে, প্যারোডি বভিয়ের তেমন বিপুল উত্তেজনা হজম করতে পারে। শান্ত নিরাপদ জীবন তার কাছে মৃত্যুতুল্য, অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে বিপদের ঝুঁকি নিতে পারার মধ্যেই সে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়

অনেক দিন পর আবার একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে তাকে রোমাঞ্চকর কিছু ঘটছে না, ফলে দুর্বিষহ সময় কাটছে তার ডাইভিং স্কুল ভালই চলছে, চলতি হপ্তাতেও কোটা পূরণ করার জন্যে পাওয়া গেছে দশজন ছাত্র-ছাত্রী এই দশজনের কোর্স শেষ হবে শুক্রবারে, ইতিমধ্যে আরও দশজন ফি দিয়ে নাম লিখিয়েছে খাতায়, শনিবার থেকে ট্রেনিং নিতে শুরু করবে তারা। স্কুল থেকে ভালই আয় হয় তার, খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হয় না. কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে শুধু খাওয়া পরাই কী সব?

তার স্কুলের কোর্স ফি অস্বাভাবিক বেশি, তবে ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ ঠকে না। তারা সবাই হয় বিদেশী, নয়তো মেইনল্যান্ড থেকে আসে। এমনভাবেই ট্রেনিং দেয় সে, সদ্য পাশ করা ডাইভারদের আত্মবিশ্বাস বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়, ইবিজা দ্বীপ ত্যাগ করার পর যে-কোনও সাগরের সারফেস থেকে ত্রিশ ফিট নীচে সাহসের সাথে বিচরণ করতে পারে। কিন্তু প্যারোডি বভিয়ের নিজের জন্যে উত্তেজনার কোনও খোরাক পাচ্ছে না। সেজন্যেই মারমুখো চেহারা নিয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছে সে।

বালতিটা পানিতে খানিকটা ডুবিয়ে সাগরের নীচে তাকাল সে, বালতির তলাটা কাচের। হেলম আর মোনাকে পরিষ্কার দেখা গেল, রাবার ওয়েটসুট পরে রয়েছে, কালোর ওপর উজ্জ্বল হলুদ ডোরা কাটা। বিশ মিটার গভীরতায় ওদের দু'জনকে ঘিরে বৃত্ত তৈরি করেছে দশজন ছাত্র-ছাত্রী; স্থির ভেসে থাকার জটিল কৌশল, গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে সারফেসের দিকে উঠে আসার দক্ষতা, আর

নিঃশ্বাস ছেড়ে নীচের দিকে নামার নৈপুণ্য আয়ত্ত করছে। বড় আকারের জলজ আগাছার মত লাগছে ওদেরকে। হাত তুলে সংকেত দিল হেলম, আগাছাগুলো আরও দশ মিটার গভীরে নেমে গেল, প্রত্যেকে তার দু'পাশের দু'জনের হাত ধরে আছে। এবার শুরু হবে 'বাডি ব্রিদিং এক্সারসাইজ,' প্রত্যেকে তার সঙ্গীর এয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করবে এরপর তারা চওড়া একটা কার্নিশে বসে বিশ্রাম নেবে, সারফেস থেকে ত্রিশ মিটার নীচে এই কার্নিশটাই অনেক দিন হলো ট্রেনিঙের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওখানে বসেও অনুশীলন চলবে পিঠ থেকে বটল খুলবে যে যার নিজের চেষ্টায়, তারপর আবার জায়গামত লাগাবে।

অনেকটা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল প্যারোডি বভিয়ের। সাগরের নীচ থেকে একটু ঢুঁ মেরে আসা যাক, তবু সময় কাটবে ফেস মাস্কের ভেতরটা ভিজিয়ে নিল সে, তারপর মাথায় পরল। ডিম্যান্ড ভালভ মুখে নিয়ে রাবার ডিঙি থেকে পানিতে পিঠ দিয়ে পড়ল, সরাসরি ডাইভ দিল কার্নিশের ওপর যেখানে ক্লাস চলছে। পানির নীচটা এখানে স্বচ্ছ আর সবুজে-নীলে মেশানো, একমাত্র জায়গা যেখানে আনন্দ পায় সে। ট্রেনিঙের জন্যে জায়গাটা আদর্শ, পাহাড় প্রাচীরের গা থেকে বেরিয়ে এসে চওড়া কার্নিশটা হারবার থেকে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত হয়েছে। ত্রিশ মিটার গভীরতায় ট্রেনিং নেয়ার জন্যে খুবই নিরাপদ একটা স্থান। কিনারা থেকে ঝপ্ করে আরও একশো বা বেশি গভীরতায় নেমে গেছে কার্নিশের গা, সাগরের তলদেশ অবশ্য আরও অনেক নীচে।

আরও গভীর পাথুরে ফাটলে বিশেষ করে লবস্টার আর ক্রেফিশ অগুনতি ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলাল বভিয়ের। সবাই হাসিখুশি, পানির নীচের এই অপরূপ জগতে নতুন আসার অভিজ্ঞতা উপভোগ করছে প্রত্যেকে ইঙ্গিতে তাকে হেলম জিজ্ঞেস করল, বসের সাথে মোনাকে পাঠাবে কিনা, কারণ স্কুলের বিধান হলো একা কেউ কখনও বেশি গভীরতায় ডাইভ দেবে না। কিন্তু আজ মাথা নাড়ল বভিয়ের, কার্নিশের কিনারায় পৌঁছে নীচের দিকে মাথা দিয়ে খাড়া নামতে শুরু করল সে, কালো পাথরের গায়ের সাথে সমান্তরালভাবে।

বিশ মিটার নামার পর প্রথম ফাটলগুলো দেখতে পেল বভিয়ের, দু'একটা লবস্টার প্রায়ই পাওয়া যায় এখানে। খাড়া পাথর-প্রাচীরের গায়ে লম্বা গর্তগুলো ভেতর দিকে অনেকটা গভীর, নির্ভয়ে একটার ভেতর ঢুকে পড়ল সে তবে চোখ-কান সতর্ক, ভেতরের অন্ধকার যাতে সয়ে আসে চোখে তার জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল গুহামুখের কাছে, তারপর টর্চ জ্বালল

একজোড়া চোখ অশুভদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, সেই সাথে পাথর জড়িয়ে থাকা একটা শুঁড় মত বাহু প্যাঁচ ছাড়িয়ে লম্বা হলো, ঢেউ খেলে এগিয়ে এল তার দিকে। অক্টোপাস নয়, আরও মজার জিনিসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বভিয়েরের। একঝাঁক পমপানো, টর্চের আলোয় অকস্মাৎ সম্মোহিত, পানির ভেতর স্থির হয়ে আছে, যেন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালাতে গিয়ে হেডস্যারের চোখে ধরা পড়ে গেছে পঞ্চাশ ফিট গভীর ফাটলের পিছন দিকে পাথর পাঁচিলের গায়ে

চরছে এক ডজন বাগদা চিংড়ি।

টর্চের সবটুকু আলো পড়ায় হঠাৎ করে তার চারদিকে সবকিছু থেকে রঙের সত্যিকার ছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পমপানোর সোনালি-রূপালি ডোরা, অ্যানেম্যানি (বায়ু-পরাগী ফুল)-র লাল আর নীল পাপড়ি গায়ে বাঘের ডোরা কাটা বাগদা চিংড়ির স্বচ্ছ ম্লান লালচে ঝাঁক, অক্টোপাসের সাদাটে খয়েরি তলপেট, একবার তাকালে চোখ ফেরানো দায় চট করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। পঞ্চাশ মিটার গভীরে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। সারফেসের কাছাকাছি যখন ফিরে যাবে, প্রতি মিনিট পানির নীচে থাকা বাবদে এক মিনিট করে ডিকমপ্রেস করবার জন্যে রাখতে হবে। ডিকমপ্রেশন টাইম তার জন্যে মহা বিরক্তিকর, ছয় মিটার গভীরতায় পাঁচ মিনিট থেমে থাকো, তারপর আবার তিন মিটার গভীরতায় আরও পাঁচ মিনিট। তবে অভিজ্ঞ ডাইভার হিসেবে তার জানা আছে, এটা অলঙ্ঘ্যনীয় নিয়ম। গুহার মুখে ফিরে এল সে, মুখ তুলে উজ্জ্বলতর সারফেসের দিকে তাকাল, তারপর আবার তীব্র একটা ঝোঁকের মাথায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধনুকের মত বাঁকা করল শরীর, পেশী শিথিল করে ছেড়ে দিল নিজেকে, খসে পড়ল নীচের দিকে।

ষাট মিটার গভীরতায় নেমে সতর্ক হলো সে, বড় একটা গুহার মুখের পাশে থামল টর্চের আলোর শেষ সীমা পর্যন্ত লম্বা গুহাটা, মনে হলো বিশ মিটারের মত চওড়া আর প্রায় সমান উঁচু ধীরে সুস্থে ফিন নেড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, যেন পবিত্র গির্জায় ঢুকছে। পাথরের গায়ে সেঁটে আছে লবস্টার, এত বড় আকারের বোধহয় এই প্রথম চোখে পড়ল। অসংখ্য লবস্টার, মাঝে মধ্যে দু'চারটে ক্রেফিশ ক্রেফিশগুলো এক একটা পনেরো ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা বড় যে ক'টা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে থেকে দুটো লবস্টার হাত বাড়িয়ে ধরল সে, কব্জিতে যাতে কাঁটা না বেঁধে সে-ব্যাপারে সতর্ক থাকল।

ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে, হঠাৎ চকচকে কী যেন একটা দৃষ্টি কেড়ে নিল। পাথরের যেখান থেকে লবস্টার দুটোকে ছাড়িয়েছে ঠিক সেখানটাতে সাঁতার কেটে কাছে চলে এল সে, দেখল এখানটায় পাথরের গা একেবারে সমতল এবং চকচকে হলুদ। একটা লবস্টার ছেড়ে দিল সে, পানি কেটে দূরে সরে গেল সেটা। গোড়ালির কাছে বাঁধা খাপ থেকে ছুরি বের করে পাথরের গা চাঁছতে শুরু করল সে এবার, আস্তে আস্তে। প্রায় দু'ইঞ্চি পুরু হয়ে জমে আছে নরম সবুজ শেওলা। শেওলা সরাবার পর উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেল, বাকি লবস্টারটাকেও ছেড়ে দিল সে। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা সেঁধিয়ে দিয়ে পাথরের গা থেকে হলুদ রঙের ধাতব পদার্থের একটা টুকরো বের করে আনল বভিয়ের। টুকরোটা দু'ইঞ্চি লম্বা হবে, এক ইঞ্চি চওড়া, আর আধ ইঞ্চি পুরু – বেশ ভারি লাগল হাতের ভেতর। ওয়েট-সুটে গুঁজে নিল সে ওটা, আবার একজোড়া লবস্টার ধরল, তারপর ফিরে চলল সারফেসের দিকে।

হেলম আর মোনা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সারফেস থেকে দশ মিটার গভীরতায় উঠে গেছে, বডি মুভমেন্ট প্র্যাকটিস করাচ্ছে ওদেরকে। ট্রেনিং পিরিয়ডের বাকি সময়টা এখানেই থাকবে ওরা। ছয় মিটারে থামল বভিয়ের,

সাঁতরে কাছে চলে এল হেলম, বসের কাছ থেকে লবস্টার দুটো চেয়ে নিল। হেলম প্যানির ওপর ডিঙিতে উঠে গেল। ছয় মিটারে পাঁচ মিনিট থাকার পর তিন মিটারে আরও দশ মিনিট কাটাল বভিয়ের, রক্তস্রোতে জমা নাইট্রোজেন বেরিয়ে যাবার পর ডিঙিতে ফিরে এল সে কিন্তু কী পেয়েছে কাউকে জানাল না।

ইবিজার সরু একটা গলিতে বাড়িটা। প্যারোডি বভিয়ের নক করল দরজায়। বাড়িটা যেন একজন ডাক্তারের হলেই মানায় – অন্ধকার আর নির্জন, পরিচ্ছন্ন আর নিস্তব্ধ। একতলার একটা কামরায় তাকে বসাল মেয়েটা, বলল, 'প্লিজ একটু অপেক্ষা করুন, ড. কন্টিনি এখুনি আসছেন।'

বদমেজাজী আরও অনেক লোকের মত প্যারোডি বভিয়েরও প্রয়োজনের সময় চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে। দশ মিনিট অপেক্ষা করল সে, সাইড টেবিলে রাখা পত্র-পত্রিকাগুলোর দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত। ড. কন্টিনি এলেন চশমা আর সাদা ল্যাবরেটরী কোট পরে, ঘরের আলোয় চকচক করে উঠল তাঁর মস্ত টাক। হাতের আঙুল ফোলা আর বিবর্ণ, যেন তরল রাসায়নিক পদার্থ বড় বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। ছোটখাট, ভঙ্গুর মানুষ, প্রথম দর্শনেই তাঁকে অপছন্দ করল প্যারোডি বভিয়ের।

'সাথে নিশ্চয় পরিচয়-পত্র আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. কন্টিনি, শরীরের তুলনায় কণ্ঠস্বর অনেক বেশি ভারি।

আলখেল্লার পকেটে হাত ভরে দিয়ে একটা রুমাল বের করল বভিয়ের, দেখামাত্র নাক সিটকালেন ড. কন্টিনি। বভিয়ের সকৌতুকে ভাবল, রুমালটা যদি লোকটার নাকে চেপে ধরা হয়, বমি করবে, নাকি জ্ঞান হারাবে? রুমালটা হাঁটুর ওপর রেখে খুলল সে, ভেতরে দেখা গেল তিনটে ধাতব পদার্থের টুকরো। তার মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে ড. কন্টিনির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা মাইক্রোস্কোপের নীচে ধরুন, আমার পরিচয় আপনার জানা হয়ে যাবে।'

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা আই-গ্লাস বের করলেন ড. কন্টিনি, বভিয়ের দেয়া ধাতব টুকরোটা পরীক্ষা করলেন। 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছেন।' জিনিসটা বভিয়েরকে ফেরত দিলেন তিনি। 'ভারি ইন্টারেস্টিং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কোত্থেকে এটা পেলেন আপনি, এবং যেখান থেকে পেয়েছেন সেখানে জিনিসটা কী পরিমাণে আছে?'

'আপনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নিকুচি করি,' শান্ত হাসির সাথে জবাব দিল বভিয়ের। 'আমি শুধু জানতে চাই জিনিসটা কী?'

'কিন্তু ফি-র একটা ব্যাপার আছে না?' আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ড. কন্টিনি, তিনিও হাসছেন, তবে সেটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'যুগটা তো ব্যবসার, এখানে কেউ লোকসান দেবে কেন?'

'জিনিসটা যদি আপনাকে রাখতে দিই, ফি হিসেবে যথেষ্ট হবে

জিভের ডগা বের করে ঠোঁট চাটলেন ড. কন্টিনি। 'নমুনাটায় কী আছে ব্যাপারটা তার ওপর নির্ভর করে, নির্ভর করে ওজনের ওপর...'

'পাঁচ গ্রাম। চোরাই হীরের ব্যবসা করেন আপনি, এটা পেলে হীরে সেট

করে বাজারে আঙটি ছাড়তে পারবেন।'

'কী? অ্যা! আপনি··· বেরিয়ে যান বলছি!' ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন ড. কন্টিনি। কিন্তু তারপর কীভাবে কী ঘটল তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না।

বিদ্যুৎ বেগে সামনে চলে এল বভিয়ের, আলোর একটা ঝলকানির মত লম্বা হলো তার একটা হাত। পরমুহূর্তে ড. কন্টিনি অনুভব করলেন তাঁর কণ্ঠনালী বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে আগন্তুক। 'মাটিতে পা ফেল. ব্যাটা!' রাগ নয়, তাচ্ছিল্যের সাথে বলল বভিয়ের। 'তোর কথা সব আমি জানি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট, গোল্ড অ্যাসেইস্ট। হাত নোংরা, কাজেই চাকরি হারিয়েছিস। সেই থেকে চোরাই আর নকল হীরে নিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছিস। লাভ দেখলে তুই কবর থেকে তুলে তোর মায়ের কঙ্কালটাও বেচবি। ভাল চাস তো বল, কী ওটা?' ড. কন্টিনির কণ্ঠনালী ছেড়ে দিল সে। তা না হলে প্রশ্নের উত্তর দেবে কে!

খুব চেষ্টা আর কষ্ট করে ঘন ঘন ঢোক গিললেন ড. কন্টিনি। তাঁর ঠোঁটের কোণে সাদাটে ফেনা জমেছে। 'সোনা,' বিড়বিড় করে বললেন। 'একশো ভাগ খাঁটি। সম্ভবত পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল-পাথরে ছিল··· ঠিক এই কোয়ালিটির সোনা অনেক দিন দেখিনি। জমাট বাঁধার ধরন দেখে বুঝতে পারছি, ওখানে আরও প্রচুর পরিমাণে আছে। তবে বাজারজাত করতে হলে সাহায্য দরকার হবে আপনার। আপনার একজন বন্ধু দরকার।'

'অতই যখন সোনা. ভাড়াটে একজন বন্ধু যোগাড় করা কঠিন হবে না,' বলল বভিয়ের। 'রেন্ট-এ-ফ্রেন্ড, শোনোনি? আজকাল এটার খুব চল্ হয়েছে। ঝুট-ঝামেলা কম। ওদের প্রয়োজন ফুরালে সরিয়ে দাও, নরকের গভীর গহ্বরে।' আবার হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ড. কন্টিনির কণ্ঠনালী চেপে ধরল সে। মুঠোটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

তেমন কোনও শব্দ হয়নি, শুধু ভেলভেটের পর্দাটা পিছন দিকে একটু নড়েছে, তাতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল বভিয়েরের শরীরে আঘাত করার ঠিক আগের মুহূর্তে লোকটাকে দেখতে পেল সে, তার আগে নয়। পিছন দিকে লাফ দিয়েছিল সে, শূন্যে ওঠার পর ঘুরতে শুরু করে। লোকটা একজন হোঁৎকা চেহারার ইন্দোনেশিয়ান, পাশের কামরার দরজা খুলে পর্দা সরিয়েছে মাত্র, হাতের লোহার রডটা মাথার ওপর তোলা। তার ঘাড়ে কব্জির কিনারা দিয়ে একটা কোপ মারল বভিয়ের, একই সাথে তলপেটে লাথি চালাল। ইন্দোনেশিয়ান বডিগার্ড পাশের কামরায় ছিটকে পড়ল, মেঝেতে পড়ার আগেই চৈতন্য হারিয়েছে। দরজার কাছে থেমে ঘুরল বভিয়ের, দেখল টেবিলের তলায় লুকাচ্ছে ড. কন্টিনি।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একবার থামল বভিয়ের, আলখেল্লাটা ঠিকঠাক করে নিল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে শান্তভাবে হাঁটতে শুরু করল সে, যেন কিছুই হয়নি। খালের ওপর সেতুটা পেরোল, ডানদিকে বাঁক নিয়ে খালের পাড় ধরে শহরের দিকে ফিরছে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় ওদেরকে দেখে ফেলল সে। ছোটখাট একজন মানুষ, মাথায় বেরেট, হাতে একগাদা ড্যাফোডিল ফুল। অপর লোকটা বলিষ্ঠ, লম্বা-

চওড়া, পেশাদার কুস্তিগীর বলে মনে হলো। ফোক্সওয়াগেন একটা গাড়িও আছে, ফ্রেঞ্চ নাম্বার-প্লেট, স্টিয়ারিঙের পিছনে বসে আছে একটা মেয়ে। লেজুড় খসাবার কোনও চেষ্টাই করল না বভিয়ের, রেলস্টেশনের দিকে যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল।

দৃঢ় পায়ে হোটেল ভিক্টোরিয়ায় ঢুকল সে। লবিতে পাঁচজন লোককে দেখা গেল, সবাই আমেরিকান ট্যুরিস্ট, ডেস্কে বসা লোকটা তাদের পাসপোর্ট চেক করছে। ড্যাফোডিল হাতে ছোটখাট লোকটা বাইরে থাকল, ভেতরে ঢুকল লম্বা-চওড়া কুস্তিগীর। ডেস্ক থেকে একটা পত্রিকা তুলে পাতা ওল্টাতে লাগল বভিয়ের, আসলে অপেক্ষা করছে অনুসরণকারী কখন তার আরও কাছাকাছি আসবে। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ তুলে কাউন্টারের পিছনে মেইলবক্সের দিকে তাকাল সে। অনেকগুলোর সাথেই চাবির রিঙ ঝুলছে।

'আমার কামরার চাবিটা নিতে পারি, প্লিজ? দুশো বাহাত্তর নম্বর কামরা।'

আমেরিকান ট্যুরিস্টদের নিয়ে খুব ঝামেলার মধ্যে আছে ডেস্ক ক্লার্ক, বভিয়েরের দিকে তাকালই না সে, শুধু মাথা ঝাঁকাল। হাত বাড়িয়ে চাবি নিল বভিয়ের, এগোল পাশাপাশি দু'জোড়া এলিভেটরের দিকে। একটায় চড়ে তিনতলায় উঠে এল সে, করিডর ধরে হেঁটে দুশো বাহাত্তর নম্বর কামরার সামনে দাঁড়াল। কী হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুলল সে, দরজাও ফাঁক করল আধ ইঞ্চিটাক, তারপর করিডর ধরে ছুটল সে। দু'বার বাঁক নিয়ে সার্ভিসম্যানদের সিঁড়িটা পেয়ে গেল, তরতর করে নেমে এল নীচে। বাঁ দিকে একটা দরজা, সেটা দিয়ে মেইন লবিতে যাওয়া যায়। ভুলেও সেদিকে তাকাল না বভিয়ের ডান দিকের অপর একটা দরজা দিয়ে ঢুকল বড় একটা কামরায়, দেয়াল ঘেঁষে ইস্ত্রি করা চাদর আর পর্দার স্তূপ দেখল। শেষ প্রান্তে একটা দরজা, সেটা দিয়ে সরু গলিতে বেরিয়ে এল। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি লুকোবার চেষ্টা করছে।

তিন

প্যারিসের রু দু লংচ্যাম্পে যারা মিটিং করেছিল তাদের মধ্যে একজন লোক ভুলেও ঝুল-বারান্দায় বেরোয়নি, ফলে ক্যামেরায় ধরা পড়া থেকে বেঁচে গেছে সে। তার যা পরিচিতি, দেখামাত্র চিনে ফেলার কথা।

ইবিজা দ্বীপে নিজের আস্তানায় বসে সে-ও নামের তালিকার ওপর চোখ বুলাচ্ছে, তবে নামগুলো সাজিয়েছে সে অন্যভাবে। তার তালিকায় প্রথম রয়েছে ফরাসী লোকটা, পিয়েরে দ্য কুবার্ত। দু'নম্বরে রয়েছে ইংরেজ লোকটা, যদিও কেন লরেন্স নামটা ব্যবহার করেছে সে, জেভিক ব্রিল নয়। তৃতীয় নাম সেলিগ অস্টার। তারপর ইভান গেলিয়স জাপ্লাস, ক্রিট দ্বীপের অধিবাসী। সবশেষে ফন বেক।

সতর্কতার সাথে বাছাই করা দক্ষ লোক সবাই এদেরকে খুঁজে বের করার কৃতিত্ব একা তার। যে যার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ওরা বিশেষজ্ঞ, এবং সবারই

অতিরিক্ত এমন সব গুণ আছে যে একটা টিমের সাথে কাজ করতে কারও কোনও অসুবিধে হবে না। কেউ কেউ আদর্শিক কারণে তার দলে যোগ দিয়েছে, নিবেদিতপ্রাণ। কেউ কেউ মার্সেনারি। তবে সবাই তার প্রতি অনুগত। আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গার বলতে সবাই অজ্ঞান।

বরফ মেশানো হুইস্কির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সিঙ্গার। ঝুল-বারান্দায় বসে আছে সে, সাদা রেলিঙের নীচে ছোট্ট বে-তে তার মটর লঞ্চ টারাটানটারা ঢেউয়ের দোলায় দুলছে মৃদুমন্দ।

লঞ্চের পেছনে দেখা যাচ্ছে একটা ষাট ঘোড়ার এঞ্জিন বসানো রাবার ডিঙি। আউটবোর্ড মটর নিয়ে কী যেন করছে জ্যাক। কংক্রিটের তৈরি জেটি, লম্বা হয়ে বে-র ওপর গিয়ে পড়েছে, সেটার ওপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে ডোরা। বিকিনির ওপরের অংশটা খুলে ফেলেছে সে, পূর্ণ বিকশিত স্তনজোড়া শরীরের বাকি অংশের মতই তামাটে। পরে এক সময় ওকে নিয়ে হ্যান অ্যান্টোনিয়ো-য় যাবে সিঙ্গার, সাদা রোলস রয়েসটা থামাবে চৌরাস্তার মোড়ে। সবাই চোখ বড় বড় করে তাকাবে গাড়ি আর মেয়েটার দিকে, সানগ্লাস পরা পুরুষসঙ্গীর দিকে তেমন মনোযোগ দেবে না কেউ।

বাড়ি ফিরে ডোরাকে বলবে, সে ক্লান্ত। কৃতজ্ঞচিত্তে সরে যাবে ডোরা, রাত কাটাবে বলিষ্ঠদেহী যুবক জ্যাকের সাথে। আয়োজনটা নিখুঁত, অনেক ভেবে-চিন্তে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এতে করে তার কাভার অটুট থাকছে। সবাই জানছে আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গার বিরাট ধনী, অলস, এবং প্লেবয়। তার দেশের আরও অনেক কোটিপতি যা করছে সে-ও তাই করছে: চুটিয়ে উপভোগ করছে জীবনটা।

বুলেভার্ড সেন্ট জারমেইন ধরে কালো রেনল্ট চালিয়ে এল দুঁদে বোঁ। দ্য লা মেদিলি রেস্তোরাঁর ঠিক পাশেই কার পার্কিংয়ে গাড়ি থামিয়ে নামল সে। ছয় ফিট লম্বা, পরনে বাদামি সুট, সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়েও চারপাশের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে গুন গুন করতে করতে ফুটপাত ধরে এগোল সেন্ট জারমেইন চার্চের দিকে। ডান দিকে বাঁক নিল দুঁদে বোঁ, ক্রোয়া রুজ ডিস্ট্রিক্টে চলে এসেছে, দাঁড়াল একটা নিউজ স্ট্যান্ডের পাশে ভেড়ানো দরজার সামনে আবার একবার চারপাশটা দেখে নিল, যেন কাউকে আশা করছে। একটু চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে মাঝারি আকৃতির লবি, একপাশে এক সার মেইল বক্স, বক্সের গায়ে একটা করে কলিংবেল, পাশে একটা করে রিসিভার। তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের বোতামে দু'বার চাপ দিল দুঁদে বোঁ, তিন সেকেন্ড বিরতি নিল, তারপর আবার চাপ দিল দু'বার।

'কে?'

'সেই পুরোনো পাপী। দুঁদে বোঁ দেরি করে ফেললাম নাকি?'

'উঠে এসো, বস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

লবির দ্বিতীয় দরজাটা বন্ধ, সেটার গায়ে হেলান দিয়ে আরেকটা বোতামে চাপ দিল দুঁদে বোঁ। ভেতরে সিঁড়ি, তিনতলায় উঠে এল সে। তিনতলায় তিনটে

অ্যাপার্টমেন্ট, চার থেকে সাততলা পর্যন্ত ওঠার জন্যে কোনও সিঁড়ি নেই। তিনতলা থেকে সাততলা পর্যন্ত পুরোটাই ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স-এর দখলে।

তিন নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিল সুদর্শন এক যুবক, তার পরনে কালো ট্রাউজার আর কালো সোয়েটার, সোয়েটারের ওপর একটা লেদার জ্যাকেট। তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল দুঁদে বোঁ, প্রতিপক্ষ ওর পেটে মৃদু একটা ঘুসি মারল। দুঁদে বোঁ আর মার্ক পপেটি বাল্যবন্ধু, দু'জনেই তারা ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট।

'চলো তা হলে, পরীক্ষাটা দিয়েই আসি।'

'বস তার মেয়ের সাথে কথা বলছেন ফোনে, সময় হলে ডাকবেন,' বলল মার্ক পপেটি। 'আমার অফিসে এসো, কফি তৈরি হচ্ছে।'

পপেটির অফিসে ঢুকতে ঢুকতে দুঁদে বোঁ জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কী, জানো কিছু? হঠাৎ জরুরী তলব?'

'জরুরী তলব কিনা জানি না। তবে বসের সাথে কথা বলে মনে হলো হাতের কাজটা তোমাকে ড্রপ করতে বলবেন।' বন্ধুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে নিজে টেবিলের কিনারায় বসল মার্ক পপেটি। 'দুই কাপ,' গলা চড়িয়ে বলল সে, তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। কী জানো?'

হেসে ফেলল দুঁদে বোঁ। 'আমাকে কেন, কমপিউটরকে জিজ্ঞেস করলেই তো পার।'

'কমপিউটরকে নয়, আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে চাই।'

পাশের কামরা থেকে ট্রে হাতে বেরিয়ে এল সুনয়না এক যুবতী, ওদের হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, গাল ফুলিয়ে তার নিতম্বের দিকে বাতাস ছাড়ল দুঁদে বোঁ।

'শালা বদমাশ!' বিড়বিড় করে বলল মার্ক পপেটি।

'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?' কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল বোঁ। 'রানা এজেন্সি সম্পর্কে কী জানি?'

'রানা এজেন্সি, আর মাসুদ রানা সম্পর্কে।'

'কী ব্যাপার, হঠাৎ?'

এত জেরা করছ কেন?' রেগে গেল মার্ক পপেটি।

'গোবরে পদ্মফুল, বুঝলে।' আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল বোঁ। 'অনুকরণীয় একটা দৃষ্টান্ত। নামও শোনোনি বোধহয় এমন একটা দেশে জন্ম, আট-দশ কোটি লোক মানবেতর জীবনযাপন করে, না আছে সম্পদ না আছে শিক্ষা, ওরকম একটা দেশ থেকে কী করে যে এমন একটা লোক বেরিয়ে এল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'আরে তুমি দেখছি প্রলাপ বকতে শুরু করলে!'

'বুঝতে না পারলে আমাকে দোষ দিয়ো না। আমি মাসুদ রানার কথাই বলছি। ভদ্রলোকের সাথে অবশ্যই একদিন দেখা করব আমি।' এরপর দুঁদে বোঁ রানা এজেন্সি সম্পর্ক কমবেশি যা জানে সব বলে গেল।

গভীর আগ্রহের সাথে সব শুনল মার্ক পপেটি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তার সম্পর্কে এত কথা তুমি জানলে কীভাবে? কমপিউটরে তো এ-সব তথ্য নেই'

'একজন এসপিওনাজ এজেন্ট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়, তাকে তুমি ভাল এজেন্ট বলবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল বোঁ। 'ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার কৌতূহল আছে, তাই নিজের চেষ্টায় এ-সব জেনেছি – সেজন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। এবার বলবে তার সম্পর্কে তোমার কেন এত আগ্রহ?'

পিপ্ পিপ্ করে উঠল ইন্টারকম, সুইচ অন করল মার্ক পপেটি। বস ওদেরকে নিজের কামরায় ডাকলেন। সুইচ অফ করে বলল সে, 'এমনি। চলো, চলো,' তাগাদা দিল সে। 'বস মনে হলো খুব রেগে আছেন।'

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের চীফ গত মাসে ঊনআশিতম জন্মদিন পালন করেছেন। রোজ সকালে তিনি তিন মাইল দৌড়ান, দুপুরে আধ ঘণ্টা সাঁতার কাটেন, এবং খেতে বসলে দেড় ঘণ্টা পার না করে ওঠেন না। চোখা, মেদহীন চেহারা, চটপটে হাবভাব। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত ফ্রান্সেও বয়স্ক আর অভিজ্ঞ লোকদের ওপরই বেশি নির্ভর করা হয়, গুরুত্বপূর্ণ পদে বেশিরভাগ তাঁরাই সমাসীন।

ওদেরকে দেখেই বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি, চোখে চশমা এঁটে একটা ফাইল খুললেন 'তোমাদের জন্যে নতুন একটা কাজ আছে।'

'কিন্তু, সার, আপনি আলবিনোকে খুঁজতে...,' মৃদু প্রতিবাদের সুরে শুরু করল দুঁদে বোঁ।

'গতকাল তাই বলেছিলাম। আজ যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলব আলবিনো পালিয়েছে।'

দুঁদে বোঁ-ও সে-কথা বলতে চায় চীফকে খুব ভোরে একটা গাড়ি নিয়ে প্যারিস ত্যাগ করেছে আলবিনো। খবরটা সংগ্রহ করতে সেই সকাল থেকে এত বেলা পর্যন্ত কম ছুটোছুটি করতে হয়নি তাকে কিন্তু, আশ্চর্য, বস জানলেন কীভাবে?

তার মনের ভাব বুঝতে পেরেই যেন কাঁধ ঝাঁকালেন চীফ, ফাইল থেকে একবারও চোখ তোলেননি এখনও। 'সহজ যুক্তি,' বললেন তিনি। 'আলবিনো প্যারিসে এসেছিল জেলিগনাইট বিক্রি করতে তার খদ্দের বন্দুক-যুদ্ধে মারা গেছে লিয়নে, কালই। যদিও আজ সকালের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে, তবে নিজের উৎস থেকে আগেই তা জানতে পারে আলবিনো। খদ্দের নেই, ঠিক আছে, ঘুরে ফিরে ইফেল টাওয়ার দেখা যাক, তার জায়গায় তুমি হলে এরকম ভাবতে? আজ সে হল্যান্ডে পৌঁছুবে, কথা বলবে আইরিশদের সাথে। অ্যামস্টারডামে এরইমধ্যে সংকেত পাঠিয়েছি আমি। সে যাই হোক, আলবিনোর কথা ভুলে যাও। তোমার টার্গেট এখন,' ফাইলের দিকে একটু ঝুঁকলেন তিনি, '... সেলিগ অস্টার।'

'সেলিগ অস্টার,' নিস্তেজ প্রতিধ্বনির মত শোনাল দুঁদে বোঁ-র গলা

'তার সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আজকের কাগজে তার একটা খবরও পড়লাম লিভারপুল থেকে লিমাসল ইয়ট রেসে অংশগ্রহণ করছে সে। রেস সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার জন্যে সাংবাদিকরা ভিড় করবে, তুমিও তাদের একজন হয়ে যেতে পারো। সেলিগ অস্টারের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে তার বাড়িতে হামলা করো আমি চাই তার ওখানে আড়িপাতা যন্ত্র রেখে আসবে তোমরা। শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত সব লোকের সাথে বৈঠক করছে সে। কে আসে, কে যায়, কী কথা হয়, সব আমি জানতে চাই।'

'আপনি সার বললেন সতর্ক করে দেয়া হয়েছে,' এই প্রথম মুখ খুলল মার্ক পপেটি। 'কারা আমাদেরকে···?'

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে আমাদের চর আছে।'

নিঃশব্দে মাথা দোলাল মার্ক পপেটি।

এখানে মাসুদ রানা উপস্থিত থাকলে অবশ্যই একটা প্রশ্ন জাগত ওর মনে। সেলিগ অস্টার সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সকে সতর্ক করেছে তাদের ইনফর্মার – কেন, তা হলে রানা এজেন্সি থেকে পাঠানো চিঠিটা কোথায় গেল?

রোজ রাতে, সন্ধ্যের পরপরই, হারওয়েল সেন্টারের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়ার অ্যালার্ম সিস্টেম পরীক্ষা করা হয়। আজ রাতে দক্ষিণ-পুব কোণের একটা অংশ পরীক্ষা করা হবে

উত্তর-পশ্চিম দিকে জঙ্গলের কিনারায় ঘাপটি মেরে বসে আছে ক্যাপ্টেন। এক সময় হামাগুড়ি দিয়ে তারের দিকে এগোল সে, চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিল হাতঘড়ির ওপর। ভেজা ঘাসে ঘষা খেয়ে তার কাপড়চোপড় ভিজে গেল। তার মনে হতে লাগল এই কাজটার জন্যেই বেঁচে আছে সে আত্মবিশ্বাসের কোনও ঘাটতি নেই, জানে কাজটা তার দ্বারা সম্ভব সফল তাকে হতেই হবে, গোটা স্কীমটার সাফল্য তার ওপর নির্ভর করছে। বড় একটা পরিকল্পনায় ছোট্ট একটা ভূমিকা দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু সে ব্যর্থ হলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।

সামনে তারের জাল বিশেষভাবে তৈরি শক্ত ইস্পাতের লিঙ্ক দিয়ে বানানো হয়েছে, অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেরামিক রবিন ইন্ডাকশন সিস্টেম কাজ করছে এখানে, তারের জাল স্পর্শ করার দরকার নেই, ওটার ছয় ইঞ্চির মধ্যে নিরেট কিছু এলেই সিস্টেমটা সাড়া দেবে। তারের জাল অর্থাৎ প্রথম বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড নয় – শুধু ইঁদুর-বিড়াল, শিয়াল-খরগোশ আর কৌতূহলী মানুষকে ঠেকাবার জন্যে রাখা হয়েছে। জালের পাশেই একটা গাছ, প্রায় নয় ফিট দূরে। গাছ বেয়ে উঠে এল ক্যাপ্টেন, ডাল আর পাতা সরিয়ে অনেকটা ওপরে। বেড়ার দিকে গাছটার ডালপালা বাড়তে দেয়া হয়নি, ফলে সরাসরি বেড়ার ওপর কোনও শাখা ঝুলে নেই। একপাশ থেকে অদ্ভুত দেখায় গাছটাকে, যেন অপেক্ষা করে আছে বাকি অর্ধেকটা কেউ গায়ে লাগিয়ে দিয়ে যাবে।

গাছের একটা ডালের সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে মেটাল টিউবটা।

ডায়ামিটারে দু'ইঞ্চি, লম্বায় ছয় ফিট। স্ক্রু দিয়ে আটকানোর পরও দু'ইঞ্চি চওড়া ধাতব বন্ধনীর সাহায্যে ডালের সাথে টিউবটাকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। নিরাপদ যে, ক্যাপ্টেন জানে – কোম্পানীর পক্ষ থেকে পেরিমিটার টেস্ট করার সময় গত হপ্তায় নিজের হাতে কাজটা করেছে সে। টিউবটার শেষ মাথার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে ভেতর থেকে আরও একটা টিউব বের করল, অ্যান্টেনা যেভাবে টেনে লম্বা করে হাই টেনিসিল স্টীল দিয়ে তৈরি, বোঝার ভারে খুব কমই বাঁকা হবে। কাজ করার সময় হাতঘড়ির দিকে একটা চোখ রাখল সে ঠিক আটটা বেজে দশ মিনিটে লম্বা টিউবটা ফিশিং পোলের মত প্রথম বেড়াটা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হলো।

শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

ঠিক আটটা পনেরোয় দক্ষিণ-পুব সেক্টরে আলো জ্বলে উঠল, ওখানে একজন গার্ড তারের জালের ছ'ইঞ্চির মধ্যে হাত রেখে ইন্ডাকশন সিস্টেম অ্যাকটিভেট করেছে।

ফিশিং রড টিউবগুলো সবটুকু লম্বা করে দিল ক্যাপ্টেন, সেটার ওপর বুক, পেট, আর মুখের একটা পাশ ঠেকিয়ে নিজেও লম্বা হলো, পিছলাতে শুরু করল শরীরটা।

সুইচ অন করে আলো জ্বালার ফলে ইন্ডাকসন সিস্টেম অফ হয়ে গেছে বটে, তবে দ্বিতীয় বেড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়নি।

তার শরীরের ভারে পোলটা বাঁকা হয়ে গেল, ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। ডালের গায়ে ইস্পাতের বাঁধনগুলো গুঙিয়ে উঠল। ডালটাও সামান্য একটু নিচু হলো, প্রশাখাগুলোর গা জুড়ে কাঁপছে পাতা। মাঝে-মধ্যে ঝুঁকি নিতেই হয়। আর সব কিছু প্ল্যান করা সম্ভব, আগেভাগে হিসেব করে রাখা যায়, কীভাবে কী করা হবে নখদর্পণে থাকে: কী ধরনের ইস্পাত দরকার, পোলের ডায়ামিটার, টিউবগুলো একটার সাথে আরেকটা এমনভাবে জোড়া লাগানো যাতে টেনে লম্বা করা যায় কিন্তু খুলে আসবে না শুধু ওই ডালটার শক্তি বাদে। হাতে তথ্য থাকলে আন্দাজ করা সম্ভব, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব কী? কাণ্ড ত্যাগ করার সময় ডালটা ডায়ামিটারে বারো ইঞ্চির মত, কিন্তু জানার উপায় কী ওটায় কোনও খুঁত নেই? ভেতরটা যদি পচা হয়? মানুষের মত গাছেরও তো রোগ-শোক হয়, অনেক মোটাসোটা ডালও তো ক্ষয় রোগে দুর্বল হয়ে থাকতে পারে।

ভারসাম্য ঠিক রাখার দিকে মন দিল ক্যাপ্টেন। এত সরু একটা জিনিসের ওপর শুয়ে থাকা। কঠিন কাজ স্থির হয়ে থাকা তবু সহজ, কিন্তু তাকে একটু একটু করে পিছলে সামনে এগোতে হচ্ছে দুটো হাতই সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে সে, মুঠোর ভেতর পোল একটা পা ভাঁজ করা, পায়ের পাতা আর গোড়ালি দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে টিউবটাকে। অপর পায়ের হাঁটু শূন্যে ঝুলে আছে, ভারসাম্য রক্ষায় কাজে লাগছে ওটার ওজন। মুঠোর ভেতর পোল ধরে শরীরটাকে সামনের দিকে টেনে নিচ্ছে সে, প্রতিবার একটু একটু করে।

বেড়াটা এখন তার সরাসরি নীচে। ছ'ফিট নীচে, কাজেই গার্ড যদি এখন নিয়মের বিরুদ্ধে সুইচ অনও করে, তার অনুপ্রবেশ ধরা পড়বে না, ইন্ডাকসন

সিস্টেমের নাগালের বাইরে রয়েছে সে। তবে এই মুহূর্তে পতন ঘটলে পড়বে সরাসরি ইলেকট্রিফায়েড স্ট্র্যান্ডস-এর ওপর। চারশো ভোল্ট, মারা যদি না-ও যায়, নির্ঘাত অসাড় হয়ে যাবে শরীর। পরিকল্পনাটা তো ভেস্তে যাবেই।

খুব সাবধানে সামনে বাড়ল ক্যাপ্টেন, তাড়াহুড়ো করার ঝোঁকটা দমন করতে হিমশিম খাচ্ছে। পরীক্ষাটা পাঁচ মিনিট ধরে চলবে, এই পাঁচ মিনিট ওদের সমস্ত মনোযোগ থাকবে দক্ষিণ-পুব দিকে। শুধু গার্ডরা নয়, অ্যালসেশিয়ান কুকুরগুলোও ওদিকে থাকবে, একই সাথে ওগুলোর তৎপরতাও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এবার পোলের গভীর ঝুলে পড়া অংশে চলে এসেছে সে। এমন শক্ত রড পাওয়া সম্ভব নয় যে এতটা দূরত্বেও ওর শরীরের ভারে ঝুলে পড়বে না। হাতের তালু ভেজা ভেজা ঠেকল। সাবধানে, অতি সতর্কতার সাথে একটা হাত টেনে নিল সে, কাঁধের কাছে কাপড়ে ঘষল তালুটা। একই ভাবে অপর হাতের তালুও। কসরৎটা বেশ কয়েকবার অনুশীলন করেছে সে, ভাড়া করা কটেজের নির্জন বাগানে, প্রতিবার হাতে পরা ছিল রাবার গ্লাভস। কিন্তু আত্মবিশ্বাস যেটুকু দরকার গ্লাভস পরলে তা থাকে না। তাই হাতের ছাপ থেকে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও খালি হাতে চেষ্টা করছে সে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, জানে সে, তখন পোলটা সরিয়ে ফেলবে গাছ থেকে।

আগের চেয়ে অনেক ঢালু হয়ে পড়েছে পোল চেষ্টা না করলেও শরীরটা পিছলে যাচ্ছে শরীরটাকে টেনে নেয়ার জন্যে নয়, ব্রেকের মত থামিয়ে রাখার জন্যে ব্যবহার করছে এখন হাত'দুটো। নীচের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন, তারপর পিছন দিকে। ইলেকট্রিফায়েড বেড়াটা পেছনে ফেলে দু'ইঞ্চি সামনে চলে এসেছে পা। এখন শরীরটাকে পিছলাতে দিতে বাধা নেই, পোলটা ওপর-নীচে ওঠানামা করলেও কিছু আসে যায় না। পোলের শেষ প্রান্ত থেকে খসে পড়ল, বেড়ার ভেতর দিকে দশ ফিট দূরে, বেড়ার মাথা থেকে পোলটা তখন মাত্র ছয় ইঞ্চি ওপরে। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পোলের আগাটা ঘোরাল সে, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে। স্প্রিংগুলো ঠিকমত কাজ করল, একটার ভেতর আরেকটা ঢুকে গেল টিউবগুলো, ফিরে গেল গাছের কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে এগোল ক্যাপ্টেন, দেড়শো গজ সামনে বি বিল্ডিঙের কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

দপ্ করে নিভে গেল আলো। গার্ড আর কুকুরগুলো পেরিমিটার ধরে আবার টহল দিতে শুরু করল। কিন্তু ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির ঢেকে দিল অনুপ্রবেশকারীর গন্ধ।

ব্রিটিশরা কোনও দিনই সিকিউরিটি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয় হবু মক্কেলদের এ-কথা বোঝাতে যে তাদের স্থাপনা, সম্পত্তি, আর সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দরকার আছে। নিরাপত্তার নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় ভুলে গেলে চলবে না যে যন্ত্রের সাহায্য পেলেও মানুষের ভূমিকাটাই বড়, এবং মানুষ ভুল-ভাল করবেই। ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে একটা ফ্যাক্টরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব, কিন্তু স্ক্রীনে যার চোখ রাখার কথা সে যদি ঘুমিয়ে,

পড়ে? এ-ধরনের দায়িত্বহীনতার কথা মনে রেখে সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড নতুন একটা ব্যবস্থা চালু করল – স্ক্রীনে শুধু চোখ রাখবে না, লোকটাকে একটা হাতলও ধরে থাকতে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে বা জায়গা ছেড়ে সরে গেলে হাতলটা ওপরে উঠে যাবে, অমনি বেজে উঠবে অ্যালার্ম।

কিন্তু দেখা গেল তাতেও কাজ হচ্ছে না। হাতলটাকে সুতো বা তার দিয়ে বেঁধে রেখে স্ক্রীনের সামনে থেকে সরে যায় গার্ড, পাশের কামরায় গিয়ে কারও সাথে গল্প করে বা চা বানায়।

হাতলের বদলে এবার এল হিট-সেনসিটিভ প্যানেল। এটার ওপর গার্ডকে তার হাত রাখতে হবে। হাত সরিয়ে নিলেই বেজে উঠবে অ্যালার্ম। বুদ্ধিমান গার্ড এবার কী করল? আবিষ্কার করল, টর্চের আলোও সমান তাপ সরবরাহ করে। এরপর থেকে তারা হাত দুটোকে চা বানানোর বা স্যান্ডউইচ খাবার কাজে লাগাতে পারে, ফুটবল কুপন পূরণ করতে পারে, টেলিফোনে কথা বলতে পারে স্ত্রীর সাথে।

বি বিল্ডিঙের দারোয়ানের কথাই ধরা যাক। নির্দেশ আছে দরজা বন্ধ রাখবে সে, যে-ই ভেতরে ঢুকুক বা বাইরে বের হোক, প্রত্যেকের সিকিউরিটি ব্যাজ পরীক্ষা করবে। রাতের বেলায় দরজায় তালা দেয়া থাকে না, তবে বন্ধ রাখা হয়। যে-কেউ ওটা খুলতে পারে। প্রবেশ পথটা কাভার করছে ইলেকট্রনিক স্ক্রীন, শুধু যার আইনসম্মত প্রবেশাধিকার আছে তার আইডেনটিটি কার্ডে রাখা একটুকরো ম্যাগনেটিক অক্সাইড ওটাকে ডিঅ্যাকটিভেট করতে পারবে। বিশেষ ধরনের ওই কার্ড ছাড়া কেউ যদি ভেতরে ঢুকতে চায় সাথে সাথে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

সে-ধরনের একটা কার্ড ক্যাপ্টেনের হাতে আছে।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল সে, শুধু ঢোকার জন্যে যতটুকু খোলা দরকার। কাগজ পড়ছিল গার্ড, মুখ তুলে তাকাল। ক্যাপ্টেনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, অফিস থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়াল, হাতটা চলে গেছে হোলস্টারে ভরা ওয়েবলির বাঁটে। তার প্রতি কড়া নির্দেশ আছে কোনও অবস্থাতেই অফিস ছেড়ে বেরুবে না সে, বলা আছে বোতামে চাপ দিয়ে চালু করবে মাইক্রোফোন, অফিসে থেকেই বাইরে দাঁড়ানো লোকের সাথে কথা বলবে। কাঁচ দিয়ে ঘেরা অফিস কামরা, বুলেটপ্রুফ। যদি কোনও লোক তার আগমনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না দিতে পারে, গার্ডের হাতের কাছেই রয়েছে লিভার, সেটা ধরে টান দিলেই ঝপ্ করে নেমে আসবে গ্রিল, গোটা বি বিল্ডিঙকে ঘিরে ফেলবে গ্রিলটা, এবং সেই সাথে তালা পড়বে বাইরের দরজায়। লোকটা যে-ই হোক, এখন তাকে অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য করতে হবে, লোহার খাঁচায় বন্দী করা হয়েছে তাকে, পালাবার কোনও পথ নেই। গ্রিল নেমে আসায় অ্যালার্মও বেজে উঠেছে, গার্ডদের লিডাররা খবর পেয়ে গেছে, আর্মারড্ জীপে করে পৌঁছুতে খুব বেশি হলে মিনিটখানেক সময় নেবে তারা।

ব্যাপারটা যদি ফল্স্ অ্যালার্ম হয়, সংশ্লিষ্ট গার্ডকে নিয়ে হাসাহাসি পড়ে যায়। গার্ডরা কেউ হাসির পাত্র হতে পছন্দ করে না। বি বিল্ডিঙে নাইট শিফটে

ডিউটিরত এই দারোয়ান লোকটাও চায় না কেউ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করুক। নিয়ম ভেঙে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। কি আর হবে, ওয়েবলির বাঁটে তার হাত রয়েছে না?

'রাতে আপনি এখানে, সার, কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল সে, যেন সামান্য একটু কৌতূহলী হয়ে পড়েছে, জানে সন্তোষজনক একটা ব্যাখ্যা পাবে।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াবার ছলে বিল্ডিঙের ভেতরটা দ্রুত একবার দেখে নিল ক্যাপ্টেন। অন্তত একতলায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখানে সাধারণত গ্যাস সিলিন্ডার পাইপ, আর মেটাল শীট রাখা হয়, আর দিনের বেলা অফিস স্টাফরা বসে।

দেহ মোচড় দিয়ে দারোয়ানের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন, বিদ্যুৎ বেগে ওপর দিকে ছুঁড়ল পা-টা। ঠিক জায়গামতই লাগল, গলায়, মট্ করে ভেঙে গেল ঘাড়। পিছন দিকে ঢলে পড়ল লোকটা, পিছনের দেয়ালে বাড়ি খেলো কাঁধ, অদ্ভুত আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে থাকল মাথা।

গার্ড থাকার কথা দু'জন, নিয়ম তাই বলে। বিশেষ করে রাতের বেলা একজন আরেকজনের ওপর নজর রাখে। দ্বিতীয় লোকটা নিশ্চয় বেসমেন্টে আছে; হয় কিছু পড়ছে, নয় রান্না করছে। সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড রেস্টরুম রাখতেই চায়নি, কিন্তু শক্তিশালী ইউনিয়ন ধর্মঘটে যাবার ভয় দেখায়। তাদের যুক্তি ছিল, ম্যানেজমেন্ট যদি দু'জন গার্ডকে ডিউটিরত দেখতে চায় তা হলে লোক রাখতে হবে তিনজন, যাতে তিনজনের একজন তাদের 'স্বাভাবিক কাজকর্ম' সম্পাদন করতে পারে।

মাঝে মধ্যে দু'জনেই দরজা ছেড়ে সরে যায়, বিশেষ করে সেদিন যদি ডিনারের জন্যে ভাল কিছু রান্নার আয়োজন থাকে। এ-ধরনের ঘটনা ঘটলে অবশ্য ইউনিয়নেরও ভুরু কুঁচকে ওঠে

একটা বেল টিপল ক্যাপ্টেন। বেসমেন্টের রেস্টরুমে বেল বাজছে। লাশটা টেনে ডেস্কের পিছনে নিয়ে এল সে, পায়ের ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। বেসমেন্টের সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা, দরজার পাশে দাঁড়াল সে। কবাট খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল দ্বিতীয় গার্ড। 'আশ্চর্য! পাঁচ মিনিটও তো হয়নি গেছি…,' তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘাড়ের পিছনে এক করা দুই হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল ক্যাপ্টেন। বাড়িটা পড়ল খুলির গোড়ায়, মেরুদণ্ডের ডগায় লাশটা পড়ে যাচ্ছে, ধরে ফেলল ক্যাপ্টেন, টেনে বের করল দরজা দিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেসমেন্টে। সিঁড়ির নীচের কামরাটাই রেস্টরুম মশলা আর তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে। গ্যাস বার্নারে একটা পাতিল রয়েছে, তাতে ডিম, টমেটো আর সসেজ। টেবিলে ছুরি, ফর্ক, পটভর্তি চা, এমনকী একটা বইও রয়েছে। লাশটাকে সোফায় শুইয়ে দিল ক্যাপ্টেন। 'ঘুমোও বাছা,' কৌতুক করে বলল সে, বইটা খুলে লাশের মুখের ওপর রাখল। উলঙ্গ একটা মেয়ে চোখে মদির কটাক্ষ নিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, জিভের ডগা বের করে তাকে ভেঙচে দিল ক্যাপ্টেন। কাভার বটে একখানা! বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

ভল্টটা আরও একতলা নীচে। পনেরো কিউবিক ফিট, ওটাতেই রাখা হয় অ্যাটমিক ওঅরহেডগুলো। সীসা দিয়ে কিনারা মোড়া প্রতিটি বাক্সের ভেতর একটা করে। লম্বা চওড়ায় সমান, বারো ইঞ্চি। ছ'ইঞ্চি গভীর। ওজন একশো পাউন্ড। যে কামরায় ভল্টটা রাখা আছে লম্বা-চওড়ায় সমান, চল্লিশ ফিট। উঁচুও পনেরো ফিট। তালা মারা ওই কামরায় দু'জন গার্ডকে রাখা হয়েছে, মেইন প্যাট্রোল প্রতি ঘণ্টায় তাদেরকে একবার করে দেখে যায়। তা ছাড়াও, কামরার ভেতর রয়েছে সচল মাইক্রোফোন আর ক্লোজসার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা, কমপ্লেক্সের গেটের পাশে মেইন গার্ডরুম থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দু'জন লোক ছাড়া আর কারও পক্ষে কামরাটার দরজা খোলা সম্ভব নয়। এদের দু'জনের কাছে শুধু একটা করে চাবি আছে, দুটো চাবি দু'রকম দেখতে। কমবিনেশন জানা আছে তৃতীয় এক লোকের, তাকে চেনে মাত্র দু'জন – প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর হারওয়েল সেন্টারের ডিরেক্টর।

ভল্টের দরজা আট ফিট পুরু, কংক্রিট, ইস্পাত আর সীসা দিয়ে তৈরি। মেঝে আর সিলিং একইভাবে তৈরি।

প্রথম যখন তথ্যগুলো পায় ক্যাপ্টেন হতাশায় ছেয়ে গিয়েছিল তার মন। এ-ধরনের একটা ভল্ট থেকে কী করে চুরি করা সম্ভব! তারপর সে ভাবে, কাজটা করাতে হবে হারওয়েল সেন্টারের ডিরেক্টরকে দিয়ে। পিস্তল ধরলে বাপ বাপ করে কথা শুনবে শালা। কিন্তু ধারণাটা প্রায় সাথে সাথে বাতিল করে দেয় সে। সশস্ত্র লোক লাগবে বেশ কয়েকজন। ডিরেক্টরের বডিগার্ড আছে, গোলাগুলি হবে। কাছেপিঠেই রয়েছে আর্মি ক্যাম্প, পিল পিল করে ছুটে আসবে সৈনিকরা। উঁহুঁ, সেনাবাহিনীকে উস্কে দেয়া নেহাতই বোকামি হবে।

চিন্তা করতে থাকলে একটা উপায় বেরোয়ই। এমন উপায়ই বেরুল, হাস্যকরই বলা চলে। একেবারে পানির মত সহজ, হাসি তো পাবেই।

ভল্টটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, ভেতরের বাতাস ডাক্ট হয়ে একটা চেম্বারে বেরিয়ে আসে, ওখানে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় র‍্যাডিয়েশন লিক্-এর কোনও লক্ষণ ধরা পড়ে কিনা। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন, র‍্যাডিয়েশন টেস্টিং চেম্বারটা তার ওপরতলার মেঝেতে। ভল্টের মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে ডাক্ট, খুচরো পাইপ ভর্তি র‍্যাকের পিছনের দেয়ালে বসানো হয়েছে। ডাক্টটা তৈরি করতে সেরামিক দিয়ে কিনারা মোড়া স্টীল প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে, সীল করা হয়েছে সীসা দিয়ে। পাইপ ভর্তি র‍্যাকের নীচ দিয়ে ক্রল করে এগোল ক্যাপ্টেন, ধীরে ধীরে প্লেটগুলোর একটা দেয়াল থেকে সরিয়ে আনল, আগেই বাটালি দিয়ে সীল ভেঙে নিয়েছে। প্লেট সরাবার পর পাইপভর্তি একটা র‍্যাকের সাথে রশি বাঁধল সে, রশির অপরপ্রান্তটা নামিয়ে দিল ভল্টের নীচে।

ভল্টের ভেতর অন্ধকার, নীচে নেমেই টর্চ জ্বালল সে। প্রতিটি বাক্সে একটা করে ওঅরহেড, এক একটা বাক্সের জন্যে এক একটা আলাদা শেলফ। শেলফ থেকে একটা বাক্স নামাল সে, বাক্সের হাতলের সাথে কর্ড বেঁধে ঝুলিয়ে নিল পিঠে, কর্ডটা থাকল গলায় জড়ানো। রশি বেয়ে আবার র‍্যাকগুলোর পিছনে উঠে এল। ডাক্টের ঠিক জায়গাটিতে প্লেট বসাতে এক মিনিটের বেশি লাগল না তার,

সীসার সীলটাও বাটালির হাতল দিয়ে ঠেলে বসিয়ে দিল আগের জায়গায়।

বিল্ডিং বি থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। মাত্র পাঁচ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড ভেতরে ছিল সে।

সকালের দিকে সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের বেডফোর্ড ভ্যানটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই পাওয়া গেল। একপাশে নিখুঁত বসানো গেল বাক্সটাকে। মেইন গেট পর্যন্ত ভ্যান চালিয়ে এল সে, খাতায় সই করে বেরিয়ে এল বাইরে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে বেডফোর্ডের পেছনের অংশের ভেতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখল গার্ড, তারপর খুলে দিল গেট। খুলবে না-ই বা কেন? আজ নিয়ে পরপর তিন রাত প্ল্যান্টে কাজ করছে ক্যাপ্টেন, বি বিল্ডিঙের মাথায় নতুন ধরনের একটা রাডার না কী যেন বসানো হচ্ছে। ওটা বসানো হলে হেলিকপ্টার বা কোনও হালকা প্লেন যদি বি বিল্ডিঙের দিকে আসে, বেশ অনেক আগে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

গেট পেরিয়ে ভ্যানটা বেরিয়ে যাবার সময় ক্যাপ্টেনের সাথে কথাও বলল গার্ড। 'খুব খাটুনি যাচ্ছে আপনার, ক্যাপ্টেন।'

'আজই শেষ, অন্তত আমার আর কোনও কাজ নেই।'

'বেশ, বেশ। আবার দেখা হবে। গুডনাইট।'

'গুডনাইট, সার্জেন্ট।'

'সাবধানে গাড়ি চালাবেন, সার। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।'

মাস্টার কনসোলে বসে আছেন আঁদ্রে করডেলি, তাঁর সামনে একটা ম্লান সবুজ রঙের আলোকিত গ্লাস-স্ক্রীন। স্ক্রীনের ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে এগোচ্ছে উজ্জ্বল, ছোট্ট একটা আলোক বিন্দু। করডেলির মাথার কাছে ঝুলছে একটা মাইক্রোফোন। সামনের কনসোলে আরও রয়েছে বিভিন্ন আকারের ডায়াল, জ্বলছে আর নিভছে, বা কোনটার কাঁটা নড়াচড়া করছে। সবুজ ডলফিনের প্রেশার, টেম্পারেচার, এঞ্জিন স্পীড, অক্সিজেন/হিলিয়াম এয়ার মিক্সের কম্পোজিশন ইত্যাদি জানা যাচ্ছে ডায়ালগুলো থেকে।

পুব, দক্ষিণ-পুব দিকে যাচ্ছে ডলফিন। 'এই কোর্সই থাক,' বললেন তিনি, কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক নিচু আর উত্তেজিত। 'পরবর্তী এক হাজার মিটার।'

নির্দেশ দেয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না, টেস্ট রানে যে পথ ধরে এগোচ্ছে ডলফিন তা আগেই নিখুঁতভাবে প্লট করা হয়েছে। সোনারের সাহায্যে ওটার কমপিউটর ব্রেনে নির্দেশ চলে যাচ্ছে, কমপিউটর ব্রেন যতক্ষণ আদেশ মানবে ততক্ষণ মৌখিক কোনও নির্দেশ দেয়ার দরকার করে না। টুলনের বাইরের শেলফে পানি তুলনামূলকভাবে কম, বিভিন্ন উৎস থেকে নানা ধরনের শব্দ ডলফিনকে বিরক্ত করবে বলে সন্দেহ করছে ওরা। নিজেদের ডিজাইন করা একটা ইলেকট্রিক পালসার ব্যবহার করছে ওরা, পানির পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীরতায় ঝুলে আছে। ট্র্যান্সমিটিং আর রিসিভিঙে কোনও গলদ নেই, নিখুঁতভাবে কাজ করছে ওটা। অপারেশনের সময়, একটা নৌ-যান থেকে আরও

অনেক গভীরে ওটাকে নামিয়ে দেয়া যাবে, সেখান থেকে ডলফিনকে ওরা পঞ্চাশ হাজার মিটার দূরেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আলোকবিন্দুটা ক্রমশ স্ক্রীনের কিনারায় চলে যাচ্ছে।

প্লেটের ওপর চোখ বুলালেন করডেলি। আরও চল্লিশ মিটার এগিয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নেবে ডলফিন ডান দিকে। তারপর আবার বাঁক নেবে, তা-ও ওই ডান দিকে। এরপর ফিরে আসবে ঘরে।

দৌড় সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল ডলফিন।

'সব ঠিক আছে, পিয়েরে?' জিজ্ঞেস করলেন আঁদ্রে করডেলি।

লাউডস্পীকার থেকে পিয়েরে দ্য কুবার্তের ফাঁপা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, 'সব ঠিক, সব ঠিক।'

ডলফিনকে ওরা অটোমেটিক এবং ম্যানুয়েল, দু'ভাবেই পরীক্ষা করেছে; ম্যানুয়েলে থাকার সময় নিয়ন্ত্রণ করেছে পিয়েরে কুবার্ত। এই মুহূর্তে আবার ম্যানুয়েল সিস্টেমে ফিরে এসেছে ডলফিন, প্রথম ডানদিকের বাঁকটা কুবার্ত নেবে। প্রথম বাঁক নেয়ার পরপরই সুইচ টিপে অটোমেটিক অন করবে সে, তারপর দ্বিতীয় বাঁক নেবে ডলফিন এখান থেকে সোনার-এর মাধ্যমে নির্দেশ পেয়ে।

আলোক বিন্দুটা টার্ন পয়েন্টের ওপর চড়াও হলো। 'ঠিক আছে, কুবার্ত এবার ঘোরো,' নির্দেশ দিলেন করডেলি।

আলোক বিন্দু থামছে না, সোজা এগোচ্ছে।

'বাঁক নাও, কুবার্ত! ডান দিকে বাঁক নাও! এখুনি!' বললেন করডেলি।

সরলরেখায় সচল থাকল আলোক বিন্দু। ইতিমধ্যে স্ক্রীনের প্রায় কিনারায় পৌঁছে গেছে ওটা। একটা সুইচ সামনের দিকে ঠেলে দিলেন করডেলি। 'কন্ট্রোল,' ঠাণ্ডা, অবিচলিত কণ্ঠে বললেন করডেলি। 'ম্যানুয়েল বাদ দিয়ে অটোমেটিকে এসো। যেভাবে আয়োজন করা হয়েছে সেভাবে শেষ করো প্রোগ্রাম।'

টেনে আবার সুইচটা আগের জায়গায় নিয়ে এলেন তিনি। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, কুবার্ত? আমরা এখান থেকে অটোমেটিক সুইচ অন করছি। এই মুহূর্ত থেকে তোমার কাছ থেকে আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি। তোমার ওদিকে অসুবিধেটা কী?'

সাড়া নেই।

'শুনতে পাচ্ছ, কুবার্ত?'

রেডিও কন্ট্রোলারের কণ্ঠ ভেসে এল স্পীকার থেকে, 'রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; কমান্ডার।'

আলোক বিন্দু স্ক্রীনের কিনারায়।

লাউডস্পীকার থেকে জেনেটিক গলা ভেসে এল, 'কিছুতেই পারলাম না। ম্যানুয়েল বাতিল করে অটোমেটিকে নিয়ে আসা সম্ভব হলো না। নেভিগেশনাল কোনও নির্দেশেই সাড়া দিচ্ছে না ডলফিন। সাড়া দিচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না।'

তার কথা শেষ হবার আগেই কমান্ডারের সামনে যে-ক'টা কাঁটা ছিল সব স্থির হয়ে গেল।

স্ক্রীনের কিনারা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোক বিন্দু।

'সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন,' জানাল জেনেটি। 'সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।'

এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ল, পাশেই যেন বাজ পড়েছে। তারপর, সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেলেন কমান্ডার করডেলি। 'অলটারনেটিভ ট্র্যান্সপন্ডার,' বললেন তিনি। চোখের পলকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কয়েক সেকেন্ড পর আবার নিস্তব্ধতা নামল।

'অলটারনেট থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল জেনেটি। 'আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছি!' পরমুহূর্তে বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা, কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

একটা বোতাম টিপলেন কমান্ডার, সোনার সেন্ডারের সাথে লাউডস্পীকার সংযুক্ত হলো। ঢেউয়ের নীচে আলোড়িত সাগরের শব্দ শুনে মনে হলো একযোগে যেন চাপা গলায় হাসছে ডাকিনীরা. তাসত্ত্বেও কোডেড সাউন্ড সিগন্যাল-এর হিস হিস আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল। সবাই আবার ওরা একই শব্দ শুনল, সাগরতল থেকে ফিরে এসেছে বলে আগের চেয়ে ভোঁতা আর অস্পষ্ট।

হিস হিস। বিরতি। হিস হিস। নিঃসঙ্গ একটা শব্দ, পাহাড় থেকে করা চিৎকারের মত, ধ্বনিকে যেন ব্যঙ্গ করছে প্রতিধ্বনি।

'ওকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়!' বলল জেনেটি।

'জানি, জানি!' হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলেন কমান্ডার আঁদ্রে করডেলি। 'ওটাকে ওভাবেই তৈরি করেছি আমরা– কেউ যাতে খুঁজে না পায়!'

চার

কালো চকচকে রোলস রয়েসটা মৃদু ঝাঁকি খেয়ে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্রুত নেমে ভেতরে ঢুকলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহন। দরজার ঠিক ভেতরে অপেক্ষা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, তবু প্রথম মুখ খুলতে রাজি নন বলে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না ম্যাকমোহন। তাঁকে সাথে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের করিডরে উঠে এলেন প্রধানমন্ত্রী, সেখান থেকে নিজের চেম্বারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন তিনি, কথা বলার আগে নিজেও আসন দখল করলেন। 'এটা কী ধরনের বিপদ, তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই, রবার্ট। দু'জন মানুষ মারা গেছে। তারচেয়েও বড় কথা, দু'লক্ষ মানুষ মারা যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।' একটু বিরতি নিলেন তিনি, হাতের রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলেন কপালের, হীরের আঙটিটা ঝিক্ করে উঠল আলো লেগে। 'ভাবলাম কেবিনেটকে কিছু জানাবার আগে তোমার সাথে আমার একটু আলাপ করা দরকার।'

'কিছু একটা ওদেরকে জানাতে হবে, হ্যাঁ. সায় দিয়ে প্রকাণ্ড টাক নাড়লেন

ম্যাকমোহন। 'এত বড় একটা ব্যাপার প্রেসের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এরইমধ্যে লোকাল রিপোর্টাররা জেনে ফেলেছে হারওয়েল সেন্টারে মানুষ মারা গেছে, প্রেস অফিসারের কাছে বিবৃতি চেয়েছে তারা।'

'সবার আগে তোমাকে যে-জন্যে ডেকেছি,' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর চেহারা উত্তেজনায় লালচে হয়ে আছে। 'কিছুই ফাঁস করা যাবে না, বুঝতে পারছ তো, রবার্ট?' ঢাকনি সরিয়ে ডেস্ক থেকে গ্লাসটা তুলে নিলেন তিনি, ঢক ঢক করে পানি খেলেন তিন ঢোক। 'কাউকে ব্যাপারটা জানতে দেয়া যাবে না।'

'কিন্তু ওরা যে মারা গেল, ওদের পরিবারের সাথে লোকজন কথা বলবে না? জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ চাকরি করছিল, জরুরী কাজে দূরে কোথাও গেছে বললেও কতদিন বিশ্বাস করানো যাবে? আমাদের ভাগ্য ভাল যে গার্ড কমান্ডার বি বিল্ডিঙের মেইন গেট বন্ধ করে দিয়ে সরাসরি ডিরেক্টরকে খবর দেয়।'

'শোনো, রবার্ট। এ এমন একটা ব্যাপার, মুখে একেবারে তালা মেরে রাখতে হবে। ফাঁস হয়ে গেলে তোমার আর আমার পলিটিক্যাল লাইফ শেষ হয়ে যাবে, যদিও এটাকেও আমি বড় করে দেখছি না। বিরোধী দল আমাদের বারোটা বাজাবে, সেটাও এই মুহূর্তে তুচ্ছ ব্যাপার। আমি ভাবছি আমেরিকা আর পশ্চিম জার্মানীর কথা, ভাবছি আমাদের মিত্রদের কথা – ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে ওদের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাব। আমরা যদি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাই, ভবিষ্যতে এ-দেশের নিরাপত্তা অবশ্যই বিঘ্নিত হবে।'

'কিন্তু, মি. প্রাইমমিনিস্টার, এর একটা বিহিত তো করতে হবে? সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের ওই লোক স্পেশাল সার্ভিসে ছিল, তাকে ধরা সহজ কাজ হবে না। দেরি না করে সিক্রেট সার্ভিসের সাথে কথা বলা উচিত...'

'না!' অনুরোধ নয়, কঠিন সুরে আদেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী। 'যেন তুমি জানো না কী বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে ওরা? ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস ধ্বংস হয়ে গেছে, রবার্ট। কাকে তুমি বিশ্বাস করবে? কী করে বুঝবে কে শত্রু এজেন্ট নয়? তা ছাড়া, ইদানীং ওরা কোনও কাজ একা কাউকে করতে দেয় না, একটা টিমকে দিয়ে করায় – কোথাও লিক থাকলে যাতে সহজে ধরা পড়ে। না। সিক্রেট সার্ভিসের কথা ভুলে যাও। আমি চাই না ওদের লোকজন হারওয়েল সেন্টারের আশপাশে ঘুরঘুর করুক।' এবার এক চুমুকে গ্লাসের পানি শেষ করলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর এই চেহারা আগে কখনও দেখেননি রবার্ট ম্যাকমোহন। ভয় – হ্যাঁ, এটাই ঠিক শব্দ – প্রাইমমিনিস্টার ভয় পেয়েছেন। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে ওই অ্যাটমিক ডিভাইসগুলো নষ্ট না করে রেখে দেয়াটা মারাত্মক ভুলই হয়ে গেছে। আমেরিকা আর পশ্চিম জার্মানীর সাথে গোপন কথাবার্তার পর ঠিক হয়েছিল ওগুলো যেহেতু খুব ছোট আর কম শক্তির, তাই নষ্ট করে ফেলাই উচিত। যুদ্ধ বাধলে নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য তো ব্রিটেনের আছেই, পাল্টা

আঘাত হানার শক্তিও তার কম নয়, তবে পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে আমেরিকার সাহায্য তার অবশ্যই দরকার হবে। প্রয়োজনের সময় যাতে সাহায্য করা যায় তার ব্যবস্থা ব্রিটেনের মাটিতে আগেই করে রেখেছে আমেরিকা। পরামর্শটা তাদেরই ছিল, ছোট অ্যাটমিক ডিভাইসগুলো নষ্ট করে ফেল। প্রাইমমিনিস্টার তাদেরকে কথাও দিয়েছিলেন, কিন্তু আরও গভীরভাবে দেশের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টান।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও বলতে হয় কাজটা নেহাতই কাঁচা হয়ে গেছে। সেই বিশেষ কেবিনেট মিটিঙের কথা পরিষ্কার মনে আছে রবার্ট ম্যাকমোহনের। বিষয়টা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল সেদিন। এক পক্ষ অ্যাটমিক ডিভাইসগুলো অকেজো করার পক্ষপাতী, অপর পক্ষের জেদ ওগুলো রেখে দেয়া হোক। প্রধানমন্ত্রী, স্বভাবতঃই ডানপন্থীদের সাথে সুর মেলান। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছোট বলেই ওগুলোর গুরুত্ব বেশি, কারণ ছোটখাট সমস্যায় বড়গুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তবে বিতর্কে বামপন্থীরাই জেতে, সমষ্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হন প্রাইমমিনিস্টার। মেনে আসলে নেননি, মেনে নেয়ার ভান করেছিলেন মাত্র। তবে রবার্ট ম্যাকমোহনের ধারণা ছিল, ওগুলো যে নষ্ট করা হবে না সে-কথা ব্যক্তিগতভাবে বিরোধী দলের নেতাকে অন্তত জানিয়েছেন তিনি।

'কে কে জানে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'টম? মাইকেল?' দু'জনেই ওরা কেবিনেট সদস্য। উত্তর না পেলেও চলবে, তিনি জানেন এদের দু'জনকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন প্রাইমমিনিস্টার। 'বেশ, আমাকে কী করতে হবে বলে দিন।'

'একজন লোক খুঁজে দাও আমাকে। আমার ব্যক্তিগত নির্দেশে কাজ করবে সে। গোটা ব্যাপারটা সে একা সামলাবে। একজন মাত্র লোক। সিক্রেট সার্ভিস, ফ্লাইং স্কোয়াড বা ইন্টেলিজেন্স থেকে কাউকে আমি চাই না। এম আই সিক্স থেকেও নয়। আমি একজন জেমস বন্ড খুঁজছি না। দক্ষ একজন ইনভেস্টিগেটর দরকার আমার। ক্যাপ্টেন জেভিক ব্রিলকে খুঁজে বের করতে পারবে এমন একজন লোক। বাক্সটা সহ।'

'যোগ্য লোকেরা সবাই কোথাও না কোথাও দায়িত্ব পালন করছে। সেনাবাহিনী থেকে কাউকে নেয়া যায় কিনা দেখতে পারি।'

'না। সৈনিক হলে অসুবিধে আছে, ওরা যার যার রেজিমেন্টের প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বস্ত থাকতে চায়। আমি এমন একজনকে চাই যে শুধু আমার কাছে জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকবে। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের তালিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পারো।'

'বেশ,' টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে রাজি হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'মিটিং শেষ করেই কাজ শুরু করব আমি।'

'একটা তথ্য দিতে পারি তোমাকে,' বললেন প্রাইমমিনিস্টার। 'উপযুক্ত লোক পেতে তোমার সাহায্যে আসতে পারে। সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের জেভিক ব্রিল সন্দেহজনক চরিত্রের কিছু লোকের সাথে মিটিং করেছে, এই

খবরটা সিক্রেট সার্ভিসকে জানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখেনি। ওরা যদি গুরুত্বের সাথে নিত ব্যাপারটাকে, এই সর্বনাশ হয়তো ঠেকানো যেত।'

'তথ্যটা আপনি...?'

'ভেবেছ লোকমুখে শুনে আমার ধারণা হয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আর সেই আগের সিক্রেট সার্ভিস নেই? ওখানে আমার নিজস্ব লোক আছে, রবার্ট। আজই সে কথাটা জানতে পেরে সাথে সাথে আমাকে জানিয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'কারা? কারা সিক্রেট সার্ভিসকে সতর্ক করে দিয়েছিল?'

'রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। নামটা আগে কখনও শুনেছ?'

'রানা ইনভেস্টিগেটিং... রানা... মাসুদ রানা,' হঠাৎ দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। মনে পড়েছে!'

'দেখা যাচ্ছে, কেউ উপকার করতে চাইলেও আমরা সেটা নিতে জানি না,' রাগের সাথে বললেন প্রাইমমিনিস্টার। 'ভাল কথা, যদি প্রাইভেট কোনও ইনভেস্টিগেটরকেই নিতে হয়, তা হলে রানা এজেন্সির... কী যেন নাম বললে... মাসুদকেও বিবেচনার মধ্যে রেখো। তালিকায় বোধহয় তার নামটাই প্রথমে থাকা উচিত, তাই না, রবার্ট?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। 'হ্যাঁ, তাই উচিত।'

কেবিনেটের সব সদস্যকে বৈঠকে ডাকা হয়নি। যাদের ডাকা হয়েছে তাদের সবাই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনে পরামর্শ দিয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রীকে, প্রেস বা কেবিনেটের অন্য কোনও সদস্য এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহন তো আছেনই, আছেন লিডার অভ দ্য হাউস মাইকেল গুডহোপ আর বিরোধী দলের নেতা জন হেরিংটন। এডনা নোরিসও আছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে।

লম্বা কেবিনেট টেবিলের একপ্রান্তে সবাই বসলেন ওঁরা। 'আপনাদের খুব বেশি সময় নেব না,' শান্তকণ্ঠে বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'হারওয়েল সেন্টারে দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা ঘটেছে। খুন হয়েছে দু'জন গার্ড। এর জন্যে দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে একজন ক্যাপ্টেনকে, অবসারপ্রাপ্ত, নাম জেভিক ব্রিল। এখনও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন তদন্ত করছে ব্যাপারটা, তাদের সাহায্য করছে এয়ারপোর্ট পুলিশ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, এবং অন্যান্য ক্রাইম স্কোয়াড।'

কেউ কোনও কথা বললেন না। সবাই জানেন জোড়া হত্যাকাণ্ডের খবর জানানোর জন্যে ডাকা হয়নি তাঁদের।

'কী ব্যাপার, মি. প্রাইমমিনিস্টার?' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন বিরোধী দলের নেতা জন হেরিংটন, শেষ শব্দটার ওপর একটু বেশি জোর দিয়ে তিনি যেন তাঁকে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উত্তর শুনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহনের একটা ভুল ধারণা ভাঙল। 'আমার ধারণা সবাই আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন। ক্যাপ্টেন জেভিক ব্রিল সেই বাক্সগুলোর একটা সাথে করে নিয়ে গেছে।'

এডনা নোরিস শিউরে উঠলেন। 'কত বার বলেছি, মি. প্রাইমমিনিস্টার, ওই বাক্সগুলো নষ্ট করে ফেলা দরকার। ওই ভল্টে কী আছে তা যদি আমাদের মিত্ররা জানতে পারে...'

'মাটিতে পড়া দুধের জন্যে কান্নাকাটি করে কোনও লাভ আছে?' লিডার অভ দ্য হাউস মাইকেল গুডহোপ মুখ খুললেন। 'এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক দিকগুলোকে নিয়ে আগে ভাবতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জানাবেন, তাই না, প্রাইমমিনিস্টার?'

'এখনই নয়। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি ক্যাপ্টেন জেভিক ব্রিলকে ধরার জন্যে। কাস্টমসকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি চাই আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হোক,' বিরোধী দলের নেতা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন। 'মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এই মুহূর্তে জানানোর পক্ষে আমি। সেই সাথে রাশিয়া, ফ্রান্স, আর পশ্চিম জার্মানীকে। আমার ধারণা, এটা মস্ত একটা বিপদ, শুধু আমাদের জন্যে নয়, গোটা দুনিয়ার জন্যে। এরকম একটা ব্যাপারে কেউ তার পার্টির স্বার্থ বিবেচনা করলে আমি তার বিরোধিতা করব।'

হলরুমে ঢোকার পর এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। 'জানতাম তোমার কাছ থেকে এ-ধরনের একটা ভাষণ আমরা পাব, জন,' বললেন তিনি। 'এখন যখন তোমার সাধ পূরণ হয়েছে, এবার আমাকে বলতে দাও। কেলেঙ্কারি জিনিসটা চেপে রাখতে হয়, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে প্রতিবেশীদের বলে বেড়াতে হয় না। বিশেষ করে, তাতে যখন কোনও লাভ নেই। রবার্ট রিপোর্ট করার পর থেকে ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করার সময় পেয়েছি আমি। নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, এ-ধরনের একটা বাক্স কেন চুরি করতে চাইল জেভিক ব্রিল? চেষ্টা করলে একভাবে না একভাবে ওটা ফাটাতে পারবে সে, ধারণা করি। কীভাবে কী করতে হয় জানা থাকলে একটা প্লেন থেকে ওটা ফেলতে পারবে সে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিস্ফোরণ ঘটানো তার উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য আমাদেরকে ওটা ফেরত দেয়া। অবশ্যই মোটা টাকার বিনিময়ে। হ্যাঁ, সে ওটা আমাদের কাছে বিক্রি করতে চাইবে। কাজেই...'

সময় নষ্ট না করে হারানো ডলফিনের খোঁজে সার্চ পার্টি পাঠানো হলো। নিজেদের ইউনিট থেকে বাছাই করা হলো ফ্রগম্যানদের, প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টে সজ্জিত হয়ে পানির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। কিন্তু কমান্ডার আঁদ্রে করডেলি জানেন, তল্লাশি চালিয়ে কোনও লাভ হবে না। সত্যিই হলো না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল ফ্রগম্যানরা, সবুজ ডলফিনকে তারা খুঁজে পায়নি।

গোটা অভিযানের কর্মকাণ্ড ভিডিও টেপে ধরে রাখা হয়েছিল, প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব তারা টিভি স্ক্রীনে দেখল। আরেকটা দল অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট পরীক্ষা করতে শুরু করল। টেকনিক্যাল সব কিছু

নিখুঁতভাবে কাজ করছে, কোনও ইকুইপমেন্টে ত্রুটি ধরা পড়ল না। সোনার রেকর্ডিং কমপিউটরের সাহায্যে পরীক্ষিত, তবু নতুন করে আবার পরীক্ষা করে দেখা হলো। কিন্তু না, ডলফিন নিখোঁজ হবার কোনও কারণ আবিষ্কার করা গেল না।

জর্জেস মালিন আর জেনেটি পাশাপাশি বসে অভিযানের শেষ মুহূর্তগুলো শুনছে আর চাক্ষুষ করছে। টিভিতে মেইন কনসোলের স্ক্রীন দেখা যাচ্ছে, টার্ন পয়েন্টে পৌঁছে গেছে ক্ষুদে আলোক বিন্দু। এক সেকেন্ড আগেও কমান্ডারের সাথে পিয়েরে দ্য কুবার্তের কথোপকথন শুনেছে ওরা। কেন, কেন কুবার্ত ডানদিকে বাঁক নিতে পারেনি? ডলফিনের ভেতর তার যেখানে বসার কথা, তার একটু সামনেই ছিল বোতামগুলো, নতুন কম্পাস বিয়ারিং জানার জন্যে ওগুলোর একটা টিপে দিলেই হত। তারপর আরেকটা বোতাম টিপে কমপিউটরকে বলতে পারত কাজ করার জন্যে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পাওয়ার কমপিউটরের ছিল, আইসোটোপ এঞ্জিন সে-মুহূর্তে ফুল পাওয়ারে ছিল। প্রত্যাশিত কম্পাস বিয়ারিঙের দিকে ডলফিনকে ঘোরাবার জন্যে যা কিছু করার দরকার সবই করার কথা কমপিউটরের। তা ছাড়াও, কুবার্তের সামনে ভাঁজ খোলা অবস্থায় ছিল ছাপা নির্দেশ। তা হলে কেন, কেন বাঁকটা নেয়া সম্ভব হলো না?

'দুর্ঘটনা? কুবার্ত কোনও তার ছিঁড়ে ফেলেছিল?' জর্জেস মালিন মাথা নাড়ল, এ-সব নিজেও সে বিশ্বাস করে না। ছিঁড়ে যেতে পারে এমন কোনও তার ডলফিনে তারা ব্যবহার করেনি। কুবার্তের সাথে ধারাল কিছুও থাকার কথা নয়।

'হার্ট অ্যাটাক?' জিজ্ঞেস করল জেনেটি। মালিন উত্তর দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করল না। অভিযানের সময় কুবার্তের শারীরিক অবস্থা মনিটর করা হয়েছে, ট্র্যান্সমিট করা হয়েছে রেজাল্ট।

'নারকোসিস?' ডাইভিঙের সময় প্রথমবার বটল এয়ার ব্যবহার করে অনেক ডাইভার অসুস্থ হয়ে পড়ে – কারও আচ্ছন্নভাব হয়, কেউ বেখাপ্পা আচরণ করে। বাতাসে নাইট্রোজেন থাকে, সেটাই কারণ। শুধু সেজন্যেই ডলফিনে ওরা অক্সিজেনের সাথে হিলিয়াম মিশিয়ে ব্যবহার করেছে। আগেই পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল এই দুটো একসাথে মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

'কেউ যেন বোতাম টিপে গায়েব করে দিল ডলফিনকে,' ম্লান কণ্ঠে বলল জর্জেস মালিন, দু'হাতে দু'দিকের কপাল টিপে ধরল সে।

নিঃশব্দে কাঁদছে জেনেটি। 'তার সাথে কুবার্তকেও!' তার মন বলছে, জীবিত কুবার্তকে আর কোনও দিন দেখবে না সে।

ফ্রেঞ্চ ন্যাভাল কমান্ড, টুলন। স্ট্র্যাটেজিক উইপন্স কমিটি-কে রিপোর্ট করতে এসেছেন আঁদ্রে করডেলি। কমিটিতে রয়েছেন একজন রিয়ার অ্যাডমিরাল, একজন ন্যাভাল কমান্ডার, আর একজন ক্যাপ্টেন। রিয়ার অ্যাডমিরাল তাঁর ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন পানির ওপর ভাসমান নৌযান পরিচালনায় দক্ষতা

দেখিয়ে। তিনি ন্যাভাল স্ট্র্যাটেজিস্ট, নৌ-যুদ্ধের একজন ছাত্র। তাঁর দৃষ্টিতে সাবমেরিন অপব্যয়ের একটা দৃষ্টান্ত। পানির নীচে তো মাছেরা থাকবে, যোদ্ধাদের সেখানে মানায় না। সব শোনার পরও আবার তিনি আঁদ্রে করডেলিকে প্রশ্ন করলেন, 'আবার প্রথম থেকে শুনি, কমান্ডার। ঠিক কী জিনিসটা, আর কী করে।' সরল, টেকনিকাল ব্যাপার-স্যাপার বোঝেন না, এ-ধরনের ভান করতে পছন্দ করেন তিনি। আসলে এটা তাঁর এক ধরনের কৌশল। রিয়ার অ্যাডমিরাল জানেন না ধরে নিয়ে জুনিয়ার অফিসাররা টেকনিকাল বিষয়গুলোর ভুল ব্যাখ্যা দিলে খপ্ করে ধরে ফেলেন।

করডেলি ধৈর্য হারালেন না। 'ডলফিন একটা সাবমেরিন,' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'সেলফ পাওয়ারড্ এঞ্জিনে চলে, পানির তলা দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। সাথে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম আছে, সাগর থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করা যায়। মানুষ ছাড়া বা সহ, দু'ভাবেই অপারেট করা যায়। সাউন্ড-অ্যাবজরবেন্ট উপকরণ দিয়ে তৈরি, ফলে সাউন্ড ওয়েভ রিফ্লেক্ট করে না, আর তাই সোনারের সাহায্যে ওটার অবস্থান জানা সম্ভব নয়। তবে ডলফিন সোনার ওয়েভ 'অ্যাবস্যরব' করতে পারায়, ওই ওয়েভগুলোকে যদি বিশেষ পদ্ধতিতে কোড করে নেয়া যায়, কোডেড ওয়েভ সিগন্যালের সাহায্যে সাবমেরিনের ব্রেনে নির্দেশ পাঠানো সম্ভব।'

'আপনি ওটাকে ডান দিকে ঘুরতে বলবেন আর ওটা ডান দিকে ঘুরবে, না?'

'হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল, ঠিক তাই।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে, আপনার কথা শুনছে না ওটা?'

'আমরা কোনও সাড়া পাচ্ছি না।'

'এবং ওটার ভেতর একজন আছে··· একজন ন্যাভাল লেফটেন্যান্ট – কুবার্ত?'

'হ্যাঁ।'

'সে ওটা চালাতে পারবে, ফিরিয়ে আনতে পারবে স্টেশনে? হয়তো এই মুহূর্তে ঠিক তাই করছে সে, ফিরে আসছে ডলফিনকে নিয়ে – সম্ভব?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালেন আঁদ্রে করডেলি। 'হ্যাঁ।'

'শুধু একটা জিনিস বুঝলাম না। বলছেন জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে সাউন্ড-অ্যাবস্যরবেন্ট পদার্থ দিয়ে, যাতে সোনার ওয়েভ রিফ্লেক্ট না করে, অথচ আপনারা ওটার খোঁজ-খবর রাখছিলেন – ধরেই নিচ্ছি সোনারের সাহায্যে। কী করে তা সম্ভব?'

'প্রয়োজনে সরিয়ে নেয়া যায়, এমন একটা শীট আছে ডলফিনে। সেটা অ্যাবস্যরবেন্ট নয়। এই শীটটা সোনার রিফ্লেক্ট করে। যদি চাই কারও সোনারে ডলফিনকে দেখা যাবে না, আমরা তখন অ্যাবস্যরবেন্ট কাভারিঙের নীচে সরিয়ে নিই শীটটা।'

'এ-ধরনের জিনিস আমার মোটেও পছন্দ নয়, ঠুনকো বলে মনে হয় তো ঠিক আছে, প্যারিসের সাথে আরেকবার কথা বলব আমি। বিশেষ করে যাকে

আপনারা হারিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে, সে প্যারিসের লোক। কী যেন নাম বললেন জিনিসটার··· ডলফিন? বলছেন, সাগরে তল্লাশিও চালানো হয়েছে? হাস্যকর নয়? কোথায় আছে না জেনে সাগরে কিছু খুঁজতে যাওয়া··· কেমন ব্যাপার হলো?'

আঁদ্রে করডেলি সাহসী পুরুষ, দায়িত্ব স্বীকার করতে পিছপা হননি কখনও। 'আমি রিপোর্ট করতে এসেছি, অ্যাডমিরাল, ডলফিনকে খুঁজে পাবার কোনও আশা নেই। তল্লাশি চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, স্রেফ ফরমালিটির জন্যে। আমার বিশ্বাস, অ্যাপারেটাসে কোথাও কোনও গোলযোগ দেখা দেয়ায় ঘটনাটা ঘটেছে। আমি আরও বলতে চাই, এখনও জানি না গোলযোগটা কী হতে পারে।'

'অন্য ভাষায়, গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলেছেন, তাই তো? বেশ তল্লাশি চালিয়ে যান। চব্বিশ ঘণ্টা পর লোকটার পরিবারকে জানাবেন। আর কী কী করতে হয় সবই আপনার জানা আছে। দায়িত্ব পালনের সময় নিখোঁজ, এভাবে বলতে হবে। আরেকটা কথা। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সকেও সব কথা জানান। সাবমেরিন তো, টপ-সিক্রেট ব্যাপার। আপনি বলেছেন সোনার রিফ্লেক্টর প্রত্যাহার করে নেয়া যায়, আর ডলফিনের সাথে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম আছে। বোঝা যাচ্ছে, একটা সন্দেহ আপনার মনে উদয় হয়নি। খুব কাছ থেকে দেখছেন, সেটাই হয়তো কারণ। আপনার পিয়েরে দ্য কুবার্ত জিনিসটা নিয়ে পালায়নি তো? সোনারে ধরা পড়ে না, এ-ধরনের সাবমেরিন তো সাত রাজার ধন। চুরি করার সুযোগ পেলে কেন করবে না কুবার্ত? চোদ্দপুরুষ বসে খেতে পারবে। ওটা বিক্রি করে রুবলের পাহাড় পেতে পারে কুবার্ত। পারে না?'

লন্ডনে এলে বেকার স্ট্রীটের একটা তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে রানা। ওখানে ওর দেশী-বিদেশী ক্লাসিক্যাল মিউজিকের একটা সংগ্রহ আছে। একটা কালার টিভি, আকাই স্টেরিও ডেক, আর নানান ধরনের দেড় হাজারের মত বই আছে – প্রায় সবগুলোই ওর পড়া। ফ্ল্যাটে দুটো ফোন, বেডরুমেও একটা এক্সটেনশন আছে সাদাটার, বিছানার পাশে। সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র সহ একটা বাক্স রয়েছে দেয়ালে, সাদা ফোনে কথা বললে আড়ি পেতে কেউ যাতে শুনতে না পারে।

মেরী শার্লটের দিকে তাকাল রানা একটা আরাম কেদারায় বসে রয়েছে সে, হাতে ঠাণ্ডা বিয়ারের ক্যান। ভিভাল্ডি ওবো কনসার্ট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেরীও তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, দৃষ্টির অর্থ পরিষ্কার। বেশ, এরপর কী?

নিজে তৈরি করে মেরী শার্লটকে সাপার খাইয়েছে রানা। বিশেষ কিছু নয় – টমেটো দিয়ে শুরু, সাথে তেল আর ভিনিগারের ড্রেসিং। তারপর মাটন চপ, চীজ-কেক আর কফি। সবশেষে বিয়ার।

ভাবছে রানাও, সব মিলিয়ে তা হলে যোগফলটা কী দাঁড়াতে যাচ্ছে? আরেকটা মেয়ে, আরেকটা সন্ধ্যা, আরও একবার নারীদেহের আস্বাদন গ্রহণ? তাই কী? শুধু উপভোগ আর যৌনতাড়না নিবৃত্তি? অস্বীকার করার উপায় নেই

এ-সব ভালই লাগে ওর। সে তো যুধিষ্ঠির নয়। কিন্তু ভাল লাগলেও তা সাময়িক। উপভোগের পর আসে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপারাধ-বোধ। তারপর মনে হয়, নিজেকে বঞ্চিত করছে সে, এই সুখ সাময়িক না হয়ে চিরকালীন হতে পারত। কত মেয়েই তো ভালবাসল তাকে, ওরও ভাল লাগল কত মেয়েকে—একজনের ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘর বাঁধলেই তো পারত।

কিন্তু তারপরই এক এক করে বাধাগুলো মনে পড়তে শুরু করে। বড় বেশি স্বাধীনচেতা সে, এমন বিপজ্জনক পেশায় আছে, কখন মারা যায় কেউ বলতে পারে না, বন্ধনের প্রতি রয়েছে তার জন্মগত বিদ্বেষ—আরও আছে, আরও অনেক বাধা আছে, সবগুলোকে অতিক্রম করা কোনও দিনই বোধহয় সম্ভব হবে না ওর।

নিজের ওপর রাগই হতে লাগল রানার, শার্লটকে ফ্ল্যাটে ডেকে আনা উচিত হয়নি।

ব্যাপারটার জন্যে শুধু মোহ দায়ী নয়, আজকের অফিসের পরিস্থিতিও খানিকটা দায়ী। কায়রো থেকে আজই লন্ডনে পৌঁচেছে শার্লট, বিকেলের ফ্লাইটে। সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র চলছে, মিশরীয় প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে, এ-ধরনের একটা তথ্য পাবার পর সংশ্লিষ্ট মহলকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে রানা এজেন্সি থেকে শার্লটকে কায়রোয় পাঠিয়েছিল রানা। রানা লন্ডনে উপস্থিত থাকায় মৌখিক রিপোর্টটা শার্লট ওকেই দেয়। সেই রিপোর্ট শুনতে শুনতে দেরি হয়ে গেল। তারপর জানতে পারল রানা, নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে সাথে সাথে কিচেনে ঢুকতে হবে শার্লটকে, কারণ বিকেল থেকে তার কিছু খাওয়া হয়নি। সৌজন্য দেখিয়ে প্রস্তাবটা দেয় রানা, 'আমার ফ্রিজে একবার উঁকি দিয়ে দেখতে পারো কিছু পাও কিনা।' লোভটা জাগল প্রস্তাব দেয়ার পর। মনে হলো প্রস্তাবটা শার্লট গ্রহণ না করলে হতাশ হবে সে। সামান্য ইতস্তত করে রাজি হলো শার্লট, রানার মনে লোভের শাখা-প্রশাখা গজাতে শুরু করল।

বিয়ারের ক্যানটা নামিয়ে রেখে আবার তাকাল শার্লট রানার দিকে। 'কিছু বলছ না যে, রানা?' ছাব্বিশ বছরেই প্রায় গোটা দুনিয়া দেখা হয়ে গেছে তার, ভান করার প্রবণতা নেই বললেই চলে। 'চমৎকার সাপার খেলাম, মুগ্ধ হলাম সঙ্গীতে, আর সংলাপগুলো ছিল মধুর। কিন্তু, তারপর?'

হেসে ফেলল রানা। 'সে প্রশ্ন তো আমারও।'

বিয়ে করেনি মেরী শার্লট, তবে কয়েকবারই প্রায় করে ফেলার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রতিবারই একটা করে বিকল্প ছিল সামনে। এই লোকটাকে আমার বিয়ে করা উচিত, নাকি স্কলারশিপটা নিয়ে আরও এক বছর দামস্কাসে থেকে যাব? আরবী ভাষা নিয়ে আরও চর্চা করব, নাকি এই ছোকরার সাথে সোজা গিয়ে উঠব চার্চে? কিন্তু এখন তার সামনে কোনও বিকল্প নেই। ভাগ্যগুণে এমন একটা পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েছে, যেটা তার প্রকৃতি, মেজাজ আর বিদ্যার সাথে খাপ খেয়ে গেছে নিখুঁতভাবে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপিয়ান আর কোনও মেয়ে তারচেয়ে বেশি জানে কিনা সন্দেহ, এবং তার এই জ্ঞান কাজে লাগাবার একটা উপায় করে দিয়েছে রানা এজেন্সি।

তেরো মাস আগেও জীবনটাকে নিয়ে কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না মেরী শার্লট। বাবা ছিলেন ডিপ্লোম্যাট, ঘুরেফিরে বারবার মধ্যপ্রাচ্যে পোস্টিং, কাজেই ফারসী আর আরবী তার দ্বিতীয় আর তৃতীয় ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। লিবিয়ায় থেকেছে সে, থেকেছে সোমালিয়া, মরক্কো আর লেবাননে। যাদের সাথে বসবাস আর মেলামেশা তাদেরকে ভাল লেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক, তাদের ভাষা আর সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজ নিয়ে পড়াশোনা শেষ করল মেরী শার্লট। বাবা মারা যাবার পর ইংল্যান্ডে ফিরে এল সে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যকে ভুলতে পারল না। অলস সময় কাটছিল, ঠিক করে উঠতে পারছিল না এরপর কী করবে। কখনও ভাবে ইংল্যান্ডের কোনও ইউনিভার্সিটিতে ফারসী শেখাবে, কখনও ভাবে আরবী সাহিত্য অনুবাদ করবে। তারপর একদিন হঠাৎ, ভিক্টোরিয়া স্টেশনের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। মার্জিত এক ভদ্রলোক, প্রথমবার দেখে মনে হয়েছিল ভারতীয়, তার সাথে দু'মিনিট কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ভদ্রলোকের একটা হাত নেই, নাম সোহেল আহমেদ।

রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় তখন অনেক দিন হলো দায়িত্ব পালন করছে সোহেল। নতুন কিছু এজেন্ট নিয়োগ করা দরকার, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে চোখ-কান খোলা রেখেছিল সে। শুধু মেরী শার্লট নয়, আরও অনেকের প্রতি নজর ছিল তার।

দু'মিনিট কথা শোনার পর মেরী শার্লট সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল, নিজের সম্পর্কে সে যতকুটু জানে তারচেয়েও বেশি জানেন এই ভদ্রলোক। অতীত ইতিহাস তো বটেই, এমনকী ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বলে দিতে পারেন! কাল যে সে বিকেলের ফ্লাইটে এথেন্স যাচ্ছে, তাও তার অজানা নয়। শুধু কি তাই? পাঁচ মিনিট আগে সে নিজেও জানত না এই রেস্তোরাঁয় খেতে ঢুকবে, অথচ ভদ্রলোক শুধু তার সাথে কথা বলার জন্যেই এসেছেন এখানে। ভয় পাবার মেয়ে নয় সে, কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল 'কে আপনি? কী করেন? কী চান আমার কাছে?'

সোহেলের সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, 'নাম তো আগেই বলেছি। আমি রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির প্রতিনিধি। কার্ডটা রইল, সময় করে একদিন চলে আসুন। আপনার জন্যে একটা লোভনীয় চাকরির অফার আছে ভাল বেতন। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবেন। আর হ্যাঁ, এই কাজে রোমাঞ্চও প্রচুর। তবে, বেশ একটু ঝুঁকিও আছে। অফিসে আসুন না, কফি খেতে খেতে আলাপ করা যাবে?'

অপ্রতিভ হেসে শার্লট বলেছিল, 'কিন্তু আমি টাইপিস্ট হিসেবে ভাল নই, শর্টহ্যান্ডও জানি না।'

'এ-সবও আমরা জানি জানি আপনি অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করিয়েছেন, বিয়ে করেননি, জীবনটাকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, ঘুমের মধ্যে কথা বলেন না, হাঁসের ডিম পছন্দ করেন...'

'এবার থামুন, বাধা দিয়েছিল শার্লট। 'আর এক মিনিট বসুন, প্লিজ।

আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে।'

'জানি।'

'আমার রেগে যাওয়া উচিত, তাই না? টের পেলাম না, অথচ আপনারা আমার সম্পর্কে এত সব জেনে ফেললেন।'

'উচিত, কিন্তু রাগ হচ্ছে না?'

'বলতে পারেন আমার মজা লাগছে। তবে…কী বলব… অ্যাপ্রোচটা একটু ক্রুড, নয় কি?'

'সূক্ষ্ম কৌশল আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করি, মিস শার্লট। যাদের বন্ধু বলে মনে করি তাদের সাথে আচরণটা ওইরকমই হয় – ক্রুড। তবে সিনসিয়ার।'

'কিন্তু তা হলে প্রশ্ন ওঠে, আমাকে বন্ধু মনে করার কারণ কী? আরও সংক্ষেপে – হোয়াই মি?'

'আপনি নন কেন? পরীক্ষা আমরা শুধু আপনাকে নয়, আরও অনেককে করেছি। আমরা যেমনটি চাই, একা আপনি শুধু তার ধারেকাছে আসতে পেরেছেন। লন্ডনে আমরা ছোট একটা টিম কাজ করছি, কিন্তু সবাই কষ্টিপাথরে যাচাই করা সোনা। ইচ্ছে করলে আপনিও তাদের একজন হতে পারেন। অবশ্য, ট্রেনিং নিতে হবে। সে সব আমরা ব্যবস্থা করব।'

পরদিন সকালে এজেন্সির অফিসে হাজির হলো শার্লট। দুপুরে যখন বেরুল তখন সে বেকার নয় এবং আনন্দিত। এথেন্সে আর যাওয়া হলো না তার। মনের মত পেশা আর আশাতীত ভাল বেতন, জীবনের যেন একটা অর্থ খুঁজে পেল সে। তিন দিন পর তার ট্রেনিং শুরু হলো, আর তখনই পরিচয় হলো এজেন্সির পরিচালক মাসুদ রানার সাথে। কিন্তু সে পরিচয় কখনোই ঘনিষ্ঠ রূপ নেয়নি। নতুন এজেন্টদের সাথে আন্তরিক হলেও কাজের সময় ছাড়া তাদের সাথে কোনও সম্পর্ক রাখত না রানা। দু'জনের বয়সের খুব একটা পার্থক্য নেই, বেশ কয়েক দিন একসাথে কাজ করার পর সম্পর্কটা বন্ধুর মত হয়ে উঠলেও তার বেশি আর এগোয়নি। শার্লটের মনে বেয়াড়া কিছু আশা আর স্বপ্ন মাথাচাড়া দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে-সব সে সময়মত দমন করতে পেরেছে।

কিন্তু আজ কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে। এখানে আসার প্রস্তাবটা পাবার সময়ই বুঝেছিল, এখুনি তার সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে যায়, দেখাই যাক না কী হয়। লোক মুখে শুনেছে, নিজের অভিজ্ঞতাও তাই বলে–মাসুদ রানা বিস্ময়কর একটা চরিত্র। তার সাথে নিভৃতে সময় কাটাবার সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। নিরিবিলিতে সময় কাটাবার সময় যদি নতুন, অনাস্বাদিত কোনও অভিজ্ঞতা হয়, কেন সেটা মন্দ হতে যাবে?

ঝুঁকে নিচু টেবিল থেকে রানার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল শার্লট। 'দেখা যাচ্ছে দু'জনেই আমরা জানি না এরপর কী।' সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। খুক্ করে কাশল। 'তা হলে এসো এক কাজ করি। ব্যাপারটা আমরা সময়ের হাতে ছেড়ে দিই। যতক্ষণ ভাল লাগে একসাথে থাকি, যদি কিছু ঘটে তো ঘটল, না ঘটলে আমাকে তুমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ো।' আর মাত্র একটা

টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজল সিগারেট। 'কেমন প্রস্তাবটা?'

'ভাল। তা হলে চলো বেরিয়ে পড়া যাক? বেশ ক'দিন বাইরে ছিলে, লন্ডনের সাথে নতুন করে সেরে নাও পরিচয়টা।' রানা জানে না, এই সময় আবার একবার মুচকি হাসলেন বিধাতা।

আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শার্লট। 'তার আগে শাওয়ার সারবো আমি।'

'আমিও,' ফস্ করে বলে ফেলল রানা, অনেকটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

হেসে উঠে শার্লট বলল, 'কেউ বোধহয় আমার হয়ে উত্তর দিতে চায়। দেখো।' বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

বেডরুমে ঢুকে রিসিভার তুলল রানা। এই রাতে কে ফোন করল?

'মি. মাসুদ রানা?' মার্জিত নারীকণ্ঠ, অভিজাত উচ্চারণ, পেশাদারী কর্তৃত্বের ভাব স্পষ্ট।

সতর্ক হয়ে গেল রানা। 'বলছি।'

'আপনার ফোনে কথা বলা নিরাপদ, মি. মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিরাপদ,' প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলছে না রানা।

'ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পি.এ. আপনার সাথে কথা বলবেন। একটু সময় দিন, প্লিজ।'

'ঠিক আছে।' জানে উত্তর পাবে না, তাই কোনও প্রশ্ন করল না রানা। ওর বাড়িতে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোন করা হচ্ছে, কথা বলবে মন্ত্রীর পি.এ., সিরিয়াস ব্যাপার হবার সম্ভাবনাই বেশি। পি.এ.-রা তো অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে, হতে পারে মন্ত্রী স্বয়ং কথা বলতে চান ওর সাথে। এত কিছু ভাবছে রানা, পানির শব্দও শুনছে – শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছে শার্লট।

বিশ সেকেন্ড পর ভারি, বিনীত কণ্ঠস্বর, 'মি. মাসুদ রানা?' উত্তরের অপেক্ষা করল না। 'আমি ডানকান ডক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পি.এ.। জরুরী একটা ব্যাপারে মি. রবার্ট ম্যাকমোহন আপনার সাথে কথা বলতে চান। দয়া করে আপনি যদি সময় দেন, এখুনি, আমাদের একটা উপকার করা হবে। গাড়ি তৈরি, আমি সিগন্যাল দিলেই আপনাকে আনার জন্যে রওনা হয়ে যাবে।'

বিনয়ের কোনও অভাব নেই, কিন্তু পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হলো ওরা ধরেই নিচ্ছে রানা যাবে। 'কেন?' স্পষ্ট করে জানতে চাইল রানা।

'আমার মিনিস্টার ভাবছেন আপনার সাথে তিনি নিজে কথা বলবেন, মি. মাসুদ রানা। জরুরী ব্যাপার, সিক্রেট – এর বেশি আমার কিছু জানা নেই।'

পি.এ.-র গলায় একটু কী ক্ষোভ প্রকাশ পেল? শোনার ভুলও হতে পারে। 'ঠিক আছে। পাঠিয়ে দিন গাড়ি। তবে বিশ মিনিটের আগে যেন না পৌঁছায়।'

'কিন্তু, মি. মাসুদ রানা,' প্রতিবাদ করল পি.এ., 'মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ – তা ছাড়া, স্যার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন!'

'বাথরুমে আমার জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করছে।'

'জ্বী!' পি.এ.-র মনে হলো ভুল শুনেছে সে। 'কী বললেন?'
'বিশ মিনিট পর নীচে নামব,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।
বাথরুম থেকে কাপড়চোপড় পরেই বেরিয়ে এল শার্লট। রানার অন্যমনস্ক চেহারা দেখে একটু থমকাল সে, তারপর হেসে ফেলে বলল, 'ত্রাণকর্তাটি কে?'
'মানে?'
'ভেবে পাচ্ছিলাম না এরপর আমরা কী করব। ফোনটা নিশ্চয়ই সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে, তাই না?'
'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে বলল রানা।
'আমাকে একাই বাড়ি ফিরতে হবে, নাকি তুমি পৌঁছে দেবে?'
চট্ করে একবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। 'দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে নিতে আসছে ওরা। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।'
'ওরে বাপরে বাপ! পালাই আমি! কী ব্যাপার, যুদ্ধ-টুদ্ধ নাকি?'
'জানি না,' বলল রানা। 'ওখানে গিয়ে জানতে পারব।'
এগিয়ে এল শার্লট। রানার একটা হাত ধরল। 'যদি সময় সুযোগ হয়, পরে আরেকদিন না হয় চেষ্টা করা যাবে, কেমন? আজ আসি।'
'পরে… কী চেষ্টা করা যাবে?' গোবেচারা ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রানা।
পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো শার্লট, রানার গালে একবার আলতোভাবে ঠোঁট ছুঁইয়েই সরে গেল। 'সেদিন এ-ধরনের ব্যাপারটাকে টেনে টেনে কত দূর লম্বা করা যায় এক্সপেরিমেন্ট করব আমরা। অবশ্য বিবেক মন্ত্রণালয় যদি নাক না গলায়।'
রানাকে বিষণ্ন করে দিয়ে চলে গেল শার্লট।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পা দিয়েই বুঝতে পারল রানা, ব্যাপার গুরুতর। রানাকে হাতে পেয়েই প্রায় টেনে নিয়ে চলল পি.এ.। 'উনি আপনার জন্যে কনফারেন্স রুমে অপেক্ষা করছেন, মি. মাসুদ রানা।'
কনফারেন্স টেবিলের পাশে ছোট একটা ডেস্ক, সেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহনের মুখোমুখি হলো রানা। পি.এ. দরজা থেকেই বিদায় নিয়েছে। রবার্ট ম্যাকমোহন ভূমিকা করার ঝামেলায় গেলেন না, প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, তারপর সরাসরি পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলেন।
তাঁর প্রথম প্রশ্ন, 'এই মুহূর্তে রানা এজেন্সি কোনও কেস নিতে পারবে কিনা?'
'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেস?' রানার পাল্টা প্রশ্ন।
দ্বিধা না করে রবার্ট ম্যাকমোহন বললেন, 'শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করবেন আপনি, কাজেই এটাকে তাঁর কেস বলা যেতে পারে। প্রাথমিক ব্রিফিংটা আমার কাছ থেকে পাবেন আপনি, তারপর থেকে আপনি যোগাযোগ রক্ষা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে।'
'কেসটা কী?' জিজ্ঞেস করল রানা
রানাকে তিনি অফার করলেন, কিন্তু রানা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করায় নিজে

একটা চুরুট ধরালেন রবার্ট ম্যাকমোহন।

'আপনি স্মোক করেন না বলেই জানতাম,' কৌতূহলী হয়ে বলেই ফেলল রানা। এজেন্সির কম্পিউটরে রবার্ট ম্যাকমোহন সম্পর্কে সম্ভাব্য সব তথ্যই জমা আছে।

'আজ করব,' বলে নীলচে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন ভদ্রলোক। তারপর শুরু করলেন। 'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো এই রকম। একজন প্রাক্তন আর্মি অফিসার, স্পেশাল সার্ভিসের জেভিক ব্রিল, প্রাইভেট কোম্পানী সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডের চাকরি করছিল। চাকরিটা সে নেয় হারওয়েল সেন্টারের ভেতর একটা বিল্ডিঙে ঢোকার সুযোগ পাবার জন্যে। কাল রাতে বাঁকা পথে ভেতরে ঢোকে সে, দু'জন গার্ডকে খুন করে, এবং একটা অ্যাটমিক ডিভাইস চুরি করে নিয়ে যায়। ওটা একটা বাক্সের ভেতর ছিল; এর বেশি ডিভাইসটা সম্পর্কে আপনাকে আর কিছু জানানো সম্ভব নয়। আপনাকে যে ফাইল দেয়া হবে তাতে বাক্সটা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে, কিন্তু বাক্সের ভেতর কী আছে সে সম্পর্কে কিছু পাবেন না। ফাইলটা এই মুহূর্তে তৈরি করা হচ্ছে। আপনার কাজ হলো…'

একটা হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'থাক, তা হলে আর শুনে কাজ নেই। এ-ধরনের শর্ত থাকলে আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।'

রবার্ট ম্যাকমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। প্রধানমন্ত্রীকে ঠিক এই কথাই বলেছেন তিনি – রানা এজেন্সি জানতে চাইবে বাক্সের ভেতর কী আছে। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জানাতে রাজি হতে চাননি, কিন্তু যখন শুনলেন মাসুদ রানা স্বয়ং লন্ডনে রয়েছে তখন খানিক ইতস্তত করে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়েছেন তিনি।

'বেশ, মি. রানা, ইউ কান্ট ব্লেম মি ফর ট্রাইং। অর্থটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন, দিস ইজ আলফা জিরো প্লাস।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল, 'আপনার ফাইলে আমি নিজের হাতে একটা কাগজ রাখব, সেটা পড়লে জানতে পারবেন বাক্সের ভেতর কী আছে। কাগজটা পড়ে মুখস্থ করতে হবে, তারপর আমাকে ফেরত দেবেন। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন রানা। 'ঠিক আছে, স্পেসিফিক ডাটা বাদ দিয়ে বলুন কী জিনিসটা।'

'ইট'স ডার্টি, ইন এভরি সেন্স অভ দ্য ওয়ার্ড। একটা অ্যাটমিক বোমা। ক্যাপটেন জেভিক ব্রিল ওটা চুরি করেছে। আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। বাক্সের সাথে তাকেও যদি পান, খুব ভাল। কিন্তু ফার্স্ট প্রিফারেন্স, মাথায় নরক ভেঙে পড়ার আগে বোমাটা উদ্ধার করা।'

'রানা এজেন্সি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা খবর নিয়েছেন। জানেন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে আমরা কাজ করি না?'

'জানি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই পাবেন। তবে একটা শপথ নেয়ার ব্যাপার আছে। না-না, লিখিত কিছু নয় – এই কেস সম্পর্কে আপনি যে-সব তথ্য জানতে পারবেন তা আপনি আর প্রধানমন্ত্রী ছাড়া তৃতীয় কেউ জানবে না, মৌখিকভাবে এই প্রতিশ্রুতিটা চাইব আমরা।'

রানা গম্ভীর হয়ে উঠল। 'গোপন তথ্য ফাঁস করা রানা এজেন্সির নীতি নয়।'

'বেশ, বেশ—এতেই চলবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'আপনি বললেন ঘটনাটা কাল রাতে ঘটেছে এতক্ষণ আপনারা কী করছিলেন?'

'হ্যাঁ, প্রায় তেইশ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। যোগ্য এবং বিশ্বস্ত একজন লোক খুঁজছিলাম আমরা। যে তালিকটা তৈরি করি তাতে রানা এজেন্সিও ছিল, কিন্তু খোঁজ-খবর না নিয়ে তো আর ডাকা যায় না, তাই দেরি হয়ে গেল।'

'কিন্তু আমাদেরকে পছন্দ করার কারণ?'

'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি তো সবই জানেন,' থমথমে চেহারা নিয়ে বললেন রবার্ট ম্যাকমোহন। 'তালিকায় ওদেরকে রাখাই হয়নি। প্রায় একই ধরনের প্রতিষ্ঠান আরও আছে বটে, কিন্তু টেকনিকাল কিছু অসুবিধে থাকায় আমরা কাজটা কোনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্মকে দিয়ে করাতে চাইছিলাম। রানা এজেন্সিকেই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হলো।'

'তা ছাড়া, জেভিক ব্রিল সম্পর্কে আপনাদের আমরাই সাবধান করে দিয়েছিলাম, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই – আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাদের চিঠিটা যদি গুরুত্বের সাথে নিত সিক্রেট সার্ভিস, ঘটনাটা হয়তো ঘটতই না। ভাল কথা, মি. রানা, জানতে পারি কী খবরটা আপনারা কীভাবে পেয়েছিলেন?'

'দুঃখিত, মি. ম্যাকমোহন,' বলল রানা। 'সূত্র প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আচ্ছা, হ্যাঁ, কী যেন টেকনিকাল অসুবিধের কথা বলছিলেন?'

'আপনার বাকি প্রশ্নের উত্তর পাবেন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে, আমার কাজ শেষ হবে আপনাদেরকে ওখানে পৌঁছে দেয়ার পর। প্রধানমন্ত্রীর পি.এ. আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার ধারণা, এজেন্সির আর সবাইকে নিয়ে ওখানে বসে কেসটা নিয়ে আলোচনা করবেন আপনারা।'

'ঘণ্টা কয়েক সময় দিতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এজেন্সির শাখা প্রধান লন্ডনের বাইরে রয়েছে, আলোচনায় তার উপস্থিতি দরকার।'

'ঠিক আছে, যোগাযোগ করার কাজটা আপনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বসেই সারতে পারবেন,' বললেন রবার্ট ম্যাকমোহন। 'চলুন তা হলে দেরি না করে বেরিয়ে পড়া যাক।'

'চলুন।'

প্রধানমন্ত্রীর পি.এ. একজন প্রাক্তন কর্নেল। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে রাত বারোটার সময় তিনিই ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। রানা আগেই পৌঁচেছে, তারপর রিফাত জাহান আর মেরী শার্লটকে নিয়ে পৌঁছুল শাহিন কায়সার। রানার জরুরী ফোন কল পেয়ে হাতের কাজ ফেলে লন্ডনে ফিরে এসেছে সে।

ফাইলটা ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গেছে রানার। আলগা কাগজটা নিয়ে নিজের দফতরে ফিরে গেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহন। সরকারী কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজটা কেন করানো হচ্ছে না, এ-প্রশ্নের কোনও সদুত্তর

ফাইলে পায়নি রানা। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করেও সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তিনি শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, এরবেশি আমিও কিছু জানি না। শুধু শত্রুপক্ষ নয়, মিত্রপক্ষেরও জানা চলবে না বাক্সটা চুরি গেছে।'

আলোচনা টেবিলে বসে সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা। ওদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর পি.এ.-ও কনফারেন্স রুমে থাকলেন। 'প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়,' বলল ও. 'ক্যাপটেন জেভিক ব্রিলই গার্ড দু'জনকে খুন করেছে। স্পেশাল সার্ভিসে থাকার সময় ভালই ট্রেনিং পেয়েছে সে। একজন গার্ড মারা গেছে ক্লাসিক সাইড-কিক খেয়ে, আরেকজনের ঘাড় মটকানো হয়েছে। আমার ধারণা কনভেনশনাল মার্ডার ইনভেস্টিগেশনের পিছনে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না···'

এখানে একবার নাক গলালেন কর্নেল, 'সে কাজটা স্থানীয় পুলিশ আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড করছে বলে দেয়া হয়েছে, ওরা যেন পানি ঘোলা না করে।'

'আমাদের কাজ হবে বাক্স আর জেভিক ব্রিলকে খুঁজে বের করা,' বক্তব্য শেষ করল রানা।

'কোনও সূত্র আছে?' শাহিন কায়সার জিজ্ঞেস করল।

'নেই। আছে শুধু দুটো ধারণা। এক, বাক্সটা চুরি করা হয়েছে ফেরত দেয়ার জন্যে, মোটা টাকার বিনিময়ে। সরাসরি টাকা কামানোর জন্যে চুরি, রাজনৈতিক কোনও ব্যাপারে জড়িত নয়।'

'মাসুদ ভাই, মনে হচ্ছে, আপনি নিজে এই ধারণাটার সমর্থক নন,' বলল রিফাত জাহান।

'নই,' স্বীকার করল রানা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এটা একটা পলিটিকাল কেস। ব্রিটেন থেকে চুরি হয়েছে, কাজেই এমন হতে পারে হুমকিটা ব্রিটেনকেই দেয়া হবে। সবাই জানি, আয়ারল্যান্ড একটা সমস্যা। মনে রাখতে হবে, বেলফাস্টে ছিল জেভিক ব্রিল। তখন হয়তো দলবদল করে সে।'

'আমার কিছু বলার আছে,' প্রায় নতুন, তাই আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা করল শার্লট।

'হ্যাঁ, বলো।'

'তুমি বলোনি বাক্সের ভেতর কী আছে। কিন্তু যেহেতু জিনিসটা হারওয়েরে সেন্টার থেকে চুরি গেছে, কী হতে পারে তা আমরা ধরে নিতে পারি। আই.আর.এ-র কোনও অন্তর্ঘাতক যদি কাজটা করে থাকে, ব্রিটিশ সরকারকে ওরা হুমকি দিয়ে বলতে পারে বন্দীদের মুক্ত করো, আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতা দাও, বা আয়ারল্যান্ড থেকে ব্রিটিশ আর্মি প্রত্যাহার করো, তাই না?'

রিফাত বলল, 'কাজটা ইরা-র (IRA) নাও হতে পারে। মনে আছে, আমেরিকান দুই মন্ত্রীর ছেলেকে জিম্মি রেখে একবার দাবি করা হয়েছিল পশ্চিম জার্মানীতে বন্দী রেড আর্মির সদস্যদেরকে মুক্তি দিতে হবে?'

শাহিন তাকে সমর্থন করে বলল, 'এ-ধরনের হুমকিগুলো সাধারণত আন্তর্জাতিক হয়ে থাকে, ঠিক। ডিভাইসটা ব্রিটেন থেকে চুরি হয়েছে বলে ধরে

নেয়া উচিত হবে না...'

'সেজন্যেই তোমাদের সবাইকে এই আলোচনায় রাখতে চেয়েছি আমি,' বলল রানা। 'আমি চাই প্রত্যেকে তোমরা যার যার প্রশ্ন নিয়ে কম্পিউটরের সামনে বসো। এ-ধরনের একটা চুরির প্ল্যান জেভিক ব্রিল একা করেনি। সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডে তার চাকরি পাবার ব্যাপারে কে সাহায্য করেছে? সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড কী ধরনের আউটফিট? প্রতিষ্ঠানটা কি ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশেও কাজ করে, কিংবা ডিরেক্টরদের মধ্যে বিদেশী কোনও লোক আছে? বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, জার্মানী, কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে এমন কোনও দেশের সরকারের সাথে চুক্তি আছে?'

'শুরু করার জন্যে,' অনেকক্ষণ পর কথা বললেন কর্নেল, 'জেভিক ব্রিলের ডোশিয়ে রয়েছে। যদি মনে হয় তার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা দরকার, আমাকে বললেই আমি ব্যবস্থা করব।'

'আমি এখুনি একটা ব্যাপার তোমাদেরকে জানাতে পারি,' বলল রানা। 'প্যারিসে একটা মিটিং সম্পর্কে আমরা রিপোর্ট পেয়েছিলাম। জেভিক ব্রিল সেখানে ছিল। বাদের-মেইনহফ গ্রুপের একজন লোকও ছিল। আর ছিল একজন গ্রীক... না, ভুল হলো, গ্রীক নয়, লোকটা ক্রিট দ্বীপের। শার্লটি, তুমি এই ব্যাপারটা দিয়ে শুরু করতে পারো। ডিসপ্যাচ নম্বর গ একশো বারো, আর হয় এক হাজার একুশ নয়তো এক হাজার বাইশ।'

'তুমি দুটো ধারণার কথা বলেছ, রানা,' মৃদু কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল শার্লটি।

'হ্যাঁ। জেভিক ব্রিল ফ্যানাটিক হতে পারে। তার হয়তো একটা আদর্শ আছে।'

'আদর্শ আছে, সেই সাথে ফ্যানাটিক, তারমানে স্রেফ একটা উন্মাদ!'

শাহিন কায়সার বলল, 'তারমানে, মাসুদ ভাই, আপনি বলতে চাইছেন ডিভাইসটা সে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে চুরি করেনি, বোমা হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে?'

'হতে পারে, পারে না?'

'ওহ্ গড! তা হলে তো যুদ্ধও বেধে যেতে পারে...!'

পাঁচ

দুই বন্ধু রু দুবাক-এর একটা রেস্তোরাঁ থেকে সাপার খেয়ে বেরিয়েছে, উদ্দেশ্য বুলেভার্ড মিশ-এর একটা নাইট ক্লাবে স্ট্রিপটিজ দেখতে যাবে। কিন্তু যাওয়া হলো না।

আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখেই আঁতকে উঠল দুঁদে বো। কনুই দিয়ে বন্ধু মার্ক পপেটির পাঁজরে মৃদু গুঁতো মারল সে। 'বস!'

ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের চীফ গাড়িটার পিছনের সিটে বসে রয়েছেন। 'ওঠো,'

ভারি গলায় নির্দেশ দিলেন তিনি ওদের।

পথে কোনও কথা হলো না, তবে দু'জনেই ওরা বুঝতে পারল ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর, তা না হলে স্বয়ং বস ওদের জন্যে ফুটপাতে অপেক্ষা করতেন না।

গাড়ি হেড অফিসের দিকে যাচ্ছে না দেখে পপেটি আর বোঁ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, কিন্তু তবু বসকে কিছু জিজ্ঞেস করল না কেউ। সময় হলে তিনি নিজেই বলবেন।

তিনতলা একটা বাড়ির ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল গাড়ি। গাড়িপথের দু'ধারে বাগান। পোর্টিকোর নীচে গাড়ি থেকে নামল ওরা। সুট পরা এক যুবক সবিনয়ে ইন্টেলিজেন্স চীফকে জানাল, 'তিনি' অপেক্ষা করছেন, মঁশিয়ে আপনাদের জন্যে নীচে রাখা হয়েছে লিফট।'

'তোমরা হাঁটো। হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল,' বলে ওদের বস হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে লিফটে গিয়ে ঢুকলেন। 'তিনতলা।'

নিঃশব্দে আবার একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে এল ওরা দু'জন।

'এত দেরি হলো কেন?' জিজ্ঞেস করলেন বস। 'দু'জনেই দেখছি শরীরের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছ। পিছু নাও আমার।'

'দেখো, এই বলে রাখলাম,' পপেটির কানের কাছে ফিসফিস করল দুঁদে বোঁ, 'একদিন ওই ছড়িটা আমি ওঁর পেছন দিয়ে সেঁধিয়ে দেব...'

মাথা নাড়ল পপেটি। 'বেশি সরু।'

বাড়িটা না চিনলেও, ওদের জন্যে অপেক্ষারত মানুষটিকে দেখামাত্র চিনতে পারল দুঁদে বোঁ বিশাল ড্রইংরুমে প্রচুর ফার্নিচার থাকা সত্ত্বেও মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় ব্যাডমিন্টন খেলা যাবে, সাদা শর্টস আর গেঞ্জি পরে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডিফেন্স মিনিস্টার। পায়ে টেনিস সু।

'নষ্ট করার মত সময় নেই,' ইন্টেলিজেন্স চীফের সাথে করমর্দনের পর বললেন তিনি, ইঙ্গিতে সবাইকে বসতে অনুরোধ জানালেন। 'নেভি বলছে, তারা ছোট্ট একটা সমস্যায় পড়েছে। ওরা চাইছে, তদন্তটা গোপন রাখতে হবে। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার টুলনে রিপোর্ট করতে হবে আপনাদের। এ-ব্যাপারে আমাকে বিরক্ত করার দরকার নেই, আমি আপনাদের বসের কাছ থেকে যা জানার জেনে নেব।'

বসের দিকে তাকাল দুঁদে বোঁ, তিনি ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন।

'মঁশিয়ে মিনিস্টার,' দুঁদে বোঁ বলল, 'জানতে পারি, তদন্তের বিষয়টা কী? আরেকটা কথা, এতদিন শুধু প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি রিপোর্ট করে এসেছে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স, সেই নিয়ম কি বদলানো হয়েছে?'

দুঁদে বোঁর কথা শুনে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন মন্ত্রী, বসে পড়লেন একটা সোফায়। 'বেশ, আগে ঘটনাটা কী বলি টুলনের একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডকে ছোট্ট একটা সাবমেরিন নিয়ে গবেষণা করছে নেভি, দায়িত্বে আছেন কমান্ডার আঁদ্রে করডেলি নামে যোগ্য এক ন্যাভাল অফিসার। ক্ষুদে সাবমেরিনটা

কাল টেস্ট করা হচ্ছিল। কী ঘটেছে কেউ বলতে পারছে না, তবে সাবমেরিনটা হারিয়ে গেছে। একজন ক্রু ছিল, ওটার সাথে সে-ও নিখোঁজ। টেকনিকাল ব্যাপারগুলো আমার সঠিক জানা নেই, শুধু জানি প্রচলিত পদ্ধতিতে ওটাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।'

মন্ত্রীসভার এই সদস্য ভদ্রলোক ফ্রান্সের সেরা ধনীদের একজন, বলা যায় টাকার জোর আর রাজনীতের শখ থাকায় মিনিস্টার হয়েছেন। ইন্টেলিজেন্স চীফ মনে মনে তাঁর ওপর রেগে আছেন, কারণ মন্ত্রী তাঁর অফিসে না গিয়ে এখানে তাঁদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া, প্রায় সবাই জানে, এই ভদ্রলোক নিজের কাজ বোঝেন না, দায়িত্ব এড়াবার একটা প্রবণতাও আছে। তবে তিনি নিজের ব্যবসার ব্যাপারে খুব সতর্ক, লাভ-লোকসান ভালই বোঝেন।

ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন, 'কিন্তু উদ্ধার কাজের জন্যে তো আমাদের কখনও ডাকা হয় না! সাবমেরিনটা কি…নিউক্লিয়ার?'

'আরে না। স্রেফ ছোট্ট একটা জিনিস। ওটা চলে, কী যেন বলে – মাফ করবেন, মনে থাকে না – হ্যাঁ, আইসোটোপ এঞ্জিনে।'

'তারমানেই নিউক্লিয়ার,' বলল দুঁদে বোঁ। 'তবে সেনসিটিভ নয়। লং লাইফ ব্যাটারির মত ওগুলোও আজকাল সাধারণ জিনিস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু একটা আইসোটোপ এঞ্জিন খুঁজে দেয়ার জন্যে আমাদেরকে তো ডাকার কথা নয়, যদি না ওটা অত্যন্ত স্পেশাল কিছু হয়।'

'ধারণা করা হয়েছে,' মন্ত্রী বললেন, 'স্রেফ ধারণা, আর কিছু নয় – সাবমেরিনটা যে লোক চালাচ্ছিল, হারানোর ব্যাপারে সে দায়ী হতে পারে।'

'অর্থাৎ সে ওটা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে?'

মন্ত্রীর চেহারা দেখে মনে হলো তিনি আহত হয়েছেন। 'আমি সে-ধরনের কিছু বলিনি। আমি শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। জিনিসটা ওরা খুঁজে পাচ্ছে না, এরজন্য পাইলটও দায়ী হতে পারে।'

'আপনি চান লোকটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে দেখি আমরা?'

'হ্যাঁ, তা হলে তো খুবই ভাল হয়। জানতে চেষ্টা করুন, তার দ্বারা এ-ধরনের অদ্ভুত কাজ হবার কথা কিনা। বিদেশের সাথে কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা।'

'এবং বিদেশে সেটা বিক্রি করে ফেলেছে কিনা?'

'হ্যাঁ।'

'এবং যে বা যারা কিনেছে তাদের কাছ থেকে ওটা উদ্ধার করা যায় কিনা?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। সেজন্যেই আপনাদেরকে ডাকা। কোথায় আছে, এবং উদ্ধার করা যায় কিনা।'

দুঁদে বোঁ শেষ প্রশ্ন করল, 'আমরা তা হলে কার কাছে রিপোর্ট করব, মঁশিয়ে মিনিস্টার?'

'কেন, বরাবর যাঁর কাছে করেন – প্রেসিডেন্টের কাছে!'

দুঁদে বোঁ হাসি চাপল

*

অনুপস্থিত একজন লোকের অতীত জীবন অনুসরণ করা সহজ কাজ নয়। ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্সের একটা জেটে করে টুলনে পৌঁছুল দুঁদে বোঁ। রাতের একটা অংশ এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনে কাটাল সে, বাকি সময় কাটাল পিয়েরে দ্য কুবার্তের অ্যাপার্টমেন্টে। প্রতিটি কামরা তন্নতন্ন করে খুঁজল সে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, পিয়েরে দ্য কুবার্ত গুছানো স্বভাবের মানুষ, পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে। তার সমস্ত কাগজ-পত্র লিভিং রুমে, ফাইলের ভেতর যত্ন করে রাখা। সব কাপড় কাবার্ড আর ড্রয়ারে। লন্ড্রি বাস্কেটে শুধু পাওয়া গেল একজোড়া স্লিপ, একটা ভেস্ট, একজোড়া মোজা আর একটা রুমাল।

রান্নাঘরে সময় কাটাতে পছন্দ করত কুবার্ত। মশলা থেকে শুরু করে তৈজস-পত্র সব পরিষ্কার এবং সাজানো গোছানো। তবে ফ্রিজে তাজা কোনও সব্জি বা ফল নেই, কোনও কৌটাতেও কোনও খাবার নেই। ভেজিটেবল র‍্যাক খালি, খালি ব্রেড বাস্কেটও।

বেডরুমে ডাবল বেড, দুটো বালিশ, একটার ওপর আরেকটা। বিছানার ওপর কোনও রিডিং লাইট নেই, ঘরের কোথাও অ্যাশট্রে বা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেল না। ঘরে আয়না আছে, তবে বিছানায় শুয়ে নিজেকে তাতে দেখা যায় না। কোনও দেরাজেই ঘুমের বড়ি বা টনিক পাওয়া গেল না। কনট্রাসেপটিভ-ও নেই। লম্বা, অথবা পাকা কোনও চুলও পাওয়া গেল না। বালিশের তলাতেও খুঁজল দুঁদে বোঁ – ব্রেসিয়ার বা ক্লিপ, কিছুই নেই।

বাথরুমে একটা মেডিসিন চেস্ট রয়েছে। তাতে দু'বোতল মেডিকেটেড শ্যাম্পু, অ্যাসপিরিনের একটা টিউব, হজমে সহায়তা করার জন্যে একটা শিশিতে কয়েকটা ট্যাবলেট, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ, অ্যান্টিসেপটিক মলম, এই সব। দ্বিতীয় র‍্যাকে পাওয়া গেল মেডিকেটেড ট্যালকম পাউডার, শেভিং ক্রীম, সেন্ট, রূপোর একটা চিরুনি, ইলেকট্রিক রেজার।

লিভিং রুমে ফিরে এসে চামড়ার তৈরি রিডিং চেয়ারে বসল দুঁদে বোঁ। ওর ডান হাতের নাগালে রয়েছে ইংরেজী ম্যাগাজিন, টাইম আর নিউজউইক। তারিখের সাথে মিলিয়ে একটার ওপর আরেকটা রাখা হয়েছে, সবশেষেরটা ছয় মাসের পুরনো। বাঁ দিকে রয়েছে আরও দুটো ম্যাগাজিন – একটা ফ্রেঞ্চ, আরেকটা জার্মান।

ঘরে কোনও বই নেই।

এরপর দুঁদে বোঁ ফাইলগুলো নিয়ে বসল। বেশিরভাগই ব্যাংক স্টেটমেন্ট, চেক বুক, বাতিল করা চেক, ক্রেডিট ট্র্যান্সফার, স্লিপ কার্বন ইত্যাদি। বিজ্ঞানী এবং ন্যাভাল অফিসার হিসেবে ভাল বেতন পেত কুবার্ত। বেতনের সব টাকাই প্রতি মাসে ব্যাংকে জমা দেয়া হত, সমস্ত বিল যথাসময়ে মেটানো হয়েছে। ব্যালেন্স টাকা প্রতি মাসের শুরুতে ব্যাংক থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। চারদিন আগে একটা চেক লিখে টাকা তুলেছে কুবার্ত, তাতে লেখা 'নিজ'। ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখে জমা টাকার একটা হিসেব বের করল বোঁ।

কুবার্তের অ্যাকাউন্টে এক পয়সাও জমা নেই।

কোনও ফাইলেই ব্যক্তিগত কোনও চিঠি পাওয়া গেল না।

কুবার্তের জীবন এক মিলিয়ন ফ্রাংকে বীমা করা ছিল। বেনিফিশ্যারি তার মা, ঠিকানা প্যারিসের। পলিসির সাথে কোম্পানীর পাঠানো একটা চিঠি রয়েছে। বাদ রাখা হয়েছে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর যুদ্ধ। পলিসি গ্রহণ করার তারিখ থেকে দু'বছর পর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আত্মহত্যা। তারপর আরও এক বছর পেরিয়ে গেছে। বীমা চুক্তি অনুসারে যদি এমনকী মনে করা হয় যে পিয়েরে দ্য কুবার্ত সম্ভবত মারা গেছে, তা হলেও তার মা সব টাকা পেয়ে যাবেন। রীতিমত ধনী হয়ে যাবেন মহিলা। সন্দেহ নেই, ঠিক সেটাই চেয়েছে কুবার্ত।

একটা ফাইলে পাওয়া গেল অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের কাগজ-পত্র। ফ্রান্স আর আমেরিকায় লেখাপড়া করেছে সে। স্কুবা ডাইভিঙে কৃতিত্ব দেখিয়ে সার্টিফিকেট পেয়েছে। তিন ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে – ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান, ইন্টারন্যাশনাল। নেভিগেশন সার্টিফিকেট তো আছেই, আছে কম্পিউটর সায়েন্সে কৃতিত্ব দেখাবার প্রশংসাপত্র – গ্রেড অভ ক্লাস টু প্রোগ্রামার (অল সিস্টেমস)।

'যেই হও বাছাধন, যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব,' বিড় বিড় করতে করতে পিয়েরে দ্য কুবার্তের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল দুঁদে বোঁ। দূর দিগন্তে ঝুলে আছে চাঁদ, সাগরের পানি রূপালি পারদের মত ঝলমল করছে। পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, ওখানে কোথাও লুকিয়ে আছে কুবার্ত, বহাল তবিয়তে।

পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে প্যারিসে ফোন করল সে। পাশেই একটা বার, এত রাতেও পান করছে নাবিকরা, জানালা ঘেঁষে বসে আছে তিনজন দেহপসারিণী। প্রায় দশ মিনিট ধরে নির্দেশ দিল সে, জানে মার্ক পপেটি টেপ মেশিন অন করে রেখেছে। কাল সকালে লোকজন পৌঁছে যাবে টুলনে, অসংখ্য দরজায় নক করবে তারা, ছক বাঁধা প্রশ্ন করবে বাড়ির মালিক, রেস্তোরাঁর বয়-বেয়ারা, অফিসের পিয়ন-কেরানীকে – 'এই লোকটাকে চেনেন? ইদানীং তাকে দেখেছেন? জানেন কোথায় সে খেতে যেত বা সাথে কেউ থাকত কিনা?' আরেক দল আসবে, পেশাদারী দক্ষতা নিয়ে কুবার্তের অ্যাপার্টমেন্টটা তারা তন্নতন্ন করে খুঁজবে। দিনের শেষে সংগ্রহ হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চুল, লুকানো অস্ত্র, বিস্ফোরক, চিঠি, নোট ইত্যাদি। এ-সব থেকে সূত্র পাওয়া যাবে। জানা যাবে পিয়ের দ্য কুবার্তের আসল পরিচয়।

পরদিন সকাল সাতটায়, অক্সফোর্ডে রানা আর টুলনে বোঁ, ওদের সহকারীদের কাছ থেকে প্রায় একই ধরনের মেসেজ পেল।

'দুঁদে, আমার মনে হয় এখুনি তোমার প্যারিসে ফিরে আসা উচিত,' বলল মার্ক পপেটি, নিজের অফিস ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতে কম্পিউটর প্রিন্ট-আউট।

আর শার্লট রয়েছে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা অফিসে, তার সামনে ডিসপ্লে প্যানেল, একটা বোতাম টিপলেই তথ্যগুলো কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে 'রানা,' টেলিফোনে সে বলল, 'আমার মনে হয় তোমার লন্ডনে ফেরা দরকার।'

সেলিগ অস্টারের বাড়িতে যে মিটিংটা হয়েছিল, কম্পিউটর সেটা স্মরণ করেছে। মিটিঙে পিয়েরে দ্য কুবার্ত আর জেভিক ব্রিল, দু'জনেই ছিল ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স এবং রানা এজেন্সি, দুই প্রতিষ্ঠান থেকে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং যার যার সাবজেক্টের ব্যাপারে আলফা জিরো প্লাস প্রায়োরিটি আরোপ করা হয়েছে। দুটো নাম আলফা জিরো প্লাসের গুরুত্ব পেয়েছে, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ।

একটা মিরেজ জেট ফাইটার দুঁদে বোঁকে প্যারিসে ফিরিয়ে আনল, ফলে রানার দুপুরের কলটা রিসিভ করতে পারল সে।

'বলতে পারেন, এই নামটা, পিয়েরে দ্য কুবার্ত, আলফা জিরো প্লাস প্রায়োরিটি পেল কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কয়েক সেকেন্ড কথা নেই, তারপর দুঁদে বোঁ বলল, 'এই একই প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে যাচ্ছিলাম, ক্যাপটেন জেভিক ব্রিল সম্পর্কে। ভাল কথা, একজন ইংরেজের নাম জেভিক ব্রিল, একটু যেন কেমন কেমন শোনায় না?'

''হ্যাঁ, শোনায়। তার গ্রান্ডফাদার অনেক দিন আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ-দেশে আসে।'

'ইন্টারেস্টিং। পিয়েরে দ্য কুবার্তের বাবা-মাও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিল, অনেক দিন আগে। তার বাবা মারা গেছেন। কী যেন বললেন, কেন ব্রিলকে আলফা জিরো প্লাস কোড করা হয়েছে?'

'বলিনি। সে ক্ষমতা আমি রাখি না।'

'কে রাখে?'

'ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।'

'ভারি ইন্টারেস্টিং তো! পিয়েরে দ্য কুবার্তকে আপনাদের কাছে ডি-কোড করার একমাত্র ক্ষমতা রাখে আমাদের প্রেসিডেন্ট। আপনাকে আমি কি রানা বলে ডাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'রানা, আমার ধারণা, কেসটা ফয়সালা করতে হলে আমাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে। ভাবছি আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলব। তুমিও কি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করবে? তারপর আমরা মিলিত হতে পারি

'গুড আইডিয়া।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে হতাশ হলো রানা। কুশলাদি বিনিময়ের পর রানার বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন তিনি, তারপর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'স্ট্রিক্টলি অফ দ্য রেকর্ড, ফ্রেঞ্চদের আমরা বিশ্বাস করি না। আপনার বন্ধু দুঁদে বোঁ-র আন্তরিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করছি না, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ব্যুরোক্র্যাসি আমাদেরটার মত কাজ করে না আমরা যদি দুঁদে বোঁকে আসল ঘটনা জানাই, সে তাদের প্রেসিডেন্টকে বলবে। আর প্রেসিডেন্ট তাঁর অফিসের সবাইকে বলে বেড়াবেন। এরচেয়ে রয়টারকে বলাও কম ক্ষতিকর।'

কারও হাতে অ্যাটমিক ওঅরহেড থাকা ভয়ংকর ব্যাপার, আরও ভয়ংকর তাদের হাতে যদি ওটা বহন করার জন্যে বাহন থাকে। পিয়েরে দ্য কুবার্ত সে-ধরনের একটা বাহন যদি চুরি করে থাকে তা হলে ব্যাপারটাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। আগেই জানা গেছে, জেভিক ব্রিল আর পিয়েরে কুবার্ত পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছিল, একজন আরেকজনকে চেনে। কিন্তু রানার এ-সব কথায় কান দিলেন না প্রধানমন্ত্রী। বললেন, 'এ-সবই আন্দাজ করা হচ্ছে না, আলফা জিরো প্লাস কোড ভাঙা সম্ভব নয়, বিশেষ করে ফ্রেঞ্চদের কাছে। যদি এ-কথা বলার জন্যেই এসে থাকেন...'

বিদায় করার ভঙ্গি দেখে রানার রাগ হলেও, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওকে সান্ত্বনা দিলেন, 'প্রাইমমিনিস্টার নিজে একটা ভুল করে এখন খুব উদ্বেগের মধ্যে আছেন, মি. রানা। তা ছাড়া, ফরাসীদের ব্যাপারে উনি খুবই স্পর্শকাতর।'

তিক্ত একটু হেসে রানা বলল, 'আমার ধারণা অচিরেই এমন একটা কিছু ঘটবে, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হবেন। ওঅরহেডটা ফিরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব এলে আশা করি আপনি আমাকে তা জানাবেন...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

দুঁদে বোঁর সাথে কথা বলার জন্যে প্যারিসে ফোন করল রানা। 'রেকর্ড করছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এখনও করছি না।'

'কথা দিতে পারো করবে না?'

'বেশ, দিলাম। যদি করি, জানাব।'

'বুঝতেই পারছ কার কথা বলছি – কথা বলে কোনও ফায়দা হয়নি।'

'ফায়দা যে হবে না আমিও ভেবেছিলাম। মন খারাপ করার কিছু নেই, ব্যর্থ আমিও হয়েছি।'

'ভাবছিলাম আমাদের দেখা হতে পারে কিনা। নিরিবিলি কোথাও?'

'পারস্পরিক মত বিনিময়ের স্বার্থে?'

'অফ দ্য রেকর্ড?'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো, ঠিক আছে?'

'সুইচ অন করছ না তো, বোঁ?'

'আরে ধ্যেৎ, আমাকে তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো কম্পিউটরের বোতাম টিপে এয়ারলাইন শিডিউল দেখছি। এই যে। প্যারিস টু লন্ডন। চারটের সময় হিথরো-তে পৌঁছে যেতে পারি। আর তুমি ওরলি-তে আসতে পারো ষোলো শো পনেরো ঘণ্টায়। কোনটা তোমার পছন্দ?'

'লন্ডন।'

'তোমাকে আমি চিনব কীভাবে?' হেসে উঠল দুঁদে বোঁ। 'বগলে প্রাইভেট আই ম্যাগাজিনটা থাকবে?'

'প্লেন থেকে নামার সময় দেখবে সিঁড়ির গোড়ায় একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভিং সিটে থাকব আমি'

'যেহেতু আলফা জিরো প্লাস নিয়ে কারবার, বুঝি আমাদের দু'জনকেই অনেক চোখ খুঁজবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ওদের দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করা হবে না?'

'তা হয় হোক, আমাকে ভাবতে হচ্ছে নিরাপত্তার কথা। কেউ যদি পিছু নেয়, আমি খসাতে পারব।'

'তা হলে সে-কথাই রইল...'

এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইট ঠিক সময়েই পৌঁছুল, টারমাক স্পর্শ করার পর রানওয়ে ধরে ছুটে এসে শেষ প্রান্তে থামল প্লেন। মোবাইল সিঁড়ি লাগানো হলো প্লেনের পাশে, খুলে গেল দরজা, বেরিয়ে এল একজন মাত্র মানুষ। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল দুঁদে বোঁ। লাল সিত্রোঁর ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছে রানা, দরজা খুলে পাশে উঠল সে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা জোড়া টার্মিনাল ভবনের মাঝখানে এসে থামল গাড়ি, এখানে ওদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এঞ্জিন বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা।'

'দুঁদে বোঁ।'

'আমাদের বোধহয় কার্ড বিনিময় করা দরকার?'

'বোধহয়।'

'কিন্তু আমারটা আমি অফিসে ফেলে এসেছি।'

'আমিও।'

একসাথে হেসে উঠল দু'জন। 'আইডেনটিফিকেশন রুটিন দু'চোখের বিষ আমার।'

'যদি কোনও সান্ত্বনা পাও তো বলি, আমারও তাই, রানা। ওহ্, কম্পিউটর থেকে কী জঘন্য একটা ছবি পেয়েছি তোমার!'

'কিন্তু চেনা যায়, তাই না?'

'কম্পিউটরের ছবি কারও চেহারা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানাতে পারে না। ওগুলো আমি ঘৃণা করি। বরং একটা ফটোগ্রাফ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে।'

'কাজের কথা কে প্রথম শুরু করবে?'

'তুমি, রানা। মেজবানের দায়িত্ব।'

দু'মিনিটে একজন মানুষকে কীভাবে বোঝা যায়? দুঁদে বোঁর পরনে কালো লেদার জ্যাকেট, পোলো-নেকড্ কাশ্মীরী সোয়েটার, ধারাল ভাঁজ করা কালো ট্রাউজার, ডগার কাছে সোনালি চেইন সহ কালো জুতো চুল কালো, ঘন ভুরু, রানার প্রায় সমবয়েসী, ছয় ফিট লম্বা। কিন্তু রানা ভাবল, এ-সব শারীরিক বর্ণনা। বাকি সব কি ঠিক আছে? সে কি বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য? সে কি খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, চাকরিতে উন্নতি করার জন্যে অন্যায় সুযোগ নিতে ইতস্তত করবে না? সে কি প্রথমে একজন ফরাসী, তারপর একজন ইনভেস্টিগেটর? রানা যদি তাকে বিশ্বাস করে মুখ খোলে, সে কি সরাসরি এলিসি প্রাসাদে গিয়ে সব উগরে

দেবে, দু'মিনিটের মধ্যে এ-সব ব্যাপারে কীভাবে নিশ্চিত হবে ও?

'তুমি কী ভাবছ জানি না,' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙল দুঁদে বোঁ। 'তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন তো মনে জাগবেই। প্লেনে আসার সময় আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের আলফা জিরো প্লাস আমি ডিকোড করব, কারণ তুমি ব্রিটিশ নও। আমাকে ব্রিটিশদের কাছে ব্যাপারটা ফাঁস করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই অনুরোধ থাকল, ওদের তুমি পরিষ্কার কিছু জানাবে না।'

কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা ঝাঁকাল রানা।

সবই বলে গেল দুঁদে বোঁ, কিছুই বাদ দিল না। প্রথমে পিয়েরে দ্য কুবার্তের পরিচয় দিল। তারপর তার কীর্তি সম্পর্কে জানাল।

দুঁদে বোঁ থামতে রানা বলল, 'মনে হচ্ছে একজন স্লিপার ছিল এতদিন।'

'আমারও তাই ধারণা। তার ক্যারিয়ারে বা শিক্ষাজীবনে কোনও খুঁত নেই, সেটাই অস্বাভাবিক লেগেছে আমার।'

'শুধু একটা সাবমেরিন চুরি করেনি, বিশেষ ধরনের একটা সাবমেরিন চুরি করেছে।' রানা চিন্তিত।

এরপর রানাকে সবুজ ডলফিন সম্পর্কে বিস্তারিত বলল দুঁদে বোঁ। 'বাস্টার্ডটার ফিরে আসার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। ফ্রিজে তাজা কোন সব্জি রেখে যায়নি, ব্যাংকের সব টাকা আগেই তুলে ফেলেছে। এই মুহূর্তে আটলান্টিকের কোথাও রয়েছে সে। নির্দিষ্ট কোনও একটা জায়গায় যাচ্ছে। সেটা কোথায় হতে পারে জানতে পারব কিনা নির্ভর করছে এবার তুমি কী বলবে আমাকে তার ওপর।'

রানা চুপ করে থাকল।

'এক তুমি বলতে পারো আমাদের আলফা জিরো প্লাসের সাথে তোমাদেরটার, আই মীন ব্রিটিশদেরটার, কোনও সম্পর্ক নেই। দুই, যদি সম্পর্ক থাকে, ভেবে দেখো তুমি মুখ খুলবে কিনা।'

রানা ভাবছে। ব্রিটিশরা ওকে বিশ্বাস করে আলফা জিরো প্লাস ডিকোড করেছে। দুঁদে বোঁ-কে জানানোটা কি উচিত হবে?

'প্লেনটা আধ ঘণ্টা পর ফিরে যাবে, রানা। আমি কি এই ফ্লাইটে যাব, নাকি পরেরটায়?'

চুরি হয়েছে একটা অ্যাটমিক বোমা, তা সে যত ছোটই হোক। কাজেই এটা একটা আন্তর্জাতিক বিপদ, শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিপদ নয় বোমাটা ফাটানো হলে শুধু ব্রিটিশরা মারা যাবে, এমন না-ও হতে পারে। কেউ জানে না কোথায় ব্যবহার করা হবে ওটা। 'আমার বিশ্বাস,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, 'জেভিক ব্রিল একটা অ্যাটমিক বোমা চুরি করেছে। আমার আরও বিশ্বাস, সেলিগ অস্টারের বাড়িতে যে মিটিংটা হয়েছিল সেখানে জেভিক ব্রিল আর পিয়েরে দ্য কুবার্তের উপস্থিত থাকার একটাই কারণ, চুরি করা সাবমেরিন আর বোমা নিয়ে কোথায় তারা মিলিত হবে সেটা ঠিক করা। সাবমেরিনটাকে ওরা বোমার বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে…'

'টার্গেট?'

মাথা নাড়ল রানা। 'টার্গেট আননোন। ডলফিনের নাগালের মধ্যে যে কোনও পয়েন্ট হতে পারে। তারমানে সমুদ্রতীর আছে এমন যে-কোনও জায়গা হতে পারে। নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন...'

'ত্রিপোলি, বার্সেলোনা, রোম...'

'বেনগাজি, আলেকজান্দ্রিয়া, বৈরুত...'

'টোকিও, সিঙ্গাপুর, হঙকঙ...'

'তেল আবিব, কায়রো, জেদ্দা, বোম্বে...

'টার্গেট আননোন। ওদেরকে ধরতে হবে, রানা। দু'জনকেই। চুরি করা দুটো জিনিস এক হওয়ার আগেই।'

হাত মেলাল ওরা।

ছয়

সেলিগ অস্টারের বোট ফিনিক্স লম্বায় পঞ্চাশ ফিট, স্টে-সেইল ছাড়াই একটা বারমুডা রিগ বহন করার জন্যে যথেষ্ট বড়, আবার একা চালানোর জন্যে খুব বেশি বড় নয়। ফিনিক্সকে নিয়ে সেলিগ অস্টারের কোনও ভীতি নেই। এক হাতে চালিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে নিউপোর্টে পৌঁচেছিল সে, এবং উনিশশো সাতাত্তরের সেই প্রতিযোগিতায় পঞ্চম হয়েছিল। বারমুডা হয়ে আবার সে বাড়ি ফিরে আসে, একাই। ফিনিক্সের স্টিয়ারিং ভেইন-টা তার নিজের আবিষ্কার, ডিজাইনটাও নিজের তৈরি। দীর্ঘ সাগর অভিযানে তার একমাত্র সঙ্গী ফিনিক্স, পাঁচ পাঁচবার নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে আর আকার-আকৃতি বদলে ফেলে বোটটাকে সে নিজের পছন্দমত করে গড়ে নিয়েছে। সেলিগ অস্টার রাত দিন, নিদ্রায় বা জাগরণে, মাথার ভেতর একটা কম্পাস বহন করে, কোর্স একটু এদিক ওদিক হলে তার অন্তরে ধরা পড়ে সেটা।

ফিনিক্সের খোলটা তৈরি হয়েছে টুলনে, এমনকী সেটাও সেলিগ অস্টারের নিজের ডিজাইন। মাস্ট আর স্পারগুলো কাঠের, স্টেনলেস স্টীলের রিগ, তার পরামর্শে ইংল্যান্ডে তৈরি করা হয়েছে সেইলগুলো, লাইটওয়েট ডেক্রন দিয়ে।

বোটের ভেতর যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, ওয়ার্কিং ভেসেল হিসেবে অনায়াসে কাজে লাগানো যায় ছয়টা বার্থ রয়েছে, তবে সেগুলো খালিই থাকে। বোট নিয়ে সাগর পাড়ি দেয়ার সময় বিশেষভাবে তৈরি একটা চেয়ারে বসে ঘুমায় সেলিগ অস্টার। চেয়ারটা একেবারে পেছনদিকের কেবিনে, ওখান থেকে সেইল বা স্টিয়ারিঙের কাছে যাওয়া সবচেয়ে সহজ। এবার অবশ্য ছয়জন ক্রুর সাহায্য নিয়ে টুলন থেকে মেরসে-তে এসেছে ফিনিক্স মোট বিশটা বোট প্রতিযোগিতা করছে, সেগুলোর সাথে এক লাইনে ফিনিক্সকে রেখে ক্রুরা নেমে গেছে। প্রতিযোগিতা স্পন্সর করছে সাইপ্রাস ট্যুরিস্ট বোর্ড, সাইপ্রাসে আরও পর্যটক পাবার জন্যে ব্যাকুল তারা। প্রতিযোগীদের তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, প্রতি শ্রেণীর বিজয়ীকে বিশ হাজার পাউন্ড করে পুরস্কার দেয়া হবে

সেলিগ অস্টার পুরস্কারের জন্যে লালায়িত নয়। এই দৌড়ের শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে না সে।

ককপিটের পাশে একটা বেঞ্চে বসে আছে সে. দৌড় শুরুর আগে শেষ ব্যস্ততা দেখছে। প্রস্তুতি শেষ করেছে অল্প দু'-একটা বোট. প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামীকাল দুপুরে।

প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে এখনও ভ্যান আসছে। রিগ মেরামতের কাজ চলছে কোনও কোনও বোটে। প্রায় প্রতিটি বোটেই একটা করে কমিটি আছে বলে মনে হয়। বেশিরভাগ প্রতিযোগীকেই কোনও না কোনও নামকরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্পন্সর করছে। ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের আনাগোনা বেড়েছে আজ।

বোটে গ্যাং প্ল্যাঙ্ক তুলে নিয়েছে সেলিগ অস্টার, ডক আর ফিনিক্সের মাঝখানে পনেরো ফিট দূরত্ব। তার সাপ্লাই লাইনও অনেক আগে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। অন্যান্য বোটগুলো উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, ককটেল পার্টিতে আনন্দমুখর হয়ে আছে লোকজন, শুভেচ্ছাবাণী আর ফুল নিয়ে আসছে শুভানুধ্যায়ী আর পৃষ্ঠপোষকরা। শান্ত এবং নিস্তব্ধ শুধু ফিনিক্সের পরিবেশ, ডকের কিনারায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি সেলিগ অস্টারকে ডাকাডাকি করেও থাকে, সে কান দেয়নি। প্রতিযোগিতা শুরু করার সমস্ত আয়োজন শেষ করেছে সে।

সন্ধ্যার পর থেকে আশপাশের ককটেল পার্টি আরও জমে উঠল। হৈ-চৈ আর হাসাহাসির সাথে যোগ হলো গান-বাজনার আওয়াজ। লাইনের আরেক মাথায় নোঙর করা কোপেনহেগেন এভিনিউ নামে একটা বোট থেকে পানিতে পড়ে গেল এক লোক, একটা বোট হুকে আটকে তোলা হলো তাকে।

কোলাহল নিস্তেজ হয়ে এল ভোর চারটের দিকে। নিয়মে বলা হয়েছে শূন্য-আট শূন্য-শূন্য ঘণ্টা অর্থাৎ প্রতিযোগিতা শুরুর চার ঘণ্টা আগে থেকে প্রতিটি বোটে একজন মাত্র পাইলট ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। এই ডকসাইড-ই প্রতিটি বোটের স্টার্টিং পয়েন্ট, ফিনিশিং পয়েন্ট হলো লিমাসল-এর ডকসাইড। দূরত্বটা অতিক্রম করা নিয়ে কথা, কে কোন্ পথে যাবে সেটা যার যার ব্যক্তিগত ইচ্ছে। যাত্রাপথে কেউ কোথাও নোঙর ফেলতে বা কোনও ডকে ভিড়তে পারবে না। নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রতিযোগিতা থেকে আপনাআপনি বাদ পড়ে যাবে সে।

নোঙর করা বোটগুলোর আলো এক এক করে নিভে গেল। শেষ গাড়িটা চলে যাবার পর খালি হয়ে গেল ডকও।

সাড়ে চারটের সময় এল কালো একটা ভ্যান, অন্ধকার ডকের একধারে প্রায় নিঃশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। ভ্যান থেকে কেউ নামল না, তবে ভেতর থেকে লোকজন কড়া নজর রাখল ফিনিক্সের ওপর। প্রায় একই সময়ে নিঃশব্দে ভেসে এল একজোড়া বোট, কাছাকাছি আসতেই কালো পোশাক পরা দশজন লোক লাফ দিয়ে উঠে এল ফিনিক্সের ডেকে। দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে স্টার্ন আর ককপিট হ্যাচের দিকে চলে গেল তারা।

একই সময়ে জোড়া বোট থেকে পানিতে নেমে তলিয়ে গেল চারজন ফ্রগম্যান। মেরসে-র ঘোলা পানি তাদের শক্তিশালী টর্চের আলোয় আলোকিত

হয়ে উঠল। পানির নীচে ফিনিক্সের খোল পরীক্ষা করছে তারা।

আফটার কেবিন থেকে উঠে আসা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেলিগ অস্টার, তার হাতে একটা ভিরে সিগন্যালিং পিস্তল, ওটা দিয়ে চোখ ধাঁধানো এক্সপ্লোসিভ চার্জ ফায়ার করা যায়। 'কী ব্যাপার, কারা তোমরা?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল সে। 'কী করছ তোমরা আমার বোটে?'

শব্দ শুনে সে বুঝল নোঙর তোলা হচ্ছে। দু'জন লোককে দেখল, স্টার্ন লাইন টানছে তারা – ডকে নিয়ে যাওয়া হবে ফিনিক্সকে।

কালো পোশাক পরা লোকদের মধ্যে থেকে দু'জন এগিয়ে এল। একজন পকেট থেকে বের করল একটা আইডেনটিটি কার্ড, অপরজন সেটার ওপর আলো ফেলল টর্চের। 'আমরা পুলিশ,' প্রথম জন বলল। 'আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে, মি. সেলিগ অস্টার। আপনার বোট সার্চ করা হবে। দয়া করে আপনি যদি হাতের সিগন্যালিং পিস্তলটা রেখে দেন··· আমরা চাই না একটা দুর্ঘটনা ঘটুক, চাই কী?'

'কই, ওয়ারেন্ট দেখি।' ভারি গলায় জানতে চাইল সেলিগ অস্টার, মনে হলো রাগে ফেটে পড়বে।

'ডকে চলুন, ওখানে আমাদের ভ্যান আছে।' লোক দু'জন সেলিগ অস্টারকে মাঝখানে নিয়ে হাঁটা ধরল। ইতিমধ্যে ডকের গায়ে এসে ঠেকেছে ফিনিক্স। সরাসরি ভ্যানে নিয়ে এসে বসানো হলো তাকে। ওয়ারেন্ট দেখে ফেরত দিল সেলিগ অস্টার, মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকল বেঞ্চের ওপর।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে সার্চ করা হলো, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না। দক্ষ কয়েকজন কার্পেন্টার আর এঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসেছে পুলিশ অফিসাররা, বোটের কিছুই তারা খুলে দেখতে বাকি রাখল না। কার্পেট, তোশক, কুশন সব ছেঁড়া হলো, প্রচুর সময় নিয়ে আবার সেলাইও করে দেয়া হলো। ক্যানগুলো আবার ভরা হলো বিশুদ্ধ পানি দিয়ে। ট্যাঙ্ক ভরা হলো সাথে করে নিয়ে আসা তেল দিয়ে। ফ্রেশ এসিড দিয়ে ব্যাটারি।

প্রতিযোগিতা পরিচালনা করছে একটা কমিটি, কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলল পুলিশ অফিসাররা। তাদের বিশেষ অনুরোধে ফিনিক্সকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেয়া হলো না, যদিও শূন্য-আট-শূন্য-শূন্য ঘণ্টা থেকে বোটে একা থাকার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।

যথাসময়েই নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেল ফিনিক্স। এটাই একমাত্র বোট যেটা পাল তুলে যাত্রা শুরু করল। সেলিগ অস্টারের চেহারা গম্ভীর, কিন্তু মনে মনে হাসছে সে।

যাত্রার প্রথম পর্বে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে আইরিশ স্ট্রেইট পাড়ি দিল প্রতিযোগীরা, চলে এল ভূমধ্যসাগরের দূর প্রান্তে। যাত্রাপথের প্রতিটি বন্দরের কাছাকাছি উৎসাহী দর্শকদের দেখা গেল, ছোট ছোট বোট নিয়ে সাগরে বেরিয়ে এসেছে তারা প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে। প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পর্কে

উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে অনেক কোম্পানী. তারা হালকা প্লেন আর হেলিকপ্টারে করে পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে, প্রায় সারাটা পথ বোটগুলোর ওপর চক্কর দিল সেগুলো। প্রথম দিকে সবগুলো বোটই পরস্পরের কাছাকাছি থাকল। আসল প্রতিযোগিতা শুরু হবে প্রথম রাত থেকে, বে অভ বিস্কে পাড়ি দেয়ার সময়।

প্রথম থেকেই অন্যান্য বোটগুলোর চেয়ে এগিয়ে থাকল ফিনিক্স, পশ্চিম দিক থেকে আসা টানা শক্তিশালী বাতাসে একদিকে একটু কাত হয়ে আছে বোট। সেলিগ অস্টার আন্দাজ করল রাতের দিকে এই বাতাস আরও জোরাল হবে। আপাতত বোটম্যানরা ছয় অথবা কাছাকাছি নটেই খুশি, রাতের উৎসবে বাড়াবাড়ি করায় অনেকেরই মাথা ঝিম ঝিম করছে। অটোমেটিক স্টিয়ারিং ভেইন অন করে দিয়ে বেশিরভাগই তারা ছোটখাট কাজ সারছে – অ্যাডজাস্ট করছে রিগ, দড়ি-দড়া গুছিয়ে রাখছে; পরীক্ষা করছে পাল।

সেলিগ অস্টারের অবশ্য হাতে কোনও কাজ নেই। বাতাসের মতিগতি কী রকম হবে আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল সে, ফলে ঠিক যতটা আঁটসাঁট করে বাঁধা দরকার সেভাবেই বাঁধা আছে পালগুলো।

হলিহেড-এর খানিক সামনে ছোট বোটের বিরাট একটা ঝাঁক ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে হালকা একটা প্লেন। এখানে পৌঁছুবার পর দেখা গেল পোর্টের দিকে অনেক সরে এসেছে ফিনিক্স, তীরের সবচেয়ে কাছাকাছি বোট ওটা।

ব্রিটিশ নেভির একটা ভেসেল ফ্লিটের আগে আগে যাচ্ছে, ব্রিজে দাঁড়িয়ে লাউডহেইলারের সাহায্যে কেউ একজন ছোট বোটগুলোকে প্রতিযোগীদের সামনে থেকে সরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে বারবার। প্রতিযোগীদের পথে বারবার আসা-যাওয়া করছে একটা স্পীডবোট, ষাট ঘোড়ার এভিনরুড এঞ্জিন। বোটটা উজ্জ্বল হলুদ, স্প্রে হুডের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা প্রতিযোগীদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। প্রতিযোগী বা দর্শক, কেউই তাকে তেমন গ্রাহ্য করল না। হঠাৎ করে, সে যখন ফিনিক্সের স্টারবোর্ড বো থেকে চারশো গজ দূরে, তার এঞ্জিন খক্ খক্ করে উঠে থেমে যাবার উপক্রম করল। কয়েক সেকেন্ড পর অচল হয়ে গেল এঞ্জিন, দাঁড়িয়ে পড়ল স্পীডবোট। প্রপেলারে কোনও গোলযোগ দেখা দিয়েছে কিনা পরীক্ষা করল ড্রাইভার, তারপর স্টিয়ারিং পজিশনে ফিরে এসে সেলফ স্টার্টারে চাপ দিল আবার চালু হলো এঞ্জিন। তীরবেগে সামনে ছুটল স্পীডবোট, ফিনিক্সের নাকের মাত্র পঞ্চাশ গজ সামনে দিয়ে। বো-র কাছে দাঁড়িয়ে রাগের সাথে তাকিয়ে থাকল সেলিগ অস্টার, হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেছে। তার রাগ গায়ে না মেখে হাত নাড়ল ড্রাইভার। ফিনিক্সের পোর্ট সাইড থেকে বোটটা যখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, আবার তার এঞ্জিন থেমে গেল। ইতস্তত না করে নিজের পথে এগোল ফিনিক্স, স্পীডবোটকে পাশ কাটিয়ে চলে এল। মিনিট দুয়েক এঞ্জিন নিয়ে গলদঘর্ম হবার পর আবার স্টার্ট দিল ড্রাইভার, ফিরে চলল তীরের দিকে। যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে, আর নয়!

স্টার্ন কাউন্টারে বসে আছে সেলিগ অস্টার। মাথার ওপর কোনও হালকা প্লেন

বা হেলিকপ্টার নেই। ওগুলো সব ক'টাই প্রাইভেট নয়, ধারণা করল সে। চারদিকে আরেকবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল সে, সবচেয়ে কাছের বোটটাকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এদিকে সাগরে সম্পূর্ণ একা সে। স্টার্নের উইঞ্চ ধরে আস্তে আস্তে ঘোরাতে শুরু করল, তাড়াহুড়ো করল না। বোটের পিছনে লম্বা হয়ে আছে লাইনটা, একটু একটু করে বোটের ওপর টেনে নিল সে। লাইনের শেষ প্রান্তে রয়েছে তিন মাথা বিশিষ্ট একটা হুক। বোটের নীচে পানিতে ওটা ঝুলছিল হলিহেড পেরোবার আগে থেকেই। স্পীডবোট নিয়ে যে খেলাটা দেখিয়ে গেল জেভিক ব্রিল, মনে মনে তার প্রশংসা করল সেলিগ অস্টার। প্রথমবার স্পীডবোট থামিয়ে জেভিক ব্রিল একটা বয়া ছেড়েছে, সেটা পানির ঠিক নীচে ভাসছিল। তারপর স্পীডবোট নিয়ে ফিনিক্সের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটা লাইন ছেড়েছে সে, লাইনের সাথে বাঁধা ছিল একটা ওয়াটারপ্রুফ বাক্স। বাক্সটা অসম্ভব ভারি, পানিতে পড়ার সাথে সাথে তলিয়ে যায়। লাইনের আরেক প্রান্ত ছিল স্পীডবোটে, জেভিক ব্রিল সেটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল। ফিনিক্সের নীচে ঝুলে থাকা তিন মাথা বিশিষ্ট হুকটায় লাইন আটকানো মাত্র জেভিক ব্রিল সেটা হাত থেকে ছেড়ে দেয়।

বাক্সটা এখন ফিনিক্সের নীচে হুকের সাথে ঝুলছে।

পোর্ট ছাড়ার আগেই পুলিশ সার্চ করেছে ফিনিক্সকে, আপত্তিকর কিছু পায়নি।

উইঞ্চ ঘুরিয়ে হুকটা বোটে তুলে আনল সেলিগ অস্টার। এবার লাইনটা উইঞ্চে জড়াল সে, তারপর তুলে আনল সেটাও। ঝুঁকে পানির দিকে তাকাল সে, পানির ঠিক নীচেই দেখা গেল বাক্সটার অস্পষ্ট কাঠামো। ওখানেই রাখল ওটাকে, বোটে তুলল না। একটু পরই সন্ধ্যে নামবে।

বয়স্ক একজন লোক, চুলে পাক ধরেছে। কাঁধ দুটো ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, বেঢপ ভুঁড়ি ওয়াটারপ্রুফ সুটে ভালভাবে আড়াল করা যায়নি। মরগান'স বোটইয়ার্ডে স্পীডবোট থামাল সে। জায়গাটা নিউ ওয়েলস কোস্টে, কায়েরনার্ভন থেকে পনেরো মাইল ভাটিতে।

'খুব মজা হচ্ছে ওখানে, তাই না, মি. বেইলিং?' লোকটাকে অফিসে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল মারিয়া। 'অতগুলো সেইলিং বোট, কী সুন্দর দেখতে! ভেবেছিলাম আমিও যাব, কিন্তু ছুটি পেলাম না।'

লোকটাকে বাকি টাকা ফেরত দিল সে। এক ঘণ্টার জন্যে বোট চালিয়ে সারাদিনের ভাড়া দেয়, এমন লোক রোজ রোজ পাওয়া যায় না। 'সুটকেসটা দেখছি এখনও সাথে রেখেছেন। ভেজেনি দেখছি। ওটা তো আপনি এখানেও রেখে যেতে পারতেন, তাই না?'

মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'আমার বয়সে তুমিও অতিরিক্ত সাবধানী হবে। উপকূল এলাকায় ছুটি কাটাতে যাচ্ছি, জিনিস-পত্র হারিয়ে ফেললে কী অবস্থা হবে ভাবতে পারো?'

হেসে ফেলল মারিয়া। সত্যি, এই বয়সেও লোকটার প্রাণচাঞ্চল্য ঈর্ষা করার

মত। লোকটাকে অফিস থেকে বেরিয়ে ডকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল সে। সাগর থেকে বেড়িয়ে এসে শক্তি যেন আরও বেড়ে গেছে লোকটার। বোটে ওঠার সময় মনে হচ্ছিল সুটকেসের ভার বইতে কষ্ট হচ্ছে, অথচ এখন এমনভাবে ধরে আছে যেন ওটা তুলোর মত হালকা। গেটের কাছে পৌঁছে ঘাড় ফেরাল লোকটা, হাত নাড়াল মারিয়ার উদ্দেশে। তাকে মারিয়া বাসস্ট্যান্ডে লাইন দিতে দেখল। দুশো সাঁইত্রিশ নম্বর পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। লোকটার দেয়া এক পাউন্ড বকশিশ শার্টের পকেটে ভরে রাখল মারিয়া, তিন জোড়া অন্তর্বাস কিনতে পারবে সে।

বাসে করে আধ মাইল এল লোকটা, রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের একটা গলিতে ঢুকল। অন্ধকার গলিতে পার্ক করা রয়েছে গাড়িটা। গলি থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে উঠে এল গাড়ি, খানিকদূর যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। কেউ তাকে অনুসরণ করছে না।

এম-সিক্সে প্রথম যে মটরওয়েকাফেটা পাওয়া গেল সেখানে থামল সে। সুটকেস নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, এত রাতে ভেতরে কোনও লোক নেই। দরজা বন্ধ করে সুটকেসটা খুলল সে, মাথা থেকে নামিয়ে ফেলল উইগ। জ্যাকেট আর গ্রে সুটের ট্রাউজারের সাথে রেখে দিল সুটকেসে। ভুঁড়িটাও কৃত্রিম, প্যাড খুলে মুক্ত হলো সেটা থেকে, ভরল সুটকেসে। আগেই বের করেছে জিন্সের প্যান্ট আর একটা ডেনিম শার্ট, পরে নিল তাড়াতাড়ি। স্নিকারের বদলে পরল একজোড়া লোফার।

ওয়াশরুম থেকে বেরোবার সময় আয়নায় চেহারাটা দেখে নিল সে। আবার তাকে দেখলেও চিনতে পারবে না মারিয়া। শুধু মারিয়া নয়, অক্সফোর্ড থেকে রওনা হবার পর যারা তাকে দেখেছে কেউ চিনতে পারবে না। কার পার্কের পিছনে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে, ইঁট ভরে সুটকেসটা ট্যাঙ্কের পানিতে ডুবিয়ে দিল সে। কেউ তাকে দেখেনি।

শূন্য-এক শূন্য-শূন্য ঘণ্টায় এলমডন এয়ারপোর্টে পৌঁছুল সে। সরাসরি চেক-ইন কাউন্টারে চলে এল। প্রচুর লোকজন চারপাশে, সবার হাতে ফ্রেন্ডলি ট্রাভেল স্টিকার লাগানো। তার পালা না আসা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর নীল ক্যানভাস ব্যাগটা ওজন করাল।

'স্টিকার লাগিয়েছেন, মি.…?' মেয়েটার কথায় পকেট থেকে টিকেট বের করে কাউন্টারে রাখল সে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। ছোট করে ছাঁটা লালচে চুল চকচক করছে, গাঢ় বাদামি রঙের চোখ, সাথে ক্ষীণ সবুজ ভাব। বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ কি বত্রিশ, নাকি আরও কম? প্রায় ছয় ফিটের মত লম্বা। চোখে রিমলেশ চশমা। সত্যি, ভাবল মেয়েটা, আজকাল অনেকেই আমেরিকান সাজতে চায়।

'এই-ই আপনার লাগেজ, মি. হোমস?'

'হ্যাঁ, বেশি ঝামেলা পছন্দ করি না।'

কণ্ঠস্বরও সুন্দর, ভাবল মেয়েটা। আমেরিকানদের ঢঙে কথা বলার চেষ্টা

করেনি। টিকেটটা চেক করল সে। সব কিছু ঠিক আছে। তালিকার ওপর চোখ বুলাল একবার। হ্যাঁ, উইলিয়াম হোমস, একা ভ্রমণ করছে। তবে, বেশিদিন একা থাকা হবে না, বাজি ধরে বলতে পারে সে। এ-ধরনের পুরুষদের ফাঁদে ফেলার জন্যে প্রচুর মেয়ে ঘুরঘুর করছে দুনিয়ায়। 'ফ্লাইট দেরি হবে না বলেই আশা করি, মি. হোমস। মিনিট পনেরোর মধ্যে ঘোষণা দেব আমরা। কামনা করি আপনার ভ্রমণ আনন্দময় হোক, ফ্রেন্ডলি ট্রাভেলের টিকেট কেটেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ। নেক্সট প্লিজ...'

কয়েকটা পরিবারের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াল সে বাচ্চাকাচ্চাদের ভিড়ে মিশে। কিশোরী একটা মেয়ে ধাক্কা খেলো তার সাথে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সরি বলল, তারপর ছুটে পালিয়ে গেল আরেক দিকে। এক জায়গায় তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা রয়েছে এদিকে এমবারকেশন। আস্তে-ধীরে সেদিকে পা বাড়াল সে। তার বোর্ডিং কার্ডটা বুক পকেট থেকে খানিকটা বেরিয়ে আছে। সেটা বের করে পাসপোর্টের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল। প্রথম কন্ট্রোল ডেস্কে কাজ করছে এক মহিলা, বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়। সাথে এক যুবকও রয়েছে। লোকটার বোর্ডিং কার্ড আর পাসপোর্ট দেখল ওরা, ফিরিয়ে দিয়ে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল।

ইমিগ্রেশন ডেস্কের সামনে লাইন। তিনজন ইমিগ্রেশন অফিসার, তাদের প্রত্যেকের পিছনে দু'জন করে লোক দাঁড়িয়ে। লাইনে থেকে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল সে। তার সামনে একটা দম্পতি আর তাদের দুটো বাচ্চা। মহিলাটি সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করছে, গলার আওয়াজও সাংঘাতিক শ্রুতিকটু। স্বামী আর ছেলেমেয়েকে শাসন করছে সে, প্রতি সেকেন্ডে একটা করে উপদেশ দিচ্ছে। স্বামীটি ইমিগ্রেশন অফিসারের দিকে পাসপোর্টগুলো বাড়িয়ে না ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর বেশ উঁচু গলায়, অফিসাররা যাতে শুনতে পায়, বলল, 'মিসেস, আপনার সাহেবকে কী মনে করেন আপনি, ভেড়া? ছুটি কাটাতে এসেও যদি এভাবে জ্বালাতন করেন, বেচারা বাঁচে কী করে!'

মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'কী বললেন আপনি আমাকে?'

'ভুল শোনেননি, মিসেস। আপনি দয়া করে আগে প্লেনে উঠুন, আপনার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে বসতে হবে আমাকে।'

'শুনলে? শুনলে, ডেভিড?' মহিলা মারমুখো হয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। 'অভদ্র লোকটা কী বলল আমাকে শুনলে? আমাকে এভাবে অপমান করবে আর তুমি তা সহ্য করবে, ডেভিড!'

'চলে এসো, বিউটি,' স্বামী জবাব দিল, উদ্বেগের সাথে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল সে। 'তাড়াতাড়ি করো, টমাস। এদিকে, নিনা।'

'আমার কথা তুমি শুনতে পাওনি?' চোখ রাঙাল বিউটি। 'একটা ছোটলোক আমাকে অপমান করল, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে?'

'শোনো, লক্ষ্মী, রাস্তাঘাটে বেরিয়ে ঝামেলা করা ঠিক নয়।' স্বামী বেচারা কেটে পড়তে পারলে বাঁচে। ছেলে আর মেয়ের কাঁধে হাত রেখে সামনে

এগোবার চেষ্টা করল সে। 'ঝগড়া করা কি ভাল, তুমিই বলো?'

ওদের ইমিগ্রেশন অফিসার মিটিমিটি হাসছে। 'মি. হোমস, তাই না?' পাসপোর্ট খুলে দেখল কোত্থেকে আর কবে ইস্যু করা হয়েছে। তার পিছনে দাঁড়ানো সাদা পোশাকে পুলিশ অফিসাররা পরস্পরের দিকে তাকাল।

লম্বা ছয় ফিট, ঠিক আছে। চুলের রঙ মেলে না। মুখের আকার-আকৃতি মেলে। চশমা থাকার কথা নয়, কিন্তু রয়েছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আর্মি অফিসারের মত নয়। আচরণও সেরকম নয় – আর্মি অফিসাররা সাধারণত মেয়েদের সাথে নরম ব্যবহার করে। পুলিশ অফিসারদের একজন হাত বাড়িয়ে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছ থেকে পাসপোর্টটা চেয়ে নিল। উইলিয়াম হোমস। ইস্যু করা হয়েছে তেরো মাস আগে। নতুন পাসপোর্ট সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনও মন্তব্য না করে পাসপোর্টটা ফেরত দিল সে। ইমিগ্রেশন অফিসার সেটা ফিরিয়ে দিল লোকটাকে। 'হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ, মি. হোমস, ইফ ম্যাডাম পারমিটস ইট!' বলে হাসল সে।

জেভিক ব্রিলও হাসল, কিন্তু কোনও কথা বলল না। ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল থেকে শান্তভাবে, দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল সে। তার মানে কি পাস করেছে সে? বলা অসম্ভব। ওদের সন্দেহ হলেও সাথে সাথে সেটা প্রকাশ করবে না। আশপাশে ওদের আরও অনেক লোকজন আছে, গোপন সংকেত দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেবে প্রথমে। তাকে ওদের যতটা না দরকার তারচেয়ে বেশি দরকার বাক্সটা।

একটা দরজা পেরিয়ে এসে ভিড় আর বিশৃংখলার মধ্যে পড়ে গেল সে। আরোহীদের কাছ থেকে জমা নেয়ার পর ব্যাগ-ব্যাগেজ সব এখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। লোকজন ব্যস্তভাবে খোঁজাখুঁজি করে যার যার লাগেজ নিয়ে কাউন্টারের দিকে ছুটছে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছয়জন নির্দয় চেহারার সিকিউরিটি অফিসার। একবার তাকালেই বোঝা যায়, সব ধরনের ছল-চাতুরি সম্পর্কে জানা আছে তাদের, অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টও ব্যবহার করছে তারা।

ঢোকার মুখে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একজন স্টুয়ার্ডেস বারবার আরোহীদের জানিয়ে দিচ্ছে, 'যে যার ব্যাগ সুটকেস নিয়ে সিকিউরিটি চেকিঙের জন্যে কাউন্টারে চলে আসুন।'

কাউন্টারের আরেক মাথায় অপেক্ষা করছে পোর্টাররা, সবার সাথে একটা করে ট্রলি। শেড থেকে দেখা যাচ্ছে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ইলেকট্রিক ট্রাক্টর। লাগেজগুলো ওটায় করে প্লেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

নিজের নীল ক্যানভাস হোল্ড-অলটা দেখতে পেল জেভিক ব্রিল। বিউটির পায়ের কাছে রয়েছে ওটা। কামরার আরেক প্রান্তে সরে এল সে, যেখানে তার হোল্ড-অল নেই সেখানে খুঁজতে শুরু করল। খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল, যেন খুঁজে পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিউটির সুটকেস কাউন্টারে পৌঁছে গেছে, খুলে ভেতর থেকে জিনিস-পত্র নামাচ্ছে অফিসাররা। সুটকেসটা মেশিনের সামনে ধরায় বিপ বিপ সতর্ক সংকেত বেজে

উঠেছে। র‍্যাডিয়েশন। বিস্ময়সূচক বড়সড় একটা শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া বিউটির মুখে কথা নেই, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। অফিসাররা উত্তেজিত, সতর্কতার সাথে তার কাপড়চোপড় পরীক্ষা করছে। বিউটির আকার-আকৃতি দেখে মনে হয় কোনও হাসপাতালের মেট্রন হবে, কিন্তু সুটকেসের ভেতর থেকে তার অন্য পরিচয় বেরিয়ে এল। আন্ডারঅয়্যার–প্রতিটির কিনারায় লাল, নীল আর কালো লেস লাগনো। কালো লেদার ব্রিফস। কালো লেদার ব্রা – এমন জায়গায় ফুটো করা, রীতিমত আপত্তিকর বলা যেতে পারে। ছোট একটা চাবুক পর্যন্ত পাওয়া গেল, গায়ে অনেক কাঁটা, ছোট্ট হাতলটা বহুল ব্যবহারে মসৃণ।

কাউন্টারের আরেক দিকে তার স্বামী ও নিজের আর ছেলেমেয়েদের সুটকেস পরীক্ষা করাচ্ছে।

র‍্যাডিয়েশনের কারণ একটা মোজা। পায়ে পরার জন্যে নয়, এটাকে বলে বডি স্টকিং। প্রস্তুতকারক কোম্পানী মোজার গায়ে লিউমিনাস রঙ দিয়ে একটা ছবি এঁকে দিয়েছে, নারীদেহের যুগল মূর্তি, সম্পূর্ণ উলঙ্গ এবং অশ্লীল। সিকিউরিটি অফিসারদের একজন মোজাটা তুলে মেশিনের সামনে ধরতেই মেশিনটা যেন যৌন উত্তেজনায় কাতর হয়ে উঠল, বিপ-বিপ-বিপ...।

'লিউমিনাস পেইন্ট, ম্যাডাম। মোজাটা ভাঁজ করে সুটকেসে রেখে দিল অফিসার। 'দয়া করে, ম্যাডাম, যদি সুটকেসে সব ভরে নেন...' কথা শেষ না করে সামনে আসার জন্যে জেভিক ব্রিলকে ইঙ্গিত করল সে।

জেভিক ব্রিলের নীল ব্যাগটা খুলল অফিসার। দুটো শার্ট, দু'জোড়া আন্ডারঅয়্যার, দু'জোড়া মোজা, ছয়টা রুমাল। একজোড়া অতিরিক্ত জিন্স। ব্যাগটা বন্ধ করে চক দিয়ে দাগ দিল সে। 'গেট দিয়ে বেরিয়ে যান, স্যার, প্লিজ।'

অফিসারের পিছনে দাঁড়ানো এক লোক কাউন্টারের দূর প্রান্তে সরে গেছে, একটা বুদে ঢুকে লন্ডনে ফোন করছে সে। ডায়াল করার সাথে সাথে অপরপ্রান্তে রিসিভার তোলা হলো। সাড়া দিল একটি নারীকণ্ঠ।

'মেরী শার্লট। টেপ অন করা। বলো।'

'রকি, এলমডন, বার্মিংহ্যাম, মিস। ধারণা করছি, আপনাদের লোকটাকে পাওয়া গেছে। নাম পাল্টে কেন লরেন্স হয়েছে, পাসপোর্ট নম্বর নয়-শূন্য-ছয়-চার-এক দুই। এই মুহূর্তে ব্যাগেজ কন্ট্রোল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে।

'আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি।'

'আপনার সাথে আরও লোক থাকার কথা, তাই না? তারা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল শার্লট। রকি ব্রাউন রানা এজেন্সির নিয়মিত কর্মী নয়, শুধু প্রয়োজনের সময় এজেন্সির তরফ থেকে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। সতর্কতার কারণে একটা কাজ সম্পর্কে যতটুকু না জানালে নয় ততটুকুই শুধু জানানো হয়, তার বেশি সে-ও কিছু জানতে চায় না। আজকের এই কাজটার জন্যে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছে রানা এজেন্সিকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সাহায্য করায় অনুমতি পেতে অসুবিধে

হয়নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চও সাহায্য করছে রানা এজেন্সিকে।
'হ্যাঁ, তারা এখানেই আছে।'
'ক'জন?'
'দু'জন।'
'শুনুন, মি. ব্রাউন, লোকটাকে চাই আমরা,' বলল শার্লট, 'কিন্তু ও যা চুরি করেছে সেটা আরও বেশি দরকার আমাদের। ভারি একটা কাঠের বাক্স। ওদের বলুন কোনও রকম বাড়াবাড়ি করা চলবে না। ও যেন কিছু টের না পায়। শুধু কড়া নজর রাখতে বলুন। ফ্লাইটটা যাচ্ছে কোথায়? সব জানান আমাকে।'
ই.টি.এ., ফ্লাইট নম্বর আর গন্তব্য জানাল রকি ব্রাউন।
'রাইট, আমরা তাকে তিউনিসে আটক করব। ওদের সতর্ক থাকতে বলে দিন। এরইমধ্যে অন্তত দু'জনকে খুন করেছে সে।'
'ভেরি গুড, মিস।'
টার্মিনালের ভেতর দিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জে চলে এল সে, ব্যাগেজ চেক এন্ট্রান্সে দাঁড়িয়ে থাকা কেন লরেন্সের দিকে মাত্র একবার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল। বুকিং ডেস্কে এসে আরোহীদের জমা দেয়া টিকেটের অংশগুলো পরীক্ষা করল, জেনে নিল কেন লরেন্সের সিট নম্বর।
টার্মিনালের ভেতর দিয়ে আবার হেঁটে এল সে। চারদিকে আরোহীদের ভিড়, কেউ তাকে বিশেষভাবে লক্ষ করল না। ধীর পায়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। অফিসারের সাথে দুটো বাচ্চা রয়েছে। সবার অগোচরে টিকেটের অবশিষ্টাংশ হাতবদল হলো।
'হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ,' ফিসফিস করল রকি ব্রাউন, তাকিয়ে আছে অন্য দিকে। 'তবে সাবধান, লোকটা খুনী।'
'ধন্যবাদ।'
ইস্পাতের একটা দরজা পেরোচ্ছে জেভিক ব্রিল, দরজার সাথে মেশিনের সংযোগ রয়েছে। ডায়ালে চোখ রেখে একজন চেকার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কব্জিতে ঘড়ি আছে?' ডেনিম শার্টের আস্তিন সরিয়ে ঘড়িটা দেখাল জেভিক ব্রিল। 'হাতটা পিছনে লুকান।' নির্দেশ পালন করল জেভিক ব্রিল। 'ঠিক আছে, সার,' বলল লোকটা।
ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে একটা বারের দিকে এগোল জেভিক ব্রিল। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পানি মেশানো হুইস্কির অর্ডার দিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে এগারোটায় তোমরা বন্ধ করো না?'
'স্পেশাল লাইসেন্স, সার।'
'বন্ধ করো কখন?'
'চারটের দিকে, শেষ প্লেনটা টেক অফ করার পর।'
'তারমানে সারারাত খাটতে হয় তোমাদের।'
'তা হয়। কিন্তু বেতন খুব ভাল, সার।'
'হওয়াও উচিত...,' আলাপ করছে জেভিক ব্রিল, তাকিয়ে আছে আয়নায়। প্রথম দিকে বলা শক্ত কে শিকার কে শিকারী বা কে কার ওপর নজর রাখছে।

স্পেশাল সার্ভিসের ট্রেনিং নেয়া আছে তার, কৌশলগুলো সবই জানা। এক জায়গায় বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো, দেখতে পাবে চঞ্চল দৃষ্টি চট্ করে তোমাকে একবার দেখে নিচ্ছে। আগের জায়গাতেই আছ তুমি, নড়োনি, এটা দেখে নিয়ে চঞ্চল দৃষ্টি সাথে সাথে অন্য দিকে সরে যাবে। হঠাৎ নড়ে ওঠো, ঘুরে দাঁড়াও যেন কী যেন একটা নিতে ভুলে গেছো, যে নজর রাখছে তার সাথে তোমার চোখাচুখি হয়ে যাবে। চোখাচোখি এড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো বই বা কাগজ পড়া, সেটা এমন বাঁকা করে ধরতে হবে মুখের সামনে যেন কাগজের সর্বশেষ কোণে থাকে তোমার সাবজেক্ট। তারপর, সে যদি নড়ে বা হাঁটা ধরে, বই সাথে নিয়ে তার ওপর নজর রাখা কোনও ব্যাপারই নয়। মুশকিল হলো, তোমার হাতে যদি বই বা কাগজ থাকে, আর তোমার সাবজেক্টের সাথে যদি কোনও বন্ধু থাকে, ওদের চোখে তুমিই আগে ধরা পড়ে যাবে।

আশপাশে কারও হাতে বই বা কাগজ দেখল না সে। তবু, এটা একটা বন্ধ কামরা। একটা দরজা দিয়ে টারমাকে যাওয়া যায়, আরেকটা দিয়ে সিকিউরিটি কাউন্টারে। আর কোনও বেরুবার পথ নেই।

সে দেখল ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকছে বিউটি। অনেকেই তার সুটকেসের জিনিস-পত্র দেখে ফেলেছে, হাসতে দেখে তাদেরকে চিনতেও পারল বিউটি, মুখ হাঁড়ি করে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। অদূরেই তার স্বামী বাচ্চাদের নিয়ে বসে রয়েছে।

'হস্তিনী নারী।' বিড়বিড় করে বলল জেভিক ব্রিল, মনে মনে হাসছে সে। বাস্তবেও মেয়েলোকটা বোধহয় স্বামীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। যাই হোক, ছোট্ট ওই ঘটনার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছিল।

লাউডস্পীকারে আরোহীদের ডাকা হলো, দলবেঁধে বাসে গিয়ে উঠল তারা। প্লেন ভর্তি হয়ে গেল, কোনও সিট খালি নেই। জেভিক ব্রিল লক্ষ করল বিউটি আর তার পরিবার সিট পেয়েছে প্লেনের সামনের দিকে। সে একা, তাই সিট দেয়া হয়েছে একেবারে পিছন দিকে, পোর্ট সাইডে।

সিটের নীচে হাত দিতেই কোল্ট-ফরটি-ফাইভটা আঙুলে ঠেকল, সিট আর লাইফ-জ্যাকেটের মাঝখানে শুয়ে রয়েছে। জানে লোড করা, তবু বাটের নীচের অংশে আঙুল বুলিয়ে ক্লিপ আছে কিনা দেখে নিল।

'আপনার সিট বেল্ট বেঁধে নিন, প্লিজ,' কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একজন স্টুয়ার্ড।

মুখ তুলে তাকাল জেভিক ব্রিল। 'ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকাল স্টুয়ার্ড। সিটের নীচে লুকিয়ে রাখার আগে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিজের হাতের ছাপ মুছে ফেলেছে সে। চোখ তুলে সিটের ওপর লকারের দিকে একবার তাকাল লোকটা, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জেভিক ব্রিলও তাকাল। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। চলে গেল স্টুয়ার্ড।

চার্টার ফ্লাইট, ট্রাই-স্টার প্লেন, আর বাছাই করা ক্রুদের পছন্দ করেন ক্যাপটেন জন ডিকসন। ট্যুরিস্ট মরশুম শুরু হয়েছে, হাড়ভাঙা খাটুনি যাচ্ছে, তবু মনে

কোনও অসন্তোষ নেই তাঁর। সামনেই তাঁর মেয়ের বিয়ে, এই অতিরিক্ত রোজগার খুব কাজ দেবে। বাড়িতে ছাড়া রাতে ভাল ঘুম হয় না, সেজন্যেই এই তিউনিস ফ্লাইটটা পছন্দ করেছেন তিনি। ওখানে মাত্র চার ঘণ্টার বিরতি, তারপর ফিরতি ফ্লাইট নিয়ে চলে আসবেন এলমডনে, নিজের বাড়িতে।

কনসোলে একটা আলো জ্বলে উঠতে ইন্টারন্যাল ফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। এই মুহূর্তে বার্সেলোনা ঠিক তাদের পিছনে, ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে সোজা এগোতে হবে এখন। 'ক্যাপটেন,' রিসিভারে বললেন তিনি।

'ডানকান, ক্যাপটেন। এখানে একজন আরোহী রয়েছেন, সাথে ভি.আই.পি. লগবুক। জানতে চাইছেন আপনার সই নেয়ার জন্যে ফ্লাইট ডেকে যেতে পারবেন কিনা।'

'কেন নয়!' প্লেন অটো-য় চলছে। কোনও কোনও এয়ারলাইন বাচ্চাদের একটা করে খাতা দেয়, প্লেনের স্কিপার তাতে মন্তব্য লিখে সই করেন। এক ধরনের বিজ্ঞাপনের কাজ করে, এয়ারলাইনের সুনাম বাড়ায়। অটোর ওপর চোখ রাখার জন্যে রবার্টকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। প্লেন আজকাল নিজেই চলে।

গ্যালির দিকের দরজা খুলে গেল, স্টুয়ার্ডের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল এক লোক। বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, ছোট করে ছাঁটা চুল। খাতাটার চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, অনেক দিনের পুরনো। পাতা উল্টে দেখতে মজাই লাগবে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্যাপটেন বললেন, 'জন ডিকসন।'

লোকটাও হাত বাড়াল, কিন্তু তার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র। ঝট্ করে স্টুয়ার্ডের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন, দৃষ্টিতে তিরস্কার এবং অভিযোগ, যেন এ-ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে আন্দাজ করা উচিত ছিল স্টুয়ার্ডের। কিন্তু না, কীভাবে কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব!

অপর হাতে ধরা বইটা জেভিক ব্রিল সামনের দিকে ঠেলে দিল। 'খুলুন।'

খুললেন ক্যাপ্টেন। শেষ পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'প্লেনটা আমি হাইজ্যাক করছি। নীচে লেখা বিয়ারিঙে নিয়ে চলুন আমাকে। গ্রাউন্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন না। অটোমেটিক হাইজ্যাক ওয়ার্নিং অ্যাকটিভেট করবেন না। নয় হাজার ফিট পর্যন্ত নীচে নামান প্লেন, কেবিনটা ডিপ্রেসারাইজড করুন। যা বলছি শুনন, কেউ আহত হবে না। নির্দেশ না শুনলে স্টুয়ার্ডকে আমি এখুনি খুন করব।'

শার্টের পকেট থেকে কলম বের করে খাতায় ক্যাপটেন লিখলেন, 'ঠিক আছে। আপনার কথা মত কাজ করব।' লেখাটা অস্ত্রধারী লোকটাকে দেখালেন তিনি, লোকটা মাথা ঝাঁকাল। হাত তুলে ফ্লাইট ডেক লোকাল-এর রেডিও অন করলেন ক্যাপটেন, বললেন, 'মন দিয়ে শোনো তোমরা। আমাদের হাইজ্যাক করা হয়েছে। আমার নির্দেশ ছাড়া কেউ কিছু করতে যেয়ো না। ওর কাছে একটা পিস্তল রয়েছে, আর জীবনের ওপর এখনও আমার মায়া আছে। আমাকে একটা লোকেশন দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে ডিপ্রেসারাইজড অবস্থায় নয় হাজার ফিটে নেমে যেতে হবে। তারমানে আমি ধরে নিচ্ছি লাফ দিতে চায় সে। হ্যারি, তার লোকেশনে যাবার জন্যে আমাদের একটা প্লট দাও।' খাতা থেকে

নম্বরগুলো পড়ে শোনালেন তিনি।

ম্যাপের ওপর তার জোড়া স্লাইড আনা-নেয়া করল নেভিগেটর। পজিশনটা কমবেশি সামনের দিকে, ব্যালিয়ারেস-এ মেলোরিকা দ্বীপের কাছাকাছি। 'ই.টি.এ. পাঁচ মিনিট,' বলল সে।

স্কিপার আবার মুখ খুললেন, 'হ্যারি, অটো বাতিল করো। চলো নীচে নামি। বার্সেলোনায় ওরা পাগল হয়ে উঠবে, তবে আমাদের কিছু করার নেই। পিকেট, স্টার্ট প্রোগ্রেসিভ ডিপ্রেসারাইজেশন।' হাত ঝাপটা দিয়ে রেডিওর সুইচ অফ করে মুখের সামনে থেকে মাইক্রোফোন সরিয়ে দিলেন। তারপর হাইজ্যাকারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ দরজা দিয়ে লাফ দেবেন আপনি, সার?'

ব্যঙ্গটুকু গায়ে মাখল না জেভিক ব্রিল। 'পিছনেরটা থেকে।'

'আপনি জানেন তখন প্লেনের স্পীড কত থাকবে?'

'জানি।'

'ধারণা করি, প্লেনে আপনার নিজের প্যাক আছে?'

'আছে।'

'আপনি জানেন প্লেনে একজন সিকিউরিটি অফিসার আছেন?'

'জানি। আরও জানি, তাকে ডাকার জন্যে সংকেত আছে।'

'দেখুন, মিস্টার, আমি একজন সুখী মানুষ। কোনও রকম ঝামেলা পছন্দ করি না। রাজনীতি সম্পর্কে আমার কোনও উৎসাহ বা মাথাব্যথা নেই। আমার শুধু একটাই দেখার ব্যাপার আছে, প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের নিরাপত্তা। বুঝতে পারছেন?'

'আর আমি শুধু চাই প্লেন থেকে নেমে যেতে। বুঝতে পারছেন?'

'বেশ। পরিষ্কার বুঝতে পারছি। সিকিউরিটি অফিসারকে ডাকার দুটো উপায় আছে আমার। অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ স্টুয়ার্ডকে যদি গ্যালিতে যেতে বলি, সে জানবে বিপদে পড়েছি। আর যদি চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুয়ার্ডকে কথাটা বলি, সে বুঝবে সব ঠিক আছে, আমি তাকে সাধারণ কোনও ব্যাপারে ডাকছি। কিন্তু আপনার মার খাওয়ার জন্যে তাকে এখানে ডাকার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। পরিষ্কার?'

'সে কিছু না করলে আমি তাকে ছোঁবো না।'

হাত উঁচু করলেন ক্যাপটেন, সর্বদক্ষিণের ইন্টারকম সুইচ অন করলেন 'দিস ইজ ইওর ক্যাপটেন স্পিকিং,' বললেন তিনি। 'দুটো ঘোষণা দেয়ার আছে, কাজেই সাবধানে শুনুন সবাই।' জেভিক ব্রিলের দিকে তাকালেন তিনি, অস্ত্রটা সে স্টুয়ার্ডের পেটে ঠেকিয়ে রেখেছে। 'চীফ অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুয়ার্ড গ্যালিতে একবার আসবে নাকি? দ্বিতীয় ঘোষণাটা আপনাদের সবার জন্যে। সামান্য যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে প্লেনটাকে আমি নয় হাজার ফিট নামাতে যাচ্ছি। ওই অলটিচ্যুডে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে প্যাসেঞ্জার কেবিন ডিপ্রেসারাইজড অবস্থায় থাকবে। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি সামান্যতম অস্বস্তিও বোধ করেন, সাথে সাথে আলো জ্বালাবেন, পরামর্শ দেয়ার জন্যে তখুনি স্টুয়ার্ড আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

'এটা সাময়িক একটা ছোট্ট গোলযোগ, ভয় পাবার কোনও কারণই নেই। বলাই বাহুল্য, ক্রটি মেরামতের পর সাথে সাথে আবার আমরা নরমাল ফ্লাইটে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে স্টুয়ার্ডরা ট্রলি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবে – আমি মনে করি সবারই সৌজন্যমূলক পানীয় পাওনা হয়েছে। ধন্যবাদ।'

দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল বিউটির স্বামী। 'কী ব্যাপার, জন, পাখিটাকে কীভাবে ওড়াতে হয় ভুলে গেছ নাকি?'

ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লম্বা হলো জেভিক ব্রিলের ডান হাত, শেষ মুহূর্তে ঝাঁকি খেল তার কব্জি। আঙুলগুলো সিকিউরিটি অফিসারের ভেতরের পকেটে ঢুকেই বেরিয়ে এল – রিভলভার নিয়ে।

'জেভিক ব্রিল?' লোকটা বলল। 'আগেই সন্দেহ হয়েছিল আমার।' ককপিটের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল সে। প্লেন দ্রুত নীচের দিকে নামছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে কান। নেভিগেটরের হাতের কাছে সুইচটার ওপরও চোখ গেল তার, ওটা নীচে নামিয়ে দিলেই জায়গামত সংকেত চলে যাবে – 'আমাদের হাইজ্যাক করা হয়েছে'। কিন্তু সুইচটা নাক উঁচিয়ে খাড়া হয়েই রয়েছে।

'ডেকে বসুন,' তাকে নির্দেশ দিল জেভিক ব্রিল।

বসল লোকটা। আকাশের এত উঁচুতে ধস্তাধস্তি করতে যাওয়া নেহাতই বোকামি, বিশেষ করে মরিয়া একজন লোকের হাতে যদি আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। কেন লরেন্স, তাই না? শালা যে জেভিক ব্রিল সেটা ডিপারচার লাউঞ্জে নিজেই প্রমাণ করেছে। বারে বসে বারম্যানের সাথে গল্প করার সময় যেভাবে চারদিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছিল, তারপর আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। তা ছাড়া, বিউটির সাথে আচরণটা। একটু বেশি করে ফেলেছে। রিভার্স সাইকোলজি। যে নিজের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে বেশি বেশি চেষ্টা করছে, তার দিকে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেয় না। সিকিউরিটি অফিসাররা সেই লোকের ওপর নজর রাখবে যে আনাচেকানাচে আড়াল করার চেষ্টা করবে নিজেকে। বেড়াতে বেরিয়ে মানুষের সাথে সাধারণত কেউ খারাপ ব্যবহার করে না, বিশেষ করে মেয়েলোকের সাথে। সত্যি বটে ওরা নিজেরাও ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে, কিন্তু চারপাশে কোনরকম আলোড়ন তোলেনি। একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিকিউরিটি অফিসার – জন ডিকসন দক্ষ পাইলট, এ-লাইনে প্রচুর অভিজ্ঞতা। সে যখন দায়িত্বে আছে, কোনও অঘটন ঘটবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আগে ভাবতে হবে যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা।

'আমার কিছু কথা আছে,' বলল জেভিক ব্রিল। রেডিও অপারেটর তার হাতে একজোড়া হেড-ফোন আর একটা মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিল। মাথায় হেড-ফোন পরল জেভিক ব্রিল, কোল্টটা এখনও বাঁ হাতে, ঠেকে আছে স্টুয়ার্ডের নাভির ওপর। কমিউনিকেশন র‍্যাকের দিকে চোখ তুলল সে, শুধু ফ্লাইট ডেকের সুইচটা অন করল। 'আমার দেয়া লোকেশনে প্লেন সিধে হলে ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে যাব আমি। প্লেনের পিছন দিকে যাব, আমার সামনে থাকবে স্টুয়ার্ড। প্যারাসুট প্যাক নিয়ে পর্দার আড়ালে চলে যাব, আরোহীরা যাতে আতংকিত না হয়। প্লেন সিধে হবার পর, এবং প্রেশার কমে

অ্যাটমোসফেরিকে পৌঁছুলে, আপনি একটা ঘোষণা প্রচার করবেন, ক্যাপটেন। সিট-বেল্ট বেঁধে যার যার সিটে বসে থাকতে হবে সবাইকে। এই নির্দেশ পালিত হবার পর পিছনের দরজা খুলবে স্টুয়ার্ড, আমি বেরিয়ে যাব। রেডিও অপারেটর, আপনি ফার্স্ট স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ট্রানজিস্টর ক্লিপ খুলে ফেলুন...'

রেডিও অপারেটর ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। হারামজাদা গ্রাউন্ড টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড কমিউনিকেশনের কথাও তা হলে জানে। অ্যামপ্লিফায়ার থেকে ট্র্যানজিস্টর ক্লিপ খুলে নিলে রেডিও কোনও কাজেই আসবে না। মুখের সামনে মাইক্রোফোন টেনে নিয়ে ক্যাপটেন বললেন, 'যা বলছে করো।'

পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া প্যানেলটা খুলে ফেলল রেডিও অপারেটর, অপর পিঠে প্রিন্টেড সার্কিটের সাথে ট্র্যানজিস্টরগুলো রয়েছে। হেড-সেটটা গলায় জড়িয়ে হাত খালি করল জেভিক ব্রিল, প্যানেলটা নিয়ে ডেকে ফেলল, ভেঙে ফেলল জুতোর চাপ দিয়ে। 'এবার স্পেয়ার দুটো,' বলল সে।

'আমার কাছে মাত্র একটা স্পেয়ার আছে।'

'ক্যাপটেন, আপনার রেডিও অপারেটরকে বলুন আমার সাথে যেন কায়দাবাজি না করে। দুটো আছে, আমি জানি।'

'দুটোই দাও ওকে,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন। কী আসে যায়, চোখ বুজে তিউনিসে পৌঁছুতে পারবেন তিনি। ওরা তাকে আশা করছে, প্লেনের নীচে ট্র্যান্সপন্ডার দেখে ফ্লাইট নম্বর পড়তে পারবে ওরা, বুঝবে কোনও কারণে কথা বলতে পারছেন না তিনি, কাজেই রানওয়েতে আলো জ্বালাতে দ্বিধা করবে না। ইতিমধ্যে বার কয়েক তিনি বার্সোলোনায় ফেরার জন্যে প্লেন ঘুরিয়ে নেয়ার কথা ভেবেছেন, কিন্তু সেখানেও ওরা তাঁকে আশা করছে না।

রেডিও অপারেটর শেষ চেষ্টা করল, 'দেখুন, আপনি টেকনিক্যাল ব্যাপারে কতটুকু বোঝেন জানি না – তবে ট্র্যানজিস্টর ক্লিপগুলো নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এদিকের এই ট্র্যানজিস্টর দুটো যদি নষ্ট করেন, গ্রাউন্ডে আমরা কোনও মেসেজ পাঠাতে পারব না, শুধু গ্রাউন্ড থেকে ল্যান্ডিং ইস্ট্রাকশন রিসিভ করতে পারব...'

হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে জেভিক ব্রিল, রেডিও অপারেটরের কথা যেন শুনতেই পায়নি। অতিরিক্ত ক্লিপ দুটো হাতে পেয়ে ডেকের ওপর সাবধানে রাখল সে, জুতোর চাপে ভাঙল। 'ডব্লিউ/টি ট্র্যান্সমিশনের জন্যে ওগুলো আপনারা দু'মিনিটের মধ্যে মেরামত করে নিতে পারবেন।'

রবার্টের চোখ ছিল অলটিমিটারে। 'পজিশন?' নেভিগেটরকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ই.টি.এ. টু মিনিটস্।'

'আপনার লোকেশনের ওপর যদি চক্কর দিই, আপত্তি আছে?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'না।'

'রেডিয়াস দুই মাইল?'

'গুড।' হাতঘড়ি দেখল জেভিক ব্রিল। 'ঠিক আছে, তুমি আগে,' স্টুয়ার্ডকে বলল সে।

প্যাসেঞ্জার কেবিনে কবরের নিস্তব্ধতা। স্টুয়ার্ডেসদের কাছ থেকে নিয়ে কেউ কেউ হলুদ অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করছে। নিজের বুদ্ধিতে সুইচ অন করে 'নিজের নিজের সিট-বেল্ট বাঁধুন' সাইনটা জ্বেলে দিয়েছে চীফ স্টুয়ার্ডেস। ফ্লাইট ডেক থেকে কেবিনে বেরিয়ে আসতেই সবার চোখ গিয়ে পড়ল ওদের দু'জনের ওপর। স্টুয়ার্ডকে সামনে নিয়ে প্লেনের পিছন দিকে এগোচ্ছে জেভিক ব্রিল। হাতঘড়ি দেখল সে, আর ত্রিশ সেকেন্ড পর ই.টি.এ.।

নিজের সিটের পাশে দাঁড়াল সে। সিটের ওপর লকারটা খুলতে বলল স্টুয়ার্ডকে। লকার থেকে সবুজ দুটো ক্যানভাস ব্যাগ বের করা হলো। পনেরো ইঞ্চি উঁচু, বিশ ইঞ্চি লম্বা, বারো ইঞ্চি চওড়া। প্রতিটি একটা করে লম্বা জিপারের সাহায্যে বন্ধ করা।

প্লেন একটু কাত হলো, দু'মাইল জুড়ে বৃত্ত রচনা শুরু হয়েছে।

হঠাৎ একজন মহিলা আরোহীর দিকে চোখ পড়ল জেভিক ব্রিলের। বিউটি! এত থাকতে বিউটি! নিজের সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, মাঝখানের প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে নির্দেশ দিল স্টুয়ার্ড, 'ফিরে যান, মিসেস! নিজের সিটে ফিরে যান!'

বিউটি যেন শুনতেই পেল না। সাবধানে এগিয়ে আসছে সে।

লাউডস্পীকারে ক্যাপটেনের গলা শোনা গেল, 'প্যাসেঞ্জারদের সবাই দয়া করে সিট-বেল্ট বাঁধুন। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ নিজের সিট ছেড়ে উঠবেন না।'

প্লেনের সামনের অংশে ইর্মাজেন্সী সিট থেকে উঠে দাঁড়াল একজন স্টুয়ার্ডেস, বিউটির দিকে ছুটল সে।

হাত দুটো খানিকটা উঁচু করে রয়েছে বিউটি, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। তার চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে জেভিক ব্রিল নিজেকে তিরস্কার করল সে। তার ধরাণা করা উচিত ছিল প্লেনে দু'জন সিকিউরিটি অফিসার থাকবে, একজন নয়। কিন্তু কে ভাবতে পারে এ-ধরনের একটা টিমে মেয়েলোক থাকবে! তারমানে আন্ডারঅয়্যারগুলো নিজের দিক থেকে সন্দেহ দূর করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিউটির মূর্তি দেখে আরোহীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বিউটি যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, আরোহীরাও ঘন ঘন তার দিকে তাকাল। দ্রুত চিন্তা করছে জেভিক ব্রিল। বিউটিকে গুলি করতে পারে সে, প্লেনের আবরণ তাতে ফুটো হয়ে যাবার ঝুঁকি আছে। গুলি হলে আরোহীরা আতংকে ছুটোছুটি শুরু করবে. ইমার্জেন্সি ডোর খোলা তার জন্যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ডান পাশের একটা সিট থেকে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠল এক মহিলা।

দ্রুত কাছে চলে আসছে বিউটি, সরাসরি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেভিক ব্রিলের দিকে। এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল জেভিক ব্রিল। বিউটি জানে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সেটা বের করে গুলি করার জন্যে তাকে চ্যালেঞ্জ করছে সে।

আরোহীরা চিৎকার করছে। এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল বাচ্চা আর মেয়েদের কান্না। তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন বলল, 'কী ঘটছে আমাদের জানা দরকার!'

দ্রুত, কিন্তু সাবধানে এগিয়ে আসছে বিউটি। সাত কি আট গজ দূরে সে।

বিউটির পিছনে আরেকজন লোক তার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করল সে, তার স্ত্রী হাত ধরে টানছে তাকে। 'ফর গডস সেক, সিট ডাউন!'

আর তিন গজ দূরে বিউটি। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, শরীরটা ছোবল মারার আগের মুহূর্তে কেউটের মত দুলছে। 'তোমাকে আমরা ঠিকই ধরতে পারব, জেভিক ব্রিল, যেখানেই তুমি পালাও না কেন!' কথা শেষ করার আগেই বাঁ দিকে সরে গেল সে, যেন জেভিক ব্রিলকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিতে চায়। কৌশলটা কাজ দিল। এগোবার জন্যে পা তুলল জেভিক ব্রিল, ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বিউটি। জেভিক ব্রিলও লম্বা করে দিল হাতটা, কিন্তু বিউটিকে স্পর্শ করতে পারল না সে, তার হাতের নীচে নত হয়ে বগলের তলায় চলে এল সে। ব্রেস্টবোনে, ঠিক হার্টের নীচে, লোহার মত শক্ত আঙুলের গিঁট যেন বিঁধে গেল। পরমুহূর্তে মাথা দিয়ে তার পাঁজরে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল বিউটি। মুঠো থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা খসে পড়ল, তবে জুতোর ডগা দিয়ে সেটাকে দু'পায়ের পিছনে ঠেলে দিতে পারল জেভিক ব্রিল। মাথাটা সরিয়ে নিতে যাচ্ছে বিউটি, কনুই দিয়ে তার নাকে গুঁতো দিল জেভিক ব্রিল, অপর হাতে ঘুসি চালাল চোয়ালে। একই সাথে হাঁটু চালিয়েছে সে, বিউটির দুর্বলতম জায়গাটাতে। স্তনে জোরাল আঘাত পেলে চোখে অন্ধকার দেখে মেয়েরা।

বিউটি যে সহজে হাল ছাড়বে না, জানে জেভিক ব্রিল। যদি ব্যথা পেয়ে বসেও পড়ে, চেষ্টা করবে দু'হাত দিয়ে তাকে টেনে নিজের পিঠে ফেলতে। লাফিয়ে পিছিয়ে এল পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপর অকস্মাৎ সামনের দিকে ঝাঁপ দিয়ে ডান হাঁটু বিউটির থুতনির নীচে চালাল। ছিটকে সরে গেল বিউটি, প্যাসেজের ওপর ডেকে পিঠ দিয়ে আছাড় খেলো সে। আরোহীদের কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। ইতিমধ্যে জেভিক ব্রিলের কোল্টটা ডেক থেকে তুলে নিয়েছে স্টুয়ার্ড, লম্বা করা হাতে ধরে এদিক থেকে ওদিক ঘন ঘন ঘোরাচ্ছে সেটা, কেউ বীরত্ব দেখাতে চাইলে খুলি উড়িয়ে দেবে। সিট ছেড়ে উঠে এল এক মহিলা, উবু হয়ে বসল বিউটির পাশে।

ছুটে পিছন দিকে চলে এসেছে চীফ স্টুয়ার্ডেস। 'সবাই বসুন, ফর গডস সেক!' লাউড-হেইলারে চিৎকার করছে সে। 'সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকুন। আপনারা মরতে চান নাকি? বসুন, বসে পড়ুন, ঘাড় সোজা করে সামনে তাকান।'

জেভিক ব্রিলের দিকে তাকাল সে, চোখে এমন অনলবর্ষী দৃষ্টি, মনে হলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে শত্রু। লাউড-হেইলার মুখ থেকে নামিয়ে হিসহিস করে বলল, 'দূর হোন! দু'জনেই আপনারা দূর হোন! প্রার্থনা করি, মাটিতে নামার সময় যেন ঘাড় মটকে মারা যান!'

মৃদু ধাক্কা দিয়ে স্টুয়ার্ডকে পর্দার আড়ালে নিয়ে এল জেভিক ব্রিল, আগ্নেয়াস্ত্রটা নিয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছে, দরকারের সময় সহজেই যাতে টেনে নিতে পারে।

ক্যানভাস ব্যাগ দুটো ব্যস্ত হাতে খুলল স্টুয়ার্ড। ভেতর থেকে এক জোড়া প্যারাসুট প্যাক বেরুল, প্রতিটিতে দুটো করে স্ট্র্যাপ রয়েছে, কাঁধে আর দু'পায়ের মাঝখানে আটকানোর জন্যে। জেভিক ব্রিল যে প্যাকটা পরল তাতে বগলের নীচে রিঙ রয়েছে দুটো, স্টুয়ার্ডেরটায় মাত্র একটা।

হাতল ঘুরিয়ে রিয়ার এস্কেপ হ্যাচ খুলে ফেলল স্টুয়ার্ড, তারপর বোল্ট সরাল। একটু চাপ দিতেই ওপর আর বাইরের দিকে সবেগে বেরিয়ে গেল হ্যাচ, ওদের পায়ের কাছে একটা ফাঁক তৈরি হলো। তীব্র বাতাস ঢুকল, ওদের পিছনে পত পত করতে লাগল পর্দা। কেবিন থেকে এক সাথে অনেক লোকের আর্তনাদ ভেসে এল। সবার চিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল চীফ স্টুয়ার্ডেসের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'ভয় নেই, কোনও ভয় নেই। সবাই আপনারা শান্ত হোন। কেবিন প্রেশারাইজড নয়। কোনও ভয় নেই।'

ফাঁকটার ঠোঁটে বসল স্টুয়ার্ড, তাকাল জেভিক ব্রিলের দিকে। ভয়ে তার চেহারা সবুজ হয়ে গেছে। তার পিঠে হাঁটু দিয়ে ঠেলা দিল জেভিক ব্রিল, দেরি করতে দেখলে ফেলে দেয়ার জন্যে ধাক্কা দেবে। পিঠ থেকে হাঁটুটা সরাবার জন্যে শরীরটা মোচড়াল স্টুয়ার্ড, মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল যেন কেঁদে ফেলবে, তারপর চোখ বুজে হযরত মুসা (আঃ)-কে স্মরণ করল। ধৈর্য হারাল জেভিক ব্রিল, লাথি মেরে ফেলে দিল সঙ্গীকে। বাতাস যেন ছোঁ দিয়ে প্লেনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল শরীরটাকে।

ফাঁকের কিনারায় এবার নিজে বসল জেভিক ব্রিল। তীব্র বাতাসের টানে মনে হলো শরীর থেকে ছিঁড়ে যাবে পা দুটো। সামনের দিকে ঝুঁকে প্লেন থেকে খসে পড়ল সে। ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে বেরিয়ে আসছে স্লিপ-স্ট্রীম, ঘূর্ণিবায়ুতে পাওয়া ঘুড়ির মত পাক খেতে লাগল সে। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, স্লিপ-স্ট্রীম থেকে বেরিয়ে এল জেভিক ব্রিল, শোঁ শোঁ বাতাসের ভেতর দিয়ে সবেগে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। তার ডান দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে রয়েছে স্টুয়ার্ড। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তুলে আনল ব্রিল, ধীরে ধীরে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল কাঁধ দুটো। দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে এল।

অবাধ পতনের মধ্যে থাকলে সময় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব। যতটা মনে হলো তারচেয়ে অনেক দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছে ওরা। নীল পানি ঝলমল করছে ওদের নীচে। পুব দিকে মালোরকা দ্বীপের পাহাড়চূড়া দেখতে পেল সে। তার বাঁ দিকে মাউন্ট আটালায়ার নিঃসঙ্গ শৃঙ্গ। সমুদ্র আর ওদের মাঝখানে কোনও মেঘ নেই।

মাত্র কয়েকটা বোট, সমুদ্রে সাদা বিন্দুর মত।

স্টুয়ার্ড এখন পঞ্চাশ গজ নীচে। আড়ষ্ট হয়ে আছে সে, এটাই তার প্রথম ড্রপ। প্র্যাকটিস করার সুযোগ হয়নি।

বগলের নীচে হাত দিল জেভিক ব্রিল, প্যাকের বাঁ দিকের রিঙটা ধরে টান দিল। লাফ দিয়ে খুলে গেল ক্যাচ। উরুসন্ধিতে ঝাঁকি খেলো স্ট্র্যাপ, মাথার ওপর খুলে গেল প্যারাসুট।

মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিল স্টুয়ার্ড, এবার সে-ও রিঙ ধরে টান দিল।

দক্ষিণ দিকে তাকাল ব্রিল। ট্রাই-স্টার আবার ওপরে উঠতে শুরু করছে। সন্দেহ নেই ওদেরকে বেরুতে দেখেছেন ক্যাপ্টেন, বন্ধ করে দিয়েছেন পিছনের এস্কেপ হ্যাচ।

নির্মল সাগর ছুটে আসছে ওদের দিকে।

পানিতে পড়েই তলিয়ে গেল ব্রিল, আবার যখন মাথা তুলল, কাঁধে জড়ো করা রয়েছে প্যারাসুটটা। স্ট্র্যাপ ঢিলে করে পা থেকে খুলে ফেলল সে। কাঁধের স্ট্র্যাপও খুলল। প্যাক আর লাইন এক ধারে সরাল, তারপর হাত লম্বা করে দিয়ে প্যাকের গা হাতড়াল। রিঙ আর কর্ডটা পেয়ে টান দিল সে। প্যাকের ডান দিকটা হিস্ হিস্ করে ফুলতে শুরু করল। উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বেলুন তৈরি হচ্ছে, ভেতরে ঢুকছে কমপ্রেসড্ গ্যাস।

পুরোপুরি ফোলার পর বেলুনটা একটা ডিঙির আকৃতি নিল। ছোট, কিন্তু দু'জনের জন্যে যথেষ্ট জায়গা হবে। প্যাক থেকে চ্যাপ্টা দুটো কাঠের তক্তা বের করল ব্রিল, বৈঠার কাজ করবে। ডিঙিতে উঠে তলায় বসল সে। দ্রুত সাঁতার কেটে তার দিকে এগিয়ে আসছে স্টুয়ার্ড। সে তার এয়ারলাইন্স জুতো, ট্রাউজার আর শার্ট খুলে ফেলে দিয়েছে। নীচে টি শার্ট আর সুইমিং ট্রাঙ্ক রয়েছে।

'শালোম!' ডিঙি ধরে হাঁপাতে লাগল সে।

'শালোম, ইরেজ।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল স্টুয়ার্ড ইরেজ। 'আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে, সার। আমরা ইহুদি, আমাদের সাথে পারা সহজ কথা নয়।'

গর্বের সাথে হাসল জেভিক ব্রিল, খাঁটি সত্যি কথা বলেছে ইরেজ।

মটর লঞ্চ টারাটানটারা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে খুঁজে নিল ওদেরকে। লঞ্চে ইভন গেলিয়স জাপ্লাস আর ফন বেক রয়েছে। জাপ্লাস হুইল ধরে আছে, শক্তিশালী বোটটাকে এমন দক্ষতার সাথে চালাচ্ছে, যেন বোটের একটা অংশ সে। প্যারাসুট আর লাইন টেনে তোলা হলো লঞ্চে, চুপসানো ডিঙির সাথে সব ভরা হলো সবুজ ক্যানভাস ব্যাগে, ওজন বাড়াবার জন্যে পিগ আয়রনও ভরা হলো প্রতিটি ব্যাগে, তারপর ডুবিয়ে দেয়া হলো সাগরে। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সারল জেভিক ব্রিল আর ইরেজ। সাদা সুতীর শার্ট পরল, সাথে সাদা সুতীর শর্টস। শার্টের গায়ে বুকের কাছে লেখা রয়েছে টারাটানটারা। পায়ে দিল সাদা ক্যানভাস জুতো।

'এখানে নামাটা একদম উচিত হয়নি,' ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল ইরেজ। 'প্লেন তিউনিসে পৌঁছুলেই এখানে আমাদের খোঁজে সার্চ পার্টি পাঠানো হবে। কোথায় খুঁজতে হবে আমরা ওদের জানিয়ে দিয়েছি…'

নিঃশব্দে হাসল জেভিক ব্রিল। বোটের পিছন দিকে বসে রয়েছে সে, হাতে গ্লাস ভর্তি অরেঞ্জ জুস। 'শান্ত হওয়া শিখতে হবে তোমাকে, ইরেজ,' বলল সে। 'এখান থেকে বোটটা আমাদেরকে কোথায় কোথায় নিয়ে যেতে পারে, একবার ভাবো তো। বার্সেলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, আলিসান্তে – কোথায় নয়? ওগুলোর সব জায়গায় আমরা বাস, ট্রেন, প্লেন পাব। যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারি।

বোট নিয়ে তো আরও দূরে যাওয়া যায় – কর্সিকা, সারডিনিয়া, ফ্রান্সের দক্ষিণে, ইটালির মেইনল্যান্ডে। তারমানে সত্যি ওরা জানে না কোথায় আমাদেরকে খুঁজতে হবে। গোটা সমুদ্রে জাল ফেলা তো আর সম্ভব নয়!'

'তা হলে, এতগুলো জায়গার মধ্যে আমরা যাচ্ছি কোন্‌টায়?'

'ওগুলোর একটাতেও নয়। আমরা যাব ইবিজা দ্বীপে। যেখানে নেমেছি সেখান থেকে ওটা এত কাছে যে ওরা ভাবতেই পারবে না ওখানে আমরা যেতে পারি...'

সাত

মেসেজটা যখন এল, রানা তখন অফিসেই।

'ফ্রেন্ডলি ট্রাভেল ফ্লাইট মাথার ওপর। রেডিওর সাহায্যে ওটার সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। এয়ারপোর্টের ওপর তিনবার চক্কর দিয়ে ক্যাপ্টেন এখন ল্যান্ড করার জন্যে রানওয়ে ৬-এর দিকে আসছেন। রানওয়ের দু'পাশে আলো জ্বালা হয়েছে।'

রানার উল্টোদিকে বসে রয়েছে মেরী শার্লট, রানার স্পীকার থেকে বেরিয়ে আসা মেসেজটা সে-ও শুনল।

'তাকে আমরা হারিয়েছি,' বলল রানা। কখন, কীভাবে, কোথায়, এ-সব পরিষ্কার না জানলেও ওর মন বলছে জেভিক ব্রিল পালিয়েছে।

অন্তত আপাতত।

'উচিত ছিল এলমডনে তাকে আটক করা?' ম্লান চোখ তুলে তাকাল শার্লট। 'দোষটা আমারই...'

মাথা নাড়ল রানা। 'দর্শন আওড়াতে চাই না,' বলল ও। 'তবে একটা প্রবাদ আছে। তুমি যদি শিয়াল ধরতে চাও, মুরগীগুলোকে ছেড়ে রাখা উচিত।'

'আগে কখনও শুনিনি তো!'

'জানি। এইমাত্র বানালাম... জেভিক ব্রিল একটা মুরগী। পিয়েরে দ্য কুবার্তে একটা মুরগী। ওদের পিছনে কোথাও একটা শিয়াল আছে। আপাতত আমরা মুরগীগুলোকে হারিয়েছি। কিন্তু আবার ওদের খুঁজে পাব, তখন ওদের সাথে শিয়ালটাকেও।'

সবুজ ডলফিন চমৎকার কাজ করছে। জিনিসটা উদ্ভাবনে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি, পিয়েরে কুবার্তের বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। আরামে বসে আছে সে, এতটুকু ক্লান্ত নয়। শর্ট রেঞ্জ সোনার প্রোবগুলো ঠিকমত কাজ করছে, সামনের সাগর আর তার দু'পাশের পানিতে কী আছে না আছে বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তে জানা যাচ্ছে সাগর কোথায় কতটুকু গভীর, সামনের স্ক্রীনে চোখ তুললেই হয়। আইসোটোপ এঞ্জিন নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, হাতে তৈরি কারবন ফাইবার প্রপেলার সচল করে রেখেছে, পানির ভেতর

দিয়ে দশ নট গতিতে ঠেলে নিয়ে চলেছে সাবমেরিনটাকে। কোর্স সম্পর্কে বিশদ জানিয়েছে সে কমপিউটরকে. বের করে নিয়েছে একটা শর্ট-ডিসট্যান্স লগ। টুলন থেকে যে কোর্সটা ধরে এগিয়েছে সে, সেটাই ইবারিয়ান পেনিনসুলার সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে এগিয়ে নেবে তাকে। এরপর দক্ষিণ দিকে বাঁক নিতে হবে। তবে পর্তুগাল উপকূলের কাছাকাছি হওয়া চলবে না। আবার কোর্স বদলে পুবমুখো হবে সাবমেরিন, স্ট্রেইট অভ জিবরাল্টার হয়ে ঢুকে পড়বে ভূমধ্যসাগরে।

ডলফিনের গন্তব্য অনুসারে প্লট তৈরি করার কাজও শেষ। এখন যদি ইচ্ছে হয়, চেয়ারটা পিছন দিকে কাত করে ঘুমাতে পারে সে। বাঁক নেয়ার কাজগুলো তার সাহায্য ছাড়া কমপিউটরই করতে পারবে। আর সামনে যদি কোনও প্রতিবন্ধক থাকে, সময় থাকতে ধরা পড়বে সোনারে, সতর্ক করা হবে কমপিউটরকে – প্রয়োজনমত ডান বা বাঁ দিকে সরে যাবে ডলফিন। বাধা পেরিয়ে এসে আবার শুরু হবে আগের কোর্স ধরে এগোনো। হিলিয়াম এয়ারে অক্সিজেনের পরিমাণ চেক করল সে – এমনকী এটাও কমপিউটর নিয়ন্ত্রিত, তার নিঃশ্বাস পতনের সাথে আপনাআপনি অ্যাডজাস্ট হতে থাকবে।

সারফেস থেকে পঞ্চাশ ফ্যাদম নীচ দিয়ে এগোচ্ছে ডলফিন, সব ক'টা সিস্টেম কাজ করছে নিখুঁত।

প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিল কুবার্ত, ডিসপ্লে স্ক্রীন সাদা হয়ে গেল। সব যখন ঠিকমত কাজ করছে. সারাক্ষণ স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

নয়-নয়-সাত – তিনটে বোতামে চাপ দিল সে।

স্ক্রীনে ত্রিশটা ডট ফুটে উঠল।

চেয়ারে হেলান দিল কুবার্ত। মিষ্টি, প্রোটিনে ভরপুর, চিনে বাদামের তৈরি মচমচে একটা বার দাঁত দিয়ে ভেঙে ভেঙে খেলো সে। আটলান্টিক মহাসাগরের পঞ্চাশ ফ্যাদম নীচে, পর্তুগাল উপকূলের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে সবুজ ডলফিন। খাওয়া শেষ করে ব্যাকগ্যামন খেলায় মন দিল কুবার্ত। কমপিউটর তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

কমপিউটরে তৈরি জেভিক ব্রিলের ডোশিয়ে হাতে নিয়ে অফিসে বসে রয়েছে রানা, উল্টোদিকে বসে কাপে কফি ঢালছে শার্লট। জেভিক ব্রিলের মা-বাবার সাথে কথা বলছে শার্লট. লিখিত সাক্ষাৎকারটা এইমাত্র পড়া শেষ করল রানা। সাক্ষাৎকারটা থেকে নতুন কিছু খুঁব কমই জানা গেছে। ইহুদি পরিবার, আরব মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে প্যালেস্টাইন লিবারেশন মুভমেন্টের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণার কোনও সীমা নেই।

জেভিক ব্রিলের মা বলেছেন, 'ছেলেকে নিয়ে আমরা গর্বিত। আমরা পছন্দ করব না এমন আচরণ কখনও করেনি সে। প্যালেস্টাইন থেকে চলে এসে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছি আমরা, অতীতের কথা ভুলে গেছি। আমরা ব্রিটিশ, আমার ছেলে ব্রিটিশ আর্মির অফিসার ছিল। জানি না সে কী অপরাধ করেছে,

তবে তার ওপর বিশ্বাস আছে আমাদের, এমন কিছু সে করবে না যার ফলে দেশের বা আমাদের ক্ষতি হয়।'

আর তার বাবার কথা হলো, 'আমার ছেলে যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, আমি তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বা শাস্তি পেতে রাজি আছি। ব্রিটিশ কোর্ট আমার একটা হাত বা একটা চোখ চাইলে দিতে আপত্তি করব না। কিন্তু তার আগে প্রমাণ করতে হবে আমার ছেলে অপরাধ করেছে।'

সাক্ষাৎকারটা পড়ে রানার মন্তব্য, 'ছেলে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না ওঁরা। যাকে বলে লোনার, জেভিক ব্রিল ঠিক তাই। ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে জিনিসটা চুরি করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি না।' ডোশিয়ের ওপর টোকা দিল ও। 'দেখা যাচ্ছে, সুখেই দিন কাটছিল তার, কোনও রকম অভাব ছিল না। লক্ষ করেছ, তার কোনও বান্ধবী বা প্রেমিকা নেই। এ-ধরনের একটা কাজ করবে, এটা তার অনেক দিন আগের প্ল্যান, কোনওরকম পিছুটান রাখেনি।'

'ব্ল্যাকমেইল যদি না হয়, তা হলে কী?' জিজ্ঞেস করল শার্লট, কফির কাপটা রাখল রানার সামনে।

'আদর্শ। দেশপ্রেম। ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একজন ইহুদির আদর্শ হতে পারে না? উত্তর আয়ারল্যান্ডে দায়িত্ব পালন করেছে সে, আই.আর.এ.-র প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়।'

'আমরা জানি ভূমধ্যসাগরে নেমেছে সে।'

'ব্যাপারটা বোকা বানানোর একটা কৌশলও হতে পারে,' বলল রানা। 'আমরা জানি একটা প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে সে। বোধহয় বুঝে ফেলেছিল প্লেনে আমাদের লোক আছে। আন্দাজ করে নেয়, তিউনিসে তাকে আটক করা হবে।'

'প্লেনে তার সহযোগী ছিল, একজন স্লিপার। সে-ই প্যারাসুট আর আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিল প্লেনে।'

'নেমেছে সাগরে, তারমানে একটা বোট ওদেরকে উদ্ধার করবে। এই মুহূর্তে পালমা দ্য মালোরকা, বার্সেলোনা, ভ্যালেন্সিয়া, যে-কোনও এক জায়গায় থাকতে পারে সে। ও-সব জায়গা থেকে প্লেন চার্টার করা যায়, দুনিয়ার যে-কোনও প্রান্তে চলে যেতে পারবে ওরা। ট্যুরিস্ট মরশুম চলছে, প্রতি দশ মিনিটে একটা করে চার্টারড প্লেন নামছে এয়ারপোর্টগুলোয়... যদি বইতে পারো, বগলের তলায় করে স্যাম মিসাইলও নিয়ে যেতে পারবে...'

'তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে, রানা।'

'চলো, বাড়ি ফিরি।' হাত বাড়িয়ে শার্লটের আঙুল থেকে পেন্সিলটা নিয়ে নিল রানা।

'আমার বাড়ি, নাকি তোমার?'

'এসো, টস করি?'

কে জিতল বলা কঠিন, তবে রানার সাথে যেতে হলো শার্লটকে।

বাক্সটা ফিনিক্সের ডেকে রয়েছে। রাতের অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই পানি থেকে

ওটাকে বোটে তুলে নিয়েছে সেলিগ অস্টার। উজ্জ্বলতা হারিয়ে ম্লান হয়ে গেছে চাঁদ, সাগর থেকে উঠে তীরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে কুয়াশার একটা পর্দা, প্রতিযোগীদের বোটগুলোর মাথায় রানিং লাইট কখনও দেখা যায় কখনও যায় না। বহু মাইল দূরে কোথাও থেকে একঘেয়ে সুরে বেজে উঠল একটা জাহাজের বাঁশি। বাতাস নিস্তেজ হয়ে পড়লেও, রাতটা খুব ঠাণ্ডা। লাইফবোট কন্টেইনারের প্লাস্টিক লিড ভাঙল সেলিগ অস্টার। তিন ফিট লম্বা একটা সিলিন্ডার, ডায়ামিটারে দু'ফিট ছয় ইঞ্চি। ইমার্জেন্সির সময় গোটা কন্টেইনারটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলা যেতে পারে। ঠিকমত কায়দা করে ছুঁড়তে পারলে কোম্পানীর তৈরি সীল ভেঙে যাবে, লাইফবোট নিজেই ফুলে উঠে ভাসতে থাকবে পানিতে। বোট সার্চ করার সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা সীল ভেঙে দিয়ে গেছে, তবে লাইফবোট ফুলতে শুরু করার আগে এয়ার বটলের সুইচ অফ করেছিল। কন্টেইনারটা খালি করে তার ভেতর বাক্সটা ভরল সেলিগ অস্টার, তারপর বাক্সের সাথে লাইফবোটও ভরল।

কাউন্টারের কাছে ফিরে এল সে, আসার পথে কম্পাসের ওপর চোখ বুলাল। কোর্স ঠিক রেখে এগোচ্ছে ফিনিক্স। আর এক ঘণ্টা পর সকাল হয়ে যাবে। এরইমধ্যে, সে আন্দাজ করল, প্রতিযোগীদের চেয়ে ছ'মাইল এগিয়ে আছে ফিনিক্স। কোপেনহেগেন এভিনিউ একমাত্র বোট ফিনিক্সকে ধরতে পারে। ওটার স্কিপার, গ্রেগরি ট্যাবট, অত্যন্ত অভিজ্ঞ নাবিক। বাকি সবাই আনাড়ি অ্যামেচার। নীচে নেমে স্টোভে কফি চড়াল সে। জি.এম.টি. শূন্য-তিন-তিন-শূন্য ঘণ্টা। রেডিও বীমের সাহায্যে ফিনিক্সের পজিশন চেক করল সে। ভোরে ফিরে আসবে বাতাস। তখন প্রতিযোগীদের আরও পিছনে ফেলে নাগালের বাইরে চলে যাবে সে।

টেপ রেকর্ডার অন করে মাইক্রোফোনে কথা বলল সেলিগ অস্টার, 'এক দুই তিন চার পাঁচ, এক দুই তিন চার পাঁচ। বাহন থেকে বলছি, নিরাপদে তোলা হয়েছে জিনিসটা। বাহন থেকে বলছি, নিরাপদে তোলা হয়েছে জিনিসটা। এক দুই তিন চার পাঁচ – আউট!'

মেশিন থেকে ক্যাসেটটা বের করল সে, আরেকটা মেশিন চালু করল, ক্যাসেট ভরল দ্বিতীয়টায়, তারপর চালাল। স্বাভাবিক গতির চেয়ে তিনগুণ দ্রুত গতিতে বেরিয়ে এল কথাগুলো, শব্দজটের মত শোনাল। টেপের আউটপুট রেডিও ট্রান্সমিটারের সাথে জুড়ে দিল সে।

গ্রিনিচ মান সময় শূন্য-তিন-তিন পাঁচ। ট্রান্সমিটার ফ্রিকোয়েন্সি ঘুরিয়ে আলট্রা লং ওয়েভ-এ নিয়ে এল সেলিগ অস্টার। দূর থেকে ভেসে আসা সিগন্যাল পরিষ্কার শুনতে পেল। অপারেটর ব্রডকাস্ট করছে, 'এক দুই তিন চার পাঁচ, এক দুই তিন চার পাঁচ।'

তারপর বিরতি, এই সুযোগে ট্রান্সমিশন সুইচ অন করে সংক্ষিপ্ত মেসেজটা বাতাসে ছেড়ে দিল সেলিগ অস্টার। দূরের স্টেশন বার্তাপ্রাপ্তির সংবাদ দিল, 'এক দুই তিন চার পাঁচ।'

সব কিছু অফ করে দিয়ে ক্যাসেটটা পানিতে ফেলে দিল সেলিগ অস্টার,

বাঙ্কে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

হার মানতে রাজি নয় দুঁদে বোঁ। দুটো প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল সে। পিয়েরে কুবার্তের দ্বিতীয় কোনও জীবন ছিল কিনা। তার কর্মকাণ্ডের অপর ঘাঁটিটা কোথায়?

জেদি তদন্তকারীর কাছ থেকে নিজের পদচিহ্ন আড়াল করার খুব একটা চেষ্টা করেনি পিয়েরে কুবার্ত। পুরো একটা দিন সন্ধান চালাবার পর জানা গেল বুলেভার্ড দ'এমিলি-র কাছাকাছি, টুলন ডিস্ট্রিক্টে, তার আরও একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলল বোঁ। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে ভদ্রলোক এখানে এসে থাকতেন বটে। হ্যাঁ, চিঠিপত্র আসত, ভদ্রলোকের নাম দ্য পল না? বলেন কী, তার আরও একটা নাম ছিল? ক্রিমিন্যাল নাকি, ভাই?

অ্যাপার্টমেন্টে একটাই বেডরুম, বিছানা দেখে মনে হলো কেউ কখনও শোয়নি। কিচেনে তৈজস-পত্র অল্প, কেউ বোধহয় ছুঁয়েও দেখেনি। বাথরুমে শ্যাম্পু নেই, ডিটারজেন্ট নেই, কাবার্ডে ভাঁজ করাগুলো ছাড়া কোথাও কোনও তোয়ালে নেই।

এটা আসলে কুবার্তের নিরাপদ ঠিকানা ছিল। এই ঠিকানায় চিঠিপত্র পেত সে। আর হয়তো ইমার্জেন্সির সময় প্রয়োজনে ব্যবহার করার প্ল্যান ছিল।

তার সাথে যারা কাজ করত, আবার একবার তাদের সাথে বসল দুঁদে বোঁ। 'শুনেছি আপনার সাথে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল তার,' জেনেটিকে বলল সে।

'খুব ভাল?' জেনেটি বিষণ্ন হাসল। 'কে বলেছে, তাকে আমার সামনে ডেকে আনুন।'

'তা হলে আপনিই বলুন কী রকম ছিল সম্পর্কটা?'

'যাকে বলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেরকম কিছু নয়। দুই কি তিনবার আমার বাড়িতে গেছে সে। একবার তাকে আমি রান্না করে খাওয়াই। কিন্তু কথা হয়েছে কাজকর্ম নিয়ে।' জেনেটি দীর্ঘশ্বাস চাপল।

'তার প্রতি আপনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে সাড়া দেয়নি, আমার শোনায় কোনও ভুল আছে?'

'কুবার্ত সুপুরুষ ছিল। আমরা অনেক ক'টা দিন একসাথে কাজ করেছি। তার প্রতি আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক নয়? জানেনই যখন, জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'আপনার কি মনে হয়, তার কোনও মেয়ে-বন্ধু ছিল?'

'আমার জানামতে ছিল না।'

'তা হলে কেন?' জিজ্ঞেস করল দুঁদে বোঁ।

'তা হলে কী কেন?'

'আপনি অপূর্ব সুন্দরী...'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল জেনেটি। 'তা কী করে জানব বলুন! তবে কাজ ছাড়া আর কিছু বুঝতে চাইত না ও। একটাই সাধনা ছিল তার, কীভাবে সবুজ ডলফিনকে নিখুঁত করা যায়।'

'তার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলবেন?'

হেসে ফেলল জেনেটি। 'ওর মত পলিটিক্যালি আনকনশাস লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। যাদের সাথে কাজ করি তারা অনেকেই দক্ষিণপন্থী, আমিও। একবার ঠিক হলো জিনিস-পত্রের দাম সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে লিখব আমরা। সবাই সই করলাম, কিন্তু কুবার্ত রাজি হলো না।'

'একজন ন্যাভাল অফিসার হিসেবে সে হয়তো ভেবেছিল...'

'ন্যাভাল অফিসার? ঠাট্টা করছেন নাকি? প্রজেক্টটা নেভি নিজের দায়িত্বে নেয় বলেই তো আমাদেরকে নেভিতে যোগ দিতে হয়। নেভি সম্পর্কে এক বিন্দু আগ্রহ ছিল না কুবার্তের।'

যেদিকেই এগোয় বোঁ, সামনে দেয়াল দেখতে পায়। কাজ ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে উৎসাহ ছিল না লোকটার। আবিষ্কারযোগ্য কোনও যোগাযোগ নেই, চালচলনে কোনও খুঁত ছিল না, অসচ্চরিত্র নয়। দুর্নামহীন জীবন। একমাত্র সাধনা ছিল ডলফিনকে নিখুঁত করে গড়ে তোলা, সময় হলে যাতে নিয়ে পালাতে পারে।

কমান্ডার আঁদ্রে করডেলি বললেন, 'আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। গোটা ব্যাপারটা যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়া কিছু নয়। ব্যাপারটা আমরা তদন্ত করে দেখছি। দ্বিতীয় আরেকটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হচ্ছে, আগেরটার মতই, তবে এটার সাথে একটা ব্লিপার থাকবে, যাতে হারিয়ে গেলেও খুঁজে নিতে পারি।'

'আপনি, কমান্ডার, প্রমাণ করতে পারবেন, ব্যাপারটা যান্ত্রিক গোলযোগ ছিল?' জানতে চাইল দুঁদে বোঁ।

'ওটার সন্ধান না পেলে কীভাবে প্রমাণ করব? তবে কী ঘটেছে আন্দাজ করা কঠিন নয়। কৌতূহলবশত এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে গোলমালটা বাধিয়েছে কুবার্ত, অন্তত আমার তাই ধারণা। হয়তো ইকো প্লেট সরিয়ে কিছু একটা করতে গিয়েছিল, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। দেখুন, মানুষের দ্বারা ভুল-ভাল হবেই।'

'যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে ডলফিনের ভেতর কী ঘটে থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

চট্ করে একবার জেনেটির দিকে তাকালেন কমান্ডার। সবাই দেখল, নিঃশব্দে কাঁদছে জেনেটি।

'বেচারা কুবার্ত,' জেনেটির কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন আঁদ্রে করডেলি। 'ধরে নিতে পারি দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। অক্সিজেন রিজেনারেশন প্ল্যান্ট অচল হয়ে পড়েছে।'

'কতক্ষণ বেঁচে থাকার কথা?'

'যদি ধরে নিই, আমরা যোগাযোগ হারাবার পর প্ল্যান্টটা অচল হয়ে পড়েছে, চার ঘণ্টা। বেচারা। আশা করি হ্যাচ খুলে ডুবে মরেছে সে।'

ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করল। প্রথম খবরটা দিল নিউজউইক, ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ঘোষণা করার কথা ভাবছেন। ছ'দিন পর ওয়াশিংটন পোস্ট জানাল আগামী হপ্তায় মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আমেরিকা সফরে

আসছেন। দু'দিন পর টাইম ম্যাগাজিন 'মধ্যপ্রাচ্য – মার্কিন প্রশাসনের হুঁশিয়ারী' শিরোনামে একটা খবর ছাপল। তাতে বলা হলো, প্যালেস্টাইন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের স্বার্থে মার্কিন প্রশাসন চায় ইসরায়েল সহ মধ্যপ্রাচ্যের সংশ্লিষ্ট সব ক'টা দেশ এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবে। পরের দিন ব্রিটিশ ডেইলি টেলিগ্রাফ লিখল, ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রীর সাফ জবাব, প্যালেস্টাইনীদের সাথে তারা বসবে না। সেদিনই খবর বেরুল, স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ঘোষণার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে এনেছেন ইয়াসির আরাফাত, নভেম্বর মাসের যে-কোনও তারিখে প্রবাসী সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রটি পাঠ করা হবে।

টাইম ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জেভিক ব্রিল। 'আমেরিকা ইসরায়েলকে একটা আপোষ ফর্মুলা গেলাতে চাইছে!' চেয়ার ঘুরিয়ে ছোট্ট বে-র দিকে তাকাল সে, ওখানে নোঙর করা রয়েছে টারাটানটারা। বে-টা একশো ফুটের মত লম্বা, চওড়ায় পঁচাত্তর ফুট। পাশটা আগ্নেয় পাথরের, খাড়া পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঠেছে। যেখানে সে বসে আছে, এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় বে-টা ঘুরে বাঁক নিয়েছে কুকুরের পিছনের পায়ের মত বাঁকা ভঙ্গিতে, সাথে ছোট্ট একটা লেগুন, প্রায় পুরোপুরি ঝুল-পাথরে ঘেরা।

ইবিজা দ্বীপে এই বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল ষাটের দশকে, মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য যখন তুঙ্গে। আশি সালে আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গার এটা কিনে নেয়। কেনার পর একটানা এক বছর এখানে বাস করেছে সে, বাড়িটার মূল কাঠামো সহ অনেক কিছু অদলবদল করেছে নিজে উপস্থিত থেকে। দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িটা কোনও ধনকুবেরের ছুটি কাটাবার আশ্রয়। ধীরে ধীরে দ্বীপে নিজের একটা পরিচিতি প্রকাশ করেছে সে। রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করে, হারবারের সবাই তাকে চেনে এবং সমীহ করে। সান অ্যান্টোনিয়োর তীরে আর সান্তা ইউলালিয়া বারে তার খাতিরই আলাদা। এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে তার সাদা রোলস্ রয়েসটাকে হপ্তায় অন্তত একদিন লোকজন দেখতে পায় না। তার হালকা প্লেনটা নিয়মিত দ্বীপ আর মেইনল্যান্ডের মাঝখানে আসা-যাওয়া করে। অভিজাত বারগুলোয় দু'একদিন পরপরই পার্টি দেয় অ্যাভসালোম সিঙ্গার, দ্বীপে যার সামান্যতম পরিচিতি বা খ্যাতি আছে তারা সবাই আমন্ত্রিত হয়ে আসে।

সিঙ্গার কখনোই বাড়িতে কাউকে এন্টারটেইন করে না, শুধু সে-সময় যে বিশেষ বান্ধবীটি তখন তার সাথে থাকে সে বাদে। সিঙ্গারের এই ছোট্ট দুর্বলতা সবাই মেনে নিয়েছে। যেমন মেনে নিয়েছে তার বাড়ি থেকে বে-র মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত ওয়্যার রোপটার অস্তিত্ব।

হাতের বইটা নামিয়ে রাখল ইরেজ। 'মুখে যাই বলুক, আমেরিকা ইসরায়েলের বন্ধু। কিন্তু তিউনিস থেকে আরাফাত ব্যাটা যে হাঁকডাক ছাড়ছে, তার কী? প্রবাসী প্যালেস্টাইন সরকার সত্যি যদি ঘোষণা হয়, আর বিভিন্ন দেশ তাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে, ইসরায়েল কোণঠাসা হয়ে পড়বে না?'

উত্তরটা এল আসল লোকের কাছ থেকে।

ইংরেজী ডি অক্ষরের মত আকৃতি কামরাটার। বাঁকা দিকটা দক্ষিণমুখো। সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বা জানালা, প্রচুর রোদ ঢোকে। বাইরে ঝুল-পাথর থাকায় রোদ শুধু শীতকালে ঢোকে, গরমের দিনে শুধু আলো আর বাতাস। বাঁক ঘুরে ওদের কাছাকাছি হেঁটে এল অ্যাভসালোম সিঙ্গার। তাকে দেখে ওরা চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে, হাত তুলে নিষেধ করল সে। নিজের ইজি চেয়ারটায় বসল। তার দু'হাতের আঙুল পরস্পরের সাথে চেপে আছে। 'কাগজগুলো সব পড়েছ দেখছি তোমরা।'

দু'জনেই ওরা মাথা ঝাঁকাল।

'ইসরায়েলের সামনে বিপদ...,' শুরু করল জেভিক ব্রিল।

'সরকার নিজেই বিপদ ডেকে আনছে,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল অ্যাভসালোম সিঙ্গার। 'নিয়ম হলো, প্রথম রাতেই বিড়াল মারতে হয়। নিষ্ঠুর হতে না পারলে ইসরায়েলকে তো ভুগতে হবেই। সেজন্যেই তো আমরা আলাদা পথ ধরেছি। ইসরায়েলিরা ইসরায়েলের ভেতরে থেকে যা করতে পারছে না, আমরা ক'জন আত্মনিবেদিত ইহুদি এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে বাইরে থেকে তাই করে দেখাব।'

'কিন্তু, মি. সিঙ্গার,' বলল জেভিক ব্রিল, 'তিউনিসে প্যালেস্টাইনী ঘাঁটিগুলোয় ইসরায়েল হামলা চালিয়েও তো কোনও সুবিধে করতে পারল না! ওরা ওদের কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। আরও বরং শক্তি অর্জন করেছে ওরা, তা না হলে কোন্ সাহসে বলছে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের ঘোষণা করা হবে?'

'ওদের শক্তির উৎস তিউনিস নয়,' ক্ষীণ একটু হেসে বলল অ্যাভসালোম সিঙ্গার।

'কী বলছেন!' আকাশ থেকে পড়ল জেভিক ব্রিল। 'লেবানন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে না ওদেরকে? তারপর তো ওরা তিউনিসেই...'

'না। আবার ওরা গোপনে ঘাঁটি তৈরি করেছে লেবাননে। এখানেই ইসরায়েল সরকারের ব্যর্থতা। তারা কোনও খবরই রাখে না। আমার কাছে নিরেট প্রমাণ আছে, ফিলিস্তিনীরা আবার ঘাঁটি গেড়েছে বৈরুতে। স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই ওরা পিল পিল করে ঢুকে পড়বে প্যালেস্টাইনে...'

'আর আমরা?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল জেভিক ব্রিল। 'আমরা কী করব?'

'আমরা তার আগেই ব্যবস্থা নেব। প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। এবার আমরা সামনে বাড়ব। কারও ক্ষমতা নেই আমাদেরকে ঠেকায়।' অ্যাভসালোম সিঙ্গারের চেহারায় প্রত্যয়, কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস, দৃষ্টিতে কাঠিন্য।

'আর ইসরায়েল...'

'ইসরায়েল আপোষের পথে যাবে। কিন্তু আমরা আপোষে বিশ্বাস করি না।' জেভিক ব্রিলের মনে হলো, বহু দূরে তাকিয়ে আছে তাদের নেতা। অতীত রোমন্থন করছে অ্যাভসালোম সিঙ্গার।

সত্তর সালে প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট্ট একটা গেরিলা দল ইসরায়েল

সীমান্তে হামলা চালিয়ে কয়েকটা যুদ্ধংদেহী পরিবারকে হত্যা করে. তাদের মধ্যে অ্যাভসালোমের মা-বাবাও ছিল। সিঙ্গার তখন তেল আবিবে একটা কলেজে পড়াশোনা করছে। ভয়টা তার আগেই ছিল, মা-বাবাকে হারিয়ে সেটা তার মনে জাঁকিয়ে বসল – বিশাল এবং বৈরী আরব ভূমির মাঝখানে ছোট্ট ইসরায়েল, বেঁচে থাকার জন্যে মোটেও নিরাপদ জায়গা নয়। ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছিল সে, সিদ্ধান্ত নিল ছেড়ে দেবে। আগে তাকে প্রাণে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর অন্য কিছু। তা ছাড়া, লেখাপড়া শিখে কে কবে ক্ষমতাবান হতে পেরেছে? ইসরায়েলের প্রতি তার দরদ কারও চেয়ে কম ছিল না. কিন্তু নিরাপত্তার অভাব তাকে অস্থির করে তুলল। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের এক অফিসারের সাথে বিষয়টা নিয়ে একদিন আলাপ করল সে। অফিসার তাকে বলল, দেশের সেবা করার দুটো পথ আছে। এক সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া। দুই, দেশের বাইরে গিয়ে প্রচুর টাকা কামানো। টাকা থাকলেই ক্ষমতা আসবে, আর ক্ষমতা থাকলে দেশ সেবা করা পানির মত সহজ। সেই অফিসারের সাথে বৈরুতে চলে এল সিঙ্গার। মনের ভেতর প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে – আপনজন হত্যার বদলা নিতে হবে। বৈরুতে শত্রুদের মাঝে বসবাস, কিন্তু তবু এখানে নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই, বহু ইহুদি দিব্যি ব্যবসা বাণিজ্য করে খাচ্ছে। অফিসার লোকটিকে হিব্রু আর আরবী শেখাতে শুরু করল সিঙ্গার, এক দুই করে তার ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন ছিল আমেরিকান, লেবানীজ একটা ব্যাঙ্কের ব্রোকার। ছাত্রদের কাছ থেকে ভাল বেতন পেত সিঙ্গার, ব্রোকারের পরামর্শ মত সেই টাকায় বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনত সে। অল্প টাকা, কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। এক সময় এক হাজার মার্কিন ডলারের মত পুঁজি হলো তার। ভাষা শেখাবার স্কুলও ভাল চলছে। এই সময় আমেরিকান ব্রোকার তাকে প্রস্তাব দিল, রোজ একবার করে বৈরুত শহরটা চষে ফেলতে পারবে? যেখানে যা শোনো, সব আমাকে রিপোর্ট করবে গোপনে। বিনিময়ে তোমার টাকা খাটাবার ব্যবস্থা করব। বৈরুতে ছিল গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অর্থ-কড়ি চালাচালির প্রধান ঘাঁটি। ব্রোকারির কাজ ছেড়ে দিয়ে আমেরিকান স্পাই নিজে একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করার প্ল্যান করল, সিঙ্গারকেও পার্টনার হিসেবে নিতে চাইল সে। দুই পার্টনার জমিয়ে ফেলল ব্যবসা।

ব্যবসা যখন তুঙ্গে এই সময় সিঙ্গার উপলব্ধি করল, বৈরুতে রাজনৈতিক অস্থিরতা মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে। এখানে ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকা তার জন্যে নিরাপদ নয়। ব্যবসার নিজের অংশ চার মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দিয়ে আমেরিকায় চলে এল সে। পুঁজির প্রায় সবটুকু স্থানান্তর করল ইংল্যান্ডে। তারপর নিজেও চলে এল লন্ডনে। লন্ডনে ব্যবসা করতে নেমেই সুবর্ণ একটা সুযোগ পেয়ে গেল সিঙ্গার। তেলের দাম যখন উঠতে শুরু করেছে, চার মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে অপরিশোধিত তেল কিনল সে, তাও অর্ধেক দাম বাকি থাকল। মাত্র ছ'মাস পর তেল-খেকো দেশগুলো তার কাছ থেকে স্টকটা কিনে নিল বিশ মিলিয়ন পাউন্ডে। লাভের সমস্ত টাকা সুইটজারল্যান্ডে জমা করল সিঙ্গার।

লেক জেনেভার কাছে ছোট্ট একটা বাড়ি কিনল সে। বৈরুতে শিখতে শুরু

করেছিল, এখানে এসে ফরাসী আর জার্মান ভাষাটা ভাল করে রপ্ত করল।

প্রথমে তার সাথে পরিচয় হয় সেলিগ অস্টারের। টুলনে এসেছিল সে, ইচ্ছে একটা বোট কিনবে। সিঙ্গারের কাছে বোট বিলাসিতা নয়, ভূমধ্যসাগরের আশপাশে কিছু করতে হলে ওটা একান্ত প্রয়োজন। চল্লিশ ফুট ডিজেলচালিত বোটটা কিনতে তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে সেলিগ অস্টার। পরে সেই বোটটারই নাম বদলে রাখা হয়েছে টারাটানটারা। আলাপের সময় এমন কিছু কথা হলো সেলিগের সাথে, তার পরিচয় সম্পর্কে কৌতূহল জাগল সিঙ্গারের মনে। প্রশ্ন করতেই বেরিয়ে এল তথ্যগুলো। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে জন্ম সেলিগ অস্টারের। তার মা-বাবা দু'জনেই প্যালেস্টাইন কমান্ডোদের হাতে মারা গেছে। সুযোগ পেলে তারও ইচ্ছে ইসরায়েলের জন্যে কিছু একটা করবে সে।

পিয়েরে দ্য কুবার্তের সাথেও টুলনে দেখা সিঙ্গারের। সেলিগ অস্টার কুবার্তের মা-বাবাকে চিনত, সে-ই তাদের ছেলের সাথে সিঙ্গারের পরিচয় করিয়ে দেয়। দু'জনেরই দু'জনকে পছন্দ হয়ে যায়। কুবার্ত নিজেও জানত না, বড় একটা আদর্শের পিছনে জান কবুল করার প্রবণতা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তার মধ্যে। সবুজ ডলফিন নিয়ে কাজ শুরু করল সে, সিঙ্গারকেও জানাল। 'মন দিয়ে কাজ করো, সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জানো। একদিন না একদিন ওটা আমরা কাজে লাগাতে পারব।'

হংকঙেও ব্যবসা ছিল সিঙ্গারের। প্রতি বছর ছয় অঙ্কের লাভ আসত সোনা চোরাচালান থেকে। সেখানেই তার সাথে জেভিক ব্রিলের পরিচয়। প্রথমে নামটা তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয় সে।

লন্ডনে সুদে টাকা ধার দেয়ার ব্যবসাও আছে সিঙ্গারের। এই ব্যবসার সম্মানজনক একটা নাম আছে ওখানে – মার্চেন্ট ব্যাঙ্কিং। নিজের ব্যাঙ্কের একজন ক্লায়েন্টকে প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিল সিঙ্গার, ক্লায়েন্টের ব্যবসাও খুব ভাল চলছিল। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড।

সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড সরকারী কাজ পেতে শুরু করায় সিঙ্গারের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জেভিক ব্রিলকে সে বোঝাল, প্রাইভেট কোম্পানী হলেও, এটাতেই ঢুকে পড়ো তুমি। ভবিষ্যতে কাজ দেবে। সিঙ্গারের পরামর্শেই কেন লরেন্সের পরিচয়-পত্রটা সংগ্রহ করে জেভিক ব্রিল।

কোনও রকম তাড়াহুড়ো নয়, ধীরে ধীরে দলটা গড়ে তুলেছে সিঙ্গার। ভাড়াটে কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই ইহুদি তো বটেই, প্রত্যেকে ফিলিস্তিনীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। সবার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে।

ক্রীট দ্বীপের অধিবাসী গেলিয়স জাপ্পাস আর ফন বেক, শুধু এরা দু'জন মার্সেনারি। সিঙ্গার তাদের দক্ষতা আর বিশ্বস্ততা কিনে নিয়েছে।

সিঙ্গারের চরিত্রে ধৈর্য একটা বড় গুণ। প্ল্যান একটা তার মাথায় অনেক দিন ধরেই ছিল, যত্নের সাথে সেটাকে লালন করছিল মনে মনে। চোখ কান খোলা ছিল তার, তাই ছোট্ট একটা খবরের তাৎপর্য বুঝতে তার দেরি হয়নি। সরকারী একটা স্থাপনার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটার নাম হারওয়েল সেন্টার। খবরটা উত্তেজিত করে তোলে সিঙ্গারকে।

হারওয়েল সেন্টারে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা করা হয় না? জেভিক ব্রিলকে খোঁজ নেয়ার পরামর্শ দিল সে। বিগতযৌবনা এক মহিলার বিছানায় উঠে জেভিক ব্রিল জানতে পারল সেন্টারের বি বিল্ডিংে অ্যাটমিক ওঅরহেড আছে।

আরও অনেক আগে থেকে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাডের সাথে গোপনে কাজ করছিল সিঙ্গার। তারা তার কাছ থেকে বহু মূল্যবান তথ্য পেয়ে আসছিল। কয়েকটা ইহুদি টেরোরিস্ট গ্রুপকেও নিয়মিত অর্থ যোগান দিচ্ছিল সে। কিন্তু মোসাড বা টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোর ওপর তেমন আস্থা কখনোই তার ছিল না। জানত, ফিলিস্তিনীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্যে তার নিজেকেই করতে হবে কিছু একটা। সেই সুযোগ এত দিনে এল। ধৈর্য ধরায় সত্যি মেওয়া ফলল।

যথাসময়ে অর্থাৎ ভোর চারটের সময় এল সবুজ ডলফিন, বে-র মুখে পৌঁছুল দশ ফ্যাদম গভীরতায়, সাগরতল থেকে তুলে এবং এলোমেলো পাথর স্তূপের ভেতর দিয়ে পথনির্দেশ দিয়ে ওটাকে নিয়ে এল কমপিউটর। বে-র শেষ প্রান্তে পৌঁছে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে কুকুরের পায়ে ঢুকে পড়ল, আগেই নির্দেশ দেয়া থাকায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওখানে, স্বাভাবিক ডক পাঁচিলের কাছ থেকে ছয় ফিট দূরে।

চারটে পঁচিশে সাব-সারফেস আলো জ্বালা হয়েছে। পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ, জেভিক ব্রিল আর ইরেজকে সাথে নিয়ে সবুজ ডলফিনের আগমন চাক্ষুষ করল অ্যাভসালোম সিঙ্গার।

খাঁড়ির ওপর সাবলীল ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ল ক্রেনের একটা বাহু, সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে এল ওয়্যার রোপ, শেষ মাথায় একটা নেট।

দু'জন লোক পানিতে নামল, জালটা ডলফিনের নীচে পাতল তারা, ক্রেডলে হুক লাগিয়ে ইঙ্গিত করল ওপরে তোলার। ধীরে ধীরে ইলেকট্রিক উইঞ্চ পানি থেকে তুলে আনল ওটাকে, ডক সাইডের প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে রাখল। সবুজ, ক্ষুদে দৈত্যটার গা থেকে পানি ঝরল কিছুক্ষণ, তারপর আলোর মাঝখানে ঝলমল করতে লাগল। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সিঙ্গার, ওটার পাশে দাঁড়াল। পিয়েরে কুবার্ত যেমন বর্ণনা করেছিল ঠিক, তেমনি, এমনকী অশুভ চোখ আর চৌকো আকৃতির দু'সারি দাঁতগুলো পর্যন্ত। নিজের অজান্তেই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সিঙ্গার, হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এল পিয়েরে কুবার্ত, পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা।

'গভীর জলে ঠিক মাছের মত সাঁতার কাটতে পারে,' কুবার্ত বলল। 'বিশ্বাস করুন, কিছুই করতে হয়নি আমাকে। শুধু বলেছি কোথায় যেতে হবে, নিয়ে চলে এল...' নরম অ্যাবসরবেন্ট ত্বকে হাত বুলাল সে, যেন সবুজ ডলফিন সত্যি জ্যান্ত একটা প্রাণী। 'আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে, মি. সিঙ্গার। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।' হ্যাচটা বন্ধ করে দিল সে। 'এবার ওকে আমরা পানিতে নামিয়ে দিতে পারি, ওখানেই স্বস্তিতে থাকবে।'

একই দিন সকাল পাঁচটায় জিব্রাল্টার রেডিও একটা মেসেজ রিসিভ করল,

পাঠানো হয়েছে ইয়ট ফিনিক্স থেকে।

'আমার মাস্তুল ভেঙে গেছে। প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। সবচেয়ে কাছের বন্দরে চলে যাব, আমার হিসেব মত সেটা সম্ভবত ইবিজা হারবার হবে।'

ফিনিক্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে একটা প্লট তৈরি করল রেডিও অপারেটর। হ্যাঁ, সবচেয়ে কাছের বন্দর ইবিজা।

'মেসেজ পেলাম, ফিনিক্স। মন্দ ভাগ্য। তোমার কি পথপ্রদর্শক বা সহযোগিতা দরকার?'

সাথে সাথে জবাব দিল ফিনিক্স:

'না, ধন্যবাদ। যথেষ্ট ফুয়েল আছে, তা ছাড়া বিটিশ এঞ্জিন। মাস্তুলটা ডেকের সাথে ভালভাবে বাঁধা হয়েছে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

জিব্রাল্টার রেডিও থেকে পাবার পর বি.বি.সি. মেসেজটা যখন প্রচার করল, তার খানিক আগেই এসপামাডর-এর অদূরে কন্টিনেন্টাল শেলফের মেঝেতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে বাক্সটাকে, জেলেদের একটা বয়ার সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে ওটার পজিশন।

ওয়েট সুট পরল জেভিক ব্রিল, পিঠে একজোড়া বটল নিল, ডাইভ দিয়ে পানির তলায় নেমে গেল বাক্সটার গায়ে অতিরিক্ত একটা লাইন বাঁধার জন্যে।

উইঞ্চের সাহায্যে টেনে টারটানটারায় তোলা হলো সেটাকে। নিজের হাতে প্যাক করেছিল জেভিক ব্রিল, খোলার পর দেখা গেল একটুও ভেজেনি বাক্সটা।

ইবিজার নোংরা ইয়ট হারবারে নোঙর ফেলল ফিনিক্স। বি.বি.সি.-র ওভারসীজ সার্ভিস থেকে খবরটা প্রচার করা হয়েছে, কাজেই রয়টার প্রতিনিধি সহ বহুলোক নামকরা প্রতিযোগী সেলিগ অস্টারকে দেখতে এসেছে।

রয়টার প্রতিনিধি জানতে চাইল, 'এখন আপনার প্ল্যান কী, মঁশিয়ে অস্টার?'

'ফ্রান্সে গিয়ে মাস্তুলের বাকি অংশটুকু কারও মাথায় ভাঙব, তারপর নতুন একটা তৈরি করব। তবে ফ্রান্সে নয়। এখন অবশ্য কোনও হোটেলে উঠব, যতক্ষণ পারি ঘুমোতে হবে আমাকে।'

প্রথম ট্যাক্সি করে অ্যান্টিনিয়ো-য় চলে এল সেলিগ অস্টার, দ্বিতীয়টা তাকে সান হোসে-তে নিয়ে এল। কেউ পিছু নেয়নি বুঝতে পেরে একটা জীপ নিয়ে অ্যাভসালোম সিঙ্গারের বাড়িতে চলে এল সে। পাথুরে চড়াই বেয়ে দুই কিলোমিটার ওঠা জীপ ছাড়া অন্য কোনও গাড়ির পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

বুকে জড়িয়ে ধরে তাকে অভ্যর্থনা জানাল সিঙ্গার। 'এত বছরের পরিশ্রম, সেলিগ, সার্থক হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি...'

সেলিগ অস্টার চোখ মটকে হাসল। 'আপনার কাছ থেকে নতুন একটা মাস্তুল পাওনা হয়েছে আমার!'

সেদিনই পরে এক সময় ফন বেক ফিরে আসায় দলটা সম্পূর্ণ হলো, সেই সাথে শুরু হয়ে গেল কাজ – সবুজ ডলফিনের নাকে বাক্সের মারণাস্ত্রটা ভরা। এবার চৌকো দাঁতগুলো সত্যি সত্যি কামড় দিতে পারবে।

আট

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকমোহন। দু'জন প্রহরীর সাথে ভেতরে ঢুকল রানা, ওর সাথে করমর্দন করলেন রবার্ট ম্যাকমোহন। কেউ কারও সাথে কথা বলল না, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরতলার করিডরে, সেখান থেকে সোজা কেবিনেট রুমে। লম্বা টেবিলের শেষ মাথায় বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পাশে এডনা নোরিস, এরইমধ্যে একটা প্যাডে কী যেন লিখছেন তিনি। এডনা নোরিস প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা। জন হেরিংটন, বিরোধী দলের নেতা, হাতেরটা নিয়ে চারটে সিগারেট ধরিয়েছেন গত চল্লিশ মিনিটে, যদিও কেবিনেট মিটিঙ চলাকালে ধূমপান পছন্দ করেন না প্রধানমন্ত্রী। মাইকেল গুডহোপ, হাউসের লিডার, প্রধানমন্ত্রীর বাঁ দিকে বসেছেন, হাতে নিভে যাওয়া পাইপ। ওদেরকে ঢুকতে দেখে সবাই তাঁরা মুখ তুলে তাকালেন।

'ইনি মাসুদ রানা,' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন। 'আমার ধারণা ওঁর সম্পর্কে আপনাদেরকে আর কিছু বলার নেই।'

'ইয়েস, অফকোর্স।'

'মি. গুডহোপের পাশে বসুন, মি. রানা, প্লিজ,' প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং রানা বসার পর লাল চামড়া মোড়া একটা খাতা খুললেন তিনি, রানা দেখল একজোড়া সাধারণ ব্লটিং পেপারের মাঝখানে একটা আলগা কাগজ রয়েছে। 'এক ঘণ্টা আগে,' প্রধানমন্ত্রী আবার বললেন, 'এই তারটা পেয়েছি আমি, সুইটজারল্যান্ড থেকে এসেছে। কোড করা ছিল, হেড অভ দি টেলিগ্রামস-কে দিয়েছিলাম, তিনি কোড ভাঙার ব্যবস্থা করেছেন। মেসেজটা হলো:

সম্প্রতি হারওয়েল সেন্টার থেকে যে ডিভাইসটা
সরানো হয়েছে সেটা এখন আমাদের দখলে।
সম্প্রতি টুলন থেকে যে নৌযানটি সরানো হয়েছে
সেটাও এখন আমাদের দখলে। আপনি এখন
একটা মিটিঙের আয়োজন করবেন, তাতে যোগ
দেবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ফ্রান্সের
প্রেসিডেন্ট, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী, এবং আপনি।
বৈঠকটা শুরু হবে আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে–
লন্ডনে। পরবর্তী নির্দেশ যথাসময়ে আসছে।'

রানার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'না, কোনও সই নেই। ফরাসী প্রেসিডেন্টের সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার, স্বীকার করলেন তিনিও এই একই মেসেজ পেয়েছেন একটা। তিনি আরও স্বীকার করেছেন, যে নৌ-যানটির কথা এখানে বলা হয়েছে সেটি পরীক্ষামূলক একটা সাবমেরিন,

নিজের শক্তিতে পানির নীচ দিয়ে বহু দূরে যেতে পারে, প্রি-সেট গাইডেন্স সিস্টেমের সাহায্যে, কোনও ক্রুর দরকার হয় না।' একটু বিরতি নিয়ে সবার দিকে একবার করে তাকালেন তিনি, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, তবে সবাই শুনতে পেল, 'ওটাকে ডিটেক্ট করার কোনও উপায় নেই।'

কথাগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করে সবাই থতমত খেয়ে গেল। প্যাডে আঁকিবুঁকি কাটছিলেন এডনা নোরিস, এবার তিনি একটা সাবমেরিন আঁকলেন। তীক্ষ্ণমুখ তীর চিহ্নগুলো সাবমেরিনটার নাক থেকে বেরিয়ে আসছে। বললেন, 'তারমানে ওরা সাগর-পথে একটা অ্যাটম বোমা ডেলিভারি দিতে পারে।'

'হ্যাঁ, এডনা। এবং, একবার ওটা রওনা হলে, কোনওভাবেই আমরা বাধা দিতে পারব না।' প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতার দিকে তাকালেন। 'শুরু করো, জন, তোমার জ্বালাময়ী ভাষণ শোনার পর আমরা আলোচনা করব কী করা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস, মি. মাসুদ রানা আমাদেরকে কিছু একটা পথ দেখাতে পারবেন।'

'জ্বালাময়ী ভাষণ বা পার্টি পলিটিক্সের সময় এটা নয়,' জন হেরিংটন বললেন। 'এটা একটা জাতীয় বিপদ, কিংবা হয়তো আন্তর্জাতিক বিপদ, কাজেই ছোটখাট ব্যক্তিস্বার্থ বাদ দিয়ে...'

'ধন্যবাদ, জন,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'ইতিমধ্যে জানা গেছে, জেভিক ব্রিল ইহুদি। তবে সে মোসাডের বা ইসরায়েল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছে না। লেবাননের প্রধানমন্ত্রীকে বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে, এ থেকে আমরা কি ধরে নিতে পারি, বোমাটা লেবাননের তীরে ডেলিভারি দেয়া হবে?'

রানা বলল, 'পিয়েরে দ্য কুবার্তও একজন ইহুদি। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সের একজন কথাটা আমাকে জানিয়েছে।'

'আমার নির্দেশ ছিল...,' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী।

'আপনার নির্দেশ ছিল, মি. প্রাইমমিনিস্টার, ফরাসী প্রেসিডেন্টকে ইনফর্ম করতে পারব না।'

'পয়েন্ট টেকেন, মি. রানা। আশা করি ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স আপনার সাথে সহযোগিতা করছে।'

'করছে বৈকি,' বলল রানা। 'আপনি মেসেজ পেয়েছেন, এটা আমি এখন জানলাম। কিন্তু আগেই জেনেছি ফরাসী প্রেসিডেন্টও পেয়েছেন।'

চেহারা না বদলালেও, সবাই শুনতে পেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরে সামান্য কাঠিন্য, 'এই ব্যাপারটায় রাজনৈতিক অনেক বিষয় বিবেচনা করার আছে, মি. রানা। সম্ভবত আমরা ব্রিটিশরা ফরাসীদের চেয়ে একটু বেশি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি।'

'রাজনীতি আর রাজনীতিকদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান রেখেই বলছি, গণতন্ত্রের চর্চা বা উৎকর্ষ সাধনের সময় এটা নয়, মি. প্রাইমমিনিস্টার। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা টেরোরিস্ট গ্রুপ হুমকি দিচ্ছে – হ্যাঁ, আমারও ধারণা, লেবাননেই তারা অ্যাটম বোমাটা ফাটাবে। ওরা দক্ষ, ঐকান্তিক এবং নিষ্ঠুর – ব্যর্থ হবে না জেনেই করবে আঘাতটা কাজেই বিপদ যদি ঠেকাতে চান, কাজ

করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে আমাকে।'

'যেমন?' বিরোধী দলের নেতা জন হেরিংটন প্রশ্ন করলেন।

'আমার অথরিটি থাকতে হবে,' বলল রানা। 'যে-কোনও সার্ভিস থেকে লোকজনকে কো-অপ্ট করার ক্ষমতা, ব্রিটিশ দূতাবাসগুলোর সাহায্য চাওয়ার অধিকার, প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিটকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার। কিন্তু আমি শুধু একজনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকব, কোনও কমিটির কাছে নয়।'

সবাই চুপ করে থাকলেন। একজন লোকের হাতে এত ক্ষমতা তুলে দেয়ার অর্থ কী সবাই তাঁরা জানেন। খারাপ ভাল দুটো দিকই আছে। হিটলারের উদয় থেকে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। লেনিন স্টালিনকে তৈরি করেছিলেন। আদমের পাঁজর থেকে এল ইভ।

মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন জন হেরিংটন। 'মি. রানা, নিঃশর্ত ক্ষমতা দেয়ার ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশরা খুব উদার নই।' তারপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, 'মি. রানার জায়গায় আমি হলেও কিন্তু সর্বময় ক্ষমতা চাইতাম – কাজটা সুষ্ঠুভাবে করার স্বার্থে।'

'আমরা আসলে মি. মাসুদ রানার যোগ্যতা নিয়ে কথা বলছি,' বললেন মাইকেল গুডহোপ, হাউসের নেতা। 'তিনি উপযুক্ত কিনা। যিনি সমস্যাটা নিয়ে কাজ করবেন, তাঁর অবশ্য এধরনের ক্ষমতা থাকা দরকার, এ-ব্যাপারে আমার কোনও দ্বিমত নেই।'

'যোগ্যতার প্রশ্নটিও অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক,' বললেন এডনা নোরিস। 'দেখতে হবে, মি. রানার চেয়ে ভাল কেউ আমাদের হাতে আছে কিনা। এটাও আসলে মীমাংসা হয়ে গেছে, আরও ভাল কেউ থাকলে মি. রানাকে এখানে আমরা কেউ দেখতাম না।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'কমিটির ব্যাপারে আপনার এলার্জি থাকলেও, মি. রানা, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা কমিটিই আপনার যুক্তির পক্ষে ওকালতি করছে।'

দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর সবাই রানার প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রধানমন্ত্রী কেন বিপক্ষে ভোট দিলেন তাও বোঝা গেল, সবাই পক্ষে ভোট দেয়ায় তাঁর ভোটের গুরুত্ব কমে যায়, সেটাকে তিনি কাজে লাগালেন ভবিষ্যৎ রেকর্ডের জন্যে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করায় পরে যদি কোনও ঝামেলা দেখা দেয়, তিনি গা বাঁচাতে পারবেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, 'গুড লাক, মি. রানা। কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে, জানানো হবে আপনাকে। দশ দিনের মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করছি। তবে আসুন প্রার্থনা করি, বৈঠকে বসার যেন দরকার না হয়।'

'তোমাকে দরকার আমার,' অফিসে ফিরে এসে বলল রানা।

'রোমাঞ্চকর প্রস্তাব, সন্দেহ নেই,' আনন্দে চিংড়ি মাছের মত লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল শার্লট, চোখ বন্ধ করে রানার সামনে দাঁড়াল। 'নাও।'

তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। ক্ষীণ একটু বিষণ্ন সুরে বলল, 'দুঃখিত,

তা বলিনি। তোমাকে দরকার কথা বলার জন্যে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো তুমি।'

পিছিয়ে গিয়ে ধপাস করে চেয়ারটায় আবার বসে পড়ল শার্লট। 'ধুৎ, আচ্ছা এক বেরসিকের পাল্লায় পড়া গেছে!'

কিছু না বলে নিজের কামরায় চলে এল রানা, খানিক পর কফি নিয়ে এল শার্লট। 'সমস্যাটা পুরনো,' শুরু করল সে। 'ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ায় সেটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনীদের তেমন গুরুত্ব দেয়নি, ভেবেছিল মেরে-কেটে ঝাড়ে-বংশে সাফ করে দেয়া যাবে। কিন্তু পরে তাদের টনক নড়ে। ইদানীং তাঁরা ফিলিস্তিনীদের সাথে আপোষ করতে রাজি। কিন্তু সবাই নয়, একটা মহল এখনও আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকছে। নিজ ভূমে পরবাসী ফিলিস্তিনীরাও প্রথমে ভেবেছিল ইসরায়েলিদের নির্বংশ করে ছাড়বে তারা, কিন্তু পরে তারাও বুঝতে পারে ইসরায়েল রাষ্ট্র একটা বাস্তব সত্য। ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ আপোষ করতে রাজি, যদিও এই গ্রুপটার বিরুদ্ধে কথা বলার লোক প্রচুর।'

'ইসরায়েলি কমান্ডোরা লেবানন থেকে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের তাড়িয়ে দেয়, তারা তিউনিসে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে,' বলল রানা। 'সেখানেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল, তবে কতটুকু সফল হতে পেরেছে আমার জানা নেই। এরপরে কী ঘটেছে, ভেতরের খবর তুমি কিছু জানো?'

'মধ্যপ্রাচ্যর বহু লোকের সাথে আমার যোগাযোগ আছে, এবার কায়রোতে গিয়েও অনেকের সাথে কথা বলেছি। নিরেট কোনও প্রমাণ দিতে পারব না, তবে একটা গুজব কানে এসেছে। গুজবটা, আমার ধারণা, সত্যি হলেও হতে পারে। বিশেষ করে ইয়াসির আরাফাত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন শুনে মনে হচ্ছে গুজবটা একেবারে মিথ্যে নাও হতে পারে।'

'কী গুজব?'

'লেবাননে নাকি আবার ঘাঁটি গেড়েছে ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধারা। তবে এবার এমন কৌশল করা হয়েছে, ইসরায়েলিরা চাইলেও তাদেরকে চিনে বের করতে বা তাড়িয়ে দিতে পারবে না।'

'কী কৌশল?'

'মুক্তিযোদ্ধারা নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় বা নির্দিষ্ট কোনও তাঁবুতে থাকছে না। বৈরুতের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেছে তারা। এরা সবাই গেরিলা যোদ্ধা, হালকা অস্ত্র বহন করে, প্রয়োজনের সময় অনায়াসে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়বে ইসরায়েলের ভেতর। শোনা যাচ্ছে, এদের ওপর ভরসা করেই ইয়াসির আরাফাত স্বাধীনতা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন।'

খুশি হলো রানা, শার্লটের বক্তব্যের সাথে ওর নিজের ধারণাও মিলে যাচ্ছে। 'এবার বলো, জেভিক ব্রিল আর পিয়েরে কুবার্ত কার প্রতি অনুগত? তারা যদি মোসাডের লোক না হয়...'

'মোসাডের নয়, না। এমনকী এরা কেউ প্রাক্তন মোসাড সদস্যও নয়, ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড অন্তত সে-কথা বলে না। আমার ধারণা, এরা নতুন একটা

টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য, অর্থাৎ, তোমার ধারণার সাথে আমি একমত। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। গ্রুপটা একেবারে নতুন বোধহয় নয়। বছর দুয়েক আগের ঘটনা, তোমার মনে আছে? মেয়েটার নাম পায়েলা শাহার।'

'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা প্লেন হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ। তখন ফিলিস্তিনীদের হেডকোয়ার্টার ছিল বৈরুতে। তিনশো কতজন প্যাসেঞ্জার সহ প্লেনটা নিয়ে ওখানে পড়তে চেয়েছিল পায়েলা শাহার। প্রচুর বিস্ফোরক ছিল তার সাথে। সে-ও কিন্তু ইসরায়েলি ছিল না। ইসরায়েল সরকার, মোসাড, বা অন্য কোনও ইহুদি টেরোরিস্ট গ্রুপ তার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, জেভিক ব্রিল আর পিয়েরে দ্য কুবার্তের সাথে কোথায় যেন মিল আছে মেয়েটার।'

খানিক চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সে এখন কোথায় জানো?'

'সিকিউরিটি অফিসাররা তার প্ল্যান ব্যর্থ করে দেয়, ব্রিটিশ এয়ার স্পেস পেরোবার আগেই। হিথ্রোতে ফিরিয়ে আনা হয় তাকে। যতদূর জানি, এখনও সে রিমান্ডে আছে, বিক্সটনে। তাকে নিয়ে কী করা হবে এখনও বোধহয় ঠিক করা হয়নি।'

'সুইটজারল্যান্ড তো একটা কাভার, তাই না? মেসেজটা ওখান থেকে পাঠানো হলেও, গ্রুপটা ওখানে নেই। যদি ধরে নিই বোমা আর সাবমেরিন ভূমধ্যসাগরে কোথাও আছে, তা হলে গ্রুপটারও সেখানে থাকার কথা। আরেকটা ব্যাপার। গোটা কর্মকাণ্ডের পিছনে প্রচুর টাকা আর বুদ্ধির যোগান থাকতে বাধ্য। বুদ্ধিটা কার জানা গেলে টাকাটা কোত্থেকে আসছে বোঝা যেত। তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'তারমানে জানতে চাইছ ওদের লিডার লোকটা কে, এই তো? তাকে খুঁজে বের করা যাবে, তবে তার আগে আমার কিছু ফুয়েল দরকার – খিদেতে চোঁ চোঁ করছে দোজখটা।'

জেভিক ব্রিল আর পিয়েরে দ্য কুবার্ত ইহুদি জানার পর রানার মত দুঁদে বোঁ-ও ভূমধ্যসাগরের দিকে নজর দিল। সবুজ ডলফিনকে ওরা গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখবে, তবে ডক সুবিধাদির দরকার হবে। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে তিন ডজন এজেন্টকে কো-অপ্ট করল বোঁ, প্রত্যেককে ভাগ করে দেয়া হলো নির্দিষ্ট পরিধির উপকূল রেখা। ডক সুবিধে আছে, অথচ আশপাশে লোক সমাগম কম, ডকের সাথে অল্প লোকের একটা দল থাকতে পারে এমন কোনও বাড়ি দেখতে পেলে গোপনে তল্লাশি চালাবে তারা। হয়তো একটা রেডিও মাস্ট চোখে পড়বে। মিশুক নয় অথচ নবাগত, এমন লোক কোথাও দেখা গেছে কিনা খবর নিতে হবে। ভূমধ্যসাগরের পুব প্রান্ত থেকে কাজ শুরু করবে তারা, এগোবে পশ্চিম দিকে। ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে কিছু হালকা প্লেনও ভাড়া করা হলো, লোক বসতি নেই এমন এলাকাগুলোর ওপর নজর রাখার জন্যে।

কিন্তু কোথাও থেকে কোনও ইতিবাচক খবর এল না।

মার্ক পপেটি বলল, 'ডলফিনকে তীরে কোথাও রাখতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। রাতের অন্ধকারে কোনও খাঁড়ি থেকে ট্রেইলারে তুলতে পারে, ইংল্যান্ডের ভেতর দিকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে। ইচ্ছে করলে ইউরোপের যে-কোনও প্রান্তে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।'

'কিন্তু সময় দিয়েছে মাত্র দশদিন, তাই না?' অফিস কামরায় পায়চারি করতে করতে বলল দুঁদে বোঁ। 'তীর থেকে দূরে কোথাও রাখবে না ডলফিনকে। ওরা আনাড়ি নয়, যে-কোনও জরুরী মুহূর্তের জন্যে অবশ্যই তৈরি রাখবে নিজেদেরকে।'

'ইসরায়েল যদি অ্যাটম বোমা ফেলে, পরিণতি কী হতে পারে?' মার্ক পপেটি যেন কৌতুক বোধ করছে। 'আরবদের রক্ষার জন্যে রাশিয়া এগিয়ে আসতে পারে, তাই না? তাকে নাক গলাবার অধিকার পেয়ে যাবে আমেরিকা। কমিউনিস্ট চীনও চুপ করে বসে রঙচঙ দেখবে না। না হে, দুঁদে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে গোয়েন্দা অফিস খোলার প্ল্যানটা বাদ দাও – অত দিন আমরা কেউ বাঁচব না। তারচেয়ে এসো একটা ব্যবসা শুরু করি – পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে নিরাপদ আশ্রয় বিক্রি করব।'

'ঠাট্টা রাখো।' দুঁদে বোঁ তিরস্কার করল বন্ধুকে। 'পিয়েরে কুবার্ত সম্পর্কে সব জানতে হবে আমাদের, বুঝলে। তাকে ভালমত চিনতে পারলে তার পিছনের লোকটাকেও আমরা হয়তো চিনতে পারব।'

'তারমানে পালের গোদাটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'হাতে মাত্র দশ দিন সময়...'

'তার আগেই লোকটাকে খুঁজে বের করব আমরা...'

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এক মিনিট পর করিডরে বেরিয়ে এলেন তিনি, হন হন করে কেবিনেট অফিসের দিকে এগোলেন, মিটিংটা বড় ধরনের হলে ওখানেই বসার আয়োজন করা হয়। তাঁর ব্যক্তিগত প্রেস সেক্রেটারী করিডরের মাথায় অপেক্ষা করছিল, ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে সে বলল, 'সবাই পৌঁছে গেছে, স্যার। ডিফেন্স মিনিস্টারও এইমাত্র পৌঁছুলেন।'

'গুড।'

'আমাকে আপনার দরকার হবে, সার?'

'না – ধন্যবাদ। ওদের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলব। অফ্ দ্য রেকর্ড।' প্রেস সেক্রেটারীকে অসন্তুষ্ট করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে দেখে সবাই যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে সবাইকে তিনি বসতে বললেন। ডেইলি এক্সপ্রেসের সম্পাদক খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন, তাঁর মনে হলো প্রধানমন্ত্রীর বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে অনেক।

ব্রিটিশ প্রেসের রথী-মহারথীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন

প্রধানমন্ত্রী। যুবক যেমন আছে, আছে প্রবীণরাও। প্রবীণরা বেশিরভাগ রক্ষণশীল, বাকিরা বেশিরভাগ উদারনৈতিক ভাবধারার সমর্থক। মাইকের সামনে দাঁড়ালেন তিনি, জানেন সবাই এরা প্রফেশনাল নয়। দেখলেন দি টাইমস-এর সম্পাদকের পাশে বসে রয়েছেন রবার্ট ম্যাকমোহন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রেস সেক্রেটারী কাজের লোক, কাউকে ডাকতে বাকি রাখেনি। দৈনিক, সাপ্তাহিক সব পত্রিকা থেকে সম্পাদকরা এসেছেন। রয়টার, পি.এ., বি.বি.সি., আই.টি.এন., ইয়র্কশায়ার পোস্ট, বার্মিংহাম পোস্ট, লিভারপুল ইকো, দি স্কটসম্যান, দি গ্লাসগো হেরাল্ড, এগুলোর সম্পাদককে চিনতে পারলেন তিনি, বাকিরা অচেনা। 'গুড মর্নিং, জেন্টেলমেন।'

জবাবে একটা গুঞ্জন শোনা গেল।

'সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'এ-ধরনের জরুরী প্রেস-কনফারেন্সে সময় মত যোগ দেয়া সহজ কথা নয়। বুঝতেই পারছেন, আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছি আমি। জানি, অনেকেই আপনারা অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন – এ-ও জানি, পাতা ভরাবার জন্যে তেমন কিছু আপনাদের আমি দিতে পারব না। আজ এখানে দাঁড়িয়ে যা বলব, প্রতিটি শব্দ ডি-নোটিশের আওতায় পড়বে। কারণটা এখুনি আপনারা জানতে পারবেন।'

উপস্থিত সাংবাদিকরা সবাই যেন একসাথে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল। সম্পাদকদের নিয়ে মিটিং, এটা জানার পর অনেকেই তারা ধারণা করেছিল ডি-নোটিশ আরোপ করা হবে। ডি-নোটিশ মানে হলো প্রাইমমিনিস্টার যা বলবেন তার কিছুই পত্রিকায় ছাপা যাবে না, ছাপলে অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট লংঘন করা হবে। সবাই জানে, অভিযোগ করার উপায় নেই। ডি-নোটিশের ধারণাটা প্রথমে তাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, রাষ্ট্রের অতি গোপনীয় ঘটনাগুলো যাতে অন্তত তাদের জানার সুযোগ হয়।

'সবাই আপনারা জানেন,' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'সরকার বিকল্প শক্তির উৎস সম্পর্কে সব সময় সচেতন, সেই সূত্রে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্যে অ্যাটমিক বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে।' সম্পাদকদের কী বলা হবে সেটা তিনি হারওয়েল সেন্টারের ডিরেক্টরের সাথে আলোচনা করে ঠিক করেছেন। 'অল্প সময় হলো, এই গবেষণায় বড় ধরনের একটা বাধা দূর হয়েছে। এই মুহূর্তে ব্যাপারটাকে যুগান্তকারী কোনও আবিষ্কার বলব না, তবে আমাকে জানানো হয়েছে আমরা যুগ যুগ ধরে যে-সব ইকোলজিক্যাল সমস্যায় ভুগছি সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান আশা করা এখন সম্ভব...'

নাটকীয় বিরতির সময়টায় লোকজনের পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর সকৌতুকে জানতে চাইল, 'মুরগীর বিষ্ঠার সাহায্যে চলবে মটর কার?' প্রধানমন্ত্রীর জন্যে স্বস্তিকরই বলতে হবে, সবাই হাসলেও, কোনও শব্দ হলো না।

'আমাদের অ্যাটমিক বিজ্ঞানীরা গোপনে কাজ করার সময় একটা ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন। আপনারা জানেন, বলা সম্ভব নয় কোথায় তারা কাজ

করছেন বা ঠিক কী তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। ডিভাইসটা ধরা যাক, একটা অ্যাটমিক এনার্জি কনভার্টার...'

সম্পাদকদের একজন মাথার ওপর ঝট করে হাত তুললেন।

'ইয়েস, মি. গ্রাহাম?'

'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, মি. প্রাইমমিনিস্টার। আমি জানতে চাই, নোট নিতে অসুবিধে আছে কিনা? আমরা কেউ বিজ্ঞানী নই, সায়েন্টেফিক ডাটা মনে রাখা খুব কঠিন...নাকি মিটিং শেষে আমাদেরকে পেপার দেয়া হবে, ডি-নোটিশ সহ?'

'অত্যন্ত দুঃখিত, মি. গ্রাহাম – নোট নেয়া যাবে না।'

'সবশেষে পেপার, প্রাইমমিনিস্টার?'

'কোনও পেপারও নয়, দুঃখিত।'

একযোগে ব্যথা পেয়ে আবার একবার গুঙিয়ে উঠল সবাই।

প্রধানমন্ত্রী জানেন সময় থাকতে সাবধান না হলে পরিস্থিতি তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাবে। 'জেন্টলমেন, এখানে কেউ অ্যাটমিক সায়েন্সের ওপর লেকচার দিচ্ছে না। আমি আপনাদেরকে একটা ক্রাইম সম্পর্কে বলতে চাইছি। একটা ক্রাইম, জেন্টলমেন। দু'জন লোককে খুন করা হয়েছে। সরকারের দু'জন বিশ্বস্ত, নিবেদিত প্রাণ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে...'

চোখের পলকে বদলে গেল পরিস্থিতি। অ্যাটমিক নয়, ক্রাইম! হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে! এরচেয়ে উপাদেয় সংবাদ একজন সাংবাদিক আর কী আশা করতে পারে?

এরপর কেউ আর প্রধানমন্ত্রীকে বাধা দিল না। জেভিক ব্রিলের গল্প রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল সবাই। এনার্জি কনভার্টার অ্যাটমিক, যেটা কিনা শান্তিপূর্ণ কাজের জন্যে আবিষ্কার করা হলেও, অশুভ শক্তির হাতে পড়লে সেটাকে সে অশান্তি সৃষ্টির কাজেও ব্যবহার করতে পারে, সাথে করে নিয়ে গেছে জেভিক ব্রিল। টেলিগ্রামের কথাও বললেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, সরকার প্রধানদের বৈঠকও বসবে। সবশেষে তিনি জানালেন, 'জেভিক ব্রিলকে খুঁজে বের করার জন্যে আমার সরকার সম্ভাব্য সব কিছু করছে। তদন্তের ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যায় যাব না, তবে আমরা আশাবাদী।'

যদিও সম্পাদকরা তাঁর মত আশায় উজ্জীবিত হতে পারল না। এমনকী প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চেহারাও থমথম করছে। মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলেন প্রধানমন্ত্রী, মনে করে মাসুদ রানাকে ডাকা উচিত ছিল।

প্রথম প্রশ্নটা ফুল টসের মত আঘাত করল। এল ডেইলি টেলিগ্রাফের সম্পাদকের কাছ থেকে। 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিভাইস আর লোকটাকে যদি পাওয়া না যায়, তা হলে কী হবে? প্রধানমন্ত্রী কি ধারণা করতে পারেন, টেরোরিস্টদের এই গ্রুপটা ঠিক কী ধরনের দাবি জানাবে? প্রধানমন্ত্রী কি তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করবেন? নাকি তিনি পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত?'

'চমৎকার প্রশ্ন,' স্বীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী। 'এই তিনটে প্রশ্নই অত্যন্ত

গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছি, প্রচুর সময় নিয়ে।'

'তারমানে, মি. প্রাইমমিনিস্টার, উত্তর আপনার তৈরিই আছে?'

'উত্তর তৈরি আছে, তবে এটাকে তৈরি উত্তর বলা যাবে না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে তথ্য পাওয়ার ওপর নির্ভর করে কী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শুধু আমার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে, এরকম একটা ইনভেস্টিগেটিং টিম কাজ শুরু করেছে। অপেক্ষা করছি, দেখি কী ধরনের তথ্য তারা আমাকে দিতে পারে।'

'সংক্ষেপে, মি. প্রাইমমিনিস্টার, কী করা হবে এখনও আপনার জানা নেই? আপনি কি দেশের অন্য দুটো পলিটিক্যাল পার্টির সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছেন?'

'জাতীয় যে-কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকে...'

'সিদ্ধান্ত গ্রহণে কি তাদের ভূমিকা থাকবে, মি. প্রাইমমিনিস্টার?'

'নিশ্চিত থাকুন, অতীতের মত আজও আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করব...'

'আপনি কি, মি. প্রাইমমিনিস্টার, বিষয়টা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তুলবেন? কোনও সন্দেহ নেই এ-ধরনের একটা ভয়াবহ ঘটনা আন্তর্জাতিক উদ্বেগের সৃষ্টি করবে, ডাউনিং স্ট্রীটের চেয়ে জাতিসংঘের সদর দফতরই বোধহয় উপযুক্ত জায়গা...'

'নিজের আস্তাবল আমরা নিজেরাই...'

'ঘোড়া পালাবার পর আস্তাবলে তালা, মি. প্রাইমমিনিস্টার?'

হেসে ফেলল অনেকে, তবে প্রধানমন্ত্রীকে উত্তেজিত করা সম্ভব হলো না। তিনি শুধু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন বা বলা চলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। মিটিং শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, এখন আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের আগমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না, কেন তিনি হঠাৎ আসছেন এ-প্রশ্ন তুলে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে না ব্রিটিশ প্রেস।

•

এবারের আসরটা বসল শার্লটের অ্যাপার্টমেন্টে। সারা দিন রানার সাথে কাজ করল সে, তবে সময় বের করে নিয়ে মাঝেমধ্যে কিচেনেও গেল, নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াল রানাকে।

সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ডকুমেন্টগুলো অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে।

'ভাগ্য ভাল, তুমি সরকারী একটা আইডেনটিটি ব্যবহার করতে পারবে। অনেক কষ্টে আসল জিনিস সংগ্রহ করেছি, যে-কোনও পরীক্ষায় উতরে যাবে ওটা। গত এক বছরের কাগজ-পত্র নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে।'

সোফায় বসে আছে ওরা, পাশাপাশি। তবে মাঝখানে নিরাপদ দূরত্ব। কোমল ঝংকার তুলে এই মাত্র শেষ হলো বিটোফেনের ভায়োলিন কনসার্টো।

'তবে আবার বলছি, শার্লট, অ্যাসাইনমেন্টটা কিন্তু ঐচ্ছিক,' বলল রানা

‘কেউ তোমাকে বাধ্য করছে না।’

‘জানি, রানা। জেনেশুনেই ঝুঁকিটা নেব। মনে আছে, আমার অ্যামবিশন কী? আমি তোমার মত এজেন্ট হতে চাই। অভিজ্ঞতা না থাকলে হব কী করে?’

‘খুব ভাল হত তোমাকে আরও খানিক ট্রেনিং দেয়ার সময় পাওয়া গেলে। উইপন্স, সেলফ ডিফেন্স…’

‘বুঝতে পারছ না ট্রেনিঙের অভাব অর্থাৎ আনাড়িপনাটাই আমার সম্পদ হতে যাচ্ছে? ভেতরে সেঁধিয়ে যাব, একজন অ্যামেচার। ধরো যদি কুংফু-তে এক্সপার্ট হতাম, সেটা বোঝা যেত। আমি স্রেফ স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে, নিজেকে ফিট রেখেছি। গ্রাহাম গ্রীন পড়েছি, লেন ডেটন পড়েছি। একজন অ্যামেচারের এর বেশি আর কী দরকার?’

‘ভাগ্য, শার্লট। ভাগ্যদেবীর অকুণ্ঠ কৃপা।’

সিগারেটে একটা মাত্র টান দিল শার্লট, রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। ‘তোমার সাথে বেশ ক'দিন দেখা হবে না, রানা।’

‘আমি তোমাকে মিস করব।’

‘সত্যি? কিন্তু আমি তো তোমাকে কোনও সুযোগই দিইনি। আমাকে তোমার সম্ভবত ডাইনী বা ওই ধরনের কিছু মনে হবার কথা।’

‘উঁহুঁ। তোমাকে আমার মনে হয়েছে নিজের সম্পর্কে নিঃসংশয়, কী চাও জানো, তবে কেউ সেটা দেয়ার প্রস্তাব করবে না এই ভয়টা আছে। বাচ্চা মেয়ের মত, পার্টিতে গিয়ে যে জিজ্ঞেস করে, প্লিজ, মে আই হ্যাভ সাম অভ দ্যাট কোকোনাট কেক? হাতের স্যান্ডউইচটা শেষ করার আগেই।’

‘আরে তুমি, রানা, তুমিও কোকোনাট কেক চাও?’

ঝুঁকল রানা, শার্লটের কপালে আলতো করে চুমো খেলো। ‘চাই।’

‘কিন্তু তুমি জেভিক ব্রিলকেও ধরতে চাও, তাই না? উদ্ধার করতে চাও বাক্সটা…’

‘ওসব কথা সকালে ভাবব…’

ধীরে ধীরে শুরু হলো ব্যাপারটা। প্রথমে আংশিক ধরা দিল শার্লট। সতর্ক, যেন খুব বেশি আবেগ প্রকাশ না পায়। যা পেল, যতটুকু পেল, রানাও গ্রহণ করল কোমল ভঙ্গিতে। এক সময় অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের মত ফুলেফেঁপে উঠল আকাঙ্ক্ষা আর ব্যাকুলতা, যেন বোতাম টিপে এক এক করে বিস্ফোরিত করা হলো পুলক, আনন্দ আর তৃপ্তি। শার্লটের মনে হলো, ওহ্ গড, কী বোকা আমি, এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিলাম এতদিন!

চুপচাপ কেটে গেল অনেকক্ষণ।

‘জানো,’ এক সময় বলল শার্লট, ‘এর আগেও দু'একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। প্রতিবার মনে হয়েছে, দিলাম। কিন্তু আজ মনে হলো, পেলাম।’

‘ধন্যবাদ।’

‘ধেৎ, সবটা না শুনে কথা বলো কেন!’ এরপর সম্পূর্ণ নতুন একটা কথা বলল শার্লট, কোনও মেয়ে যা বলেনি। ‘অকস্মাৎ মন ভেঙে দিয়ে সরে যাবার লোক তুমি নও। কেন যেন মনে হয়েছে আমার, তোমার কাছে ঋণ শুধু আমার

বাড়বেই। তাই আগেভাগে কিছুটা শোধ দিতে চেয়েছিলাম, তা আর হলো না।'

রানা কিছু বলল না।

'কী, চুপ করে আছ যে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আমি আর কী বলতে পারি, বলো? উৎসাহ দিতে চেষ্টা করতে পারি বড়জোর। চেষ্টা করতে থাকো, এক সময় হয়তো মনে হবে দিতে পেরেছ। তবে এক সাথে এত বেশি আবার দিয়ে ফেল না যাতে সব ঋণ শোধ হয়ে যায়। রোজ দিয়ো, একটু একটু করে দিয়ো…'

ঝট্ করে মাথা তুলল শার্লট, চিমটি খেয়ে ব্যথায় উফ্ করে উঠল রানা। 'ভাবছ স্থায়ী একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেল, না? সে গুড়ে বালি, বুঝলে! ঋণ যখন শোধ হবারই নয়, সে চেষ্টা আর করব না বলে ঠিক করেছি।'

খুনসুটির পালা শেষ হলে ঘুমিয়ে পড়ল শার্লট। অন্ধকার ঘরে চোখ মেলে শুয়ে থাকল রানা, শার্লটের নিয়মিত নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনছে। এ-ধরনের ঘটনাগুলো পারস্পরিক সম্মতিতেই ঘটে, সেজন্যে কোনও পাপবোধ নেই ওর। কিন্তু আজ মনটা অস্থির হয়ে উঠছে – কী ধরনের বাস্টার্ড সে! আজ রাতে তারা ভারি চমৎকার প্রেম করল, অথচ কালই মেয়েটাকে ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দেবে! সত্যি বটে, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ঝুঁকিটা নিতে রাজি হয়েছে শার্লট, কিন্তু এ-কথাও তো সত্যি যে শার্লটের অংশগ্রহণ ছাড়া ধারণাটার জন্মই হত না। আশপাশে শার্লট রয়েছে বলেই প্ল্যানটা আসে মাথায়। এবং জানা ছিল, সব শুনে রাজি হবে শার্লট।

ঘুমন্ত মেয়েটার চুলে মুখ রেখে বিড়বিড় করে রানা বলল, 'তুমি সুন্দর, তুমি সাহসী, তুমি গুণী আর বিশ্বস্ত।' নিজেকে নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, আর স্বার্থপর মনে হলো ওর।

কিন্তু আইডিয়াটা শুনে মহা খাপ্পা হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, 'এ-ধরনের একটা অনুমতি কী করে দেব আমি, মি. রানা! মাই গড, ম্যান, কখনও যদি জানাজানি হয়ে যায় আমার পলিটিক্যাল লাইফ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে! তা ছাড়া, ঝুঁকিটার কথা ভেবেছেন? বিশেষ করে তরুণী মেয়েটাকে কীভাবে আমি এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে পাঠাব?'

প্রধানমন্ত্রী না থামা পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে চুপ করে থাকল রানা। তারপর শান্ত বিনয়ের সাথে বলল, 'মি. প্রাইমমিনিস্টার, আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্যটা বুঝতে ভুল হচ্ছে। ব্যাপারটা আমি আপনার কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে আসিনি। এসেছি আমরা কী করছি সেটা জানাতে। অনুমতি তো আগেই পেয়েছি, সিকিউরিটি কেবিনেটের মিটিঙে।'

'আপনি আমার অনুমতি নিতে আসেননি?'

'অবশ্যই না, মি. প্রাইমমিনিস্টার। কেন আমি আপনাকে এত বড় দায়িত্ব নিতে বলব? আমি শুধু জানাতে এসেছি প্ল্যানটা যদি সফল না হয় তা হলে একটা মেয়ে মারা যেতে পারে, সেই সাথে চারদিক থেকে আমারও নিন্দা করা হবে।'

'মেয়েটা, মি. রানা, সে কি ঝুঁকিটা নিতে রাজি হয়েছে?'

'স্বেচ্ছায়, মি. প্রাইমমিনিস্টার। সজ্ঞানে।'

'জোয়ান অভ আর্ক, রিয়েলি? বেশ। সে যদি সফল হয়, তার কথা কেউ আমরা ভুলব না।'

'কিন্তু সে যদি ব্যর্থ হয়?'

'আমার দায়িত্ব, মি. রানা, জীবিতদের প্রতি। যারা মৃত তাদের দায়িত্ব আমি ঐতিহাসিক আর কবিদের ওপর ছেড়ে দিই।'

দশ

অযথা দেরি করছে মোতিয়ের মেলিসা। বসন্তের শেষ, নতুন নতুন পোশাক সংগ্রহ করে তোলা হয়েছে ওয়ার্ডরোবে, কোথায় কোনটা পরে যাবে রীতিমত তার একটা তালিকা করা আছে মনের ভেতর। তবু বাছাইয়ের ছলে কখনও পিছিয়ে আসছে সে, কখনও ঝুঁকে ভেতরটা দেখছে, সারাক্ষণ হাসছে আপনমনে।

বেডরুমে এই আচরণটা একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে তার – যতক্ষণ পারা যায় বিবস্ত্র থাকা। অ্যামব্যাসাডর সাহেব জানেন না, তাঁর প্রতি এটা মোতিয়ের মেলিসার অতিরিক্ত সহানুভূতি। উদগ্র কামনা আর প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেই তো বুড়ো বয়েসে তরুণী মেয়েকে বিয়ে করে পুরুষরা। কিন্তু বিয়ে করার পর ইচ্ছের সাথে পাল্লা দিয়ে উপভোগ করা কী সম্ভব? শরীর বলে কথা, তার ক্ষয় তো আর মানুষের হাতে নয়। বেচারা গ্রিমানা! স্বামীর প্রতি দরদে মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল মোতিয়ের মেলিসার। কোনও সন্দেহ নেই, এটা তার প্রাপ্য। দেখে নিক, সাধ মিটুক, দুধের সাধ ঘোলে কিছুটা হলেও তো মেটে।

বিছানায় বসে আছেন অ্যামব্যাসাডর ডেভিড গ্রিমানা। স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। মোতিয়ের মেলিসা মোজা, জুতো আর স্কার্ফ পরে আছে। এ-ধরনের পার্টিতে যাবার সময় স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে থাকে, জানেন তিনি। বয়স কম, দোষ দেয়া যায় না। মনে মনে হাসলেন তিনি। জীবনে উপভোগ তো কম করেননি, এখন যা পাচ্ছেন সবই উপরি। ভাল করেই জানেন, সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে তাঁর। আর কয়েক বছর, তারপর নিজের গতিবিধি গোপন করতে শুরু করবে মেলিসা, তরুণ যুবকদের সাথে সময় কাটাবে। মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন তিনি।

'কাপড় পরবে না?' স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মেলিসা। 'দেরি হয়ে যাবে যে!'

'হোক না দেরি। সব পার্টিই তো একই রকম। সেই একই লোকজন...'

'কী বলছ! আজকেরটা ভারি ইন্টারেস্টিং, ভুলে গেছ? লস এঞ্জেলস থেকে ব্যালেরিনারা এসেছে...'

'মার্কিন ব্যালেরিনা – দূর!'

'বুঝি, রুশ মেয়েটাকে তুমি ভুলতে পারোনি। আচ্ছা, তাকে বাদ দিয়ে আমাকে তুমি বিয়ে করলে কেন বলো তো? তোমার কোনও ব্যাখ্যাই মনে ধরে না। এটা একটা রহস্য হয়েই থাকল।'

'সাবরিনা কি বেডরুমটাকে স্বর্গ বানাতে পারত?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন অ্যামব্যাসাডর।

'বেডরুমে আর কতক্ষণ থাকি আমরা, তুমি সুযোগ দিলে জীবনের সবটুকু সময় তোমাকে আমি স্বর্গে রাখতে পারি। চাকরি ছেড়ে দাও, চলো ফিরে যাই বেলজিয়ামে। শ্যাতো-য় থাকব আমরা, আমার ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে রোজ দেখা হবে। র‍্যাঞ্চে ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তুমি, গম ফলাবে ক্ষেতে...' এগিয়ে এসে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়াল সে, চুমো খেলো স্বামীর ভাঁজ খাওয়া কপালে। 'আর তোমার জীবন আমি ভরে দেব...'

'আর দু'বছর, মেলিসা ডারলিং, আর দু'বছর।'

'বেশ, তাই। নাও, এবার ওঠো...'

ফেয়ারওয়েল পার্টিটা কোথায় দেবেন তা নিয়ে অনেক দ্বিধায় ভুগেছেন চীফ অভ প্রটোকল সার উইলবার ফোর্ড। মাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বাদবাকি সবাই অ্যামব্যাসাডর, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে যাঁদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছে। প্রথমে এমন সব জায়গার কথা ভেবেছিলেন যেখানে নানা রকম সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে – হাউজ অভ লর্ডস, লন্ডনডেরি হাউজ, কার্লটন হাউজ টেরেসে গভর্নমেন্ট ডাইনিং রুম। কিন্তু ওগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়ে যায়। এরপর তিনি লন্ডনের ডাইনিং ক্লাব আর রেস্তোরাঁ সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। অনেকগুলো ক্লাবের সদস্য তিনি, যে-কোনও একটায় সান্ধ্য আসর বসতে পারে। কিন্তু ক্লাবও যেন ঠিক এই অনুষ্ঠানের উপযোগী নয়। আইডিয়াটা হঠাৎ করেই এল মাথায়। একটু না হয় ভালগার বলে মনে হবে, কিন্তু ক্ষতি কী যদি লন্ডন হিলটনের ছাদটা ভাড়া করা যায়? অনুষ্ঠানের সাথে জুড়ে দেয়া যায় খানিক নাচ গান? মঞ্চের কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করলেই হবে। বয়স হয়েছে, অবসর নিতে যাচ্ছেন, শেষ অনুষ্ঠানটা যদি একটু স্মরণীয় করে রাখা যায় তো মন্দ কী! এরপর সময় কাটবে অক্সফোর্ডে, মাস্টারী করে, তরল আনন্দ-স্ফূর্তির আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। যারা আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তাঁরা সবাই তাঁকে চেনেন, পনেরো জন অ্যামব্যাসাডর আর তাঁদের স্ত্রীরা – ফরাসী, জার্মান, বেলজিয়াম, ডেনিশ, ফিনিশ, সুইডিশ, ডাচ, ইটালিয়ান, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, আমেরিকান, জাপানিজ, ব্রাজিলিয়ান, নরওয়েজিয়ান আর আর্জেন্টেনিয়ান। সান্তা মোনিকা মডার্ন ব্যালে দল থেকে আসবে বিশ জন তরুণ-তরুণী। দারুণ মজার একটা পার্টি হতে যাচ্ছে।

মন খারাপ হবার মত একটা ঘটনাও অবশ্য ঘটেছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু'জন অফিসার আর তাদের স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে নিমন্ত্রণ করতে হয়েছে পার্টিতে। আরও দু'জনকে করতে হয়েছে – কোথাকার কোন্ এক ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ডিরেক্টর, মাসুদ রানা না কী যেন নাম, আর তার ফিয়াঁসেকে।

পরামর্শটা সরাসরি দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে আসায়, এড়িয়ে যেতে পারেননি সার উইলবার ফোর্ড। প্রাইমমিনিস্টারের ব্যক্তিগত লেটার প্যাডে লিখিত পরামর্শ। ব্যাপারটা মেনে নিলেও, মনে মনে তিনি ভয়ানক অসন্তুষ্ট বোধ করছেন। প্রাইভেট একটা পার্টিতে নীরস রুক্ষ চেহারার সিকিউরিটি অফিসাররা ঘুর ঘুর করবে, এ অসহ্য। তবু, সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য হবে পার্টিটা। অন্তত তাই তিনি আশা করছেন। এখন শুধু যদি থর্ন ফেলিনি ভাল রাঁধতে পারে।

'কী খেতে দেয়া হবে ধারণা করতে পারো, জন?' আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর জিজ্ঞেস করলেন স্বামীকে।

জন তাঁর স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। 'ওদের আমি ফোন করেছিলাম। ফেজন্ট পাচ্ছ।'

শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন অ্যামব্যাসাডর। 'আবার! চলতি হপ্তায় দু'বার হয়ে যাবে! আচ্ছা, তোমরা পুরুষরা তো একটা কাজই পারছ, দিনে দিনে মোটা হচ্ছ, তারপরও বেচারা পাখিগুলোকে রেহাই দিতে পার না? আজকাল এমন হয়েছে, যে-কোনও পার্টিতে যাও, কী দেখবে? – লালমুখ, টুইডের সুট, অদ্ভুতদর্শন হ্যাট, চর্বির ডিপো নিয়ে হোঁৎকা চেহারার পুরুষমানুষ, বাতিকগ্রস্ত মেয়েমানুষ – ছি, বিরক্তি ধরে গেছে।'

স্ত্রীর কানে ঠোঁট বুলালেন জন হপকিন্স। 'আর কি পান করছি, জানো? ক্লস দ্য ভোগত্।'

'এতক্ষণে বলছ!'

'প্রিয়তমা ভোগী নারী!'

'খাবারের সাথে ওয়াইন, এটা ইউরোপিয়ান অভ্যেস, জন। তোমরা মার্টিনি খেয়ে কী যে মজা পাও বুঝি না! খুঁটিয়ে দেখে তারপর বলো, কেমন লাগছে ড্রেসটা?' স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটু সরে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ঘুরলেন তিনি। লক্ষ করলেন, স্বামীর চোখে গর্ব আর আনন্দ ঝিক্ করে উঠল।

'জানি না প্রতিবার কীভাবে এটা সম্ভব হয় – কাঠামো আর চেহারার গুণ, নাকি পোশাকের কেরামতি? যখনই তুমি সাজো, একেবারে নতুন লাগে। ভাল কথা, আনকোরা নতুন এক নাতিকে দেখতে পাবে তুমি পার্টি থেকে ফিরেই। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আসছে।'

'কী!' আনন্দে দম বন্ধ হয়ে এল অ্যামব্যাসাডরের। 'আগে বলোনি কেন? নাতির জন্যে কেনাকাটা করতে হবে, ঘর সাজাতে হবে...' টেলিফোন বেজে উঠল। 'বোধহয় গাড়ি তৈরি হয়েছে।'

রিসিভার তুলে শুনলেন জন হপকিন্স, বললেন, 'ধন্যবাদ। এখুনি নামছি আমরা।' রিসিভার নামিয়ে রেখে স্ত্রীকে মিঙ্ক কোটটা পরতে সাহায্য করলেন। 'তোমাকে ঠিক এক মিলিয়ন ডলারের মত লাগছে দেখতে, মিসেস অ্যামব্যাসাডর।'

'কিন্তু আমি যাকে ভালবাসি, জন, তার দাম জানো? বিলিয়নস অ্যান্ড

বিলিয়নস ডলার!'

'কে গো সে? কে সে ভাগ্যবান?'

'বললে মনে রাখবে, কখনও ভুলবে না?'

'কথা দিচ্ছি, কক্ষনো ভুলব না।'

'আমার সামনে এই মুহূর্তে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি তাকে ভালবাসি। আমার স্বামীকে।'

'কক্ষনো ভুলব না,' কথা দিলেন জন হপকিন্স। হালকাভাবে স্ত্রীর চিবুক স্পর্শ করলেন।

এক এক করে সার উইলবার ফোর্ডের পার্টিতে আসতে শুরু করলেন অতিথিরা। হিলটনের গোটা রেস্তোরাঁ ভাড়া করেছেন তিনি, সংলগ্ন বার-টা সহ, দু'জায়গা থেকেই বহুদূর পর্যন্ত লন্ডনের ছাদ দেখা যায়।

প্রথমে এল স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার দু'জন, সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিন আর সার্জেন্ট পাওয়ার। দু'জনেই সদ্য ভাঁজ ভাঙা কালো ডিনার জ্যাকেট পরেছে।

'আপনার দয়া, আমাদের স্ত্রীদেরও নিমন্ত্রণ করেছেন,' বলল সুপারিন্টেনডেন্ট। 'তবে একটু স্বাধীনতা নিয়েছি আমরা, স্ত্রীদের বদলে সাথে নিয়েছি মহিলা পুলিশ। সময় মত পৌঁছে যাবে তারা। অতিথিরা আসার আগে চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে চাই।'

'আপনারা কোনও বিপদ আশঙ্কা করছেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন সার উইলবার ফোর্ড।

'না, মোটেও না, সার ফোর্ড। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এতগুলো মানুষ, তা-ও অরক্ষিত একটা জায়গায়, একটু সাবধান থাকা ভাল।'

'যদি আপত্তি না থাকে, আপনাদেরকে আমি, কেউ যদি প্রশ্ন করে, সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, সার ফোর্ড। আমরা সচেতন, এটা একটা প্রাইভেট ফাংশান। কোনওভাবেই নাক গলাব না। ভিড়ের মধ্যেও কীভাবে আড়ালে আবডালে থাকতে হয় তা আমরা জানি।'

দু'জন দু'জন করে অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। সদর দরজায় তাঁদের ওপর নজর রাখছে হোটেলের সিকিউরিটি অফিসাররা। খুব বেশি দিন আগের কথা নয় যে হোটেল কর্তৃপক্ষ ভুলে যাবে বোমা মেরে লবির একাংশ উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। লবির এক কোণে একটা এলিভেটর আলাদা করে রাখা হয়েছে, শুধু সার উইলবার ফোর্ডের আমন্ত্রিত অতিথিরা ব্যবহার করতে পারবেন।

রাশিয়ান অ্যামব্যাসাডরের সাথে তাঁর শোফার একেবারে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত এল। অ্যামব্যাসাডরের আগে সে-ই বেরুল এলিভেটর থেকে, চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে করিডরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল ভাল করে, তারপর ইশারায় বেরিয়ে আসতে বলল অ্যামব্যাসাডরকে।

ভিক্টর বোগনানোভিচ ছোটখাট মানুষ, মাথায় অল্প কিছু তুষার-ধবল চুল

আলবার্ট আইনস্টাইনের মত ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। সন্দেহ নেই, ইহুদি বিজ্ঞানীর সাথে তাঁর তুলনা করা হয়েছে শুনলে অসন্তুষ্ট হবেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও ছোটখাট, তবে শারীরিক গড়ন ভারি সুন্দর। সে একজন তাতার, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। তার হাঁটা দেখেই বোঝা যায়, মস্কো ব্যালে একাডেমিতে নাচ শিখেছে। আজ তার খুব ইচ্ছে মার্কিন ব্যালে শিল্পীদের সাথে আলাপ করবে।

'নীচে লবিতে অপেক্ষা করো তুমি,' অ্যামব্যাসাডর তাঁর শোফারকে বললেন। আবার এলিভেটরে চড়ার আগে বার আর রেস্তোরাঁর প্রবেশ পথটা ভুরু কুঁচকে দেখে নিল শোফার। অ্যামব্যাসাডর জানেন, অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত লবিতে বসে এলিভেটরের ওপর নজর রাখবে শোফার, হাত থাকবে টোকারেভ পিস্তলের কাছাকাছি। নিরাপত্তা জালের ভেতর অস্ত্রটা নিয়ে আসার জন্যে বিশেষ অনুমতি পেতে হয়েছে।

সস্ত্রীক জার্মান অ্যামব্যাসাডরের সাথে এল দু'জন শোফার। জার্মানরা কখনও বাদের-মেইনহফ-এর কথা ভোলে না। দু'জনেরই গুণ্ডাপাণ্ডাদের মত চেহারা, প্রবেশাধিকারের জন্যে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছে। একজনের হোলস্টারে ওয়ালথার পি পি, আরেকজনের বেল্টের নীচে মাউজার। হেড ওয়েটার দাঁড়িয়ে রয়েছে রেস্তোরাঁয় ওঠার লিফটের সামনে, অতিথিদের ডান দিকের পথ দেখিয়ে বারের দিকে যেতে বলছে সে, জার্মান শোফাররা তাকে চওড়া কাঁধের ধাক্কায় এক পাশে সরিয়ে দিল। দেয়ালের সাথে সেঁটে থাকতে হলো তাকে।

'এক্সকিউজ মি., প্লিজ,' প্রতিবাদের সুরে শুরু করলেও হেড ওয়েটারের কথায় কান দেয়া হলো না।

পশ্চিম জার্মানী অ্যামব্যাসাডর হের ওয়ালথার ট্রাগার, এবং তাঁর স্ত্রী, ছোট্ট করিডর ধরে এগিয়ে এলেন। বাঁক নিয়ে তাঁরা অদৃশ্য হবার পর হেড ওয়েটারকে ছেড়ে দেয়া হলো। বেচারা আগের জায়গায় ফিরে এসে কোট থেকে ময়লা ঝাড়ছে, টাইয়ের নট ঠিক করছে।

বারের দরজায় হোটেলের আন্ডার-ম্যানেজারকে সাথে নিয়ে অপেক্ষা করছে রেস্তোরাঁ ম্যানেজার। প্রত্যেকে তারা সদ্য আগত অতিথিদের উদ্দেশে মাথা নত করে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, যেন একই সুতোয় বাঁধা জোড়া পুতুল। হোটেলের আন্ডার-ম্যানেজার মহিলাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে ক্লোকরুমে, আর রেস্তোরাঁ ম্যানেজার লক্ষ রাখছে পুরুষ অতিথিদের দিকে।

হোটেলের সামনে উঠনে মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের গাড়িটা থামল। শোফারের পাশে বসা লোকটা মাইক্রোফোনে বলল, 'আমরা বেরুচ্ছি, জেম।'

'ঠিক আছে, জো। ফিশার আর জর্জ লবিতে। রাশিয়ান দৈত্যটা এলিভেটরের ওপর নজর রাখছে, আর দু'জন পশ্চিম জার্মান পাণ্ডা ব্যর্থ চেষ্টা করছে ফুলের টবের আড়ালে লুকাতে। সিকিউরিটির সাথে কথা হয়েছে, একবার হাত তুলো, গা চাপড়াবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। আউট।'

স্যালি হপকিন্স স্বামী জন হপকিন্সের দিকে তাকালেন। এ-ধরনের আনুষ্ঠানিকতা তাঁদের পছন্দ নয়, কিন্তু কী আর করা, দুনিয়ার সবখানে এখন রাজনৈতিক জীবন সতর্কতার বেড়াজালে বন্দী। অ্যামব্যাসাডর স্যালি হপকিন্স জানেন এই সতর্কতার নকশা তৈরি করা হয়েছে শুধু তাঁর প্রাণ নিরাপদ করার জন্যে নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার একটা উদ্দেশ্যও এর পিছনে কাজ করছে।

'ওকে, ম্যা'ম,' জো বলল। 'চলুন আমরা বেরুই।'

ড্রাইভার বেরিয়ে ডান দিকে মুখ করল। জো বেরিয়ে বাঁ দিকে। দু'জনেই পিছন দিকের দরজার কাছে ফিরে এল। জন হপকিন্স পিছনের একটা দরজা ভেতর থেকে খুললেন, কিন্তু বাইরে বেরুলেন না। আরেক দরজা দিয়ে বেরুলেন অ্যামব্যাসাডর, ইতিমধ্যে সেদিকে চলে এসেছে জো। জো আর ড্রাইভারের মাঝখানে তিনি, এবার গাড়ি থেকে বেরিয়ে জন হপকিন্স স্ত্রীর পিছনে চলে এলেন। সরু পথ ধরে লবির দিকে এগোল দলটা।

জেম ওদেরকে আসতে দেখল, পাশে দাঁড়ানো সিকিউরিটি অফিসারের কব্জিতে একটা টোকা দিল সে। সিকিউরিটি অফিসার, বিধিবদ্ধ নিয়ম লংঘন করে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল অতিথিদের।

ওখানে অপেক্ষা করছেন বেলজিয়ান অ্যামব্যাসাডর আর তাঁর স্ত্রী।

জেমের চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে মোতিয়ের মেলিসার দিকে তাকালেন স্যালি হপকিন্স। 'ওপরে গিয়ে কথা হবে,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। নিঃশব্দে হাসল মেলিসা, এলিভেটরের দরজা খুলে গেল, ছ'জনের সবাই ভেতরে ঢুকল। একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছুলেন জাপানী অ্যামব্যাসাডর আর তাঁর স্ত্রী। মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন তিনি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খানিকটা অমর্যাদাকর ভঙ্গিতে উঠে পড়লেন এলিভেটরে, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। একটা বোতাম টিপে আবার দরজা খুলল জেম। জাপানী অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রী, পুরোদস্তুর কিমোনো পরে আছে, এমন সাবলীল গতিতে ভেতরে ঢুকল, মনে হলো যেন পায়ে চাকা লাগানো আছে। তার অ্যামব্যাসাডর স্বামী চারদিকে তাকালেন, টি-পট আকৃতির অবয়বে নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল। 'গুদ ইবিনিং, এভরিবদি,' বললেন তিনি। ব্যঞ্জনবর্ণ ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলেও, তাঁর কথা বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

রেস্তোরাঁর ফ্লোরে এলিভেটর থেকে নামল সবাই। 'হ্যাভ এ নাইস ইভনিং, ম্যা'ম,' বলল জেম, ওয়েটারদের মধ্যে দুজন তার নিজের লোক দেখতে পেয়ে ভারি সন্তুষ্ট।

রানা আর শার্লট এল শার্লটের গাড়িতে করে। হোটেলের একজন প্রতিনিধি গাড়িটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সদর দরজার ডান দিকে পার্ক করে রাখল। 'নার্ভাস?' ভেতরে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। তবে সামলে নেব।' স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন ম্যাট্রনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো একটু তুলল সে, মহিলা তাকে চেক করল। হাতব্যাগটা খুলল শার্লট, ভেতরে তাকাল মহিলা – ওয়ালেট, লিপস্টিক, চিরুনি আর রুমাল

রয়েছে। 'ঠিক আছে, মিস,' বলল মহিলা, ঠোঁটে নির্লিপ্ত পেশাদারী হাসি। কয়েক পা এগিয়ে গেল শার্লট, তারপর থমকে দাঁড়াল। 'আয় হায়, আমার গ্লাস ফেলে এসেছি...'

হেসে ফেলল ম্যাট্রন। 'আমিও আপনার মত, আলগা হলে মাথাটার কথাও বোধহয় ভুলে যেতাম।'

রানার চেহারায় অস্বস্তি। 'বরং গিয়ে নিয়ে এসো,' বলল ও। 'তাড়াতাড়ি করবে। এমনিতেই আমরা দেরি করে ফেলেছি... '

শার্লটের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাট্রন, সে দৃষ্টিতে পুরুষদের প্রতি খানিকটা সকৌতুক নিন্দাও থাকল। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল শার্লট, খানিক পর আবার যখন ফিরে এল, হাতে চশমার খাপ। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে বলল ম্যাট্রন।

লবিতে অনেক লোক, অনেকেই তাদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের। ওরা কথা বলল না, তবে রানার একটা কনুই শক্ত করে চেপে ধরে থাকল শার্লট।

স্প্যানিশ আর ব্রাজিলিয়ান অ্যামব্যাসাডর এবং তাঁদের স্ত্রীদের সাথে টপ ফ্লোরে উঠে এল ওরা, দু'জন অ্যামব্যাসাডরই সারাক্ষণ কথা বলছেন।

বারের ভেতর অপেক্ষা করছিলেন স্যার উইলবার ফোর্ড। 'আপনারা আসতে পেরেছেন সেজন্যে আমি খুশি,' রানা আর শার্লটকে বললেন তিনি, খসখসে নিচু কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তে স্প্যানিশ ভাষায় উল্লাস প্রকাশ করলেন, জড়িয়ে ধরলেন স্প্যানিশ অ্যামব্যাসাডরকে।

শার্লটকে নিয়ে জানালার সামনে চলে এল রানা, নীচের পার্কের ওপর দিয়ে দূরে তাকাল। এত উঁচু থেকে গোটা পশ্চিম লন্ডন অবাধে দেখতে পেল ওরা। বহুদূরে সেন্ট জর্জেস হসপিটালকে খেলার মত লাগল। কুয়াশাহীন আশ্চর্য স্বচ্ছ রাত। তারা ভরা আকাশের নীচে কত রকমের আলো, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল শার্লট। রানার কনুইয়ে একটু চাপ দিয়ে আরও কাছে সরে এল সে। রানাকে খুব অল্প সময় হলো চেনে সে, কিন্তু ওর সাথে থাকলে সময়টা কী দারুণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। শার্লটের পিছনে কামরার ভেতর অনেক লোক, সবার ওপর একবার করে চোখ বুলাল ও। শ্যাম্পেনের ট্রে হাতে এদিক ওদিক আসা-যাওয়া করছে ওয়েটাররা। অতিথিরা সম্ভবত সবাই পৌঁছে গেছেন। দরজার কাছাকাছি আগের জায়গা থেকে সরে এসেছেন স্যার উইলবার ফোর্ড, এই মুহূর্তে মার্কিন, ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ান অ্যামব্যাসাডরের সাথে গল্প করছেন তিনি।

'স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক ছোকরা বারের শেষ মাথায় বসে আছে,' বলল রানা, শার্লট ছাড়া আর কেউ শুনতে পেল না। 'সাথে একটা মেয়ে – পুলিশ বলে মনে হয়। আরেকজন আমার বাঁ দিকে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, তার সাথের মেয়েটা পাউডার ব্লু ড্রেস পরে রয়েছে, গলায় গোল্ড ব্যান্ড। ভুল করেছে। কেউ যদি ওটা ধরে ফেলে, ওর কিছু করার থাকবে না।'

'আমাদেরকে যে শ্যাম্পেন দিয়ে গেল...'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা – আমেরিকান,' বলল রানা। 'সম্ভবত সি.আই.এ.। কী দেখে বুঝলে?'
'ওয়েটাররা বড়সড় কাফ-লিঙ্কস্ পরে না। তা ছাড়া, শার্টের বোতাম।'
'ঠিক। এরিয়ালটা নেমে গেছে ট্রাউজারের পায়া ধরে। তবে আমাদের ভুলও হতে পারে। হয়তো এরিয়ালই নেই। বোতামগুলো ট্র্যান্সমিটার, রেডিয়াস খুব বেশি হলে মাইলখানেক।'
'প্রশ্ন হলো, তোমার দেয়া ম্যাগনেট এ-ধরনের ট্র্যান্সমিটারকে অকেজো করতে পারবে কিনা।'
'পারবে,' আশ্বস্ত করল রানা।
'তবে ব্যবহার করব কিনা...'
'সে তোমার ইচ্ছে। শুরু করার পর যেটা ভাল মনে হয় সেটাই করবে। কেউ তোমাকে পরামর্শ দিতে পারবে না।'
জানালার পাশে দাঁড়ানো স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকটা হাঁটতে শুরু করল, এদিকেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু রানার দিকে তাকাচ্ছে না। একেবারে পাশে চলে এসে মৃদু কণ্ঠে বলল সে, 'গুড ইভনিং। আমাদের বোধহয় কখনও দেখা হয়নি। আমি পাওয়ার।'
'রানা।'
'ও, হ্যাঁ, মি. মাসুদ রানা। আমাদের বলা হয়েছে, আপনি এখানে থাকবেন।'
'ওয়েটার লোকটার কথাও কি বলা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওই যে ট্রে হাতে ফিরে যাচ্ছে?'
'না। ওকে আমি অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি।'
'ওর জ্যাকেটের বাঁ দিকে, অনেকটা নীচে।'
'ধন্যবাদ। সুপারের সাথে কথা বলছি আমি।'
'উচিত।'
'বাকি সব তা হলে ঠিক আছে, কী বলেন, মি. রানা?'
'তাই তো মনে হচ্ছে।'
'ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছি, মি. রানা। নাইস মীটিং ইউ।'
'এনজয় দা ফেজন্ট।'
দু'জনেই ওরা তাকে চলে যেতে দেখল। 'এবার বোধহয় আলাদা হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'দু'জনের দুটি পথ ওগো দু'টি দিকে গেছে বেঁকে...'
শার্লটের সাথে মাত্র আলাদা হয়েছে রানা, হুট করে কোত্থেকে একেবারে সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল মোতিয়ের মেলিসা। 'আমাদের পরিচয় হয়েছে বলে তো মনে হয় না, মি....?'
'রানা। মাসুদ রানা।'
'মোতিয়ের মেলিসা। আপনি মেক্সিকান, মি. রানা? না... চওড়া জুলফি আর গোঁফ কই! তা হলে কি ভারতীয়?' রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সে। 'কী এসে যায়! আপনি সুপুরুষ, আমি সুন্দরী,' রানাকে টানতে টানতে ভিড়ের মধ্যে

দিয়ে নিয়ে চলল সে, 'আর কিছু জানার দরকার আছে?' নিজের রসিকতায় নিজেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠে হেসে উঠল বেলজিয়ান অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রী। আরও তিন অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রীদের সাথে যোগ দিল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে রানা পিছন দিকে একবার তাকাল। যা ভেবেছিল তাই, অ্যামব্যাসাডরের ছোট একটা দল এরই মধ্যে শার্লটকেও ঘিরে ফেলেছে।

পরবর্তী আধঘণ্টা এক দল থেকে বেরিয়ে এসে আরেক দলে ভিড়ল রানা, ফ্রেঞ্চ, ডেনিশ আর ফিনিশ অ্যামব্যাসাডরদের স্ত্রীরা ওর পরিচয় জানল। ডেনিশ আর ফিনিশ দু'জনের সাথে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল ও, দু'জনেই অল্প কিছুদিন আগে প্যারিসে ছিল। জাপানী অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রী ইটালিয়ান ভাষা ভালই জানে, সে-ও বছরখানেক হলো রোম থেকে লন্ডনে এসেছে। পাইকারী হারে শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ হবার সাথে সাথে গুঞ্জনের মাত্রাও বাড়তে লাগল, যদিও কূটনৈতিক ভব্যতার সীমা কেউই লংঘন করল না। গর্বে এবং আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সার উইলবার ফোর্ডের চেহারা, অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর জানা আছে, কী কী লক্ষণ থাকলে বোঝা যায় সব দিক থেকে উপভোগ্য হতে যাচ্ছে একটা পার্টি। উপভোগের সমস্ত উপাদান এই পার্টিতে উপস্থিত। হিলটনকে বেছে নিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন তিনি। সরকারী অতিথিশালায় কেউই পুরোপুরি স্বস্তিবোধ করে না, আড়ষ্ট একটা ভাব থেকেই যায়। এখানে কূটনীতিকরা আছেন বটে, কিন্তু পরিবেশটা কূটনৈতিক হয়ে উঠতে পারেনি। মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিলেন তিনি, সার উইলবার ফোর্ড যদি ভাল একটা পার্টি দিতে না পারেন তো কে পারবে?

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন তিনি। আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ব্যালে শিল্পীরা। পনেরো মিনিট ঘোরাফেরা, তারপর দরজা পেরিয়ে পাশের কামরায় চলে যাবে সবাই।

টেবিল একটা সমস্যা হয়ে উঠেছিল। কাকে কোথায় বসাবেন। সবাই এক টেবিলে, নাকি দু'জনের জন্যে একটা করে আলাদা টেবিল? অথবা প্রতি টেবিলে ছ'জন করে? কিংবা আধুনিক পদ্ধতিটা ব্যবহার করবেন – একটা করে কোর্স শেষ হবে, সেই সাথে টেবিল বদল করবে অতিথিরা, যাতে সবাই সবার সাথে একবার করে বসতে পারে? কিন্তু তাতে ঝামেলা খুব বেশি, ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে নিজস্ব একটা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তিনি। ধারণাটা এক অর্থে রীতিমত বৈপ্লবিক, আরেক অর্থে রক্ষণশীল। ষড়ভূজাকার একটা টেবিল বেছে নিয়েছেন। এবং, জন হপকিন্সের বিশেষ অনুরোধে, স্বামীদেরকে তিনি স্ত্রীদের সাথে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা যে কারও কারও মনঃপুত হবে না, তিনি জানেন। সিনর গাম ইদানীং ইবিকার সাথে প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও বলেন না। আর ফবার্ট অডেন, ফ্রেঞ্চ অ্যামব্যাসাডর, স্ত্রীর সাথে তো এক কামরায় থাকতেও পছন্দ করেন না।

সার উইলবার সমস্যার সমাধান করেছেন নিজের রুচি মত। নরওয়েজিয়ান অ্যামব্যাসাডরের পাশে ইবিকার বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাপানী অ্যামব্যাসাডরের পাশে বসবে ফ্রেঞ্চ অ্যামব্যাসাডরের স্ত্রী। কুবোটা ইয়াকোমো

সারাক্ষণ বক বক করবেন, আর ফনতাইনি যত পারে খিল খিল করবে।

মার্কিন দূতের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শার্লট। 'এক্সকিউজ মি,' স্যালি হপকিন্সের কানের কাছে ফিসফিস করল সে, 'আপনার নেকলেসের হুক মনে হয় খুলে গেছে...'

ঝট্ করে গলায় উঠে গেল অ্যামব্যাসাডরের হাত। 'ওহ্ হেভেন্স!' বলল্লেন তিনি। 'অনেক দিন থেকে ঢিল হয়ে আছে এটা। করি করি করেও ঠিক করানো হয়নি।'

'আমাকে দিন, লাগিয়ে দিই?'

'যদি কিছু মনে না করেন, প্লিজ।' কাছাকাছি একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন অ্যামব্যাসাডর।

তার পিছনে এসে দাঁড়াল শার্লট, স্যালি হপকিন্সের গলার দু'পাশে রাখল হাত দুটো, তারপর একটু ওপরে টেনে তুলল নেকলেসটা। খানিক দূরে একটা দলের সাথে রয়েছেন জন হপকিন্স, এদিকেই তাকিয়ে আছেন। স্যালি তাঁকে বললেন, 'আবার সেই হুকটা – খুলে গেছে। মিস শার্লট লাগিয়ে দিচ্ছেন।' জন হপকিন্স মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রথম অফিসার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় অফিসার আবার ফিরে গেছে বারের কাছে। মহিলা পুলিশরা দু'জনেই তাদের সাথে। ওয়েটার লোকটা, বারের পিছনে দাঁড়িয়ে গ্লাসে শ্যাম্পেন ভরছে। আর রানা দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের স্বামীর পাশে।

নেকলেস নয়, গলার চারদিকে ঠাণ্ডা একটা চেইনের স্পর্শ অনুভব করলেন স্যালি হপকিন্স। 'কী ব্যাপার...!' অনুভব করলেন, ভারি কী একটা জিনিস তাঁর গলার সাথে চেপে রয়েছে। পরমুহূর্তে চেইনটা গলায় এঁটে বসল, যদিও নিঃশ্বাস ফেলতে কোনও কষ্ট হলো না।

চোখ নামিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালেন তিনি। গলা থেকে ঝুলছে, দেখেই চিনতে পারলেন। অবশ হয়ে গেল শরীর, সমস্ত আওয়াজ আটকে গেল গলার ভেতর। তাঁর পিছন থেকে উঠে এল শার্লটের হাত, ডান দিকে সরে গেল। স্যালি হপকিন্সের মনে হলো, সব কিছু স্লো মোশনে ঘটছে। শার্লটের আঙুল গ্রেনেডটার রিঙে গলানো রয়েছে, রিঙের ভেতর থেকে একটা পিন খুলে নিল সে, লম্বায় এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ।

অপর হাতে গ্রেনেডের লিভার ধরে আছে শার্লট, লিভারের পথটা গ্রেনেডের নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'নড়বেন না,' বলল সে। 'এটা একটা গ্রেনেড, আমার হাত থেকে পড়ে গেলে চার সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত হবে। আপনার ঘাড়ের পিছনে লক করা হয়েছে চেইনটা, সাথে চাবি নেই।'

'জন!' স্যালি চিৎকার করলেন।

কামরার ভেতর সমস্ত শব্দ থেমে গেল। সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের দিকে।

এগারো

প্রথম কথা বলল স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেনডেন্ট, জোরাল গলার স্পষ্ট উচ্চারণ সবাই পরিষ্কার শুনতে পেল, 'কেউ নড়বেন না। মেয়েটার হাতে ওটা একটা প্রাইম্‌ড্ গ্রেনেড। ব্রিটিশ পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপার আমি কেলভিন। ফর গডস সেক, কেউ কিছু করবেন না। যে যেখানে আছেন সেখানেই বসে পড়ুন। ঠিক যেখানে আছেন।'

অ্যামব্যাসাডরের স্বামীকে ইঙ্গিত করল শার্লট, বলল, 'একটা চেয়ার নিয়ে আসুন, মি. হপকিন্স। এখানে এসে আপনার স্ত্রীর পাশে বসুন। সামনের দিকে মুখ করে বসবেন। আপনি তাঁর হাত ধরতে পারেন।'

তাড়াতাড়ি হালকা একটা চেয়ার নিয়ে চলে এলেন জন হপকিন্স, স্ত্রীর পাশে চেয়ারটা ফেলে বসে পড়লেন। দু'জোড়া হাত পরস্পরকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, স্যালি,' স্ত্রীকে বললেন তিনি।

ঠাণ্ডা চোখে সুপারের দিকে তাকাল শার্লট। 'গ্রেনেড সম্পর্কে বলুন ওদের, মি. কেলভিন,' কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড শার্লটের দিকে তাকিয়ে থাকল সুপারিন্টেনডেন্ট। 'আপনার খুব সাহস, মিস,' বলল সে। 'আপনাদের সংগঠনের নাম?'

'ওসব বাজে মতলব ছাড়ুন!' শার্লট বলল। 'গ্রেনেড সম্পর্কে বলুন ওদেরকে। কেউ যদি পিছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কী হবে বুঝতে পারছেন না? সবাইকে জানান।'

গলা পরিষ্কার করে সবার দিকে ফিরল সুপার। 'দয়া করে সবাই আপনারা মন দিয়ে শুনুন। আমেরিকান অ্যামব্যাসাডরের গলায় ওটা একটা গ্রেনেড, সম্ভবত সাথে চার সেকেন্ডের ফিউজ রয়েছে। লিভারটা যতক্ষণ নীচে ধরে রাখা হবে, ওটা ফাটবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, ভদ্রমহিলা আঙুল দিয়ে টেনে রেখেছেন লিভারটা। ওখানেই ওটা থাকে, একটা পিন আটকে রাখে ওটাকে। এখন, এমন যদি কিছু ঘটে, ধরুন, ভদ্রমহিলা গ্রেনেডটা ছেড়ে দিলেন বা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হলো, লিভারটা ওপরে উঠে যাবে, তাই না? কারণ পিনটা আগেই উনি খুলে ফেলেছেন। লিভারটা উঠে যাবার সাথে সাথে, মাত্র চার সেকেন্ড পর, বিস্ফোরিত হবে গ্রেনেড। চার সেকেন্ড খুব কম সময়, কেউ আমরা এই কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না।'

বিশাল একটা ঢোক গিললেন স্যালি হপকিন্স, মনে হলো নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'শান্ত হও, স্যালি,' তাঁর হাত শক্ত করে চেপে ধরে অভয় দিলেন স্বামী।

'আমি শান্তই আছি, জন। দুঃস্বপ্ন দেখছি, তাই না? বলো, এটা একটা দুঃস্বপ্ন।'

'হ্যাঁ, স্যালি, দুঃস্বপ্ন তো বটেই। কিন্তু তবু জানি, কেউ আমরা ঘুমিয়ে

নেই। যাই ঘটুক, স্যালি ডার্লিং, তোমার পাশে আছি আমি। সব সময় তোমার পাশে...'

গাড়ির সামনের সিটে বসে সিগারেট ফুঁকছে জো, পার্টি থেকে ভেসে আসা ভোঁতা গুঞ্জন শুনতে পেলেও সেদিকে তার মন নেই। অ্যামব্যাসাডরের চিৎকারটা কানে ঢুকতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল সিগারেট। মাইক্রোফোনের রিসিভার রয়েছে দু'কানে, এক মাইলের মধ্যে যেখানেই থাকুক সে কামরাটার সমস্ত শব্দ শুনতে পাবে। গাড়িটা বেন্টলি, ছাদে লাগানো এরিয়ালের সাহায্যে ধরা হচ্ছে শব্দগুলো, পাঠানো হচ্ছে রিসিভারে একটা ক্যাসেটের সাহায্যে। ঝটকা মেরে বোতাম টিপল জো, ক্যাসেট থেকে বেরিয়ে এল চিৎকার-পরবর্তী নিস্তব্ধতা, পরমুহূর্তে শোনা গেল জেমের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'স্নোবল, জো! স্নোবল!' অর্থাৎ অ্যামব্যাসাডরের জীবন বিপন্ন অথচ তার কিছু করার নেই।

এরপর স্পেশাল ব্রাঞ্চ সুপারিন্টেডেন্টের কণ্ঠস্বর পেল জো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল কেন জেমের কিছু করার নেই। শুধু তার কেন, কারুরই কিছু করার নেই। ফোনের রিসিভার তুলে অপেক্ষা করল সে, রেডিও হয়ে ভেসে এল দূতাবাস অপারেটরের কণ্ঠস্বর।

'স্নোবল,' বলল জো। 'সরাসরি সাত নম্বর লাইন দাও। অন্যান্য সব লাইন খালি রাখো। এবার ভাল করে শোনো – কোড এ ফর আলফা অ্যালার্ট, রিপিট কোড এ ফর আলফা অ্যালার্ট। গো টু ইট।'

কোড এ ফর আলফা অ্যালার্ট:

১। প্রেসিডেন্টকে জানাও।
২। হেড অভ সিকিউরিটি এড নিকলসকে সতর্ক করো।
৩। লন্ডনের সব ক'টা এফ.বি.আই.আর.সি.আই.এ. ইউনিটকে খবর দাও।
৪। ঘটনাস্থলে রেডিও নেট অ্যাকটিভেট করো।
৫। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট (ক্রাইম) কমিশনারকে খবর দাও।

নির্দেশগুলো একটা প্লাস্টিক কার্ডে লেখা রয়েছে, কে যেন নির্দেশগুলোর নীচে আঁকাবাঁকা অক্ষরে পেন্সিল দিয়ে লিখেছে, 'তারপর হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসো!'

ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল অপারেটর। অপরপ্রান্তে রিসিভার তোলা হতে সে বলল, 'ন্যান্সি, আমার ফিরতে দেরি হবে। এখানে সংকট দেখা দিয়েছে। আমি আবার ফোন করব। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। তুমিও জেগে থেকো না। ফিরতে আমার ভোর হয়ে যেতে পারে।'

ছেলে আর ছেলে-বউয়ের সাথে লিঙ্কন'স ইনে ডিনার খেতে যাচ্ছিলেন

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ক্রাইম), টেলিফোনে প্রথম মেসেজটা পেলেন তিনি। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার এক পাশে থামলেন, দ্বিতীয় কলের জন্যে অপেক্ষা করছেন। 'খারাপ জানি, কিন্তু কতটা খারাপ?' দ্বিতীয় মেসেজটা চীফ সুপারিন্টেনডেন্ট ওয়েনরাইটের কাছ থেকে পেলেন তিনি, তার সাথেই কথা বলছেন। 'আরেকটা কথা, এটা তো আমেরিকা নয়, ইংল্যান্ড, কিছু ঘটলে ওরা কীভাবে আগে খবর দেয় বলতে পারো? খবরটা আমি পেয়েছি এক মিনিট ষোলো সেকেন্ড আগে ওদের দূতাবাস থেকে। হিলটনের দিকে যাচ্ছি আমি। ওখানে তোমার সাথে দেখা হবে।'

শার্লটের নির্দেশে কামরায় উপস্থিত সবাই দূরে সরে গিয়ে চেয়ারে বসেছে, দেয়ালের দিকে মুখ করে। পরিবেশটা এখনও তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, কেউ তার নির্দেশ অমান্য করছে না। এবার ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল সে। লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে এসে অ্যামব্যাসাডরের সামনে দাঁড়াল।

বলল, 'টেক ইট ইজি, ম্যা'ম। এরও একটা শেষ আছে।'

দুর্বল হাসি দেখা গেল অ্যামব্যাসাডরের ঠোঁটে, একটা হাত তুলে ওয়েটারের কব্জি স্পর্শ করলেন তিনি। 'ধন্যবাদ,' মৃদু, শুকনো গলায় বললেন। 'বোকার মত কেউ কিছু না করলেই হয় এখন। আমি তো বেশ ভালই আছি!'

শার্লটের দিকে তাকাল ওয়েটার। 'আমাকে কিছু বলবেন, ম্যা'ম? কোনও ভয় নেই, একটা মীমাংসায় নিশ্চয়ই পৌঁছুতে পারবেন।'

'খুব রসিক মানুষ দেখছি!' নার্ভাস একটু হাসল শার্লট 'যে-জন্যে ডেকেছি। আপনার অস্ত্রটা।'

চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে জ্যাকেটের ভেতরের পকেট থেকে ভারি কোল্ট পয়েন্ট ফরটিফাইভটা বের করল ওয়েটার।

'আমার হাত-ব্যাগে রাখুন,' বলল শার্লট, ব্যাগটা বাঁ হাতে বাড়িয়ে দিল ওয়েটারের দিকে। সাবধানে, অস্ত্রটা উল্টো করে ধরে, ব্যাগের ভেতর রাখল ওয়েটার, তারপর বন্ধ করে দিল ব্যাগের মুখ। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার শার্টের ওপরের দুটো বোতাম মুঠোর মধ্যে ধরে টান দিল শার্লট। বোতামগুলো কালো, একেকটা ডায়ামিটারে আধ ইঞ্চি।

ঝড়ের বেগে কাজ করছে ওয়েটারের মাথা। ব্যাগটা তার হাতে, ফলে মেয়েটার বাঁ হাত খালি হয়ে গেছে। এখন যদি সে মেয়েটার গ্রেনেড ধরা ডান হাত চেপে ধরে, একই সাথে ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার কানের পাশে বেমক্কা একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়, ঝট্ করে ধরে ফেলে লিভারটা...।

তার চোখ দেখে মনের ভাব বুঝে ফেলল শার্লট। অ্যামব্যাসাডরও টের পেলেন।

'বোকামি কোরো না,' স্যালি হপকিন্স বললেন। 'কামরা ভর্তি নিরীহ লোকজন, তোমার কি মাথা খারাপ হলো! এখন সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব, তারপর আলোচনা শুরু হলে...' তিনি জানেন, শার্লট এই মুহূর্তে যেটা মুঠোর ভেতর ধরে আছে সেটা একটা মাইক্রোফোন, এখানকার

প্রতিটি শব্দ আমেরিকান রেডিও আর টিভি নেটওয়র্কে সময়মত পৌঁছে যাবে। রিপাবলিকান পার্টির সভায় অভিযোগ করা হবে অ্যামব্যাসাডর কমিউনিস্ট আর টেরোরিস্টদের সাথে নরম আচরণ করেছেন। কিন্তু এ-সব এখন আর তিনি গ্রাহ্য করেন না। এরকম পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় কী? আলোচনাতেও সম্মতি আছে তাঁর। অবশ্যই তিনি টেরোরিস্টদের সাথে একটা আপোষে আসতে চেষ্টা করবেন। হঠাৎ করে গর্ব অনুভব করলেন তিনি। জীবনের একটা চরম পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল তাঁকে, তিনি উতরে গেছেন। ভয় পেয়েছেন, বটে, কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি। আর ভয়টা এখন প্রায় নেই বললেই চলে। স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েটার দিকে ফিরলেন তিনি। মিস শার্লট। এই নামই তো? সিভিল সার্ভিসে চাকরি করে বোধহয়, কিংবা…। 'মিস শার্লট,' বললেন তিনি, তাঁর কণ্ঠস্বর দৃঢ় এবং স্পষ্ট। 'আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার অ্যামব্যাসাডর। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট আমাকে নির্বাচিত করেছেন এখানে আপনাদের দেশে। সন্দেহ নেই সে-জন্যেই আপনি আমাকে জিম্মি হিসেবে বেছে নিয়েছেন।'

'সংক্ষেপে, মিসেস হপকিন্স, সংক্ষেপে।'

'আমার স্বামী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন না, তাঁর কোনও অফিশিয়াল স্ট্যাটাস নেই, যদিও আমাদের পরিবারের কর্তা তিনি। আপনি কি তাঁকে আর সবার সাথে কামরার ওদিকে, দেয়ালের কাছে যাবার অনুমতি দেবেন? আমাদের একাধিক নাতি-নাতনি আছে, যারা এখনও জানে না মানুষ হিসেবে তাদের দাদু কত ভাল…'

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, আবেগে গলা বুজে এল শার্লটের। ভদ্রমহিলার সাহস লক্ষ করে শ্রদ্ধা বোধ করল সে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই, মিসেস হপকিন্স।'

'আমি যাব না,' জন হপকিন্স দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'আমার জন্যে নয়, জন। এমনকী তোমার জন্যেও নয়। কিন্তু বাচ্চাদের কথা ভাববে না তুমি? ভুলে গেছ?'

দু'জনের মধ্যে রীতিমত একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে। বাধ্য না হলে কখনও একই প্লেনে চড়বেন না তাঁরা। দু'আউন্সের বেশি ওয়াইন খেলে গাড়ি চালাবেন না। প্রতি বছর মেডিকেল চেক-আপ করাবেন।

'ঠিক আছে, স্যালি – আমি ভুলিনি।' উঠে দাঁড়ালেন জন হপকিন্স। 'তুমি কে আমি জানি না, লেডি, জানি না কী ছাই সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছ, তবে একটা কথা জানি। আমার স্যালির যদি কোনওভাবে কোনও ক্ষতি করো, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। খুঁজে বের করব এবং খুন করব। শুনলে তো?' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, উঁচু করলেন কাঁধ জোড়া, সোজা হেঁটে গেলেন দেয়ালের দিকে। হালকা একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসা লোকগুলোর কাছাকাছি ফেললেন সেটা, বসলেন স্যালি হপকিন্সের দিকে ফিরে।

হাতঘড়ি দেখল শার্লট। এরইমধ্যে গ্রেনেড ধরা হাতটা ভারি লাগতে শুরু করেছে। অ্যামব্যাসাডরের গলায় গ্রেনেড ধরার পর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলেছিল রানা। 'হ্যাঁ, শুরু করা যাক,' ওয়েটারকে বলল সে। 'বোতামগুলো আসলে মাইক্রোফোন, তাই না?'

জেম মাথা ঝাঁকাল।

'বাইরে একটা গাড়ি আছে, সেখানে এটার সাহায্যে মেসেজ পাঠানো যায়?'

'হ্যাঁ। নিখুঁত কাজ করে, আমরা টেস্ট করেছি।'

'ধন্যবাদ। অ্যাটেনশন, আমি শুরু করছি। আমার নাম মেরী শার্লট। পাঁচ মিনিট আগেও আমি ছিলাম ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট। ফিলিস্তিনীদের প্রতি আমার ঘৃণা আজকের নয়। বৈরুত থেকে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আবার তারা গোপনে ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে। এ-ব্যাপারে ইসরায়েল কী করছে বা করতে পারছে সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমি নিজে কী করতে পারি সেটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে, বৈরুত থেকে শেষ ফিলিস্তিনী গেরিলাটি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আমি থামব না। দুটো দাবি আছে আমার। এক, ব্রিক্সটন কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে এখানে আনতে হবে পায়েলা শাহারকে। সময়-সীমা বেঁধে দেয়া হলো, এখন থেকে ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার দ্বিতীয় দাবি – ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা প্লেন চাই। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরা থাকতে হবে, যেন কোথাও না থেমে তিন হাজার মাইল যেতে পারে শুধু ফ্লাইট ক্রু থাকবে, আর একজন কেবিন স্টাফ। এখন থেকে ঠিক নব্বুই মিনিট পর হিথরো থেকে টেক-অফ করবে।'

মাইক্রোফোনটা থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো গ্রসভেনর স্কয়ারে মার্কিন দূতাবাসের ছাদে রাখা শক্তিশালী রিসিভারে ধরা পড়ল, সেখান থেকে মেসেজটা পাঠিয়ে দেয়া হলো হোয়াইট হাউস ওয়াশিংটনে, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে, এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে।

তারে এবং বেতারে অনর্গল প্রশ্ন তোলা হলো। কে এই মেরী শার্লট? কাদের প্রতি অনুগত সে? আরও গুরুত্বপূর্ণ, তার মানসিক অবস্থা কী রকম? সে কি মরতে রাজি আছে? প্রয়োজনে ছেড়ে দেবে লিভারটা?

ভাগ্যক্রমে নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসে তখনও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার, সরাসরি তাঁর সাথেই কথা হলো প্রধানমন্ত্রীর, 'মেয়েটাকে বের করুন, পায়েলা শাহারকে। ব্রিক্সটন থেকে হিলটন খুব বেশি দূর নয়, তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিন।'

'লবিটা খালি করছি, মি. প্রাইমমিনিস্টার, এলিভেটরের কাছাকাছি কাউকে যেতে দিচ্ছি না…'

'গুড।'

'পার্কে আমার স্নাইপার আছে, কিন্তু দূরত্ব কম নয়…'

'ভুলে যান। চিন্তা পর্যন্ত করবেন না।'

'বাট, মি. প্রাইমমিনিস্টার, উইথ রেসপেক্ট, উই মাস্ট ডু সামথিং…'

'কমিশনার, ভুলে যান। আমাদের কারও কিছু করার নেই।'

'কিন্তু, মি. প্রাইমমিনিস্টার, এটা ঘটতে দিলে ভবিষ্যতে রাজনীতিকদের নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না!'

'নষ্ট করার মত সময় আছে কী, কমিশনার? সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। সময়সীমার মধ্যেই মেয়েটাকে হিলটনে হাজির করা হবে। নব্বুই মিনিটের আগেই টেক-অফের জন্যে তৈরি রাখতে হবে প্লেন। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, দু-মুখো যোগাযোগ করতে হবে মেরী শার্লটের সাথে। হিলটনের ছাদে নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে। চেষ্টা করে দেখুন লাইন পাওয়া যায় কিনা...'

দু'সারি চেয়ার, দ্বিতীয়টায় দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে রয়েছে রানা, পাশের চেয়ারে বসেছেন স্যার উইলবার ফোর্ড, ওর দিকে মুখ করে, মাথা ধরে আছেন দু'হাতে। মনে হলো নিঃশব্দে কাঁদছেন। রানার আরেক দিকে বসেছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের সার্জেন্ট পাওয়ার, ভেতরের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে কোলের ওপর রেখেছে সে। পুলিশ ওয়েবলি স্পেশাল, পয়েন্ট থারটি-এইট।

'ওটা সরান,' নিচু গলায় হিস হিস করে উঠল রানা।

চোখ তুলে কটমট করে তাকাল সার্জেন্ট, তারপর কী মনে করে কাঁধ ঝাঁকাল, কোমরে গুঁজে রাখল অস্ত্রটা।

রানার সামনের চেয়ারটায় বসেছে মোতিয়ের মেলিসা, খানিক পরপরই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখছে সে, চোখে উত্তেজনা আর কৌতূহল। 'যে যাই বলুক, সার উইলবার,' ফিসফিস করে বলল সে, 'আপনার পার্টিতে বৈচিত্র্যের কোনও অভাব নেই। এমব্যাসী পার্টি সাধারণত একঘেয়ে হয়...'

'অ্যাই, চুপ করো!' তার স্বামী ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, চোখাচোখি হতেই দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল শার্লট।

'আপনি তাকে এনেছেন!' সার উইলবার ফোর্ড হঠাৎ বিষোদগার করলেন। 'সব দোষ আপনার! এর জন্যে আপনাকে ভুগতে হবে!'

হ্যাঁ, ভাবল রানা, সে-ই শার্লটকে এনেছে। ঠেলে দিয়েছে বেচারিকে বিপদের মুখে। সেই পুরনো দ্বন্দ্ব। এত বড় ঝুঁকি নেয়ার পর অবশেষে লাভ কিছু হবে কী?

অনেক সময় হিসেব সঠিক হয় না। ওরা যদি সফল হয়, সবাই বলবে কাজটা যুক্তিসঙ্গতই ছিল। কিন্তু ব্যর্থ হলে সমস্ত দায় ওদের ঘাড়ে চাপবে, মাশুল তো দিতে হবেই।

কিন্তু আর কিছু করারও তো ছিল না। সম্ভাব্য কোনও বিকল্প থাকলে এ-পথে কে পা বাড়াতে যায়?

শার্লটের কাছ থেকে বারো ফুট দূরে একটা টেলিফোন রয়েছে, নিস্তব্ধ কামরায় বেলের আওয়াজ বিস্ফোরণের মত শোনাল। 'রিসিভার তুলুন,' সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিনকে নির্দেশ দিল সে। সি.আই.এ. এজেন্ট কার্পেটের

ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, অ্যামব্যাসাডরের হাত ধরে বসে আছে সে। স্যালি হপকিন্স বাল্যস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন নিজেকে, বিপদ আর উদ্বেগের সময় কিছুক্ষণের জন্যে পালিয়ে থাকার এই কৌশলটা অনেক দিন থেকে ব্যবহার করছেন তিনি। কিশোরী স্যালিকে দেখতে পাচ্ছেন অ্যামব্যাসাডর, সেইল বোট নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছে।

ফোন করেছেন পুলিশ কমিশনার।

দ্রুত, সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল সুপারিন্টেনডেন্ট, তারপর ফোনটা সাথে করে নিয়ে এল শার্লটের কাছে। 'পুলিশ কমিশনার,' বলল সে।

রিসিভার নিয়ে কানে ঠেকাল শার্লট। 'মেরী শার্লট।'

পুলিশ কমিশনার আবার নিজের পরিচয় দিলেন। 'এবার, মিস শার্লট, ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবুন,' বললেন তিনি। 'শুধু অন্যের নয়, নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে আনছেন আপনি! যা হবার হয়েছে, অ্যামব্যাসাডরকে ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করুন। আমি কথা দিচ্ছি...'

'ঠিক বলেছেন, ড্যাডি,' খিলখিল করে হেসে উঠল শার্লট। 'আপনার হুকুম শিরোধার্য!' সুপারিন্টেডেন্টকে রিসিভারটা ফেরত দিল সে। কেলভিনও ঝুঁকি নেবে কিনা ভাবছিল। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? তার মনের কথা বুঝতে পেরে এরই মধ্যে মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রকাশ করেছে সি.আই.এ. এজেন্ট। শার্লটও সেটা লক্ষ করেছে। আরও লক্ষ করেছে, আগের চেয়ে ওর খানিক কাছাকাছি সরে এসেছে ওয়েটার লোকটা, আগে ধরে ছিল অ্যামব্যাসাডরের কব্জি, এখন ধরে আছে কনুইয়ের ওপরটা। শার্লট নিজের হাতটা ওপরে তুলে নিজের দিকে খানিকটা টেনে আনল, অ্যামব্যাসাডরের ঘাড়ের পিছনে চলে এল গ্রেনেড, শিরদাঁড়ার মাথায়। চেইনের তালাটা পিতলের, এখন সেটা সি.আই.এ. এজেন্টের মুখের সামনে। এক হাতে ব্যাগের মুখ খুলল শার্লট, ভেতরটা হাতড়ে ম্যাগনেটটা ধরল, ট্র্যান্সমিটিং মাইক্রোফোনের গায়ে ঠেকাল সেটা। যারা শুনছিল, ক্লিক আওয়াজটা পরিষ্কার বাজল তাদের কানে, পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল মাইক্রোফোন।

কীভাবে কী করা হবে তা নিয়ে রানার সাথে বহু বার আলোচনা হয়েছে শার্লটের। দু'জনেই একমত ছিল, ফুল-প্রুফ একটা কিছু হতে হবে। যেভাবে হোক একজন মানুষকে জিম্মি রাখা দরকার। গ্রেনেড আর চেইন শার্লটের আইডিয়া। সবাই দেখতে পাবে, এবং জানবে দ্রুত সরানো সম্ভব নয়। ধরে রাখার জন্যে দক্ষতার দরকার নেই, লক্ষ্যস্থির করার ঝামেলা থাকবে না। রাইফেল বা পিস্তলের চেয়ে গ্রেনেডকে মানুষ অনেক বেশি ভয় পায়।

সন্দেহ নেই, বিভিন্ন ফোর্সের স্নাইপাররা হিলটনের বাইরে, আশপাশের ছাদে পজিশন নিয়েছে। মেসেজটা যদি ঠিকমত না বোঝে তারা, তা হলে বিপদ ঘটতে পারে। তাদের কেউ যদি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে শার্লটকে গুলি করে বসে, সে গুলি ফিরিয়ে নেয়ার উপায় থাকবে না। ঝুঁকিটা এখানেই সবচেয়ে বেশি।

কিংবা সে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার শার্লটের কাছে হেঁটে এল সুপারিন্টেনডেন্ট। 'পায়েলা শাহার রওনা হয়ে গেছে,' বলল সে। 'একটা পুলিশ

কার ব্রিক্সটন কারাগার থেকে নিয়ে আসছে তাকে। গাড়ি থেকে নামিয়ে নীচের লবিতে বসানো হবে তাকে, তারপর আপনার নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা। তবে, মিস শার্লট, এখনও সময় আছে সারেন্ডার করার। পায়েলা শাহারকে যারা জেরা করেছে তাদের মধ্যে আমিও একজন। জঘন্য একটা চরিত্র, আমার মেয়েকে তার সাথে আমি পাঁচ পা-ও হাঁটতে দেব না...'

'আমি কমিশনার বা আপনার মেয়ে নই, সুপারিন্টেনডেন্ট। টেলিফোনটা এখানে নিয়ে আসুন, যান। তারপর এখানে বসুন, আর একটাও কথা বলবেন না।'

প্রথম খবর পেল বি.বি.সি. রেডিও, সাথে সাথে একজন রিপোর্টার ছুটে এল হিলটনে। এসে দেখে চারদিকে মহা শোরগোল। কেউ কিছু জানে না, আবার সবাই সব কিছু জানে। নাইট ম্যানেজার বাদে লবিতে কোনও লোকজন নেই, কাউকে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না। নাইট ম্যানেজার লিফট শ্যাফটের নীচে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সদর দরজায় ইউনিফর্ম পরা এক সার পুলিশ, হোটেলের বাইরে গোটা এলাকা জুড়ে অসংখ্য পুলিশ কার, একটা ইমার্জেন্সি পুলিশ ট্রাক, একটা রেডিও কমান্ডার পোস্ট, এবং কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স। পুলিশ কমিশনারের সাথে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ক্রাইম)।

পুলিশ ঘিরে রেখেছে গোটা হোটেল, অদূরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাজার কৌতূহলী দর্শক। হোটেলে কেউ ঢুকছে না বা বেরুচ্ছে না। হাইড পার্ক থেকেও বহু লোক তাকিয়ে আছে এদিকে, ব্যারিকেড তৈরি করে পার্কের দক্ষিণ আর উত্তর দিকের গেট বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। বি.বি.সি. রিপোর্টার, মার্টিন সুইটজার, নিজের পরিচয় জানাল। পুলিশ কমিশনারকে হাতের টেপরেকর্ডারটা দেখাল সে, চোখে প্রত্যাশা। কী ভেবে যেন সহযোগিতার মনোভাব দেখালেন কমিশনার। 'রাইট, মি. সুইটজার, সংক্ষিপ্ত একটা বিবৃতি দেব আমি, কিন্তু বেশি কিছু আশা করবেন না। বিবৃতিটা বাকি সবাইকে বিলি করবেন আপনি, আর যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে।'

'ইয়েস, মি. কমিশনার, থ্যাঙ্ক ইউ।' টেপ-রেকর্ডার চালু করল সুইটজার।

'প্রাইভেট একটা পার্টি চলছিল, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। একজনকে জিম্মি রাখা হয়েছে। জিম্মিকে ছেড়ে দেয়ার বদলে নির্দিষ্ট কিছু দাবি জানিয়েছে সে। এই মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি আমরা। সেই সাথে পরিস্থিতি মূল্যায়নের চেষ্টা তো চলছেই। সাধারণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হোটেলের লবি খালি করা হয়েছে, একই কারণে যানবাহনগুলোকে এদিকে আসতে দেয়া হচ্ছে না। জনতার প্রতি আবেদন, পুলিশের কাজে তারা যেন বাধা সৃষ্টি না করে। অনুরোধ করছি সবাই যেন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে... '

'কোনও রকম রক্তপাত হয়েছে কি, কমিশনার? প্রাণ হানি?'

'না, তেমন কিছু হয়নি, ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ভায়োলেন্স...?'

'ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানে আছি আমরা, কাজেই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যাবে বলে মনে করি না...'

কোনও বড় হোটেলে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান থাকলে তার খবর আগেভাগেই বি.বি.সি.-র নিউজরুমে পৌঁছে যায়। হিলটনের আজকের অনুষ্ঠানসূচী জানা আছে সুইটজারের। 'প্রাইভেট পার্টি... কমিশনার, এটা কি সার উইলবার ফোর্ডের পার্টি? পনেরো জন অ্যামব্যাসাডরের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল? রাশিয়ান আর আমেরিকান সহ?'

'আজ রাতে প্রাইভেট পার্টি অনেকগুলোই হচ্ছে হিলটনে, মি. সুইটজার,' কমিশনার বললেন। 'মনে রাখবেন, আতঙ্ক ছড়ানোর কোনও ইচ্ছে আমাদের নেই।'

'তারমানে আপনি স্বীকার করছেন আতঙ্কিত হবার কারণ আছে, কমিশনার?'

'আতঙ্কিত হবার কারণ তো সব সময় সব জায়গায় আছে, মি. সুইটজার। কিছু নাগরিক যদি আমাদের যোগ্য পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব ভুলে যায়, ভুলে গিয়ে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হবে না কেন, বলুন? আমি যে-কথা বারবার বলে আসছি...'

সুইটজার জানে, ছক বাঁধা পুলিশী বুলি শুনতে হবে এবার। তাড়াতাড়ি বাধা দিল সে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, কমিশনার। দিস ইজ মার্টিন সুইটজার অ্যাট দা হিলটন হোটেল, লন্ডন, রিটার্নিং ইউ নাউ টু দা স্টুডিও...' টেপ রি-ওয়াইন্ড করতে করতে ভিড় ঠেলে ছুটল সে, অদূরে দেখা যাচ্ছে বি.বি.সি. রেডিও ভ্যানের মাথা। ড্রাইভারকে টেপ-রেকর্ডারটা ধরিয়ে দিল সে, বলল, 'অনেক ফালতু কথা আছে এতে, তবে নিউজরুমে নিয়ে গিয়ে শোনো ভাল করে। আমি আরও খানিক ঘুর ঘুর করে দেখি...' ভ্যানের পিছন থেকে ঘর ঘর করে উঠল লাউডস্পীকার। দু'জনই ওরা চিনতে পারল নিউজ এডিটরের কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি ভ্যানের পিছনে উঠে মাইক্রোফোন তুলে নিল সুইটজার।

'নতুন খবর, এইমাত্র পেলাম,' নিউজ এডিটর বললেন। 'নিউ ইয়র্ক নেটওয়ার্ক তাদের স্বাভাবিক প্রোগ্রাম বন্ধ করে একটা টেপ ব্রডকাস্ট করছে। হিলটনের ছাদ থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিসের একটা মেয়ে, মেরী শার্লট, মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের গলায় চেইনের সাথে একটা গ্রেনেড ধরে আছে। পায়েলা শাহারের মুক্তি এবং একটা প্লেন চেয়েছে সে, হিথ্রো থেকে টেক-অফ করবে। ঝাঁপিয়ে পড়ো, মার্টিন, ঝাঁপিয়ে পড়ো! ইয়াঙ্কিরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে, এ হতে পারে না! তাও আমাদের দোরগোড়ায়!'

তাড়াহুড়ো করে একটা জরুরী তথ্যকেন্দ্র খুলল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, খোলার সাথে সাথে এত বেশি কল আসতে শুরু করল যে টেলিফোন সিস্টেম অচল হয়ে পড়ার অবস্থা। ইতিমধ্যে ভয়েস অভ আমেরিকার খবর বি.বি.সি.-ও তার শ্রোতাদের জন্যে প্রচার করেছে। বি.বি.সি. এবং আই.টি.ভি. টেলিভিশন কেন্দ্র তাদের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বন্ধ করেছে। অল্প সময়ের নোটিশে হিলটনের সামনে

পৌঁছে গেছে একাধিক লং লেন্সের রিমোট ক্যামেরা, এগুলো সাধারণত বড় ধরনের খেলায় ব্যবহার করা হয়। প্রায় প্রতিটি টেলিভিশন কোম্পানীর অনুষ্ঠানে হিলটনের সামনেটা দেখানো হচ্ছে।

দর্শক-শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তেমন কিছু দেখানো যাচ্ছে না। এই সময় একটা গাড়ি পৌঁছুল হিলটনের সামনে। সাথে সাথে সেটাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। গাড়ি থেকে কেউ একজন নামল, তাকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হলো হোটেলের লবিতে। রিপোর্টাররা উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, এই সেই দুঃসাহসিনী, পায়েলা শাহার।

কিন্তু আসলে তা নয়। মেয়েলি পোশাক পরা লোকটাকে সদর দরজা দিয়ে হোটেলে ঢোকানো হয়েছে সবাইকে বোকা বানানোর জন্যেই। এই সুযোগে পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকল আলোচ্য মেয়েটি – পায়েলা শাহার।

এখন সে লবিতে বসে রয়েছে।

টেলিফোনে ছাদের সাথে যোগাযোগ করলেন কমিশনার, কথা বললেন সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিনের সাথে। কেলভিন খবরটা শার্লটকে জানাল। ঠিক এই সময় একটা হেলিকপ্টার পৌঁছুল, পার্কের ওপর চক্কর দিচ্ছে। খোলা জানালার পাশে বসে আছে ভাগ্যবান একজন রিপোর্টার, চোখে ফিল্ড গ্লাস তুলে হিলটনকে দেখছে সে। তার পাশে বসে রয়েছে ক্যামেরাম্যান, ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ। 'পেয়েছি,' বলল সে। 'হেলিকপ্টার যতটা পারো স্থির রাখো।'

'আরও কাছাকাছি যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সম্ভব নয়,' চিৎকার করে বলল পাইলট।

রিপোর্টার মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিল। 'আমি হেনরি গলব্রেথ, এন.বি.সি.। হিলটন হোটেলের ছাদ থেকে বেশি দূরে নই আমরা, কথা বলছি একটা হেলিকপ্টার থেকে। জানালা পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামব্যাসাডরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। স্যালি হপকিন্সের পিছনে এক তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে, বয়স হবে পঁচিশ থেকে আটাশ। আমাদের অ্যামব্যাসাডরের গলায় চেইনের মত কী যেন একটা জড়ানো রয়েছে, একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। ওদের কাছাকাছি বিশালদেহী এক লোককে দেখা যাচ্ছে, হাতে টেলিফোন। উনিই বোধহয় সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিন, লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ ফোর্সের স্পেশাল ব্রাঞ্চ শাখার অফিসার, নীচে দাঁড়ানো কমিশনারের সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন তিনি। অন্যান্য অতিথিরা হলেন…'

'আরও হেলিকপ্টার!' চিৎকার করে বলল পাইলট। হাত তুলে দেখাল সে। সার্চলাইট জ্বেলে একজোড়া হেলিকপ্টার আসছে এদিকে। সার্চলাইটের আলো সরাসরি নিউজ হেলিকপ্টারের ওপর পড়েছে। 'কেটে পড়া দরকার!' আকাশ যান ঘুরিয়ে নিয়ে পালাবার প্রস্তুতি নিল সে। 'কাজ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল।

'খানিকটা,' জবাব দিল রিপোর্টার। 'শালার ভাগ্যটাই খারাপ!' মনে নেই মাইক্রোফোন অফ করা হয়নি।

দাবির তালিকায় পরে একটা হেলিকপ্টারও চেয়েছে শার্লট। আসছে শুনে স্যালি

হপকিন্সকে বলল সে, 'কী করতে হবে ভাল করে শুনুন, মিসেস হপকিন্স। খুব সাবধানে দাঁড়াবেন, ধীরে ধীরে। দ্রুত হাঁটবেন, না আপনার ঠিক পিছনেই থাকব আমি। যদি হোঁচট খান, আর আমার হাত থেকে গ্রেনেডটা পড়ে যায়, চার সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবেন আপনি।'

'জানি! আমি একা নই, আরও অনেকে মারা যাবে,' শান্ত গলায় বললেন অ্যামব্যাসাডর।

'কাজেই খুব সাবধান। সোজা লিফটে চড়ব আমরা, নেমে যাব লবিতে। পথটা পরিষ্কার করে রাখবে পুলিশ, হেলিকপ্টার পর্যন্ত হেঁটে যাব আমরা। হেলিকপ্টার আমাদেরকে লন্ডন এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে। যদি ইচ্ছে করেন, সাথে মি. হপকিন্সকে নিতে পারেন।'

'না,' ফিসফিস করে বললেন স্যালি হপকিন্স। 'জন কোথাও যাচ্ছে না। অন্য কেউ যেতে পারে, কিন্তু জন নয়।'

চেয়ার ছেড়ে দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে এলেন জন হপকিন্স। 'জানি কী আলোচনা করছ তোমরা,' স্ত্রীকে বলল সে। 'এবার স্যালি, আমি যা বলব তাই হবে। অবশ্যই তোমার সাথে যাব আমি। বাধা দিয়ো না, কারণ আমি যাবই।'

টেলিফোনে কথা বলছে সুপারিন্টেনডেন্ট। স্বামীর হাত ধরে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। তাঁর পিছনে থাকল শার্লট, তিনজনের দলটা এলিভেটরের দিকে এগোল। ক্লোকরুমে উদভ্রান্ত অ্যাটেনড্যান্ট তখনও দাঁড়িয়ে আছে, কাঁপা হাতে সুপারিন্টেনডেন্টের দিকে ওদের কোটগুলো বাড়িয়ে দিল সে।

এলিভেটর খালি। অ্যামব্যাসাডরের কাঁধ ধরে সামান্য একটা চাপ দিল শার্লট, শার্লটকে পিছনে নিয়ে ঘুরে গেলেন স্যালি হপকিন্স। পিছু হটতে শুরু করল শার্লট, তার সাথে অ্যামব্যাসাডরও। এলিভেটরে ঢুকল ওরা। ওদের পরে ঢুকলেন জন হপকিন্স, তারপর সুপারিন্টেনডেন্ট। লবির বোতামে চাপ দেয়া হলো।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা, নামতে শুরু করল এলিভেটর।

এক সময় থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল ওরা লবিতে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছিল নাইট ম্যানেজার, হাত তুলে তাকে নিষেধ করল সুপারিন্টেনডেন্ট। লবির মাঝখানে চেয়ারগুলো, বাঁ দিকে দোকান, একধারের ডেস্ক, ফোন বুদ, সব খালি। পোর্টার'স ডেস্কের পিছনেও কেউ নেই, রিসেপশন ফাঁকা।

পাশে কী যেন নড়ে উঠতে দেখল শার্লট। সাদা পোশাকে একজন লোক, এলিভেটর শ্যাফটের পাশে। 'থামুন, মিসেস হপকিন্স! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ করল শার্লট। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন অ্যামব্যাসাডর। দাঁড়িয়ে পড়েছেন জন হপকিন্স আর সুপারিন্টেনডেন্ট। 'ওই লোকটা…,' বলল শার্লট, '…কে ও? এই যে, কে আপনি?'

'সার্জেন্ট পারকার, ডি ডিভিশন।'

'তুমি জানো না…?' কর্কশ কণ্ঠে শুরু করল সুপারিন্টেনডেন্ট।

'ভেবেছিলাম চুপি সাড়ে পিছনে যেতে পারব। পিঠে রাইফেল ঠেকালে এই সুরে কথা বলতে হত না ডাইনীটাকে।'

'ইউ ড্যাম ফুল!' গর্জে উঠল সুপারিন্টেনডেন্ট, রাগে থরথর করে কাঁপছে সে। 'সবাইকে পই পই করে বলে দেয়া হয়েছে! তুমিও নিশ্চয়ই শুনেছ…!'

'ওর রেডিওটা দিন আমাকে,' বলল শার্লট। সার্জেন্টের হাত থেকে রেডিওটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল সুপারিন্টেনডেন্ট। 'যাও, বেরিয়ে যাও! সোজা গিয়ে রিপোর্ট করো তোমার সুপারকে।'

দরজার পাশে, ডান দিকে, এক দল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পায়েলা শাহার, তার দু'পাশে দু'জন পুলিশ অফিসার, প্রত্যেকের হাতের সাথে তার একটা করে হাতে হাতকড়া পরানো হয়েছে।

'হ্যান্ডকাফ খুলে দাও,' হুকুম করল শার্লট, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে রোমাঞ্চকর গর্ব অনুভব করছে সে।

পায়েলা শাহারের বয়স হবে পঁচিশের মত, উজ্জ্বল শ্যামলা বলা চলে, কালো চুল, পরনে নীল জিন্স আর ডেনিম শার্ট। দু'টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ, চঞ্চল দৃষ্টিতে এর তার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। মনে হলো পরিস্থিতিটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না সে, তবে গ্রেনেডের আন্তর্জাতিক বার্তা বুঝতে তার কোনও অসুবিধে হলো না।

'আমি মেরী শার্লট,' তাকে বলল ও। 'ওদেরকে আমি তোমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেছি। লন্ডন এয়ারপোর্টে আমাদের জন্যে একটা প্লেন অপেক্ষা করছে, হেলিকপ্টারে করে ওখানে যাব আমরা।' ইহুদি ডায়ালেক্টে কথা বলছে শার্লট, পরিচিত ভাষা শুনে পায়েলা শাহার যেন প্রাণ ফিরে পেল।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ভাষাটা আমাদেরই বলা যায়, কিন্তু তুমি তো আমাদের মানুষ নও। তুমি ইংরেজ। কেন?'

'আমি হিব্রুও জানি,' বলল শার্লট, তারপর দ্রুত ব্যাখ্যা করল কেন সে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল, কী কারণেই বা ফিলিস্তিনীদের প্রতি তার ঘৃণা। আমার প্রেমিক একজন ইহুদি, তার পরিবারকে ফিলিস্তিনীরা ধ্বংস করে দিয়েছে, সে-ই আমাকে ওদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসল সে, সুখী এক শিশুর মত, তারপর বলল, 'এসো তা হলে, দু'জন মিলে একটা কিছু করি আমরা।'

মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের কিডন্যাপ হবার ঘটনা সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হলো। অনেক দেশের রেডিও টিভি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান থামিয়ে প্রচার করল খবরটা। স্প্যানিশ রেডিওতে কনসার্ট শুনছিল জেভিক ব্রিল, এই সময় বিশেষ জরুরী খবরটা তাকেও শুনতে হলো। আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাভ্সালোম সিঙ্গারকে সে বলল, 'শুনুন শুনুন, লন্ডনে এক কাণ্ড ঘটেছে!'

খবরটা আংশিক শোনার সুযোগ হলো ওদের। স্টেশন বদলে বি.বি.সি.-র ওভারসীজ সার্ভিস ধরল সিঙ্গার। পুরো খবরটার সাথে আনুষঙ্গিক আরও কিছু ঘটনা জানতে পারল ওরা। গভীর আগ্রহের সাথে মেরী শার্লটের প্রথম বিবৃতির

পুনঃপ্রচার শুনল।

'অ্যামেচার,' জেভিক ব্রিল মন্তব্য করল। 'আদর্শ আর বিশ্বাস আমাদেরই মত. কিন্তু আনাড়ি। বলা যায় আরেকজন পায়েলা শাহার।' মাথা নাড়ল সে। 'ধরা পড়ে যাবে। দু'জনেরই জায়গা হবে ব্রিক্সটন কারাগারে।'

'হ্যাঁ, আদর্শের মিল আছে,' থেমে থেমে মন্তব্য করল সিঙ্গার, মেরী শার্লটের সাহস আর সংলাপ তাকে মুগ্ধ করেছে। 'অ্যামেচার, তাও ঠিক। কিন্তু আমরা আবার বড় বেশি প্রফেশনাল। আমাদের ভেতর আগুন জ্বালাবার জন্যে এ-ধরনের অ্যামেচারদের দরকার আছে।'

এরপর রেডিও থেকে জানা গেল, শার্লট দলত্যাগী সিভিল সার্ভেন্ট। সরকারী মুখপাত্র পরিষ্কার করে কিছু না বললেও, রিপোর্টাররা অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছে স্পর্শকাতর তথ্য-সংগ্রহে নিয়োজিত একটা দফতরে কাজ করছিল শার্লট। রিপোর্টার তাকে কিম ফিলবি-র সাথে তুলনা করল, এবং স্পষ্ট করে বলল, 'দলত্যাগী।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সিঙ্গার। ডেস্কের কাছে চলে এল সে, ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল দ্রুত। 'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।' তার মাথা কাজ শুরু করে দিয়েছে কমপিউটরের মত।

বারো

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে বোয়িং ৭০৭-এ উঠছেন স্যালি হপকিন্স, পেছনে শার্লট। দরজার সামনে একজন ক্যাপ্টেন অপেক্ষা করছে, সাথে তিনজন ক্রু, আর একজন স্টুয়ার্ড।

'দাঁড়ান,' প্লেনে ঢোকার মুখে অ্যামব্যাসাডরকে বলল শার্লট, তারপর তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। 'আপনাকে কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে জানান আমাকে।'

'আমাকে বলা হয়েছে, মিস, আপনার সাথে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করতে হবে। এরা আমার ক্রু। মি. পার্কার স্টুয়ার্ড। ফুয়েলের কোনও অভাব নেই, পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল ওপর দিয়ে পঁয়ত্রিশ শো মাইল যেতে পারব অনায়াসে। আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই আপনার, আপনার প্রতিটি নির্দেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলব। টাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, আপনি বললেই আমরা টেক-অফ করতে পারি।'

'গুড।'

প্লেনের ভেতর পা রেখেই অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'আমি বসলে কিছু মনে করবেন? মাথাটা কেমন যেন একটু ঘুরছে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল শার্লট, অ্যামব্যাসাডর বসার পর তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল সে। স্ত্রীর ঘাড়ে একটা রুমাল গুঁজে দিয়েছেন জন হপকিন্স, চেইনের ঘষায় যাতে ঘাড়ের চামড়া কেটে না যায়। অ্যামব্যাসাডরের পাশের সিটে

বসলেন তিনি, তাঁর কব্জি ধরে আছেন। সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল টার্মিনাল ভবনের ছাদে অসংখ্য সার সার কালো মাথা। তার জানা আছে, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিয়ে প্লেনটাকে ঘিরে আছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ফ্লাইং স্কোয়াড আর এয়ারপোর্ট পুলিশের অফিসাররা।

রানওয়ে ধরে তীরবেগে ছুটে এল একটা কার, ঢ্যাঙা এক লোক প্রায় লাফ দিয়ে নীচে নামল, পরনে গাঢ় রঙের সুট, বগলে একটা ব্রিফকেস। হন হন করে প্লেনের সিঁড়ির দিকে হেঁটে এল সে।

প্লেনের দরজা তখনও বন্ধ হয়নি, সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। 'মিস শার্লট?' আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি আইগাল সিমকিন। ফরেন অফিসে আছি, মিডল ইস্ট সেকশনে। আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমার এবং মিস পায়েলা শাহারের সাথে কথা বলার জন্যে, – আমাকে জানতে হবে, তোমাদের প্ল্যান কী। যদি প্রয়োজন হয়, তোমাদের গন্তব্য পর্যন্তও যেতে পারি আমি, তা সে যেখানেই হোক...'

মৃদু হাসল শার্লট। এ-ধরনের লোক সম্পর্কে বই-পুস্তকে পড়েছে সে। দুনিয়ার সবখানে ব্রিটিশ পতাকা বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সুপারিন্টেনডেন্ট কেলভিন প্লেন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন তার ক্রুদের নিয়ে ফ্লাইট ডেকে ঢুকেছে, টেক-অফ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'গ্রেনেড পিনটা কার কাছে?' হঠাৎ জানতে চাইল আইগাল সিমকিন।

'আমার কাছে,' বলল শার্লট।

'মিসেস হপকিন্সকে লিভারটা ধরতে দাও, পরামর্শ দিল সিমকিন। 'তাঁর স্বামীকে বলো এক সিট পরেরটায় গিয়ে বসতে। তবে দু'জনকেই প্লেনের আরও সামনের দিকে বসতে বলো।'

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল শার্লট, লক্ষ করল সিমকিনের চেহারায় নীরব আবেদন ফুটে উঠেছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অ্যামব্যাসাডরকে নির্দেশ দিল সে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে উঠে গেল, প্লেনের সামনের দিকে দুটো সিটে বসল তারা, মাঝখানে একটা সিট খালি রেখে। গলার কাছে গ্রেনেডটার লিভার ধরে আছেন স্যালি হপকিন্স, তাঁর কপালে চিক চিক করছে ঘাম।

ওদেরকে বসতে দেখল সিমকিন, তারপর জরুরী সুরে দুই যুবতীর উদ্দেশে বলল, 'কী বলছি মন দিয়ে শোনো,' গলা একবারে খাদে নেমে গেল। 'প্লিজ, বাধা দেবে না। অস্বীকার কোরো না, তোমরা নেহাতই অ্যামেচার। এখান পর্যন্ত আসতে পেরেছ সেটা নির্জলা ভাগ্যগুণে, কিন্তু এরপর তোমাদের কোনও আশা নেই।'

'মানে, কী বলতে চান আপনি?' ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ – আমাকে বাধা দিয়ো না। আমি তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, আমাকে চিনতে ভুল করো না। প্লেন একটা নয়, টেক-অফ করবে দুটো। দ্বিতীয়টা এটাকে অনুসরণ করবে। দ্বিতীয়টায় যারা আছে তারা তোমাদের মত আনাড়ি বা অ্যামেচার নয়, বিলিভ মি। সবাই তারা উঁচু দরের

ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ কমান্ডো। এখন ভেবে দেখো, ওদের বিরুদ্ধে জেতার কতটুকু সম্ভাবনা আছে? তোমরা তো মাত্র দু'জন।'

দু'জনেই ওরা সিমকিনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। ব্যস্ত, সরল, সিভিল সার্ভেন্ট বদলে গেছে, হঠাৎ করে কাঠিন্য আর কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে তার চেহারায়।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল পায়েলা শাহার।

'সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো আমি তোমাদের দলে। এবং আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

ঝড় বয়ে যাচ্ছে শার্লটের মাথার ভেতর। ওপরমহলের অনুমতি ছাড়া পুলিশ কর্ডন ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারেনি লোকটা। সাথে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেয়ার মত পরিচয়-পত্র ইত্যাদিও আছে। কিন্তু লোকটাকে বিশ্বাস করা কি উচিত? মিথ্যে কথা বলছে না তার প্রমাণ কী? ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে কোল্টটা বের করল সে। হিলটনে থাকতে সি.আই.এ. এজেন্টের কাছ থেকে নিয়েছে।

অস্ত্রটা দেখে হাসল আইগাল সিমকিন। 'সরাও ওটা, ইউ সিলি গার্ল।' বলার পর, নিজের হাতে ধরা অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে শার্লটের নিজেকে বোকা বোকা লাগল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিল পায়েলা শাহার। শার্লটের মনে হলো, ওটা যেন ওর হাতেই মানায়।

কোল্টটা সিমকিনের দিকে তাক করল পায়েলা শাহার। শার্লটকে বলল, 'ওকে সার্চ করুন। আমাদের মাঝখানে আসবেন না।'

মুখের হাসি একটুও ম্লান হলো না সিমকিনের, ধপ্ করে একটা সিটে বসে পড়ল সে। তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল শার্লট, হাত বাড়িয়ে পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে নিল। ভেতর থেকে বেরুল একটা চেক বই, একটা ব্যাঙ্কার্স কার্ড, একটা আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড, একটা ডাইনার্স ক্লাব কার্ড, একটা হার্জ রেন্ট-এ-কার কার্ড। নগদ টাকা ত্রিশ পাউন্ডের মত। ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকে মোড়া আরেকটা কার্ডে সিমকিনের ফটো রয়েছে, পরিচয়-পত্র – ফরেন অফিস, ক্যাটাগরি টু। রীতিমত সিনিয়র অফিসারই বলা যায়।

'বেশ, মি. ফরেন অফিস,' বলল পায়েলা শাহার। 'এবার বলুন আসল গল্পটা কী।' শার্লটের মত সে-ও হতভম্ব অনিশ্চয়তায় ভুগছে। মাত্র খানিকক্ষণ আগেও ব্রিক্সটন কারাগারে বন্দী ছিল সে, অপেক্ষা করছিল। কর্তৃপক্ষ আজকাল রাজনৈতিক বন্দীদের রাখতে চায় না, রাখলে আরেকটা হাইজ্যাকের ঝুঁকি নেয়া হয় বা আরেকটা সন্ত্রাসী তৎপরতার আশঙ্কা বাড়ানো হয়। বেশিরভাগ দেশ রাজনৈতিক বন্দীদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, যত দ্রুত সম্ভব। মুশকিল হলো অন্য কোনও দেশও তাদের জায়গা দিতে চায় না।

'আদর্শের জন্যে কাজ করার অনেক উপায় আছে,' শান্ত সুরে বলল সিমকিন, যেন দুটো বাচ্চাকে উপদেশ দিচ্ছে সে। 'নিজেদের মধ্যে আলাপ করার সময় অস্ত্রের কোনও দরকার নেই...'

'নিজেরা?' জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'হ্যাঁ, নিজেরা। বললাম না, আমিও তোমাদের দলে? শোনো, বহু দিন ধরে

ফরেন অফিসে পড়ে থেকে নিজের জন্যে একটা কাভার তৈরি করেছি আমি। ইতিমধ্যে তোমাদের যা বলেছি, আমার কাভার নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো, এ-ধরনের একটা সুযোগ যে আসবে তা আমি জানতাম। আন্তরিকতা দেখাতে গিয়ে আমি আমার কাভার জলাঞ্জলি দিয়েছি, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের। আমাকে খুন করো, চেষ্টা করো নিজেরা সামলাতে, ফলাফল কী হবে আমি জানি – স্রেফ মারা পড়বে। কিন্তু যদি আমার কথা শোনো, হয়তো একটা উপায় বেরুতে পারে, দু'জনেই তোমরা বেঁচে যাবে...'

'কেন, আমাদেরকে সাহায্য করার এত কেন গরজ আপনার?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করল পায়েলা শাহার।

'ওয়ালেটটা দাও,' বলল সিমকিন। শার্লট তাকে ফিরিয়ে দিল ওটা। 'তোমরা যে অ্যামেচার, এখানে তার প্রমাণ রয়েছে। এটা তোমাদের চোখে পড়েনি...' ওয়ালেটের সিল্ক আবরণে আঙুল ঘষল সে, বেরিয়ে এল আবরণটা। ভেতরে একটা ফটোগ্রাফ দেখা গেল। একটা যুবতী মেয়ে, ছবির ওপর ইহুদি নাম লেখা। 'ওর সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফিলিস্তিনী গেরিলাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। মোসাডের হয়ে বার্তা বাহকের কাজ করত... ফিলিস্তিনীরা খুন করার আগে নির্যাতন করে ওকে।' ফটোর নীচে লেখা রয়েছে, 'আইগালকে, একমাত্র পুরুষ যাকে আমি ভালবেসেছি।'

শার্লট আর শাহার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তোমরা যে অ্যামেচার, তার আরও প্রমাণ আছে,' বলল সিমকিন, ইঙ্গিতে প্লেনের সামনে বসা অ্যামব্যাসাডরকে দেখাল। 'আমেরিকানরা আমাদের বন্ধু, ইসরায়েলের বন্ধু, আমরাও ইসরায়েলের বন্ধু। এত থাকতে তোমরা মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে কিডন্যাপ করলে কোন্ বুদ্ধিতে?'

'আমরা অ্যামেচার হতে পারি,' গম্ভীর সুরে বলল শার্লট, 'কিন্তু মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে কিডন্যাপ করে আমরা ভুল করিনি। বৈরুতকে আমরা ফিলিস্তিনী গেরিলা মুক্ত করতে চাই। লেবানন সরকার শুধু আমেরিকান চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে। তা ছাড়া, অভিজ্ঞতা থেকে জানি আমরা, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা জিইয়ে রাখার ব্যাপারে রাশিয়া আর আমেরিকা একই ভূমিকা পালন করছে, কেউই স্থায়ী সমাধান চায় না। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকে নয়, আমেরিকাকেও বুঝিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে অনেক দূর যেতে পারি আমরা।'

'তোমাদের উদ্দেশের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং সমর্থন আছে,' সবিনয়ে বলল সিমকিন। 'কিন্তু তবু বলব, তোমরা নিজেরা খুব বেশি দূরে যেতে পারবে না। আমার কথা শোনো...'

'বেশ, বলুন, শুনি আপনি কী পরামর্শ দেন...', খানিক ইতস্তত করে বলল শার্লট।

বোয়িং ৭০৭ ফ্রান্সের ওপর দিয়ে যাবার সময় পিছনে থাকল ইউ.এস. এয়ার ফোর্সের দুটো জেট প্লেন। জার্মানীর ঘাঁটির সাথে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখল

পাইলটরা, ঘাঁটি থেকে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট পৌঁছে যাচ্ছে ওয়াশিংটনে। হোয়াইট হাউসের সরাসরি নির্দেশ, পেন্টাগন হয়ে বিমান ঘাঁটিতে, সেখান থেকে পাইলটদের কাছে চলে আসছে – বোয়িঙের কাছাকাছি যাওয়া চলবে না, বাধা দেয়ার কোনও চেষ্টাও করা যাবে না।

পিরেনিজ-এর ওপর দেখা গেল বোয়িংটাকে। বার্সেলোনার দিকে যাচ্ছে।

নিজের এয়ার স্পেসে বোয়িংকে গ্রহণ করল বার্সেলোনা, পাইলটকে জিজ্ঞেস করল তার ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি লাগবে কিনা।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল পাইলট।

এরপর বার্সেলোনা জিজ্ঞেস করল বোয়িঙের গন্তব্য কোথায়।

পাইলট জবাব দিল না।

পালমা দ্য মেলোরকা-র এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলও বোয়িং ৭০৭-কে তার এয়ার স্পেসে গ্রহণ করল, এখান থেকেও একই প্রশ্ন করা হলো পাইলটকে। এবারও জবাব দিল না পাইলট। কিন্তু প্লেনটা যখন মাথার ওপর, হঠাৎ করে পাইলট একটা বাঁক নিয়ে উচ্চতা হারাতে শুরু করল।

দীর্ঘ বাঁক নেয়া শেষ করল পাইলট, প্রতি মুহূর্তে আরও নীচে নেমে এল। যখন মাত্র ছয় হাজার ফুট ওপরে, পাইলট ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি চেয়ে বার্তা পাঠাল।

পাল্টা মেসেজ পাঠিয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল জানিয়ে দিল, তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আবার রেডিওতে ফিরে এল পাইলট, আবার সেই একই অনুরোধ, বোয়িংকে ল্যান্ড করতে দেয়া হোক।

আবার তাকে প্রত্যাখ্যান করল এয়ারপোর্ট।

এরপর পাইলট বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন লুইস বেলিংহ্যাম। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে পালমা দ্য মেলোয়কায় ল্যান্ড করতে হবে। প্লিজ আমাকে একটা রানওয়ে দিন, তা না হলে নিজেই একটা বেছে নিয়ে ল্যান্ড করব। ফাইনাল অ্যাপ্রোচের জন্যে বাঁক নিচ্ছি, আই রিপিট, ফাইনাল অ্যাপ্রোচের জন্যে বাঁক নিচ্ছি।'

এয়ার কন্ট্রোলের সামনে কোনও বিকল্প নেই, বোয়িংকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো তারা।

কাস্তেলো এলাকার অফিসে বসে বন্দরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন পালমার পুলিশ চীফ, খবরটা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। রেডিও রুমে ছুটে এসে অপারেটরের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোন নিলেন, সব ক'টা পুলিশ কারকে দিক বদলে এয়ারপোর্টে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

'রেডি ফর দা ফাইনাল অ্যাপ্রোচ,' বোয়িঙের ক্যাপ্টেন জানাল।

'আপনি ফ্লাইট পাথে রয়েছেন, ক্যাপ্টেন লুইস বেলিংহ্যাম। কাম ইন অ্যাজ ইউ আর।'

'ধন্যবাদ। আমার আরোহীদের তরফ থেকে শেষ একটা মেসেজ। রানওয়েতে কোনও গাড়ি থাকবে না। আবার বলছি, কোনও গাড়ি নয়।'

রানওয়ে টু-তে ল্যান্ড করতে এল বোয়িং, বিশেষ ভাবে ট্যুরিস্ট জাম্বো

জেটের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। তেমন কোনও ঝাঁকি না খেয়ে নিখুঁতভাবে টাচ-ডাউন করল ৭০৭, রানওয়ে ধরে ছুটে এল, রিভার্স ব্রেক অ্যাপ্লাই করেছে পাইলট। মাত্র দুটো পুলিশ কার পৌঁছুতে পেরেছে, টার্মিনাল ভবনের পাশে অপেক্ষা করছে ড্রাইভাররা। প্লেন ল্যান্ড করার সাথে সাথে নির্দেশ অমান্য করে রানওয়েতে বেরিয়ে এল তারা, ধাওয়া করল বোয়িংকে। দিক না বদলে থেমে গেল ৭০৭।

প্লেনের সাইড এগজিট থেকে একটা ইমার্জেন্সি শ্যূট নেমে এল, ঢালু শ্যূটের ওপর দিয়ে প্রায় পিছলে নেমে এল দুটো মূর্তি।

এয়ারপোর্টের পুব দিক থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এল বাদামি রঙের একটা ফিয়াট। প্লেন থেকে নেমে মূর্তি দুটো ছুটছে, তাদের পাশে এসে সজোরে ব্রেক করল ফিয়াট, লাফ দিয়ে তাতে উঠে বসল দুই টেরোরিস্ট। টারমাকের সাথে ঘষা খেয়ে ফিয়াটের চাকা কর্কশ আওয়াজ তুলল, ইউ টার্ন নিয়ে আবার ফিরতি পথে ছুটল। পিছু নিল পুলিশ কার দুটো, কিন্তু মাঝখানের দূরত্ব কমানো সম্ভব হলো না। বাঁ দিকে ঘুরল ফিয়াট, উত্তরমুখো হয়ে মেইন রোডের দিকে যাচ্ছে। পুলিশ কারের ড্রাইভাররা রেডিও যোগে নির্দেশ দিল। পালমা থেকে স্কোয়াড কার আসছিল, দিক বদলে এয়ারপোর্টকে পাশ কাটাল ড্রাইভার, সোজা ছুটল।

পিছু ধাওয়ারত পুলিশ কার দুটো আকারে বড় এবং ভারি, হালকা ফিয়াটের সাথে পাল্লা দিয়ে সুবিধে করতে পারছে না। একজন ড্রাইভার জানালা দিয়ে হাত বের করে ফিয়াটের দিকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল। দুই চাকায় ভার চাপিয়ে একটা বাঁক ঘুরল ফিয়াট, ঘষা খেয়ে একটা পাঁচিলের প্লাস্টার খসে পড়ল রাস্তার ওপর। প্রথম পুলিশ কারও বাঁক নিল, সরাসরি গিয়ে ধাক্কা খেলো ভারি একটা ট্রাকের পিছনে। দ্বিতীয় কারটাও ব্রেক করার সময় পেল না, ধাক্কা খেলো প্রথমটার সাথে।

ডান দিকে ঘুরল ফিয়াট, মেটো পথ ধরে খানিক দূর যাবার পর আবার উঠে এল মেইন রোডে। এক মাইল এগোল ফিয়াট, তারপর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল ইঁট বিছানো সরু রাস্তায়।

দ্বিতীয় পুলিশ কারের ড্রাইভার মাথায় আঘাত পেয়েছে, রুমাল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে মেঝে থেকে মাইক্রোফোনটা তুলে সুইচ অন করল সে। রেডিও এখনও অক্ষত। 'খবর খারাপ, ক্যাপিটানো,' বলল সে। 'পালিয়েছে ওরা।'

পকেটে হাত ভরে একটা চাবি বের করলেন স্যালি হপকিন্স, স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। চাবি দিয়ে চেইনের তালা খুললেন জন হপকিন্স, কৃতজ্ঞচিত্তে স্ত্রীর গলা থেকে নামালেন চেইনটা।

আবার পকেটে হাত ভরলেন স্যালি হপকিন্স, শার্লটের রেখে যাওয়া পিনটা বের করলেন এবার, নিজেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পিনটা ঢোকালেন গ্রেনেডে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যে পিনের বেরিয়ে থাকা অংশটা আঙুলের চাপে বাঁকা করে দিলেন একটু, যাতে গ্রেনেড থেকে বেরিয়ে না আসে।

তারপর ধীরে ধীরে লিভার থেকে আঙুলের চাপ কমালেন তিনি। পিনটা

ভালভাবেই ঢুকেছে ভেতরে। লিভার ছেড়ে দিলেন তিনি।

এঞ্জিনের গর্জন শুনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন অ্যামব্যাসাডর, দেখলেন একটার পিছনে আরেকটা রানওয়েতে নামছে ইউ.এস.এয়ার ফোর্সের জেট।

বোয়িঙের ক্যাপ্টেন ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে এল। 'আপনারা ভাল তো?' তার কপালে চিক চিক করছে ঘাম।

'ফাইন। কীভাবে যে কথাটা বলব, ক্যাপ্টেন!' সকৃতজ্ঞ হাসির সাথে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সমস্ত আশা পূর্ণ হোক, এই কামনা করি।'

ক্যাপ্টেন নিঃশব্দে হাসল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ফ্লাইট ডেকে ফিরে গেল সে।

অল্প কয়েকটা মুহূর্ত স্বামী-স্ত্রী একা থাকার সুযোগ পেলেন ওঁরা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে জন হপকিন্স দেখলেন, জেটগুলো থেকে মার্কিন কমান্ডোরা নামছে। সবাই ইউনিফর্ম পরা এবং সশস্ত্র।

'তুমি যাতে অস্কার পাও সেজন্যে সুপারিশ করা উচিত মাসুদ রানার,' স্ত্রীকে বললেন তিনি।

ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন অ্যামব্যাসাডর। 'সাবধান, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়।'

'জানি।' জন হপকিন্সের মুখে ষড়যন্ত্রের হাসি। 'কংগ্রেস যদি জানতে পারে, তোমার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনও বিপদ অবশ্য ঘটেনি, তবু আমি বলব এত বড় ঝুঁকি নেয়াটা তোমার বোধহয় উচিত হয়নি।'

'পুরনো বন্ধু,' নিচু গলায় বললেন অ্যামব্যাসাডর, 'তার অনুরোধ ফেলি কী করে, বলো? তা ছাড়া, ভুলে গেছ, মাসুদ রানা আমার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় কী করেছিল?' বছর কয়েক আগে স্যালি হপকিন্সকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, নিজের জীবন বিপন্ন করে কিডন্যাপারদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল রানা।

মৃদু হেসে জন হপকিন্স বললেন, 'ঠিক আছে, আমার কোনও অভিযোগ নেই। তবে, এটা কি শুধুই ঋণ পরিশোধ? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

'ঠিকই ধরেছ, শুধু ঋণ পরিশোধ নয়,' বললেন স্যালি হপকিন্স। 'মানবিক একটা ব্যাপারও আছে। সবাই জানে ব্যক্তিগতভাবে আমি ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি মনে করি ওদের দাবি এবং অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।'

'রাজনীতি নিয়ে কথা বলো কেন?' সহাস্যে বললেন জন হপকিন্স। 'রাজনীতির আমি কী বুঝি?'

'বোঝোই না যখন, যা জানো সব ভুলে যাও,' স্বামীকে আলিঙ্গন করে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'মাসুদ রানার নাম পর্যন্ত মুখে এনো না। তাতে শুধু আমার ক্ষতি হবে না, ওরও বিপদ হতে পারে।'

'তথাস্তু!'

***

মৃত্যু আলিঙ্গন-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

ভূমধ্যসাগর, ইবিজা দ্বীপ। নিজের বাড়িতে এই মুহূর্তে আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গার একা, পরনে কমপ্লিট সুট, দরজার চৌকাঠ ধরে চুরুট ফুঁকছে। কংক্রিট কার পার্কে একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যান্ড রোভারটা।

নিরুদ্দেশের পথে ঝুঁকিবহুল যাত্রা শুরু করে অবশেষে বাঘের গুহায় পৌঁছুল মেরী শার্লটি, সাথে ইহুদি টেরোরিস্ট পায়েলা শাহার। কখনও গাড়ি থেকে বোটে, কখনও বোট থেকে গাড়িতে, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলার মধ্যে ছিল ওরা। এয়ারপোর্ট থেকে পালানো শুরু করে ইবিজা দ্বীপে সিঙ্গারের বাড়িতে পৌঁছুনো পর্যন্ত গোটা আয়োজনেই ছিল পেশাদারী দক্ষতার সুস্পষ্ট ছাপ। শার্লটিকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়নি আইগাল সিমকিন।

প্ল্যানটা মাসুদ রানার মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তবে ঝুঁকিটা নিতে হয়েছে শার্লটিকে। ব্রিটেন থেকে অ্যাটম বোমা চুরি হবার পর উদ্ধারের দায়িত্ব পেলেও রানা এজেন্সি অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারছিল না। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট দুঁদে বোঁ, রানার নতুন বন্ধু, ওদের চুরি যাওয়া মিনি সাবমেরিন ডলফিন উদ্ধার করতে বা পিয়েরে দ্য কুবার্তের হদিস বের করতে পারছিল না। অগত্যা একটা টোপ ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় রানা। লন্ডনে দায়িত্ব পালনরত মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে কিডন্যাপ করে শার্লটি, কারাগার থেকে পায়েলা শাহারকে মুক্ত করে, এবং ঘোষণা করে বৈরুত থেকে ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত থামবে না সে। রানার বিশ্বাস ছিল, খবরটা সময়মতোই ইহুদি অপরাধীদের কানে যাবে, এবং তারা শার্লটির ব্যাপারে আগ্রহী না হয়ে পারবে না। ঘটেছেও ঠিক তাই বি.বি.সি-র খবর শোনার পর অ্যাভসালোম সিঙ্গার লন্ডনে তার নিজের লোক আইগাল সিমকিনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়, নিরাপদ আশ্রয় পাবার সিমকিনের প্রস্তাব খানিক ইতস্তত করে মেনে নেয় শার্লটি।

আসার পথে শার্লটিকে বিরতিহীন জেরা করেছে পায়েলা শাহার। ইসরায়েলের স্বার্থ উদ্ধারে ব্রিটিশ একটা মেয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি কেন নেবে এটা সে বুঝতে পারছে না এ-ব্যাপারে তার মনে ঈর্ষার একটা ভাবও জেগেছে। সে নিজে ইহুদি, ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আরবদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, একটা খ্রীস্টান মেয়ে তার চেয়ে বেশি সাহস দেখায় কী করে? শুধু ঈর্ষা নয়, সেই সাথে মুগ্ধ না হয়েও পারেনি পায়েলা শাহার। কোনও ট্রেনিং ছাড়াই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এভাবে ঘোল খাওয়াল মেয়েটা! 'গ্রেনেড যে এত কাজের জিনিস, তোমার কাছে শিখলাম,' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছে সে। 'কৌশলটা জানা থাকলে গত বারো-তেরো মাস আমাকে জেলে পচতে হত না।'

দু'একটা প্রশ্ন করে নিজের কৌতূহল মিটিয়েছে, বেশির ভাগ সময় নীরব শ্রোতা ছিল শার্লট। ওদের একটা ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে – বোমা আর সাবমেরিন চুরির ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের সাথে পায়েলা শাহারের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকী জেভিক ব্রিল বা পিয়েরে দ্য কুবার্তের নাম পর্যন্ত শোনেনি সে। কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ প্রশ্নের উত্তর শার্লটের যেমন জানা ছিল না তেমনি পায়েলা শাহারও ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

'আমি সিঙ্গার,' বাড়ির মালিক ইংরেজিতে বলল। 'ইবিজা দ্বীপে স্বাগতম। যতদিন খুশি, এই বাড়ি আপনাদের।'

জোড়া বিছানা সহ বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা কামরা দেয়া হলো ওদেরকে, সাথে টেরেস আর বাথরুম স্যুইট আছে। বিছানার ওপর পাওয়া গেল তৈরি পোশাক–লম্বা ঢোলা কাপড়চোপড়, আন্ডারঅয়ার, শার্ট; বোঝাই যায় সদ্য কেনা হয়েছে। বাথরুমের শেলফে টয়লেট সরঞ্জাম ঠাসা, এমনকী হেয়ার-ড্রায়ারও বাদ পড়েনি। সকৌতুকে লক্ষ করল শার্লট, যেন জাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ করে পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হলো পায়েলা শাহার। জিনস্ খুলে গরম শাওয়ার নিল সে, চুল শ্যাম্পু করল, চামড়ায় মাখল ক্রীম আর তেল। জেলখানায় আনাড়ি কেউ তার চুল কেটেছিল, অনুরোধ করায় বাড়তি চুলগুলো ছেঁটে দিল শার্লট। বিছানায় ওঠার জন্যে তৈরি হতে রাত দুটো বেজে গেল ওদের।

সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল শার্লট, এবং কোনও স্বপ্ন দেখল না। সম্ভবত ভোরের দিকে ঘুম একটু হালকা হয়ে আসায় অচেনা কণ্ঠস্বর পেল সে, তবে উচ্চকণ্ঠ নয় যে ভয় পাবে। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখল টেবিলে রাখা হাত-ব্যাগটা কামরার আরেক প্রান্তে সরে গেছে। সি.আই.এ. এজেন্টের কাছ থেকে নেয়া কোল্ট পয়েন্ট ফরটি-ফাইভটা ছিল ওতে, নেই।

ব্যাগের ভেতরের চামড়া ধারাল কিছু দিয়ে চেরা হয়েছে, তবে ধাতব কবজাগুলোয় হাত দেয়া হয়নি।

বিশাল লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিল সিঙ্গার, সামনে ব্রেকফাস্ট সাজানো টেবিল। ওকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে। 'আসুন, আসুন মিস শার্লট,' সহাস্যে বলল। 'আশা করি ভাল ঘুম হয়েছে।'

'মড়ার মত! পায়েলা তো এখনও নাক ডাকছে।'

'দুঃখিত, ব্রেকফাস্ট নিজে তৈরি করে খেতে হবে,' ইঙ্গিতে বসার অনুরোধ করল সিঙ্গার। 'আমার স্টাফরা, একটা স্প্যানিশ পরিবার, এক মাসের ছুটি নিয়ে মেইনল্যান্ডে চলে গেছে।'

খালি একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর চোখ বুলাল শার্লট। 'যদি আপত্তি না থাকে আপনার রুটি আর ডিমে ভাগ বসাতে চাই।'

'প্লিজ হেল্প ইওরসেলফ।'

খালি একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে খেতে শুরু করল শার্লট, বিনম্র কৌতূহলের সাথে তাকে লক্ষ করছে সিঙ্গার। শার্লটও মাঝে মধ্যে চোখ তুলে তাকাচ্ছে, অপেক্ষা করছে কখন আলোচনা শুরু করবে সিঙ্গার।

'আপনি কিন্তু আমার কাছে একটা ধাঁধার মত, মিস শার্লট। রেডিওর কথা

যদি সত্যি হয়, বিদুষী এক ইংলিশ যুবতী হঠাৎ করে দলত্যাগ করল! সুখে থাকলে ভূতে কিলোয়, নাকি অন্য কিছু? সরকারী চাকরি করছিলেন, ভাল পদে। ধাঁধা নন? হিলটনে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছন, ভাবা যায় না।'

'সাহসের পরিচয়, মি. সিঙ্গার, আপনি কি কম দিয়েছেন, গতরাতে? ব্যাগ সার্চ করা এক কথা, ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে নেয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। ভেতরের চামড়া কাটতেও দ্বিধা করেননি আপনি।'

হেসে উঠল সিঙ্গার। 'ইউ আর বোল্ড, মিস শার্লট। কঠিন পাত্রী।'

'কঠিন পাত্রী? হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কঠিন পাত্রী না হলে পায়েলাকে ছাড়িয়ে আনতে পারতাম? পারতাম ব্রিটিশ আর মার্কিন সরকারকে এভাবে নাকানিচোবানি খাওয়াতে? কঠিন পাত্রী বলেই তো আবার একবার সারা দুনিয়ায় ইসরায়েলের সমস্যাটাকে তুলে ধরতে পেরেছি। আমি কি, মি. সিঙ্গার, সেটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসরায়েলের নিরাপত্তা। আর ইসরায়েলের নিরাপত্তা নির্ভর করছে বৈরুত থেকে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের তাড়ানোর ওপর। আপনি আমার সাথে একমত?' খাওয়া বন্ধ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শার্লট।

'চমৎকার বলেছেন, সত্যি অপূর্ব। আই অ্যাপ্রেশিয়েট ইট!'

শার্লট লক্ষ করল, মার্জিত স্বভাব আর বিনয়ের অবতার বলে মনে হলেও সিঙ্গারের চেহারায় কর্তৃত্বের ভাবই বেশি, চুলে পাক ধরায় তার ব্যক্তিত্ব আরও যেন বেড়ে গেছে। নিজেকে তার স্কুলছাত্রী বলে মনে হতে লাগল, হেড-মিস্ট্রেসের আমন্ত্রণে চা খেতে এসেছে। লোকটা যে ক্ষমতাবান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সাগর পাড়ি দিয়ে তার হাত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আইগাল সিমকিন, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের অফিসার যদি তার পকেটে থাকে, তা হলে গোটা ইউরোপ জুড়ে না জানি আরও কত অফিসার তার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে! একটার বেশি ফোন কল করার সময় ছিল না, যেন সিমকিন তার নির্দেশের অপেক্ষাতেই তৈরি হয়ে ছিল, এবং ওদেরকে এখানে নিয়ে আসার আয়োজন করার জন্যেও সম্ভবত মেলোরকায় একটা ফোন করার মত সময় পাওয়া গেছে। শুধু ক্ষমতা আর কর্তৃত্বই নয়, সেই সাথে দক্ষ একটা কর্মীবাহিনীও আছে সিঙ্গারের, সুশৃংখল একটা অর্গানাইজেশন পরিচালনা করে সে।

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, মনে মনে ভয় পেল শার্লট। এ-ধরনের একটা অর্গানাইজেশনে ঢুকে পড়া বোকামি তো বটেই। বিশেষ করে তার যেখানে পায়েলা শাহারের মত ট্রেনিং নেই।

ওরা দু'জন আর সিঙ্গার ছাড়া বাড়িতে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না। কাল রাতে ওদেরকে নামিয়ে দেয়ার পরপরই ল্যান্ড রোভার নিয়ে চলে গেছে ড্রাইভার।

নিঃশব্দে কফি শেষ করল শার্লট, তারপর উঠে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। বাইরে ঝুল-বারান্দা, নীচে সাগর। একটা বোট দেখতে পেল সে, টারাটানটারা, নোঙর করা রয়েছে। জেভিক ব্রিল আর স্টুয়ার্ডের কথা মনে

পড়ে গেল তার। প্যারাসুট নিয়ে সাগরে নেমেছে তারা, ওদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্যে টারাটানটারা যথেষ্ট শক্তিশালী বোট।

ঘুরল শার্লট, ধীর পায়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। 'কিন্তু আপনি, মি. সিঙ্গার?' চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল সে। 'আপনি কে? ধনী, বোঝাই যায়। বিপদগ্রস্তা যুবতীদের উদ্ধার করা আপনার একটা হবি নাকি?'

হেসে উঠে সিঙ্গার বলল, 'লর্ড, নো!' দাঁত দিয়ে প্রান্ত ছিঁড়ে একটা চুরুট ধরাল সে। 'রেডিওতে খবরটা শুনলাম, আপনার সাহস দেখে ভাল লাগল, ধারণা করলাম আপনাদের সাহায্য দরকার। তেমন কিছু করতে হয়নি, শুধু দু'জায়গা ফোন করেছি—ব্যস, পৌঁছে গেলেন আপনারা।'

'পৌঁছে গেলাম, ভাল। কিন্তু তারপর?'

'তারপর আপনাদের ইচ্ছে, অবভিয়াসলি। যখন খুশি, যেখানে খুশি চলে যেতে পারবেন। তবে কোথায় যাবেন সেটা ভাল করে ভাবতে হবে। আমার পরামর্শ, এমন কোথাও যাওয়া উচিত হবে না যেখানে সি.আই.এ. আপনাদের নাগাল পায়।'

'তা হলে তো যাবার জায়গা খুব একটা নেই বললেই চলে। আপনার প্রস্তাব মেনে নেয়াই ভাল বলে মনে হচ্ছে, আবহাওয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই গা ঢাকা দিয়ে থাকা।'

'আপনি বুদ্ধিমতী। কাল রাতে আপনি যা করেছেন, গোটা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেছে। ব্রিটিশ আর মার্কিন সরকারকে সংকটে ফেলে দিয়েছেন আপনি। পত্রিকাগুলোয় সম্পাদকীয় লেখা হবে। আপনাদের ছবি আর ইতিহাস ছাপা হবে। আরেকটা সংকট দেখা না দেয়া পর্যন্ত বাইরে বেরুনো আপনাদের জন্যে নিরাপদ নয়। তারপরও যখন বাইরে বেরুবেন, চেহারা পাল্টাতে হবে। চুলের রঙ আর ড্রেস বদলালেই চলবে, কেউ চিনতে পারবে না।'

'কিন্তু তার আগে, বলুন দেখি, এখানে কতটুকু নিরাপদ আমরা?' জিজ্ঞেস করল শার্লট। 'ব্যালিয়ারেসে ওরা আমাদের খোঁজ করবে না?'

'খুঁজলেই বা কী! মেলোরকা তো আর ছোট একটা দ্বীপ নয়। তা ছাড়া, মেইনল্যান্ড স্পেনও কাছাকাছি। কী ঘটবে এখুনি আমি বলে দিতে পারি।'

'কী ঘটবে?' সাগ্রহে জানতে চাইল শার্লট।

'আজই বিকেলের দিকে গোয়ারডিয়া সিভিলি-এর একজন সার্জেন্ট আসবে, সাথে একজন সৈনিককে নিয়ে, আপনারা যে পথ দিয়ে এসেছেন সেই পথ ধরেই আসবে তারা। কিন্তু হেঁটে। ঘামে তাদের ইউনিফর্ম ভিজে যাবে, গলা শুকিয়ে কাঠ। প্রথমে আমি তাদের এক গ্লাস বিয়ার দেব, ভাগ করে খাবে তারা। তারপর আরেক গ্লাস দেব, সেটাও ভাগ হবে। জার্মান বিয়ার ওরা পছন্দ করে। তারপর দেব কনিয়্যাক। অবশ্যই ফ্রেঞ্চ কনিয়্যাক হবে সেটা।'

'কিন্তু কথাবার্তা কিছু হবে না?'

'হবে বৈকি,' হাসল সিঙ্গার। 'আমরা আবহাওয়া নিয়ে কথা বলব। আলোচনা হবে মাছ কী রকম ধরা পড়ছে। ফসলের ফলন নিয়েও কথা হবে। তারপর বিদায় নেবে তারা, দরজার কাছে পৌঁছে আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস

করবে, বিদেশী দুটো মেয়েকে আমি দেখেছি কিনা। ওরা আপনাদের চেহারার যে বর্ণনা দেবে, তার থেকে আপনাদের চেনার কোন উপায় থাকবে না। আমি ওদেরকে ঠাট্টা করে বলব, না, দেখিনি তবে ওরা যদি দেখে তো আমাকে যেন একটা খবর দেয়—অবশ্য মেয়ে দুটোর চুল যদি কালো না হয় তা হলে খবর দেয়ার দরকার নেই। হো হো করে হাসতে হাসতে চলে যাবে তারা। স্পেন এখনও ভাগ্যবানদের জন্যে স্বর্গরাজ্য, মিস শার্লট। তাদের মধ্যে আমি একজন, কাজেই আমার বাড়ি সার্চ করার কথা ওরা কেউ ভাবতেও পারে না।'

সিঙ্গারের শেষ কথাগুলো শার্লটের কানে একটু যেন কঠিন শোনাল। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সাবধান করে দেয়া হলো তাকে। 'কথাটা আমার মনে থাকবে,' হালকা সুরে বলল সে। 'আরেকটা কথা। ধন্যবাদ, মি. সিঙ্গার। এমন দক্ষতার সাথে এখানে আমাদের নিয়ে আসার জন্যে এটা আপনার পাওনা।'

'আছেন যখন দেখতেই পাবেন, এরকম আরও অনেক ধন্যবাদ পাওনা হবে আমার,' নিজের রসিকতায় নিজেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল অ্যাভসালোম সিঙ্গার।

শার্লট পারলেও, রানা অবশ্য সে-রাতে একটুও ঘুমাতে পারেনি। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে নিয়ে হেলিকপ্টারটা লন্ডন এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার সাথে সাথে নিজের অফিসে ফিরে এসেছিল ও। কোন আলোচনা না হলেও সবার মৌন সম্মতিতে তখনই শেষ হয়ে যায় সার উইলবার ফোর্ডের পার্টি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তো ছিলই, তা ছাড়া সবাই ওর দিকে এমন বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, কারও কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় না নিয়েই ফিরে আসে রানা।

অফিসে বসে অপেক্ষা করছে, এই সময় খবর এল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের আইগাল সিমকিন নামে এক লোক বোয়িঙে চড়েছে। নামটা কমপিউটার টার্মিন্যালে ঢুকিয়ে এফ. ও. কোডের চাবি টিপল ও, এবং কয়েক মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে সামনের স্ক্রীনে আইগাল সিমকিনের অফিশিয়াল বায়োগ্রাফী ফুটে উঠল।

মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ভাল যোগাযোগ ছিল লোকটার। ছ'মাসের জন্যে জেরুজালেমে বদলি হয়েছিল, আম্মানে ছিল এক বছর। সিরিয়ায় নয় মাস থাকার পর আবার তাকে আম্মানে বদলি করা হয়। আরবী, ফারসী আর হিব্রু জানে। বর্তমানে সে একজন আন্ডার সেক্রেটারী, মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ। সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, একটানা সাড়ে চার বছর তেল আবিবে ছিল সে। মোশে দায়ানের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে কয়েকবারই।

বৈরুতে বদলির জন্যে আবেদন জানায় সে। আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল রানাকে। লাল চামড়ায় মোড়া একটা খাতা বের করে নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বারের ওপর চোখ বুলাল। তারপর ডায়াল করল। 'মাসুদ রানা, সার হ্যাগার্ড। সরি টু ডিসটার্ব ইউ।'

'শুধু যে ডিসটার্ব করছ তাই নয়, রানা, তুমি আমার ঘুম ভাঙাচ্ছ! ক'টা বাজে, ফর গডস সেক?' ভদ্রলোক ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের মহাসচিব, মেজর

জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের বন্ধু, সেই সূত্রে রানাকে চেনেন এবং স্নেহ করেন। সার হ্যাগার্ড গলফ খেলতে ভালবাসেন, এগারোবার খেলে রানার সাথে মাত্র তিনবার জিততে পেরেছেন।

'আইগাল সিমকিন,' বলল রানা। 'দ্বিতীয়বার আম্মানে থাকার সময় বৈরুতে বদলি হতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। অবাক লাগছে – কেন?'

'আম্মানও তাকে রাখতে চায়নি, বৈরুতও তাকে নিতে চায়নি – কেন, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। ত্রুটিহীন চরিত্র, আমাদের আইগাল সিমকিন। নেপথ্যে থেকে সুন্দর আপোষমূলক আলোচনা শুরুর পরিবেশ তৈরিতে ভারি দক্ষ। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী, একজন মুসলিম, বিশেষভাবে তাকে নিতে আপত্তি জানান। কারণটা আমরা জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি।'

ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। তারমানে কি লেবানন ইন্টেলিজেন্স সিমকিন সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছিল?

লাল খাতাটা আবার খুলল রানা। আরেক নম্বরে আবার ডায়াল করল। সরাসরি বৈরুতের সাথে কথা বলবে ও।

পুব ভূমধ্যসাগরের উপকূল রেখায় বোট, হালকা প্লেন, গাড়ি নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে মাঠ কর্মীরা। তাদের পাঠানো রিপোর্ট মন দিয়ে পড়ল দুঁদে বোঁ। যারা কাজ করছে তাদের সংখ্যা ইতিমধ্যে একশো ছাড়িয়ে গেছে। সবাইকে একই ধরনের ব্রিফিং দেয়া হয়েছে – পানির কিনারায়, লোক বসতি নেই এমন এলাকায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি, যেখান থেকে লেবাননের উদ্দেশে একটা বোট পাঠানো সম্ভব, বের করো খুঁজে।

চেয়ার ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের লার্জ-স্কেল ম্যাপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুঁদে বোঁ। লম্বাটে দ্বীপ ক্রীটের দক্ষিণ উপকূলে স্থির হলো চোখ। সন্দেহ নেই, টেরোরিস্টদের জন্যে এই এলাকাটাই আদর্শ। কিন্তু তার লোকেরা গোটা এলাকা চষে ফেলেও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়নি। মাঠকর্মীরা উত্তর-পুব নিসোস এলিসা থেকে শুরু করে আলতোসোমুরি ঘুরে ইয়েরাপেতিরা, সুতসোরম, লেন্টাস, আগিয়া গেলিনি, প্লাকিয়াস, চোরা স্ফারকিয়ন, পালিয়াচরা পর্যন্ত গেছে, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের এলফোনিসস তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। এসব জায়গার মধ্যে দু'একটাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, যেমন ট্রিস একলিসটেস। আস্টেরুশিয়া পাহাড়ের নীচে জেলেদের পরিত্যক্ত একটা গ্রাম, ফিনিক্স শহরের প্রাচীন বন্দর ছিল এক সময়। লুট্রন নামে জেলেদের একটা গ্রামের পিছনে একলিসটেস, কেউ সেখানে যায় না। মাঠকর্মীরা পায়ে হেঁটে গেছে সেখানে, প্লেন থেকেও সার্চ করা হয়েছে। কিছু কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা গেল সম্প্রতি লোকজন আসা-যাওয়া করেছে বটে, কিন্তু তারা সবাই প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সদস্য ছিল।

পিয়েরে দ্য কুবার্তের হদিশ কেউ দিতে পারছে না।

তীর থেকে দূরের দ্বীপগুলোতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। নিসোস গাভডন,

গাভডোপুলা, প্যাক্সিমাডিয়া, গাইদুরোনিসি, কুফোনিসি, কোনওটাই বাদ দেয়া হয়নি। কিন্তু নেই।

অথচ আশ্চর্য, সবুজ ডলফিনের ওখানেই কোথাও থাকার কথা!

যুক্তি দিয়ে সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করল দুঁদে বোঁ। নির্দেশ দেয়া হয়েছে কয়েকটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে লন্ডনে একটা মিটিঙে বসতে হবে। নির্দেশটা যারাই দিয়ে থাকুক, তাদের পরিচয় যাই হোক, সন্দেহ নেই তারা এবার একটা হুমকি দেবে। যা বলছি তাই করো, তা না হলে লেবাননে সবুজ ডলফিন পাঠাব। লেবাননই যে তাদের টার্গেট তা-ও একরকম নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে লেবাননের প্রধানমন্ত্রীকে মিটিঙে বসতে বলা হয়েছে। লেবাননের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন মুসলিম, আর টেরোরিস্টরা ইহুদি।

এবার নিশ্চয়ই পিয়েরে দ্য কুবার্ত ডলফিন চালাবে না। কমপিউটর চালু করা হবে, যা করার ওটাই করবে। হিট, নয়েজ, আর লাইট সেনসিটিভ মেকানিজম ডি-অ্যাকটিভেট করা হবে, ডলফিনের নাকে বসানো হবে ব্রিটিশ অ্যাটমিক ওঅরহেড। সবুজ ডলফিন একবার রওনা হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না কারও। অবশ্যই বৈরুতের যতটা সম্ভব কাছাকাছি থেকে যাত্রা শুরু করবে সবুজ ডলফিন – হয় ক্রীট, নয়তো সাইপ্রাস থেকে। অথচ তার লোকেরা দ্বীপ দুটোয় কিছুই দেখতে পায়নি।

আশ্চর্য!

'ঠিক আছে,' বাল্যবন্ধু মার্ক পপেটিকে বলল দুঁদে বোঁ। 'মাঠকর্মীদের বড় দলটাকে এদিকে নিয়ে এসো – ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম দিকে আরও ভালভাবে সার্চ করুক ওরা। ব্যালিয়ারেস এ কড়া তল্লাশি চালনো হোক। ফরমেনটেরা, ইবিজা, মেলোরকা, আর তারপর মোনোরিকা। কে জানে, মেরী শার্লটকে হয়তো ব্যালিয়ারেসেরই কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই জটিল, ক্ষমতাসীনদের সম্পর্কে বলা যায় তাঁরা স্বেচ্ছায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে রাজি হয়েছেন। স্বজাতির প্রতি দরদ, প্রবল দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না থাকলে এই দেশে কেউ জনপ্রিয় হতে পারে না। সংবিধানে আছে প্রেসিডেন্ট যদি খ্রীস্টান হন তা হলে প্রধানমন্ত্রী হবেন মুসলিম, কিংবা উল্টোটা, কারণ খ্রীস্টান আর মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যিনি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রী, খ্রীস্টান প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশি ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয় তাঁকে। কারণ লেবাননে খ্রীস্টান আর মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা রয়েছে, এবং খ্রীস্টানদের মত তারাও ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মুসলিম প্রধানমন্ত্রীকে রীতিমত চব্বিশ ঘণ্টা যুদ্ধ করতে হয়। তার ওপর আছে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু সমস্যা। ইসরায়েল ফিলিস্তিনীদের মাটি দখল করে নেয়ার পর অসংখ্য উদ্বাস্তু গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে লেবাননে, স্বদেশকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় তারা অটল, গেরিলা যুদ্ধের

ট্রেনিংও পেয়েছে তারা। লেবাননের প্রতিটি মুসলমান নাগরিক ফিলিস্তিনীদের মুক্তি-আন্দোলনকে সমর্থন করে। তাদের প্রতি মুসলিম প্রধানমন্ত্রীরও একটা দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই নতুন করে আবার ফিলিস্তিনী গেরিলাদের বৈরুতে আশ্রয় দিতে গোপনে রাজি হয়েছিলেন তিনি। গেরিলারা কীভাবে বৈরুতে ঢুকবে এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কোথায় থাকবে, সে পরামর্শও তাঁরই দেয়া। গেরিলাদের নির্দিষ্ট কোন এলাকা বা ঘাঁটি নেই, সাধারণ মানুষের সাথে মিশে আছে তারা, আলাদাভাবে খুঁজে বের করা অসম্ভব।

মেসেজটা তিনি পেলেন হাতে হাতে, লেবাননে দায়িত্ব পালনরত ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর তাঁর অফিসে এসে দিয়ে গেলেন। গোপন এবং জরুরী একটা মিটিঙে উপস্থিত থাকার অনুরোধ। মিটিংটা হবে লন্ডনে। অংশগ্রহণ করবেন ব্রিটিশ, মার্কিন এবং ফ্রেঞ্চ রাষ্ট্রপ্রধানরা। সাথে সাথে সতর্ক এবং সন্দিহান হয়ে উঠলেন তিনি। তিনটে রাষ্ট্রের সাথেই আলাদা পণ্য এবং বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে আগামী মাসে। তিন সুপার পাওয়ার একজোট হয়ে লেবাননের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছে নাকি? ফিলিস্তিন গেরিলাদের তাড়িয়ে না দিলে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে?

মেরী শার্লট আর পায়েলা শাহারের কথা ভাবলেন তিনি। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মস্ত একটা কিন্তু আছে। কল্পনাতেও আসে না খ্রীস্টান বা ইহুদি কেউ ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে জিম্মি রাখবে, অথচ ঘটেছে ঠিক তাই। ব্রিটিশ আর মার্কিন প্রশাসন যে নাজুক অবস্থায় পড়ে গেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মার্কিন অ্যামব্যাসাডর হিথ্রো এয়ারপোর্টে ফিরে গিয়েছেন, অবশ্য তারমানে এই নয় যে টেরোরিস্টদের হাতে আর কোনও অস্ত্র নেই। তারা হয়তো এই মিটিঙের আয়োজন করতে বলেছে সবাই বসে যাতে বৈরুত থেকে ফিলিস্তিনী গেরিলাদের কীভাবে ভাগানো যায় তার একটা উপায় বের করতে পারে। এ-ধরনের মিটিঙে লেবাননী প্রধানমন্ত্রীকে তো অবশ্যই দরকার।

লন্ডনে তাঁর যাওয়া উচিত হবে কিনা-সিদ্ধান্ত নিতে ইস্ততত করছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উপদেষ্টারা পরামর্শ দিলেন, মিটিঙের আলোচ্যসূচী জানতে চেয়ে বার্তা পাঠানো হোক, ঠিক এই সময় খবর এল মিশরীয় অ্যামব্যাসাডর প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে এক ঘণ্টা মত বিনিময় হলো। মিশরীয় অ্যামব্যাসাডর ভয়াবহ একটা আশংকার কথা প্রকাশ করলেন। গোপনসূত্রে তাঁদের ইন্টেলিজেন্স জানতে পেরেছে, ইহুদি সন্ত্রাসবাদীরা ব্রিটেন থেকে ছোট একটা অ্যাটম বোমা আর ফ্রান্স থেকে ছোট একটা সাবমেরিন চুরি করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বোমাটা বৈরুতে ফাটানো হবে। মিশরীয় নৌ বাহিনীর তিনটে যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে আগে থেকেই ছিল, সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচটা করা হয়েছে, কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো মিনি সাবমেরিনটা নাকি কোনও সোনারে ধরা পড়বে না।

প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলেন লন্ডন মিটিঙে উপস্থিত থাকবেন তিনি। বিপদ যখন একটা আসছেই, তার আসল চেহারা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার

তাঁর। তবে একটা শর্ত আছে। আলোচ্য মিটিঙে উপস্থিত থাকার জন্যে মিশরীয় প্রেসিডেন্টকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

ওদের কাপড়চোপড়ের সাথে দু'জোড়া বিকিনিও ছিল, সেটার একটা পরে পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল শার্লট। সাড়ে দশটা বাজে, এখনও ঘুমাচ্ছে পায়েলা শাহার। সাগরের কিনারায় বড়সড় কংক্রিট প্ল্যাটফর্ম, দেয়ালের গায়ে কাঠের একটা কাবার্ড দেখতে পেল সে। ভেতরে মাস্ক, রাবার ফিন, স্নরকেল টিউব, ইত্যাদি রয়েছে। ফিট করে এমন একটা সেট বেছে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে গভীর, স্বচ্ছ পানিতে নেমে পড়ল সে।

ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গিতে ফ্লিপার পরা পা নেড়ে ডুব দিল শার্লট, পনেরো ফুট নীচে কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের গোড়ায় পৌঁছে গেল। কংক্রিট দেয়ালের পর থেকে শুরু হয়েছে পাথুরে পাঁচিল, সেটা ঘুরে সরু বে-তে চলে এল সে। খানিক পরই কুকুরের পা আবিষ্কার করল, সাঁতরে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এদিকেও কংক্রিটের পাঁচিল পানির নীচে নেমে এসেছে, তৈরি করেছে দুই মিটার গভীর একটা আন্ডারওয়াটার কার্নিশ। কার্নিশের পেছন দিকে গ্যালভানাইজড লোহার আঙটা দেখা গেল, নোঙর করার কাজে ব্যবহার হয়, কংক্রিটের সাথে গাঁথা। ঘণ্টাখানেক ডুব-সাঁতার কাটল শার্লট, অক্সিজেন বটল না থাকায় বার বার পানির ওপর মাথা তুলতে হলো তাকে। কিন্তু আঙটাগুলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

টারাটানটারার চারপাশেও বার দুয়েক চক্কর দিল শার্লট। গ্যালভানাইজড চেইনের সাথে মুরিং বয়া রয়েছে, চল্লিশ ফুট নীচের পাথুরে মেঝেতে নেমে গেছে চেইনগুলো, বড় আকারের কংক্রিট ব্লকের সাথে বাঁধা। একটা চেইন ধরে নামার চেষ্টা করল সে, কিন্তু একেবারে তলায় পৌঁছুনো সম্ভব হলো না। ধীরে ধীরে পানির ওপর মাথা তুলল, সাঁতরে ফিরে এল কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের কাছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝুঁকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অ্যাভসালোম সিঙ্গার।

'সাঁতার উপভোগ করছেন, মিস শার্লট?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

মুখ থেকে মাস্ক খুলে ফেলল শার্লট। 'অনেক দিন অভ্যেস নেই। দারুণ লাগল!'

'এনজয় ইওরসেলফ,' বলল সিঙ্গার। 'এদিকের পানিতে হাঙর নেই, মানুষরূপী বা অন্য কোনও...'

'আপনার বোটটা ভারি সুন্দর,' প্রশংসা করল শার্লট। 'প্রায়ই খোলা সাগরে যান?'

'ইচ্ছে থাকলেও ঘনঘন যাওয়া হয় না। আপনার যদি চড়তে ইচ্ছে করে, প্লিজ, ইতস্তত করবেন না। স্টার্নের সিটের নীচে কেবিনের চাবি পাবেন, গ্যালিতে প্রচুর বিয়ার ইত্যাদিও আছে।'

'ধন্যবাদ। শুকনো মাটি একঘেয়ে লাগলে সান-ডেকে লম্বা হতে পারি।'

'এনি টাইম। এমনও হতে পারে আমার ব্যস্ততা কমলে দু'জনে কোথাও

থেকে বেড়িয়েও আসতে পারি।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাবসালোম সিঙ্গার, তরতর করে উঠে গেল প্রায় খাড়া পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে।

সিঙ্গার বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হবার পর পানি থেকে উঠল শার্লট। কাবার্ডের পাশে কল খুলে দিয়ে মিষ্টি পানিতে ইকুইপমেন্টগুলো ধুলো সে, রোদে ফেলে রাখল শুকাবার জন্যে। কংক্রিটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, রোদের উষ্ণ আলিঙ্গন এতই আরামদায়ক লাগল যে আবেশে জড়িয়ে এল চোখ।

কিন্তু জেগে আছে শার্লট, চিন্তা করছে। একজন লোকের জন্যে বাড়িটা অনেক বড়। স্প্যানিশ একটা পরিবারের গল্প যদি সত্যিও হয়. এত বড় বাড়ি দেখাশোনা করা তাদের পক্ষেও কঠিন। ল্যান্ড রোভারের ড্রাইভার লোকটাই বা গেল কোথায়? পৌঁছুবার পরই বেডরুমে কাপড়চোপড় পেয়েছে ওরা, কে কিনল, কে বাছাই করল? মেয়েলি বুদ্ধিতে বুঝতে পারল সে, ওগুলো কোনও পুরুষের কেনা-কাটা নয়। অন্তত টয়লেট আর্টিকেলগুলো তো নয়ই।

কাঠের একটা বাক্স খুঁজবে, বলে দিয়েছে রানা। দেখবে কোনও কাঠের বাক্সে সীসার পাত মোড়া আছে কিনা। নাক ভোঁতা একটা সাবমেরিনও খুঁজতে হবে। সেটা দেখতে হবে অনেকটা হাঙর বা ডলফিনের মত, সামনের দিকে চোখ আর চৌকো দাঁত আঁকা থাকবে।

তবে যাই দেখতে পাক সে, ছোঁয়া বারণ।

রোদ তেতে ওঠায় উঠে বসল শার্লট, প্ল্যাটফর্মের কিনারায় থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল পানিতে। অলসভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাল, একবার ওপর দিকেও। পাহাড়ের মাথার ওপর বাড়িটা, ওখান থেকে এখানে তাকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। চোখ নামিয়ে পানিতে তাকাল সে। পানিতে রোদ পড়েনি, ছায়া থাকায় অনেক গভীরে চলে গেল দৃষ্টি।

রূপালি একটা ঝিলিকের মত লাগল চোখে. মাছের মত দ্রুত সরে গেল। কাবার্ডের কাছে ফিরে এসে মাস্কটা নিল আবার শার্লট, তাড়াতাড়ি পরে ঝুপ করে নামল পানিতে। ফ্লিপার না থাকায় পানির গভীরে নেমে যেতে কষ্ট হলো তার। চার মিটার নামার পর লম্বা রূপালি লাইনটা দেখতে পেল সে, এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেয়ালের গা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে। অমসৃণ দেয়ালের ঘষা খেলে চামড়া উঠে যাবে, নিরাপদ দূরত্ব রেখে লাইনটাকে অনুসরণ করল শার্লট। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে সে, নোঙর করা টারাটানটারার দিকে এগোচ্ছে। অ্যাংকর চেইনের কাছাকাছি এসে পানির ওপর মাথা তুলল, স্টার্ন থেকে নেমে আসা মইয়ের নীচের ধাপটা ধরে ফেলল। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল অ্যাভসালোম সিঙ্গারকে। বাড়ির বারান্দায়, তার পাশে পায়েলা শাহারও রয়েছে।

পায়েলা শাহারের চোখে বিনকিউলার।

ওদের উদ্দেশে একটা হাত নাড়ল শার্লট, মই ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে ফিরে এল প্ল্যাটফর্মে। শাওয়ারের নীচে পাঁচ মিনিট দাঁড়াল সে, চুল আর গা থেকে লবণ ধুলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে।

সিঙ্গার আর পায়েলা শাহারের সাথে একজন লোক রয়েছে, শরীরের গঠন

অনেকটা টারজানের মত, সম্ভবত একজন বক্সার। সাদা ট্রাউজার আর সাদা টি-শার্ট পরে আছে সে। চোখ দুটো ছোট আর নির্দয়।

'ভেতরে আসবেন, মিস শার্লট?' নরম বিনয়ের সুরে বলল অ্যাভসালোম সিঙ্গার। 'এবার বোধহয় আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার সময় হয়েছে।'

দুই

সামনে ক্যাথোডরে অসিলোস্কোপ, রাডার স্ক্রীন, কমপিউটর প্রিন্টআউট প্যানেল ইত্যাদি নিয়ে বসে আছেন প্রফেসর গ্রাফটন। কামরার এক কোণে বড় একটা স্পীকার, কাঁপা কাঁপা সবিরাম একটা যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেটা থেকে, তিন কি চার সেকেন্ড পর পর বিরতির সময় শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ একটা পিপ্ শব্দ। কানের ওপর মাথা চুলকে কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন প্রফেসর, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। দূরবর্তী স্টেশনের সাথে যোগাযোগ হতে প্রফেসর ম্যাকলিনকে চাইলেন তিনি।

খানিক পর লাইনে এলেন ম্যাকলিন।

'অরবিস স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ করেছি,' গ্রাপটন বললেন। 'তুমিও কি ওটার রিপোর্ট পাচ্ছ?'

'ব্যান্ড আর ওয়েভলেন্থ বলো।'

'ব্যান্ড এফ। দু'হাজার।'

'না। আমরা এখান থেকে আবহাওয়ার ওপর নজর রাখছি, লো ওয়েভলেন্থে।'

'অরবিস ধরবে নাকি?'

'বিশ মিনিটের মত সময় লাগবে...'

'ধরে দেখো তারপর আমার সাথে যোগাযোগ করো।'

ভূগোল বিদ্যায় স্যাটেলাইটের ব্যবহার গত ক'বছরে অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে সামুদ্রিক স্রোতের গতি আর তীব্রতা পরিমাপ এবং ঢেউয়ের প্রকৃতি বোঝার জন্যে অরবিটিং স্যাটেলাইট মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

পদ্ধতিটা খুব সোজা। ধরা যাক দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি সাগরের কোথাও রশ্মি বিকিরণ করে এমন কয়েকটা ডিভাইস ফেলা হলো, অরবিটিং স্যাটেলাইট আটলান্টিক ধরে ওগুলোর গতিবিধি অনুসরণ করবে। এই পদ্ধতিতে পানির গতি এবং গতিপথ আগের চেয়ে নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে। এ-ধরনের দুটো স্থাপনা সারাক্ষণ স্যাটেলাইটগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। একটা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমের গুনহিলি ডাউনে, আরেকটা ম্যানচেস্টারে। স্টেশনগুলো শুধু আবহাওয়ার খবর সংগ্রহ করে না, জিয়োগ্রাফিক এবং ওশেনোগ্রাফিক স্টাডিতেও অবদান রাখে!

সাগরে যে ডিভাইস ফেলা হয় তার আকার চীনাবাদামের খোসার চেয়ে বড় নয়, প্রতিটিতে আণবিক পদার্থ থাকে। ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থই সিগন্যাল দেয়

স্যাটেলাইটকে, ডিসপ্লে প্যানেলে সিগন্যালটা ফুটিয়ে তোলে, কিংবা একটা লাউডস্পীকার পিপ্ শব্দ হিসেবে প্রচার করে।

প্রফেসর গ্রাফটন একটা পিপ্ রিসিভ করছেন।

ম্যানচেস্টার থেকে প্রফেসর ম্যাকলিন যোগাযোগ করে তাঁকে জানালেন, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি।' প্রফেসর গ্রাফটনকে একটা লোকেশনও দিলেন তিনি।

একটা দ্বীপের উপকূল থেকে আসছে সিগন্যাল। দ্বীপটা ভূমধ্যসাগরে। নাম ইবিজা।

ম্যাকলিন ব্যাপারটা নিয়ে আরও আলোচনা করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিলেন গ্রাফটন। বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের ডিনারে তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে, তাই না? একটু আগে চলে এসো না, বারে বসে গল্প করা যাবে?'

গ্রাফটন এরপর লন্ডনে টেলিফোন করলেন। 'আপনি যা খুঁজছিলেন আমি বোধহয় তা পেয়েছি,' রানাকে বললেন তিনি। 'ডেফিনিট কনফার্মড রিডিং। লোকেশনের ব্যাপারটা – আধ মাইলের চেয়ে ছোট করে আনা সম্ভব নয়, আপনি জানেন। ইবিজার উপকূল থেকে আসছে। ম্যাপ রেফারেন্স দিচ্ছি…।

থমথমে চেহারা নিয়ে সৈনিকদের দিকে তাকাল মেজর হেক্টর। হ্যাঙ্গারের ভেতরে ত্রিশজন লোক। চুপচাপ শুয়ে আছে সবাই, কেউ বই পড়ছে, দাবা আর তাস খেলছে কয়েকজন। সবার পরনে সাদামাঠা ধূসর রঙের জ্যাকেট, বুট, ডেনিম ট্রাউজার।

অভিযানের জন্যে সবাই তৈরি।

রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিমান হ্যাঙ্গারের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরইমধ্যে ফ্লাইট ডেকে উঠে গেছে ক্যাপটেন আর ক্রুরা। নির্দেশ পাবার সাথে সাথে সৈনিকদের নিয়ে রওনা হয়ে যাবে।

সৈনিকরা কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। কিন্তু মেজর হেক্টর অস্থির হয়ে আছে। ঊর্ধ্বতন অফিসার নির্দেশ দিয়েছেন তৈরি হও, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে তারা। শুধু বলা হয়েছে একটা অভিযানে বেরুতে হবে, সাথে একজন সিভিলিয়ানও থাকবে। টার্গেট জানানো হয়নি, গন্তব্য বলা হয়নি, পৌঁছুবার পর কী করতে হবে তাও গোপন রাখা হয়েছে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

নির্দেশ পাবার আগে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। ক্যাপটেন জেভিক ব্রিল সম্পর্কে এক গাদা প্রশ্ন করা হয়েছে তাকে। হ্যাঁ, অবশ্যই জেভিক ব্রিলের কথা মনে আছে তার। তখন সে নিজেও তো ক্যাপটেন ছিল। কেন যে লোকটা সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গেল! দক্ষ অফিসার ছিল, তবে একটু চুপচাপ। আসলে এ-ধরনের লোকদের বুঝতে পারা সহজ নয়। কাজ আদায় করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিল ক্যাপটেন জেভিক ব্রিল, লোকেরা হয় তাকে শ্রদ্ধা করত না হয় ভয় করত, কেউ ভালবাসত বলে মনে হয় না।

সিভিলিয়ান লোকটা কে? সে-ই নাকি ব্রিফিং করবে। কেন? সেনাবাহিনীর লোকেরা একজন সিভিলিয়ানের কাছ থেকে নির্দেশ পাবে কেন?

চিন্তায় বাধা পড়ল মেজর হেক্টরের, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল সে।

'কর্নেল রিচার্ড। সিভিলিয়ান ভদ্রলোক তোমার সাথে কথা বলবেন। তার আগে দু'একটা কথা আমি বলি।'

'ইয়েস, কর্নেল।' কঠোর হয়ে উঠল মেজরের চেহারা।

'উনি প্রাক্তন মেজর, তবে ব্রিটিশ নন। আমাদের প্রাইমমিনিস্টারের বিশেষ অনুরোধে টপ সিক্রেট একটা দায়িত্ব পালন করতে রাজি হয়েছেন। এবার তুমি সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলো।'

কান খাড়া করে তাকাল মেজর হেক্টর। বিদেশী লোক? বলে কী?

'মেজর হেক্টর?'

'কারেক্ট।'

'মাসুদ রানা। ক্যাঙ্গারু ইন থারটি মিনিটস?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের সাথে যাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু··· আপনার ট্রেনিং··· মানে সেনাবাহিনী থেকে কত দিন আগে··· ?'

'সব ভুলে গেছি, কিন্তু শুরু করলে আবার মনে পড়ে যবে। তা হলে আমার জন্যেও একটা প্যারাসুট প্যাক রাখছেন, তাই না?'

'আগেই সে নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'আপনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মেজর হেক্টর। আমি শুধু আপনাদের সাথে থাকব। ভাল কথা, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ?'

'স্টেন, গ্রেনেড আর পিস্তল।'

'অন্যান্য ইকুইপমেন্ট?'

'ছোট প্যাক, হ্যাভারস্যাকে রেশন।'

'গুড। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি। ভাল কথা, মেজর হেক্টর, কংগ্রাচুলেশন্স!'

'ফর গডস সেক, হোয়াট ফর?'

মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল অপরপ্রান্তে, তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

দশ সেকেন্ড মাথা নিচু করে থাকল মেজর হেক্টর। কথা বলে মনে হলো, লোকটা মন্দ নয়। কিন্তু অভিনন্দন জানাল কেন? কাঁধ ঝাঁকিয়ে হুইসেলটা মুখে তুলল সে, পরপর দু'বার বাজাল। সব খেলা থেমে গেল, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল সৈনিকরা। হ্যাঙ্গারের মাঝখানে তিন লাইনে দাঁড়াল ত্রিশজন লোক, প্রত্যেকের পিঠে প্যারাসুট প্যাক। দু'জন লেফটেন্যান্ট আর একজন সার্জেন্ট লাইনগুলোর সর্ব ডানে রয়েছে, বাম দিকে রয়েছে একজন সার্জেন্ট আর দু'জন করপোরাল।

প্যারাসুট আর ছোট প্যাকটা তুলে নিল মেজর হেক্টর। কাঁধে ঝুলছে স্টেন, পিস্তলটা বাঁ কোমরে হোলস্টারে। লাইনগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল সে, সৈনিকরা অ্যাটেনশন হলো।

'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শুরু হবে অপারেশন ক্যাঙ্গারু,' বলল সে। 'আমাদের

সাথে একজন বিদেশী প্রাক্তন মেজর জাম্প করবেন। মাসুদ রানা। প্লেনে ওঠার পর ব্রিফ করা হবে আমাদের। অন্তত তাই আশা করছি আমি...' হাসল সে, সৈনিকরাও হাসল তার সাথে। কারও মধ্যে কোন অস্থিরতা বা উদ্বেগ নেই। মেজর হেক্টরের সাথে তারা সবাই অনেক দিন ধরে কাজ করছে। 'এখন থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে প্লেনে চড়ব আমরা। কোন কাজ বাকি থাকলে সেরে ফেলার এখনই সময়।'

মটরসাইকেলে চড়ে রানা যখন পৌঁছুল, সৈনিকরা তখন প্লেনে উঠে পড়েছে। যানজটের মধ্যে পড়ে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেছে, আর পাঁচ মিনিট পর ডেডলাইন। সরাসরি হ্যাঙ্গারে ঢুকল রানা, মেজর হেক্টর ওর প্যারাসুট প্যাক নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওখানে। রানার সাথে একজন মেজর জেনারেলকে দেখে স্যালুট করল হেক্টর।

কুশলাদি জিজ্ঞেস করার সময় নেই, জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় এবং আশীর্বাদ নিয়ে জেটে চড়ল ওরা। সামনের দুটো সিটে পাশাপাশি বসল দু'জন। সিঁড়ি সরিয়ে নেয়া হলো, বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

প্লেনের ভেতর একদিকে চওড়া করিডর, সাধারণত যা দেখা যায় না। মেঝেটা অ্যালুমিনিয়ামের, কিন্তু পিচ্ছিল নয়। করিডরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত একটা রেলিং রয়েছে, ডায়ামিটারে দেড় ইঞ্চি, শেষ প্রান্তটা পেছনের পোর্ট সাইডের কাছে, উঁচু টেইলপ্লেনের নীচে।

'জাম্প করতে অসুবিধে হবে না তো?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল মেজর হেক্টর। 'সামনের দরজা দিয়ে নামার মত নয় ব্যাপারটা। ঠিক বেরুবার মুখে আধ পাক ঘুরে যেতে হবে আপনাকে – ডান হাত দিয়ে ধরবেন রেইল। পারবেন তো?'

'এভাবে শিখিয়ে দিলে বাচ্চা একটা ছেলেও পারবে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'সাইকেল চালাবার মত, তাই না? কেউ কখনও ভোলে না। এবার, মি. রানা, বলুন দেখি, কাঙ্গারু ব্যাপারটা আসলে কী?'

'ইবিজায় নামব আমরা। লো লেভেল। নামব একটা বাড়ির কাছাকাছি। বাড়িতে, আমি ধারণা করছি, দুটো মেয়েকে পাব আমরা। পাব প্রাক্তন ক্যাপ্টেন জেভিক ব্রিল আর একজন ফরাসী পিয়েরে দ্য কুবার্তকে, সম্ভবত।'

'পেলাম। তারপর?'

'ব্রিটিশ মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেব আমরা, বাকি তিনজনকে জ্যান্ত ধরব, যদি সম্ভব হয়।'

হেসে উঠল মেজর হেক্টর। 'নিশ্চয়ই গার্ড থাকবে?'

'থাকাই সম্ভব। একটা মিনি সাবমেরিনও হয়তো আছে। আর ছোট একটা বাক্স। কিন্তু প্রথমে ব্রিটিশ মেয়েটাকে উদ্ধার করব আমরা, তারপর ওগুলো খুঁজব। খুঁজব আমি, আপনারা বাড়িটা সার্চ করবেন।'

আড়চোখে রানার দিকে তাকাল মেজর হেক্টর। 'ব্রিটিশ মেয়েটা,' বলল সে, 'তার নাম হয়তো মেরী শার্লট, মি. রানা? হতে পারে অপর মেয়েটা পায়েলা শাহার, কী?'

'তুমি কাগজ পড়ো,' মন্তব্য করল রানা। 'মিস্টারটা বাদ দিতে পারো।'

'রেডিও-ও শুনি, টিভি-ও দেখি। প্রতিটি প্রচার মাধ্যমে আরেকটা নাম ঘন ঘন শুনেছি। মাসুদ রানা। সেই তো অ্যামব্যাসাডরদের পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিল মেরী শার্লটকে। অতিথিদের একজনকে নিয়ে পার্টি থেকে বেরিয়ে যায় মেরী...'

'বাইরে থেকে দেখে সব ব্যাপার বোঝা যায় না, হেক্টর। ছবিগুলো বের করি, সবাইকে দেখাও।'

ফ্রান্সের স্থলভাগ পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরের ওপর চলে এল জেট প্লেন। কর্সিকা আর মেলোরকা দ্বীপের মাঝখান দিয়ে এগোল, তারপর হঠাৎ পশ্চিম দিকে বাঁক নিল, ধীরে ধীরে নীচে নামছে।

ইবিজা দ্বীপের বারো শো ফুট ওপর দিয়ে সগর্জনে টলো রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ট্র্যান্সপোর্ট, প্রতি মুহূর্তে আরও নামছে। ইতিমধ্যে থ্রটল টেনে নিয়েছে পাইলট, কমে গিয়ে গতি দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় দুশো মাইল। ককপিটে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। 'বাঁ দিকে বাঁক নেব আমি,' পাইলট জানাল। 'প্লেন লেভেলে আসার সাথে সাথে বেরিয়ে যাবেন আপনারা। আমার যা স্পীড থাকবে, যদি তাড়াতাড়ি বেরুতে পারেন, এক মাইলের মধ্যেই থাকবেন সবাই। খুব বেশি উঁচু থেকে পড়ছেন না, কাজেই নামার পথে দিক বদলানোর সময় পাবেন না। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ওর পাশ থেকে উত্তর দিল মেজর হেক্টর, 'ঠিক আছে।'

প্লেনের পোর্টসাইডে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে সৈনিকরা, প্রত্যেকের হুক রেইলের সাথে আটকানো, সবাই যে যার হাত দিয়ে রিঙ ধরে আছে যাতে সামনের লোকটা দৌড়তে শুরু করলে সে-ও তার পিছু নিতে পারে।

শেষবার সৈনিকদের নির্দেশ দিল মেজর হেক্টর।

তার কথা শেষ হতেই ঝাঁকি খেলো প্লেন, ঘুরতে শুরু করল। ঘোরা শেষ হতেই এক ঝটকায় খোলা হলো দরজা, দমকা বাতাস ঢুকল ভেতরে। 'গো!' গর্জে উঠল পাইলট।

লাইনের মাঝখানে ছিল মেজর হেক্টর আর রানা। রেইলের স্পর্শ ঠাণ্ডা আর মসৃণ লাগল হাতে, খপ্ করে ধরেই আধ পাক ঘুরিয়ে দিল শরীরটা, মৃদু লাফ দিয়ে ঝুলে পড়ল শূন্যে। এক হাজার ফুটের মধ্যে কিছু নেই।

তলপেটের ভেতর পুরনো এবং পরিচিত শিরশিরে অনুভূতি, হৃৎপিণ্ড উঁচু হলো ওপরদিকে, নাকে তীব্র বাতাস। ঘন ঘন বাতাস নিল আর ছাড়ল রানা। কয়েক সেকেন্ড পরই একটা ঝাঁকি খেলো, মাথার ওপর খুলে গেল প্যারাসুট। ওপর দিকে মুখ তুলে প্যারাসুটের গায়ে পরিচিত ফুটো দেখতে পেল ও। দ্রুত এবং সাবলীল হয়ে উঠেছে পতন। বাতাসের তীব্র ধাক্কা থেকে নাক বাঁচানোর জন্যে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল একটু ডানদিকে। নীচে তাকিয়ে পাথুরে ভূতল দেখতে পেল। ঝোপ আর ঘাস সামান্যই, অল্প কিছু পাইন গাছ, সার সার পাহাড়-প্রাচীরের সরু মাথা। তারপরই চোখে পড়ল চোখ ধাঁধানো সাদা পাঁচিল, সমতল ছাদ, ছোট্ট বে, নোঙর করা বোট, শ্বাসরুদ্ধকর নীল-সবুজ পানি। প্রতি

সেকেন্ডে আকারে বড় হচ্ছে বাড়িটা। মাটি যেন সবেগে উঠে আসছে ওদের দিকে। ল্যান্ডিঙের জন্যে তৈরি হলো রানা।

তিন ফুট উঁচু একটা ঝোপের মাঝখানে নামল রানা, হঠাৎ আবিষ্কার করল গাদা গাদা, বুনো ফুল ঘিরে রেখেছে ওকে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিতে না পারায় ঘন ঘন হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে কয়েক পা এগোল, মট মট করে ভাঙল ঝোপের কচি ডালগুলো। সরাসরি না তাকিয়েও বুঝতে পারল ওর চারপাশে সিধে হচ্ছে সৈনিকরা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে প্যারাসুট। হারনেস খুলে স্টেনটা বাগিয়ে ধরল রানা, ছুটল।

দ্রুত একবার নিজের চারদিকে চোখ বুলাল ও। সবাই খুব কাছাকাছি নেমেছে ওরা, তীর চিহ্নের আকৃতি নিয়ে সবাই ছুটছে, মাথায় রয়েছে মেজর হেক্টর।

চারশো গজ সামনে বাড়িটা। লোহার পাত দিয়ে তৈরি গেট খোলা, কিন্তু গ্রিল সহ জোড়া কবাট বন্ধ। ভেতরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে গাড়ি-পথ, দু'পাশে সার সার গাছপালা। গোটা বাড়ি সাত ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া। পাঁচিলের ওপারে না গেলে বাড়িটা ওরা দেখতে পাবে না।

হাত তুলে সংকেত দিল মেজর হেক্টর। তীর চিহ্নের বাম বাহু বাঁ দিকে যাবে, ডান বাহু ডান দিকে। মাঝখানের বাহুটা গাড়ি-পথ ধরে সোজা।

গেট পেরোনো সমস্যা হবে।

আবার সংকেত দিল হেক্টর। দুই বাহুর পিছনের অংশ থেকে সৈনিকরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে পাঁচিল ঘেঁষে ছুটবে। বলা যায় না, পিছন দিকেও দরজা থাকতে পারে।

আর একশো গজ সামনে গেট।

মেজর হেক্টরকে জরুরী একটা পরামর্শ দিল রানা। হেক্টর গর্জে উঠল, 'লেফটেন্যান্ট কলিন, বাড়িটার কথা ভুলে যাও, তিনজনকে সাথে নিয়ে ছুটে যাও ডকে। বোটটা দখল করো, যদি থাকে।'

গেটের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল গ্রিল সহ কবাট শুধু ভেড়ানো রয়েছে, তালা বা বোল্ট কিছুই লাগানো নেই। কেন যেন দুশ্চিন্তা হলো রানার। পরমুহূর্তে আরেকটা আশংকা জাগল মনে। গাড়িপথের পাশের ঝোপে মেশিনগান নিয়ে বসে নেই তো কেউ?

কেউ কিছু দেখতে পায়নি, তবু গেট পেরোবার সময় ডাইভ দিয়ে পড়ল মেজর হেক্টর, দ্রুত কয়েকটা গড়ান দিয়ে এক লাফে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েই গাড়ি-পথ ধরে ছুটল। মনে মনে তার প্রশংসা করল রানা। সামনে থাকলে সে নিজেও ঠিক তাই করত। ঝোপের ভেতর কেউ লুকিয়ে নেই, থাকলে গুলি করত। তবু সাবধানের মার নেই, গেট পেরিয়েই একটা শিমুল গাছের আড়ালে চলে এল রানা, তারপর আবার ফিরে এল গাড়ি-পথে। এখনও কেউ বাধা দিচ্ছে না। বাঁক নেয়ার সময় আবার যতটা সম্ভব সাবধান থাকল ওরা, যদিও ছোটার গতি কমল না। গাড়ি-পথটা ইংরেজী 'এস' অক্ষরের মত বাঁকা। শেষ মাথায় কংক্রিট কার-

পার্ক, আরও সামনে একটা বারান্দার পিছনে সাগর। বাড়ির সদর দরজা বাঁ দিকে, খোলা।

রানার দুশ্চিন্তা বাড়ল।

চারপাশে তাকাল হেক্টর। তার লোকজন সবাই পজিশন নিয়ে ফেলেছে। দোতলার জানালাগুলোর সব ক'টায় নীল সিল্কের পর্দা ঝুলছে। সমতল ছাদ, পনেরো ইঞ্চি চওড়া কার্নিশ। হাত তুলে সংকেত দিল সে। সৈনিকরা ঝপাঝপ মাটিতে শুয়ে পড়ল। ছাদের কার্নিশ আর পর্দা ঢাকা জানালার দিকে স্টেন তাক করল তারা।

রানার দিকে তাকাল হেক্টর, যেন জানতে চাইছে, 'ভেতরে?' মাথা ঝাঁকাল রানা, লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরুল, কামরার ভেতর মেঝেতে পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটা, তারপর ছোট্ট এক লাফে সিধে হলো একটা জানালার নীচে। প্রায় একই সাথে হেক্টরও ঢুকেছে, কামরার আরেক দিকে আরেক জানালার নীচে সিধে হলো সে। ভেতরে কেউ নেই। ওদেরকে মাঝখানে রেখে তিনজন সৈনিক এগিয়ে গেল। উল্টোদিকের দরজা খুলে পাশের কামরায় ঢুকল তারা। সামনের কামরাটা এন্ট্রান্স লবি, অসংখ্য টবে প্রচুর ফুল ফুটেছে। দেয়াল তৈরি করা হয়েছে রঙচঙে পাথর দিয়ে। একজন লোক জানালার সামনে নিচু হয়ে উঁকি দিল বাইরে। মেজরের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

নীচতলার একটা বেডরুমে মেরী শার্লটকে পেল ওরা। কামরার সাথে টেরেস আর বারান্দা রয়েছে, দুটো থেকেই সাগর দেখা যায়। বিছানার মাথার দিকে তার হাত বাঁধা হয়েছে খাটের স্ট্যান্ডের সাথে, পা দুটো বাঁধা রয়েছে বিছানার নীচের দিকে খাটের চওড়া কাঠের সাথে। মনে হলো ঘুমোচ্ছে শার্লট।

এগোবার জন্যে পা বাড়াল হেক্টর, তার কনুই ধরে ফেলে বাধা দিল রানা। বেডরুমের ভেতর সাবধানে এবং নিঃশব্দ পায়ে একা ঢুকল সে, বিছানায় পড়ে থাকা শার্লটের দিকে চোখ রেখে। একটা তোয়ালের নীচে শুয়ে রয়েছে শার্লট। খাটটা ভারি কাঠ দিয়ে তৈরি, চাদরের নীচে মান্ধাতা আমলের তোষক।

খাটের তলায় লাল চামড়ার একটা সুটকেস।

মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি মেঝে।

মেয়েটার মাথায় বালিশ নেই।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল শার্লট জিজ্ঞেস করছে, তাকে রানা আরেকটা বালিশ দিতে পারে কিনা। যে-রাতে তারা একসাথে ছিল।

নিঃশ্বাস ফেলছে শার্লট, নিয়মিত ছন্দে।

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা, বুট আর মোজা খুলে ফিরে এল আবার। বিছানার চারপাশে ঘুরতে শুরু করল ও। মেঝেতে পা রাখে, কিন্তু শরীরের ভার চাপায় না প্রথমে, চাপ বাড়ায় ধীরে ধীরে। বৃত্তটা ক্রমশ ছোট করে আনল। চারপাশের মেঝে নিরাপদ বোঝার পর বিছানার কাছাকাছি হলো ও। বিছানার ওপর ঝুঁকল, কিন্তু কিছুই স্পর্শ করল না। শার্লটের একটা হাত ভাল করে লক্ষ করল, তারপর মাথা ঝাঁকাল। রানার সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো, ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে শার্লটকে। ঘুমটা যে শুধু গভীর তাই নয়,

নিঃশ্বাসের পতনও বড় বেশি নিয়মিত।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার নীচে তাকাল রানা। লাল সুটকেসটা যেন মূর্তিমান একটা আতংক। খাটের তলা আর মেঝের মাঝখানের ফাঁকটা পূরণ করে রেখেছে।

সিধে হলো রানা, শার্লটের দিকে ঝুঁকল। আস্তে করে তোয়ালের মাথার দুই প্রান্ত আঙুলের মাঝখানে ধরে ধীরে ধীরে উঁচু করল। আলতোভাবে গা থেকে সরিয়ে নিচ্ছে ওটা।

তোয়ালের নীচে শার্লটের শরীর বিবস্ত্র বলে মনে হলো। একটু একটু করে শরীরটা উন্মুক্ত হবার সাথে সাথে বেরিয়ে এল আঘাতের চিহ্নগুলো। স্থির হয়ে গেল রানার হাত। কীসে যেন আটকাচ্ছে তোয়ালেটা।

ইঙ্গিতে হেক্টরকে কাছে ডাকল রানা। তোয়ালের প্রান্ত দুটো তাকে ধরতে দিল ও। তারপর ঝুঁকে পড়ল শার্লটের মুখের ওপর। শার্লটের চোখ বন্ধ, কিন্তু মুখের ভাব দেখে বোঝা যায় যথেষ্ট ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। চামড়ার রঙ কেমন যেন হলদেটে ম্লান দেখাল, যেন ভেতরে কোথাও আঘাত পেয়েছে। ধীরে ধীরে তোয়ালের ভেতর হাত গলাল রানা। বাধাটা কী খুঁজছে। ভাব দেখে মনে হলো, পেয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে হেক্টরকে তোয়ালেটা শার্লটের পায়ের দিকে নামাতে বলল ও।

শার্লটের বুক আর পেটে আঁচড়ের গভীরদাগ,, এরইমধ্যে কালচে লাল হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিক মোড়া একটা ইস্পাতের কর্ড পুরানো হয়েছে তার কোমরে, সেটার তলায় আটকে গেছে তোয়ালে। শার্টের বুক পকেটে হাত ভরে ওয়্যায়্যার-কাটার বের করল রানা, তোয়ালে কেটে ফেলল। এরপর সেটা শার্লটের শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা হলো।

সম্পূর্ণ বিবস্ত্র সে। হাঁটুর ওপর অনেকগুলো ক্ষত, বুঝতে অসুবিধে হয় না সিগারেটের আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। নিজের ওপর রাগে একবার কেঁপে উঠল রানা, ওর জন্যেই শার্লটের আজ এই অবস্থা। রাগ হলো অদৃশ্য শত্রুর ওপর, এর জন্যে যারা দায়ী তাদের দেখে নেবে ও।

মুখ তুলে তাকাতেই রানার যন্ত্রণা টের পেয়ে গেল হেক্টর। 'জানি কেমন লাগছে তোমার,' নরম সুরে বলল সে। 'কিন্তু ভেবে দেখো যুদ্ধের সময় কী ঘটে। সেনা ছাউনি দখল করার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দেখতে পাই, হাত কেটে তারই মুখের ভেতর খানিকটা ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, কিংবা চোখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে বেয়নেট। তোমার বান্ধবী তো তবু বাঁচবে, রানা। ক্ষতগুলো শুকিয়ে যাবে।'

শান্ত, স্থির গলায় রানা শুধু বলল, 'যদি বিছানা থেকে নামাতে পারি ওকে।'

সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল মেজর হেক্টর, চোখে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

মৃদু কণ্ঠে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল রানা, যদিও এরইমধ্যে জেনেছে অ্যাপার‍্যাটাসটা সাউন্ড অ্যাকটিভেটেড নয়। 'আমার ধারণা বিছানার নীচে সুটকেসে বিস্ফোরক আছে,' বলল ও। 'আর এখানে এই যে এটা শার্লটের কোমরে পরানো রয়েছে, এই হারনেসের সাথে ডিটোনেটররের যোগাযোগ আছে।

ফাঁদটা সত্যি ভাল, স্বীকার করতে হবে। একটা মেয়েকে এই অবস্থায় দেখে সবাই যা করে সে-কথা মনে রেখে আয়োজনটা করেছে ওরা। প্রথমে হাত-পায়ের বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করার কথা, তাই না? পরনে কিছু নেই, তোয়ালে তোলার কথা কেউ ভাবত না।'

'কিন্তু তোমার বান্ধবী যদি জেগে থাকত? মানে, আমি জানতে চাইছি, ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে কেন?' জিজ্ঞেস করল মেজর হেক্টর।

'কেন আবার, এক ঢিলে অনেক পাখি মারতে চেয়েছে ওরা। জানত আমরা আসছি।' বুক ভরে বাতাস টানল রানা। 'এবার, আমার অনুরোধ, সবাই তোমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যা করার আমি করছি। আমার যদি কোন ভুলভাল হয়, সবাই তার খেসারত দেবে কেন।'

'তুমি আর আমি, বাকি সবাই বেরিয়ে যাবে,' বলল হেক্টর।

নির্দেশ পেয়ে সৈনিকরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পকেট থেকে চ্যাপ্টা একটা চাবি বের করল রানা, খানিক পরপর একটা করে খাঁজ কাটা, ক্ষুদে একটা লিভার ঠেলে চাবিটাকে ছোট বড় করা যায়। কর্ডের তালাটা ভাল করে পরীক্ষা করল ও। খানিক ছোট করল চাবি, তারপর ফুটোয় ঢোকাল। একবার ঘোরাতেই মৃদু শব্দ করে খুলে গেল তালা। 'এবার, হেক্টর, বাঁধনগুলো কাটতে পারো তুমি।' তার হাতে ওয়ায়্যার কাটারটা ধরিয়ে দিল রানা।

দ্রুত নাইলন কর্ড কেটে শার্লটের হাত দুটো শরীরের পাশে আস্তে করে নামিয়ে রাখল হেক্টর।

তালা খোলা হলেও, হারনেসটা শার্লটের কোমর থেকে সরাল না রানা। তালা খোলার ফলে হারনেসটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, মাঝখানের ফাঁকটা আরও বড় করল শুধু, হেক্টরকে বলল, 'এবার তুমি ওকে ধরে তোলো। না, তুলবে না – টেনে বিছানার মাথার দিকে নিয়ে যাও। যতটা আস্তে পারো, খুব সাবধান। যাই করো, বিছানার ওপর কোনও রকম চাপ দেবে না।'

হারনেসটা ফাঁক করল রানা আরেকটু, শার্লটের পিঠের নীচে একটা হাত ঢোকাল হেক্টর। দু'জনেই ওরা দরদর করে ঘামছে।

শার্লটকে সামান্য একটু উঁচু করল হেক্টর, ধীরে ধীরে টানতে শুরু করল বিছানার মাথার দিকে। একটু পরই হারনেসের সাথে সংযুক্ত তার দেখতে পেল ওরা, তোষক ফুটো করে খাটের তলা দিয়ে নেমে গেছে সুটকেসে। তারটা এক হাতে ধরে রেখে অপর হাতে ওয়ায়্যার-কাটারটা নিল রানা। তারটা কাটা হলো। হারনেস সরানো এখন আর বিপজ্জনক নয়। হেক্টরের হাত থেকে শার্লটকে নিজের বুকে তুলে নিল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

লবির একটা সোফায় শোয়ানো হয়েছে শার্লটকে, পাঁচ মিনিট পর হেক্টর ভেতরে ঢুকে রানাকে রিপোর্ট করল। সুটকেসের ভেতর প্রচুর জেলিগনাইট রয়েছে, গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, সাথে টাইম মেকানিজমও আছে।

'জানতাম,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'হোয়াট!'

'আর বোধহয় দু'এক মিনিট বাকি ছিল, তারপর বিস্ফোরিত হত, তাই না?'

'হ্যাঁ, এক মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড। কিন্তু তুমি সত্যি জানতে?'

'ঠিক জানতাম না, আন্দাজ করেছিলাম,' বলল রানা। 'ওরা হয়তো জানত আমরা আসব, কিন্তু আমাদের আসার অপেক্ষায় শার্লটকে রেখে যাবার কথা নয়।'

'অথচ তুমি একটা কথাও বলোনি!'

'সবাইকে আতঙ্কিত করে কোনও লাভ আছে?' চাদরের তলায় শার্লটের হাত ধরে আছে রানা, পালস পরীক্ষা করছে।

তিন

লন্ডন থেকে ব্যালেয়ারেস-এর কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সিনর অ্যান্টোনিয়ো ক্ল্যাপস-কে পালমা ডি মেলোরকায় টেলিফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি, তারপর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। ত্রিশজন ব্রিটিশ প্যারা-ট্রুপার নিয়ে ভূমধ্যসাগরের ওপর ট্রেনিং ফ্লাইটে ছিল একটা প্লেন, যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় ইবিজা দ্বীপের ওপর ট্রুপাররা বেইল-আউট করতে বাধা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি পাঠানো হচ্ছে, সরাসরি সাক্ষাৎ করে মাদ্রিদে ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলবেন।

কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ইংরেজী ভালই বোঝেন এবং বলতেও পারেন, তবু দশ সেকেন্ড তাঁর মুখে কথা সরল না। ওদিকে ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার বলে চলেছেন, 'ট্রুপাররা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইবিজা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে, একটা ব্রিটিশ মিলিটারী জেট ওদেরকে ফিরিয়ে আনবে···'

'যদি আমরা অনুমতি দেই···' থমথমে গলায় বললেন কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট। 'আপনি ভাল করেই জানেন, ইবিজায় সামরিক বিমান নামতে দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। এ-ব্যাপারে মাদ্রিদের অনুমতি দরকার হবে। আমরা কত সামান্য স্বায়ত্তশাসন ভোগ করি, আপনার ফরেন ডেস্ক-কে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।'

'ই.ই.সি আর ন্যাটোয় ঢোকার ব্যাপারে আপনি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, মি. প্রেসিডেন্ট। অদূর ভবিষ্যতে যদি লন্ডনে আসেন, ব্যাপারটা নিয়ে আমরা···'

'ধন্যবাদ, প্রাইমমিনিস্টার। পাঠিয়ে দিন জেট, ট্রুপাররা চলে যাবার পর মাদ্রিদের সাথে কথা বলব আমি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট!' সন্তুষ্টচিত্তে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন প্রাইমমিনিস্টার।

ফোমের নরম বিছানায় ঘুম ভাঙল শার্লটের, পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। চোখ মেলে বেডরুমটা চিনতে পারল, এ-বাড়িতে প্রথম এসে এখানেই ছিল সে।

সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে; বুক, পিঠ আর উরুতে ব্যথা। জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিচ্ছে সিঙ্গার, দৃশ্যটা মনে পড়ে যেতেই শিউরে উঠল শার্লট, চাদরের তলায় হাত ঢোকাল স্পর্শ করার জন্যে।

ক্ষতগুলো গজ আর স্টিকিং প্লাস্টারে ঢাকা। ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ল। 'আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন, বেশি নড়াচড়া করবেন না, প্লিজ।'

লোকটা সরে যাবার পর রানাকে দেখতে পেল শার্লট। এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসল ও, চাদরের ভেতর হাত গলিয়ে তার কজি চেপে ধরল। আরও ঝুঁকল রানা, মৃদু চুমো খেলো কপালে। শার্লট বুঝতে পারছে, এখনও ঘুম লেগে রয়েছে তার চোখে। রানাকে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল সে। ভিজে উঠল চোখের কোণ।

'ব্যাগের মেটাল কব্জাগুলো তা হলে কাজ দিয়েছে?'

'দেয়নি মানে! স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে নজর রাখছিলাম আমরা,' বলল রানা। 'একটা জেট নিয়ে আগেই তৈরি থাকতে বলা হয়েছিল প্যারা-ট্রুপারদের। তবে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো উচিত ছিল আমাদের।'

ইউনিফর্ম পরা তরুণ ডাক্তার আবার এগিয়ে এল, শার্লটের পালস রেট পরীক্ষা করল সে। 'ওরা আপনাকে খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল, মিস শার্লট। আবার ঘুম আসবে, দ্বিতীয়বার জাগার পর দেখবেন পুরোপুরি সুস্থ লাগছে। পোড়া ঘা-গুলো শুকাতে অবশ্য হপ্তাখানেক সময় নেবে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনি যদি কথা বলতে চান, মি. রানা, দশ মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলুন।'

'ধন্যবাদ।'

ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তরুণ ক্যাপটেন

আঙুল দিয়ে শার্লটের কপাল থেকে চুল সরাল রানা। 'কথা বলতে চাও?' মাথা ঝাঁকাল শার্লট। 'পারবে?' আবার মাথা কাত করল শার্লট। 'আমরা এসে দেখলাম তুমি একা রয়েছ বাড়িতে।'

'ওরা এখানে ছিল, রানা।' এখানে আসার পর কী কী দেখেছে মৃদু কণ্ঠে সব বলে গেল শার্লট। কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের নীচে গ্যালভানাইজড লোহার আঙটা, চেইন, ইত্যাদির কথাও বলল। সাঁতার কেটে ফিরে আসার পর অ্যাভসালোম সিঙ্গার তাকে জেরা করতে শুরু করে। ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি সম্পর্কে কতটুকু কী জানে সে, পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়। 'ফিলিস্তিনীদের আমি সত্যি সত্যি ঘৃণা করি কিনা জানার চেষ্টা করছিল লোকটা। তোমার পরামর্শ মত আমি তাকে বললাম, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে নতুন ঢুকেছি। বললাম, ওদের প্যারিস বৈঠক সম্পর্কে খবর পাই আমরা, বৈঠকে কে কে ছিল তার তালিকাও জানাই। স্যালি হপকিন্সকে কিডন্যাপ করাটা যে বানোয়াট ছিল, শুধু এটা বলিনি।'

'বললে তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'তা হলে ছ্যাঁকা দিল কেন?'

'একটা ফোন পায় সে,' বলল শার্লট। 'মনে হলো ফোনটার জন্যে অপেক্ষা করছিল। জিনিস-পত্র আগেই সব ভরা হয়েছিল সুটকেসে। ল্যান্ড রোভারটা ফিরে আসার সাথে সাথে চলে গেল সে। বোটটা কি এখনও আছে?'

'টারাটানটারা? হ্যাঁ।' রানার মনে হলো শার্লট আর কিছু বলতে চাইছে না। 'তারপর? সব কথা আমার জানা দরকার।'

বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করল শার্লট, কিন্তু হাঁপাতে শুরু করে আবার শুয়ে পড়ল। 'ফন বেক নামে লোকটা ছিল এখানে। কমপিউটর প্রিন্ট-আউট ছবি দেখা ছিল, চিনতে অসুবিধে হয়নি। ফন বেক আর পায়েলা শাহারকে আমার কাছে রেখে চলে গেল সিঙ্গার। সিঙ্গারকে আমি যে উত্তর দিই, সেগুলো ওদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। গণ্ডারের মত শক্তি ফন বেকের শরীরে। সে-ই আমাকে মেরেছে, রানা। তারপর পায়েলা শুরু করে। আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে সে-ই...'

শার্লটের মুখে হাতচাপা দিল রানা। 'আর বলতে হবে না।'

রানার কব্জি ধরে হাতটা সরিয়ে দিল শার্লট। 'না, বলতে দাও আমাকে। পায়েলার সাথে অনেক কথা বলল ফন বেক। জেভিক ব্রিল আর ইরেজ প্যারাসুট করে সাগরে নামার পর টারাটানটারা তাদের উদ্ধার করে আনে। সাবমেরিনটাও এখানে ছিল, রানা। অ্যাটমিক ওঅরহেড তোলা হয়েছে তাতে। ফন বেক নিজে করেছে কাজটা। সে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট...'

জেলিগনাইট ভরা সুটকেসের কথা মনে পড়ল রানার। শার্লট বোধহয় এ-ব্যাপারে এখনও কিছু জানে না। 'ওদেরকে তুমি কী বললে?'

'সিঙ্গারকে যা বলেছি তাই,' জড়ানো গলায় বলল শার্লট, ঘুমে জড়িয়ে আসছে তার চোখ। 'ভাগ্যই বলতে হবে, ব্যথা সহ্য করার ট্রেনিং পাইনি আমি। যতবার ছ্যাঁকা দিয়েছে পায়েলা, প্রতিবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

'ফোন কলটা সম্পর্কে বলো। কে ফোন করেছিল সিঙ্গারকে?' দ্রুত, জরুরী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ফোন পাবার পর চলে গেল কেন সে, কোথায় গেল?'

'আমি জানি না, রানা।' চোখ বুজল শার্লট।

শার্লটের কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'জেভিক ব্রিল, পিয়েরে দ্য কুবার্ত বা সাবমেরিনটা এখন কোথায় জানো?'

'না, রানা, জানি না। তবে পায়েলা আর বেক চলে যাবার সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। বলল, অপারেশনের শেষ পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানেই যাচ্ছে ওরা...' জেগে থাকার চেষ্টা করছে শার্লট। 'তবে একটা কথা মনে আছে...'

'কী? কী কথা, শার্লট?'

'ফোনটা করেছিল মার্ক নামে এক লোক...,' শার্লটের মাথা এক পাশে কাত হয়ে পড়ল, ভারি হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সে। তার কপালে চুমো খেয়ে সিধে হলো রানা, কামরা থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজা।

কর্তৃপক্ষ কোনও রকম ঝামেলার সৃষ্টি করল না, সামরিক বিমানটা সময়মতই

নামল এয়ারপোর্টে। একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হলো শার্লটকে। প্যারা-ট্রুপাররা এল একটা ট্যুরিস্ট বাসে চড়ে, সবাই গান গাইছে। শার্লটকে প্লেনে তোলার পর অবশ্য চুপ করে গেল সবাই। তার ওপর যে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, খবরটা ইতিমধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে।

ঘুমের মধ্যেই লন্ডনের একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হলো শার্লটকে। কেবিনের বাইরে পাহারায় থাকল একজন সশস্ত্র পুলিশ। হিথ্রো থেকে ক্লিনিকে নিয়ে আসার পথে শার্লটের মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হলো। এই ক্লিনিকে সরকারী কর্মকর্তাদের চিকিৎসা করা হয়, অনেক গোপন অপারেশন করে অভ্যস্ত ডাক্তার আর নার্সরা, সেই সাথে মুখ বন্ধ রাখতেও শিখেছে।

শার্লটকে কেবিনে রেখে নিজের অফিসে ফিরে এল রানা। নতুন দুটো নাম পেয়েছে ও – অ্যাভসালোম সিঙ্গার আর মার্ক। দুনিয়ায় মার্কের সংখ্যা এক লাখের বেশি হবে। সিঙ্গারের সংখ্যাও কয়েক হাজার। অনেক রাত হয়ে গেলেও, কমপিউটর নিয়ে বসল রানা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একজন আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেয়ে গেল রানা। সিঙ্গার একজন ফাইন্যান্সার। সিকিউরিটি সার্ভিস লিমিটেডকে পুঁজি ধার দিয়েছে সে। জন্ম ইসরায়েলে। আটান্ন বছর বয়েস। তার সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ড। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, ইবিজা আর বৈরুতে ছাড়াও অনেক জায়গায় বাড়ি আছে। মোসাডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, প্রত্যাখ্যান করে সে। খুব ভাল ব্যাংকার, তার প্রতিষ্ঠানের নাম ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর কমার্শিয়াল ফাইন্যান্সে আগ্রহী। পৃথিবীর বহু দেশে তার ব্যাংকের শাখা আছে। নিজের ব্যাংক থাকায় টেরোরিস্টদের টাকা দিতে তার কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করতে চায় এমন লোককে চাকরি পাইয়ে দেয়াও তার পক্ষে পানির মত সহজ।

জেভিক ব্রিলকে বোধহয় তাই দিয়েছিল। আইগাল সিমকিনও তার সুপারিশে চাকরি পায়। সম্ভবত পিয়েরে দ্য কুবার্তেও। কিন্তু মার্ক লোকটা কে?

প্যারিসে ফোন করল রানা। 'তুমি একা?' দুঁদে বোঁকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। কেন?'

'এদিকে অনেক ঘটনা ঘটেছে···

'আমার লোকেরা ইবিজায় পৌছে দেখল ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের একটা জেট ল্যান্ড করছে। তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, কালা মাইনর বে-তে বাড়িটা কার? এইমাত্র খবর পেলাম, দু'জন স্প্যানিশ লইয়ারের নামে কেনা হয়েছে বাড়িটা। বিশ্বাস করলে ঠকবে···'

'বাড়িটা অ্যাভসালোম সিঙ্গার নামে এক লোকের,' বলল রানা। 'তার সম্পর্কে কমপিউটর অনেক তথ্য দিয়েছে, সব আমি টেলেক্স করে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু সেজন্যে ফোন করছি না। আমি জানতে চাই মার্ক নামে তুমি কাউকে চেনো কিনা?'

'চিনি না মানে? আমার বাবার শালার নামই তো···'

'না, ঠাট্টা নয়। বিশেষ বা বিশিষ্ট কোনও লোকের কথা মনে পড়ে কিনা ভেবে দেখো, যার নাম মার্ক। হয়তো আমাদের পেশায় আছে সে।'

অপরপ্রান্তে নির্বাক হয়ে গেল দুঁদে বোঁ।

'কী হলো, কথা বলছ না কেন?'

ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল দুঁদে বোঁ, 'কেন তুমি জানতে চাইছ, রানা?'

'তারমানে তুমি চেনো।'

'চিনতে পারি। কেন, কী করেছে সে?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। লন্ডন এয়ারপোর্টে প্রথম দেখা হবার পর দু'জনের নতুন বন্ধুত্ব বেশ টেকসই বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু কোনও সমস্যা দেখা দিলে সেটা টিকবে কিনা কে জানে! মার্ক নামে কাউকে চেনে দুঁদে বোঁ, কিন্তু প্রশ্নটা কেন করা হচ্ছে না জেনে পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছে না। রানাকে সন্দেহ করছে সে। 'কথা ছিল,' বলল রানা, 'পরস্পরকে আমরা সাহায্য করব। সিঙ্গার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তোমাকে পাঠাচ্ছি, সেটাই কারণ। এবার তোমার পালা, বোঁ। কে এই মার্ক?'

'আমাদের পেশায় আছে এমন মাত্র একজন মার্ককেই আমি চিনি, রানা,' থেমে থেমে, সতর্কতার সাথে বলল দুঁদে-বোঁ। 'সে আমার বন্ধু এবং সহকারী।'

'সেক্ষেত্রে তাকে জিজ্ঞেস করার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম আমি,' বলল রানা। 'জিজ্ঞেস করো, সিঙ্গারকে সে ফোন করেছিল কিনা। তুমি যে ভূমধ্যসাগরের পুব থেকে সরিয়ে পশ্চিমে পাঠাচ্ছ সার্চ পার্টি, সিঙ্গার তা জানতে পারে। মার্ক নামে এক লোক তাকে খবরটা দেয়। খবর পেয়ে পালিয়ে যায় সিঙ্গার। এমনকী বোটটাও নিয়ে যেতে পারেনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দুঁদে বোঁ বলল, 'আমার একটা অনুরোধ আছে, রানা।'

'বলো।'

'এ-ব্যাপারে কাউকে তুমি কিছু বলবে না। যা করার আমি করব, আমার নিজের পদ্ধতিতে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা।'

'বলো।'

'প্যারিস বৈঠক সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সকে রানা এজেন্সি সতর্ক করে দিয়েছিল। তোমরা আমাকে কোনও ধন্যবাদ দাওনি, এমনকী প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে সামান্য সৌজন্যটুকুও দেখাওনি। আমার যেন মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা...'

'তোমরা জানিয়েছিলে? এই প্রথম শুনলাম...'

'কেন আগেই শোনোনি, তদন্ত করে দেখবে, বোঁ?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল সেটা। আবার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?'

চিনতে পারল রানা, মেজর হেক্টরের কণ্ঠস্বর। 'ধন্যবাদ, রানা। আগাম

অভিনন্দন জানানোর জন্যে।'

'সত্যি তা হলে ব্যাপারটা ঘটেছে?' রানা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'ঘটেছে। এইমাত্র খবর পেলাম, প্রমোশন পেয়ে কর্নেল হয়েছি আমি। কিন্তু, রানা, তুমি কীভাবে…?'

'আন্দাজ করেছিলাম…আর, আগাম অভিনন্দনের ব্যাপারটা ছিল জোক–দু'জনেরই ভাগ্য বলতে হবে যে ওটা প্র্যাকটিকাল জোক হিসেবে দেখা দিল!' হেসে উঠল রানা, অপরপ্রান্তে কর্নেল হেক্টরও হাসতে লাগল। রানা উপলব্ধি করল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বন্ধুর সংখ্যা আরও একজন বাড়ল তার।

চার

একঘেয়েমির শিকার, সবুজ ডলফিনের ককপিটে কুঁজো হয়ে বসে রয়েছে পিয়েরে কুবার্ত। এটা তার একটা বড় সমস্যা, প্রায়ই তাকে একঘেয়েমি গ্রাস করে ফেলে। নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ উৎসাহের সাথে মোকাবিলা করে সে, কঠিন যে-কোনও বাধা টপকাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, কিন্তু সমস্যার সমাধান হবার পর তার আর কোনও আগ্রহ থাকে না। এ-পর্যন্ত তার পেশা কোনও না কোনও নতুন চ্যালেঞ্জ উপহার দিয়েছে তাকে, কঠিন কঠিন বাধা টপকে নতুন অনেক কিছু শিখেছে সে। সবুজ ডলফিন ছিল এ-ধরনের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের সমষ্টি। বিষয়টার কারিগরি দিক এত বেশি জটিল এবং মনোযোগের দাবিদার ছিল যে জীবনে এই প্রথম কুবার্ত তার সমস্ত মেধা আর আন্তরিকতার সাহায্যে নিখুঁত সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছে। দলের অন্যান্য সদস্যরা কাজটাকে কাজ হিসেবে নিয়েছিল, চ্যালেঞ্জ হিসেবে নয়, শুধু টেকনিশিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে তারা। তাদের একজনের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী বৈজ্ঞানিক ভাবাবেগের কণামাত্র ছিল না। অবশ্য একজন বাদে, সে হলো জেনেটি। একমাত্র জেনেটির মধ্যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার দৃঢ় মানসিকতা লক্ষ করেছে সে। প্রজেক্টটা সফল করার জন্যে নিজেকে সে-ও সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিল। সেজন্যেই মেয়েটাকে তার এত ভাল লাগে।

ডলফিন তৈরি হলো, সেই সাথে তার অবিশ্বাস্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হলো। জিনিসটা চুরি করল সে।

এবার সে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ওটাকে ব্যবহার করতে পারে। বৈরুত থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়াতে পারলে বড় একটা কাজ করা হবে।

ডলফিনের চামড়ার নীচে অ্যাটমিক ওঅরহেড ফিট করা সহজ একটা কাজ ছিল, এই কাজে হাঁদারাম ফন বেকের সাহায্য তার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু ফন বেকের ওপর অগাধ আস্থা অ্যাভসালোম সিঙ্গারের। একজন… একজন নয়, দু'জন… দু'জন মার্সেনারিকে বিশ্বাস করা মস্ত একটা ভুল। গেলিয়স জাপ্পাসও একটা বোকারাম ছাড়া কিছু নয়। বেশি কথা বলে, ক্রীট

দ্বীপবাসীদের যা স্বভাব। উদ্ভট একটা চরিত্র, এই জাপ্লাস। গোটা ব্যাপারটাকে একটা খেলা, একটা কৌতুক হিসেবে নিয়েছে সে।

কুবার্তের আর মাত্র একটা কাজই বাকি, অভিযান শুরু করার জায়গায় সবুজ ডলফিনকে পৌঁছে দেয়া। ডলফিন নিজেই সেখানে চলে যেতে পারত, ওটার ডাটা বেসে কোডেড ইন্সট্রাকশন আর ম্যাপ রেফারেন্স দিলে। কুবার্ত অবশ্য এরইমধ্যে ওটাকে ফাইন্যাল টার্গেটের প্রোগ্রামে সেট করে দিয়েছে, মুহূর্তের নোটিসে অন করার জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে সুইচ – শেষ মুহূর্তে যদি সময়ের অভাব হয়, সে-কথা ভেবে।

কোন সমস্যা যদি দেখা দেয়, তার জন্যে দায়ী হবে অ্যাভসালোম সিঙ্গার, অন্তত কুবার্ত তাকেই দায়ী করবে। তাকে সে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে, মহৎ উদ্ধারকর্তা সাজার সময় এটা নয়। মেরী শার্লট আর পায়েলা শাহার, কারা তারা? অ্যামেচার বৈ তো নয়! আদর্শ এক, কিন্তু তাতে কী? সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে এ-ধরনের বিপজ্জনক জটিলতায় নিজেদেরকে জড়াবার কোনও মানে হয়? এই প্রথম অ্যাভসালোম সিঙ্গারের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর সন্দেহ দেখা দিয়েছে কুবার্তের। তার এই ঝুঁকি নেয়াটাকে একেবারেই সমর্থন করতে পারেনি।

ডলফিন নিয়ে রওনা হবার আগে ওদের মধ্যে আলাপ হয়েছে, সে যে অসন্তুষ্ট সেটা জানাতে দ্বিধা করেনি কুবার্ত।

'ওঅরহেডটা ঠিকমত ফিট করা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সিঙ্গার।

কাঁধ ঝাঁকাল ফন বেক। 'কুবার্তকে জিজ্ঞেস করুন,' মুখ হাঁড়ি করে জবাব দিল সে। 'সে-ই তো এক্সপার্ট, ডলফিন তার সম্পত্তি, আমাকে ছুঁতে পর্যন্ত দেয়নি।'

দুজনের দিকে নিঃশব্দে তাকাল সিঙ্গার। ওরা যে পরস্পরকে সহ্য করতে পারছে না, জানে সে। একজন আত্মনিবেদিত বিজ্ঞানী, অপরজন ভাড়াটে লোক, বনিবনা না হবারই কথা।

'আমার কাজ আমি ভালই বুঝি,' সিঙ্গারের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে বলল কুবার্ত। 'নিজের হাতে করেছি কাজটা, সেজন্যে জানি নিখুঁত হয়েছে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সিঙ্গারকে। প্ল্যান একটু বদলে ঠিক করা হলো যাত্রা শুরুর জায়গায় কুবার্ত যাবে। আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে গেলিয়স জাপ্লাস। সবুজ ডলফিনকে কুবার্ত নিয়ে যাবে, ফন বেক নয়।

কুবার্ত বলল, 'কোথাও যেতে কারও সাহায্য লাগে না ডলফিনের। ওটার বৈশিষ্ট্যই হলো যেখানে খুশি নিজেই যেতে পারে।'

'কিন্তু যদি কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়?' প্রশ্ন করল সিঙ্গার। অবশ্য এ-ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তার জ্ঞান খুবই কম। 'না, কুবার্ত, এ-পর্যায়ে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই। তুমিই ওটাকে নিয়ে যাবে। পায়েলাকেও আমি ইসরায়েলে পাঠিয়ে দিচ্ছি...'

'কিন্তু ঝুঁকি তো আপনি এরইমধ্যে নিয়ে ফেলেছেন,' ভারি গলায় বলল কুবার্ত। 'মেয়ে দুটোকে এখানে আনানো একদম উচিত হয়নি।'

'ওটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার,' বলল সিঙ্গার। 'ভেবে দেখেছ, আমাদের সাহায্য না পেলে পায়েলা এখন কোথায় থাকত? সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলাম

বলেই তো ষড়যন্ত্রটার কথা জানতে পারলাম, তাই না? আমরা এখন জানি প্রতিপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে কতটুকু এগিয়েছে বা এগোয়নি।'

মুশকিল হলো, ইবিজা থেকে রওনা হবার পর কুবার্তকে আবার একঘেয়েমিতে পেয়ে বসেছে। যাত্রা শুরুর জায়গায় ডলফিনকে নিয়ে যাওয়া কোন চ্যালেঞ্জ নয়। এরপর তার আর কোনও কাজও নেই।

ডাটা বেসটা আবার একবার চেক করল সে। চোখের সামনে এক গাদা সংখ্যা ভেসে উঠল। হ্যাঁ, প্রোগ্রামের মধ্যে ফাইন্যাল টার্গেট সেট করা রয়েছে। সহজ একটা প্রোগ্রাম, পরিচ্ছন্ন।

এক এক করে ডলফিনের প্রতিটি সেকশন পরীক্ষা করল সে/ এঞ্জিন, জেনারেটর, রাডার কন্ট্রোল মেকানিজম, ভার্টিকাল ট্রিম, সার্ভো সিস্টেম প্রতিটি নিখুঁতভাবে কাজ করছে।

এরপর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম চেক করল সে – হিলিয়াম। অক্সিজেন মিক্সচার – নিখুঁত। এয়ার কন্ডিশনিং, রিপ্লেসমেন্ট অ্যাপারেটাস আর ওয়েস্ট ডিসপোজাল-ও ঠিক মত কাজ করছে।

বোতাম টিপে ব্যাকগ্যামন খেলায় মন দিতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু তাতে একঘেয়েমি বাড়ল আরও।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর আলোর বালবটা ফিউজ হতে মনে মনে খুশিই হলো সে, নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত তবু কাজ পাওয়া গেল একটা।

মনে পড়ল, ডকে থাকার সময়ও ওই আলোটা নিয়ে ভুগতে হয়েছে তাদের। এমনকী ফিটিঙের নতুন একটা ডিজাইন পর্যন্ত করেছিল সে, যাতে দীর্ঘ সময় ব্যবহারেও অতিরিক্ত গরম না হয়। স্ক্রু খুলে প্যানেলটা নামাল সে। ধেত্তেরি, মাইক্রো-ফ্যানের শ্যাফটে জড়িয়ে রয়েছে সোনালি একটা লম্বা চুল। জ্বলন্ত বালবটাকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে মাইক্রো-ফ্যানটা বসিয়েছিল সে। সন্দেহ নেই চুলটা জেনেটির। তারমানে ককপিটে কাজ করার সময় বোকা মেয়েটা স্কাল ক্যাপ খুলেছিল। 'ফিরে যাই, ওর আমি বারোটা বাজাব!' পরমুহূর্তে আপনমনে হেসে উঠল সে। তার আর ফিরে যাওয়া হবে না। ফ্রান্সে তার জীবনের ইতি ঘটেছে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাইক্রো-ফ্যানের শাফট্ থেকে চুলটা ছাড়াল সে। একটা মিটার বের করে ফ্যানের মটর চেক করল। না, মটর ঠিক আছে, চুলটাই অচল করে রেখেছিল। ভাগ্যিস সময়মত চোখে পড়েছে, তা না হলে মটরটা নষ্ট হয়ে যেতে পারত। অবশ্য আরেকটার ব্যবস্থা করা যেত, ডলফিনে স্পেয়ার আছে। বালবটা বদল করল সে, প্যানেল বসাল আগের জায়গায়, তারপর মেইন পাওয়ার অন করল।

কিন্তু কুবার্ত জানে না, কোনও দিনও তার জানা হবে না, সবুজ ডলফিনে রুটিন কাজ করার সময় একজন এঞ্জিনিয়ারও এই একই সমস্যায় পড়েছিল ল্যাম্প নিয়ে। কারণটা কুঁড়েমি, কাজ করার সময় ইমার্জেন্সী সাপ্লাই সিস্টেম বিচ্ছিন্ন করেছিল কিন্তু পরে আর সেটা জোড়া লাগায়নি, ট্রিপ কানেক্টরে আবার মার্কারি সুইচটা এক টুকরো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সহ বসায় সে।

তারপর কাজ শেষ করার পর ফয়েলটা বের করে নিতে ভুলে যায়।

মাইক্রো-ফ্যানের মটর অতিরিক্ত গরম হয়ে পড়ল, উত্তপ্ত কয়েল পুড়িয়ে দিল ইনসুলেশন।

ট্রিপটা ছিটকে পড়ার কথা, তা হলে সতর্ক হবার সুযোগ পেত কুবার্ত। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা।

সার্কিটে খুব বেশি বিদ্যুৎ চলে আসায় আগুনের ফুলকি ছুটে গেল সংলগ্ন দুটো তারের দিকে, বিচ্ছান্ন করে দিল লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম। তবে ইন্ডিকেটরকে পাশ কাটিয়ে গেল, সেটা যেমন জ্বলছিল তেমনি জ্বলতে লাগল।

অক্সিজেন রিজেনারেশন প্ল্যান্ট অচল হয়ে গেল।

হিলিয়াম/অক্সিজেন সিস্টেমের হিলিয়াম ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল পরিমাণে।

তারপরও জ্বলজ্বল করছে ইন্ডিকেটর।

অস্বস্তিবোধ করছে কুবার্ত, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারছে না। বারবার লাইফ সাপোর্ট ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল সে। জ্বলছে, তারমানে সব কিছু ঠিকমত চলছে।

ঘামতে শুরু করল, মনে হলো ঝাপসা দেখছে সে।

হাত ঝাপটা দিয়ে একটা বোতাম টিপল, লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমকে ইমার্জেন্সী পর্যায়ে আনল। নতুন লাল বোতামটাও জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, কিন্তু ফিউজ হয়ে যাওয়া তার ইমার্জেন্সি সাপ্লাইয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

ঘামে ভিজে গেল কুবার্তের কপাল। অক্সিজেনের অভাবে হাঁপাতে শুরু করেছে। এরইমধ্যে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে সে।

সহায়ক অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেমের বোতামটার দিকে হাত বাড়াল কুবার্ত, মনে হলো এক মাইল দূরে ওটা, ভাল করে দেখতেই পাচ্ছে না। হাতটা তুলল, নাগালের বাইরে থেকে গেল সেটা। নাক-মুখ দিয়ে বাতাস টানছে সে, কিন্তু তবু বুক ভরছে না। সিট থেকে খানিকটা উঠল, সহায়ক অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেমের বোতামটার দিকে হাত বাড়াল আবার। অক্টোপাসের বাহুর মত চোখের সামনে নাচতে লাগল ওটা, কাছে অথচ নাগালের বাইরে। তারপরই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেল, চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো ঘন লাল রঙ। একটা ঝাঁকি খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সে, যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়েছে। হাত বা পায়ের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না। সামনের প্যানেলে মুখ থুবড়ে পড়ল সে, কপালের বাড়ি খেয়ে চালু হয়ে গেল সেনসিং ডিভাইসগুলো – হিট, লাইট, সাউন্ড।

কুবার্ত মারা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে পনেরো ডিগ্রী ঘুরে গেল ডলফিনের নাক। একটা সোনার ওয়েভের নির্দেশে সাড়া দিচ্ছে সবুজ ডলফিন। বারবার আসছে নির্দেশটা। সেই একই উৎস থেকে লাইট সেনসিং ডিভাইসও একটা সিগন্যাল পেল।

ঘোরা শেষ করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোল সবুজ ডলফিন, নতুন এবং অচেনা লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটে চলল।

হাতঘড়ি দেখল হেলম। তার পালা শেষ হতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। হাতুড়িটা

তুলে নিয়ে দেয়ালের গায়ে বাটালি ঠেকাল সে, ধীরে ধীরে বাড়ি দিয়ে শক্ত পাথর ভাঙতে শুরু করল।

পানির নীচেও অনেক দূরে যেতে পারে শব্দ, গভীর সাগরতলের পরিবেশের সাথে কান জোড়া একবার খাপ খেয়ে গেলে সব শব্দই বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। বাটালির ওপর হাতুড়ির বাড়ি অস্বাভাবিক উঁচু গুহার দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল। দেয়ালের মুখের আরও সামনে ল্যাম্পের আলো ফেলল হেলম, বাটালি দিয়ে চেঁছে পিস্তল শ্যাওলা তুলল। এই শ্যাওলার নিচেই লুকিয়ে আছে ডোরাকাটা ধাতব পদার্থ।

আবার সে তার ডাইভার'স্ ওয়াচে চোখ বুলাল। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিকমপ্রেশন লেভেলে উঠে যেতে হবে তাকে। হলুদ ধাতব পদার্থের একটা টুকরো পাথরের গা থেকে কেটে বের করার জন্যে যথেষ্ট সময় রয়েছে হাতে। সরু, ছোট্ট একটা কার্নিশের কিনারায় ঠেকে রয়েছে তার ফ্লিপার-এর ডগা। পেশী শিথিল করার জন্যে কাঁধ দুটো বার কয়েক উঁচু নিচু করল সে।

কাজ করছে আর চিন্তা করছে হেলম। এই চাকরিতে ভালই বেতন পাচ্ছে সে। তার যা দুর্নাম, দু'শো মার্ক রোজ অন্য কোথাও পাবে? উত্তর সাগরের একটা রিগে আশাতীত ভাল মজুরিতে কাজ করছিল সে, কিন্তু খাটনি খুব বেশি। কাজটা হরিয়েছে বসের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে। এখানে কাজ শেষ হবার পর কী করবে ঠিক করে রেখেছে সে। প্যারোডি বভিয়ের যা করছে সে-ও তাই করবে। ভূমধ্যসাগরে কাজের কোনও অভাব নেই। প্যারোডি বভিয়েরের মত প্রথমে সে একটা ডাইভিং স্কুল খুলতে পারে। আর এবার নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে সে, হাত আর মেজাজকে বশে রাখতে না পারলে আবার দুর্ভোগ নেমে আসবে কপালে। চুক্তির মেয়াদ শেষ করতে পারলে মোটা অংকের বোনাস পাওয়া যাবে, কথা দিয়েছে প্যারোডি বভিয়ের। নিজের একটা কিছু করার সুযোগ আসবে এবার।

হলুদ পদার্থের চারপাশ থেকে পাথর কেটে টুকরোটাকে বের করে আনল হেলম, কোমরে ঝোলানো ব্যাগে ফেলল। আজকের মত তার কাজ শেষ। পাথুরে দেয়ালে পেরেক গাঁথা রয়েছে, নাইলনের লূপ গলিয়ে ঝুলিয়ে রাখল হাতুড়ি আর বাটালি।

হঠাৎ করে একটা অনুভূতি হলো হেলমের। পানির তলায় অনেক ডাইভারেরই এ-ধরনের অনুভূতি হয়। সরু গুহামুখের বাইরে কিছু একটার উপস্থিতি। গুহায় আলো থাকায় গুহামুখের বাইরেটা দেখা যায় না, কিন্তু তবু তার মনে হলো ওখানে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে।

গুহামুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল হেলম।

তিন দিন আগেও এ-ধরনের একটা অনুভূতি হয়েছিল তার, সেবার পাথুরে দেয়ালের একটা ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বড়সড় একটা ঈল। পানির তলার জঙ্গলে ঈল ভয়ানক হিংস্রপ্রাণী, ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে মানুষের একটা হাত এক কামড়ে কেটে নিতে পারে।

পাওয়ার ল্যাম্পটা মাথার ওপর জ্বলছে, দেয়ালের গায়ে। গুহামুখ পর্যন্ত

আলো পৌঁছুলেও, গুহার বাইরেটা অন্ধকার। প্রথমে বেরিয়ে থাকা দাঁতগুলো দেখতে পেল হেলম। চৌকো, বড় বড় দাঁত। ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। এ কোন্ প্রাণী, এরকম দাঁত তো দেখেনি কখনও সে! তারপর চোখ জোড়া দেখতে পেল সে। দম আটকে গেল তার, ভয়ে পিছাতে শুরু করল।

ওটা ঢুকছে গুহার ভেতর। ভোঁতা নাকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে, সোজা তার দিকে। কোনও শব্দ নেই, কোনও আলোড়ন নেই পানিতে। ধীরে ধীরে আসছে।

একটু একটু করে পিছু হটছে হেলম, ঝুঁকে পায়ে বাঁধা খাপ থেকে ছুরিটা বের করল। এতক্ষণে প্রাণীটার পাশ দেখতে পেল সে। ঈশ্বর, বারো মিটারের মত লম্বা! কী ওটা? ওর নড়াচড়া দেখেও কোন প্রতিক্রিয়া নেই! নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে যেমন আসছিল তেমনি আসছে। হেলম কাজের জায়গা থেকে সরে এসেছে, কিন্তু অদ্ভুত প্রাণীটা দিক বদল করল না। যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল সে, সরাসরি সে দিকে আসছে। মানুষখেকো যত সামুদ্রিক প্রাণী হেলম দেখেছে, সেগুলোর একটাও নয় এটা। লেজ একটা আছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ। নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করছে দুটো ডরসাল ফিন।

পেটের সামনের দিকে একটা গর্ত মত রয়েছে বলে মনে হলো। আরেকটা গর্ত ঠিক লেজের নীচে।

কার্নিশ থেকে নেমে পড়ল হেলম। দৈত্যটার চেয়ে পনেরো ফুট নীচে এখন সে। ঘুর পথে এগোল, ভয়ে ভয়ে এবং সতর্কতার সাথে । দাঁড়িয়ে পড়েছে রহস্যময় মাছ। একটু একটু করে সামনে এগোল হেলম। পাথুরে দেয়ালে ঝুলে থাকা ল্যাম্পটা যেন মাছটাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে। হেলম জানে অক্টোপাসকে হিপনোটাইজ করার জন্যে আলো ব্যবহার করে জেলেরা। লিড-ওয়েট বেল্টটা খুলে ফেলল সে, তারপর ফ্লিপার পরা জোড়া পা ছুঁড়ে তীরবেগে ছুটে গেল সামনের দিকে, হাতের ছুরি সরাসরি ওটার পেটের দিকে তাক করা।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী লন্ডন বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে ইংল্যান্ড যাবেন, তার আগেই লেবানন ইন্টেলিজেন্সের একদল এজেন্ট লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ কী ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা যাচাই করা তাদের অন্যতম দায়িত্ব

সি.আই.এ. চীফ সরকার প্রধানকে রিপোর্ট করলেন, লন্ডনে মার্কিন অ্যামব্যাসাডরকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারটা ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। গ্রেনেডটা তাজা ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, মেরী শার্লট পিনটা ছেড়ে দিলে অবশ্যই বিস্ফোরিত হত সেটা, এবং অ্যামব্যাসাডর নির্ঘাত মারা যেতেন। কিন্তু তবু কোথায় যেন কী একটা ঘাপলা আছে বলে মনে হয়। যদিও তাদের হাতে অন্য কোন রকম প্রমাণ নেই।

প্রেসিডেন্ট তার সাথে একমত হয়ে বললেন, গোপন একটা তদন্ত হওয়ার দরকার। জানা দরকার আমেরিকাকে নিয়ে কেউ কোনও খেলা খেলছে কিনা

বিশেষ পরিচয়-পত্র সহ তিনজন সি.আই.এ. এজেন্টকে পাঠানো হলো লন্ডনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা ক্রীট দ্বীপ দখল করে নিয়েছিল, তখন তারা অনেকগুলো দালানেরর নির্মাণ কাজ শুরু করলেও কোনওটাই পুরোপুরি শেষ করতে পারেনি, তার আগেই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হয় তাদের। এ-ধরনের একটা দালানই ক্রীট দ্বীপে অ্যাভসালোম সিঙ্গারের হেডকোয়ার্টার।

তীর থেকে লম্বা-চওড়া বিশাল বাহুর মত সাগরের ওপর উঠে এসেছে সৈকত, বাড়িটা সেখানেই, আকাশ ছোঁয়া সাফাকিয়া পর্বতশ্রেণীর নীচে। লিবীয়ান সী আর সী অভ ক্রীট-এর মাঝখানে আড়াই হাজার মিটার উঁচু,চূড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেফকা ওরি।

প্রাচীন ফিনিক্স আর আধুনিক লুট্রন শহরে তল্লাশি চালাবার সময় দুঁদে বোঁ-র লোকজন জায়গাটার কাছাকাছি এসেছিল। আরও খানিক পশ্চিমে গেলে সৈকত দেখতে পেত তারা, দেখতে পেল নিঃসঙ্গ কুঁড়েঘরটা। ছোট একটা ঘর, শীতকালে ছাগল নিয়ে রাখালদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। কুঁড়েঘরের নীচে জার্মানরা পাথর কেটে চার কামরার একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বাড়ি তৈরি করেছিল, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া যায় পানিতে ডুবে থাকা একটা গুহায়, গুহামুখটা সী-লেভেল থেকে পাঁচ মিটার নীচে। এ-ধরনের গুহা এই উপকূল বরাবর আরও অনেক আছে, জার্মানরা এটাকে সাবমেরিন রিপেয়ার পেন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

বাড়িটার প্ল্যান ইভান গেলিয়স জাপ্পাসের হাতে আসে যুদ্ধের শেষদিকে, পার্টিজ্যানদের সাথে জার্মান হেডকোয়ার্টার চোরা স্ফাকিয়ন-এ হামলা করার সময়। কাগজগুলো কীসের তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারে, কারণ দলের আর কেউ জার্মান ভাষা জানত না। কাগজগুলো সরিয়ে রাখে সে, ধারণা করে পরে এক সময় এগুলো কাজে লাগবে।

জার্মানদের হাতে জাপ্পাস ধরা পড়ে বারো বছর বয়েসে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। তখনকার দিনগুলোয় সে যে কাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল বলা কঠিন। জার্মানীতে থাকার সময় একটা কারখানায় কাজ করার সুযোগ হলো তার, সেখানে গার্ডদের কাছ থেকে জার্মান আর অন্যান্য বন্দীদের কাছ থেকে ইংরেজী শিখল সে। কারখানায় ছোট ডিজেল এঞ্জিন তৈরি হত, অল্পদিনেই চোখ বন্ধ করে একটা এঞ্জিন খুলে আবার জোড়া লাগাতে শিখে গেল জাপ্পাস। আরও শিখল, জোড়া লাগাবার সময় কিছু কৌশল করলে পঞ্চাশ ঘণ্টা চলার পর অচল হয়ে পড়বে এঞ্জিন। জানা কথা এ-ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ ঘন ঘন দেখা দিলে তদন্ত করার জন্যে কারখানায় গেস্টাপো আসবে। কিন্তু তারা আসছে শুনেই দেয়াল টপকে দৌড়ুতে শুরু করল জাপ্পাস, অস্ট্রিয়া হয়ে পালিয়ে এল নিজের মাতৃভূমি গ্রীসে।

সাগরপাড়ি দিল জাপ্পাস একা একটা বোট নিয়ে। টানা প্রবল বাতাস, আর তারপর রুদ্রমূর্তি ঝড় ঠেলে নিয়ে এল তাকে। ত্রিশ ফুট উঁচু ঢেউ, মনে পড়লে আজও তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। আকাশ খালি থাকলে মাঝে মধ্যে

তারার দিকে তাকিয়েছে সে, সাথে কম্পাস-ও ছিল না। দ্বীপে কী করে পৌঁছুল সে, এ-প্রশ্নের উত্তরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে জাপ্পাস বলেছে, গন্ধ শুঁকে। বুনো আগাছা, কমলা, ছাগল আর ক্রীটের গন্ধ পথ দেখিয়ে টেনে এনেছে তাকে।

এত যার শক্তিশালী নাক, একটু হলে সে-ও দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে পশ্চিম থেকে দ্বীপের দিকে এগোয় সে, কিন্তু স্রোতের তীব্র টানে ছিটকে পড়ে লিবীয়ান সাগরে। সৈকতে ছিল বড় বড় পাথর, ঢেউগুলো হিংস্র দানবের মত আছাড় খাচ্ছে। পাথরে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোট, শেষ মুহূর্তে পানিতে লাফিয়ে পড়েছিল জাপ্পাস। বিশাল এক ঢেউ তাকে ঠেলে তুলে দেয় তীরে, আগিয়া রুমেলি গ্রাম থেকে খানিকটা পশ্চিমে। ঝড় থামার পর গ্রামের একদল বউ-ঝি তাকে অচেতন দেখতে পেয়ে তুলে আনে। গ্রামবাসীরা গ্রীক পৌরাণিক কাহিনির থিসিয়ুসকে মনে রেখেছিল, তারা তাকে পসাইডনের এক ছেলে অর্থাৎ দেবতাদের একজন হিসেবে গ্রহণ করল।

পার্টিজ্যানরা যখন তাকে নিতে এল, সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে জাপ্পাস। দলের সাথে ভিড়ে গিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল সে। যুদ্ধ এক সময় থামল। তারপরও কীভাবে যেন জাপ্পাস জোড়া এঞ্জিন লাগানো বোট পায়, কোত্থেকে আসে জোড়ায় জোড়ায় জার্মান বুট, উলেন গ্রেটকোট, সুতী কাপড়ের থান। প্রথম দিকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করলেও, পরে আর কেউ মাথা ঘামায়নি, কারণ ঠেকায়-বেঠেকায় সবারই উপকারী বন্ধু হয়ে উঠল জাপ্পাস। পেনিসিলিন দরকার, আমেরিকান সিগারেট দরকার, কিংবা টিনভর্তি হ্যাম চাই? ব্রিটিশ ওঅর অফিসের প্রতীক চিহ্ন সহ বিনকিউলার প্রয়োজন, নতুন একটা ফুয়েল ইনজেকটর, কিংবা আনকোরা নতুন এঞ্জিন? বিল্ডিং তোলার জন্যে রড? জাপ্পাসকে ধরলেই হবে, সব ব্যবস্থা করে দেবে সে। যুদ্ধ শেষ হবার পর চারদিকে জিনিসপত্রের অভাব দেখা দিল, কিন্তু জাপ্পাসের কাছে চাইলে সবই পাওয়া যায়। ভাল স্মাগলার সে।

সেই থেকে লেফকা ওরির নীচে, সাগরে গিয়ে পড়া সৈকতের ছোট কুঁড়েঘরে বসবাস করছে জাপ্পাস মাঝে মধ্যেই 'অভিযানে' বেরোয় সে, তখন মোটা তালা ঝোলে ঘরের দরজায়, লোহার বোল্ট লাগানো থাকে। তার ওই ঘরে জাপ্পাস ছাড়া আর কেউ কখনও ঢোকেনি। অভিযানের দিনগুলো বাদে প্রতিদিনই কফি শপে আসে সে, গ্রামবাসীদের সাথে নয়-ঘুঁটি খেলে আর মদ খায়, কোণের টেবিলে বসে দুপুরের খাবার খায় আর তাকিয়ে থাকে সাগরের দিকে। গ্রামের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করে – বেচারা জাপ্পাস সারাটা জীবন একা কাটিয়ে দিল। আহা, রাতে তার না জানি কত কষ্ট হয়! একা একটা ঘরে পড়ে থাকা, সাথে কোন মেয়েমানুষ নেই, দেবতারাও তো এমন জীবন বেছে নেয় না! গ্রামের বৃদ্ধারা অনেকেই তার ফিরে আসা ঘটনাটা স্মরণ করতে পারে। আজও তারা তাকে দেবতা বলে মান্য করে। তার প্রমাণও তো রয়েছে, গেলিয়স জাপ্পাস দেশীয় কোনও মেয়ের পাণিগ্রহণ করেনি।

অনেক যুবতী মেয়েই জাপ্পাসের কুঁড়েঘরের দিকে এগোয়। বুনো ফল বা শাক

তুলতে যায় তারা, কিংবা অন্য কোনও ছুতোয়। পথটা খাড়া আর বিপজ্জনক; ভেড়া, ছাগল আর জাপ্পাসের জন্যেই শুধু নিরাপদ। দূর থেকেই তাদের এগোতে নিষেধ করে জাপ্পাস, বলে দেয় দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে দায়ী করা চলবে না। যতই মদ খেয়ে মাতাল হোক সে, যতই টলুক, পথ চিনে ঘরে ফিরতে অসুবিধে হয় না তার। ঘর থেকে লুট্রন কাছে পড়লেও, সেখানে খুব কমই যায় সে। আগিয়া রুমেলিতেই তার নব জন্ম হয়েছে, সেখানেই সময় কাটে তার।

কেউ যা জানে না তা হলো রঙিন একটা স্বপ্ন আছে জাপ্পাসের। একদিন তার এত টাকা হবে, আগিয়া রুমেলির লোকেরা কল্পনাও করতে পারবে না। সব টাকা নিয়ে ফ্রান্সে চলে যাবে সে, হয়তো দক্ষিণ ফ্রান্সের মোনাকো-তে গিয়ে ডেরা বাঁধবে। আমেরিকান কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে সে। বয়স? আপনমনে হাসে জাপ্পাস। তার বয়সে লোকেরা বুড়ো হয় বটে, কিন্তু সে ব্যতিক্রম একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করলেও ক্লান্ত হয় না যে লোক, তাকে বুড়ো বলা চলে কি? খেতে বসে এখনও সে একটা বাচ্চা ছাগলের অর্ধেক সাবড়ে দেয়। তার সুন্দরী আমেরিকান বউ দেখতে কী রকম হবে তাও কল্পনা করে রেখেছে জাপ্পাস। অভিযানে বেরিয়ে কয়েকবারই মন্টি কার্লো-তে গেছে সে লম্বা চওড়া মার্কিন যুবতীদের দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। শুধু কী তাই, বহু গ্রীক লোক তাদেরকে বিয়ে করে সুখে জীবন কাটাচ্ছে, নিজের চোখে দেখে এসেছে জাপ্পাস। বউয়ের চুল হবে সোনালি, চোখ হবে নীল আর লম্বায় হবে তার চেয়েও তিন ইঞ্চি বেশি এই বউ ছাড়া দুনিয়ায় আর তেমন কিছু চাওয়া নেই জাপ্পাসের

দিন কাটছিল, স্বপ্ন দেখাও চলছিল, তারপর দু'বছর আগে ঘটল এক ঘটনা। দীর্ঘদেহী, সরুমুখ এক লোক এল আগিয়া রুমেলিতে বোটটা হারবার থেকে খানিক দূরে নোঙর ফেলল, এত বড় সে ভেতর দিকে ঢুকতে পারল না। টেন্ডারে করে নিয়ে আসা হচ্ছে লোকটাকে, তীরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল জাপ্পাস। আগিয়া রুমেলির দেবতাই বলা যায় তাকে, আর টারাটানটারার মালিক লোকটা কোটিপতি।

অ্যাভসালোম সিঙ্গারের সাথে সোনালি চুল একটা মেয়ে ছিল আমেরিকান মেয়ে, জাপ্পাসের চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা। জর্জ আর ভ্যাসিলির সাথে কফি শপে সারা রাত চল জাপ্পাস, চার বোতল মদ সাবাড় করল, তবু শ্বেতাঙ্গিনীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। লক্ষ করল, যুবক এঞ্জিনিয়ারের সাথে মেয়েটাকে বসিয়ে দিয়ে তার কথা বেমালুম ভুলে গেছে টারাটানটারার মালিক। মদ সিঙ্গারও খেলো, কিন্তু সামান্যই। মাংসও খেলো কাঁটা চামচ দিয়ে খুঁটে খুঁটে। আশায় আর লোভে চকচক করতে লাগল জাপ্পাসের চোখ। অ্যাভসালোম সিঙ্গারকে অক্ষম পুরুষ বলে মনে হলো তার, খুব বেশি দিন হয়নি টাকা-পয়সার মুখ দেখেছে। জাপ্পাস আন্দাজ করল, টাকা আর সোনালি চুল মেয়ে স্বপ্ন দেখত সিঙ্গার তার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে ওরটা কেন হবে না? টারাটানটারার মত তারও একটা বোট চাই, চাই বিস্তর টাকা, আর বিছানা গরম করার জন্যে সিঙ্গারের মত আমেরিকান সঙ্গিনী

মাত্র তিন দিন থাকল বোটটা ব্যাটারি চার্জ করা দরকার, টারাটানটারায় নিয়ে আসা হলো জাপ্পাসকে। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে সিঙ্গারকে বলল সে, 'বস, এঞ্জিনটা আপনাকে ভোগাবে। জাপ্পাসকে হুকুম করুন, সে একটু দেখে দিক।'

সিঙ্গার সন্দেহের চোখে তাকালেও, এঞ্জিনিয়ার জানাল এঞ্জিনে সত্যি গোলমাল আছে। আধ বেলা ধরে সমস্ত পার্টস খুলে ফেলল জাপ্পাস, প্রতিটি যত্নের সাথে পরিষ্কার করে সাবধানে সাজিয়ে রাখল। ক্ষয়ে যাওয়া পার্ট-টা এঞ্জিনিয়ারকে দেখাল সে, এঞ্জিনিয়ার দেখাল সিঙ্গারকে। 'আমাদের একটা স্পেয়ার দরকার,' বলল এঞ্জিনিয়ার। 'বোটে নেই।'

আসছি বলে বিদায় হলো জাপ্পাস, সবাই দেখল তার ছোট্ট পাল-তোলা নৌকো হারবার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন পার্টসের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল সিঙ্গারের; বলল, 'এবার? ও যদি না ফেরে জোড়া লাগাতে পারবে তো?'

মস্ত একটা ঢোক গিলল লোকটা। সে একজন মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়ার, ফিটার নয়। তবে দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না, স্পেয়ার পার্টটা হাতে নিয়ে এক ঘণ্টা পর ফিরে এল জাপ্পাস, দাঁত বের করে হাসছে। নিখুঁতভাবে ফিট হলো সেটা সমস্ত পার্টস আবার জোড়া লাগানো হলো। কাজ করার সময় বারবার ডেকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাল জাপ্পাস, ওখানে চিৎ হয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে সোনালি চুল শ্বেতাঙ্গিনী, পরনে বড় তিনটে স্ট্যাম্প সাইজের বিকিনি।

প্রথম চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল এঞ্জিন – চার্জের রেট বেড়ে গেছে, কমে গেছে আওয়াজ। যন্ত্রপাতি গুছিয়ে বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হলো জাপ্পাস, সিঙ্গার তাকে আদর করে ডেকে নিয়ে এল সেলুনে। নিজের হাতে ক্রিস্টাল ডিক্যানটার থেকে গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ঢেলে খেতে দিল। ডিক্যানটারের দিকে জাপ্পাস তাকিয়ে আছে দেখে সিঙ্গার ব্যাখ্যা করল, জিনিসটার বিশেষ আকৃতির কারণ জাহাজের দুলুনিতে ওটা কাত হয়ে পড়ে যাবে না। আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো জাপ্পাসের।

'একদিন,' প্রতিজ্ঞা করল সে, 'একটা বোট, একটা সোনালি চুল মেয়ে, আর একটা ডিক্যানটার, ঠিক এটার মত, পেতেই হবে আমাকে। যদি বেঁচে থাকি তো এগুলোর জন্যেই থাকব।'

সিঙ্গারের কী দরকার শোনার পর সত্যি সত্যি চোখে পানি চলে এল জাপ্পাসের। এ আনন্দের কান্না। এত বছর এই সান্ত্বনাই কি নিজেকে দিয়ে আসছে না সে? তার কি জানা ছিল না, তার গোপন সম্পদ একদিন টাকায় রূপান্তরিত হবে? 'বস!' চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সে, সিঙ্গারের বাহু আঁকড়ে ধরল, চেহারায় প্রবল উত্তেজনা আর আনন্দ। 'আপনি যা খুঁজছেন ঠিক সেই জিনিসই আমার কাছে আছে! ঈশ্বর আপনাকে জাপ্পাসের কাছে পাঠিয়েছেন! জাপ্পাস মহা ভাগ্যবান! তার স্বপ্ন অবশ্যই সফল হবে!'

সে-রাতে সন্তর্পণে উপকূল ধরে এগোল টারাটানটারা। আকাশে চাঁদ নেই। ছোট বোটে সিঙ্গারকে তুলে নিল জাপ্পাস। অবাক হয়ে লক্ষ করল সে, খাড়া পাহাড়ী

পথ বেয়ে তার মতই দক্ষতার সাথে উঠতে পারে সিঙ্গার। আবার তার মনে হলো, লোকটার যে শুধু নতুন টাকা হয়েছে তাই নয়, মানুষও হয়েছে পাহাড়ী এলাকায়। আবিষ্কারের পর এই প্রথম দ্বিতীয় একজন লোক ঢুকল জাপ্পাসের কুঁড়েঘরে।

পরিচ্ছন্ন ঘর, দেয়ালগুলো চুনকাম করা কাঠের একটা বিছানা, তাতে হাতে সেলাই করা কাঁথা। আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা কাবার্ড।

একধারে আরেকটা দরজা। 'দেখুন কী হয়!' বলে একটা বোতাম টিপল জাপ্পাস। সিঙ্গার অনুভব করল, ঘরের মেঝে একটু যেন কেঁপে উঠল। সেই সাথে যান্ত্রিক একটা গুঞ্জনও যেন ঢুকল কানে। দরজা খুলল জাপ্পাস, সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। নীচে চারটে বড় আর দুটো ছোট কামরা, প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। গোসল এবং রান্না করার সরঞ্জামও আছে। একটা কামরায় রয়েছে ডিজেল জেনারেটর, যান্ত্রিক গুঞ্জনের কারণ বোঝা গেল।

এবার আনন্দে দিশেহারা হবার পালা সিঙ্গারের। চারদিকে তাকিয়ে সে মুখ খুলল, 'সব ঠিক আছে, শুধু যদি…'

'সবুর, বস, সবুর,' বলল জাপ্পাস। আরেকটা দরজা খুলল সে। সামনে একটা ঘর, দূরপ্রান্তে একটা লিফট। সিঙ্গারকে নিয়ে লিফটে চড়ল সে, বোতামে চাপ দিল। ধীরে ধীরে, সাবলীলভাবে নীচে নামতে শুরু করল লিফটন। 'ভারি পার্টস তোলার জন্যে তৈরি করেছিল ওরা,' বলল সে। 'ওপরের বড় একটা কামরাকে মেশিন শপ বানাবার ইচ্ছে ছিল।'

গুহার ভেতর এসে থামল লিফট। দেখেই বুঝল সিঙ্গার, এটা মানুষের সৃষ্টি নয়। গুহার উঁচু ছাদে আর দেয়ালে বালব ফিট করেছে জাপ্পাস, বোতাম টিপে জ্বালতেই আলোকিত হয়ে উঠল গুহাটা। সিঙ্গার দেখল তারা একটা কংক্রিট ডকে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটা বোতাম টিপল জাপ্পাস, গ্লাস প্যানেলের পিছন থেকে জ্বলে উঠল কয়েকটা আন্ডারওয়াটার লাইট। গুহার ভেতরটা যথেষ্ট প্রশস্ত, পানিতে কমপক্ষে বড় আকারের দুটো সাবমেরিনের জায়গা হবে।

ওদের পায়ের কাছে কংক্রিটের ওপর একজোড়া পায়ের ছাপ রয়েছে, তার নীচে খোদাই করা হয়েছে কিছু অক্ষর। ঝুঁকে লেখাগুলো পড়ল সিঙ্গার – 'ফন হ্যানস ডিয়েটর, সাত নম্বর কোম্পানী, তিন নম্বর পায়োনিয়ার ব্রিগেড, উনিশশো চুয়াল্লিশ।

ওদের মাথার ওপর পাথরের দেয়ালে লোহার রেইল ফিট করা হয়েছে, রেইলের মাঝখানে ইস্পাতের একটা কাঠামো, বোঝা যায় ওঅর্কশপ তৈরি হবার পর এখানে একটা ক্রেইন আমদানীর ইচ্ছে ছিল।

সিঙ্গারের হাবভাব লক্ষ করছিল জাপ্পাস। 'আপনার পছন্দ হয়েছে বস?'

উত্তরটা তার জানা ছিল।

'এটা আপনি নিন, বস। আপনাকে এটা আমি এক পাউন্ডে দিয়ে দিলাম, ইংলিশ।'

'এক পাউন্ড, ইংলিশ?'

'সবটা। তবে আপনি আমাকে এক মিলিয়ন পাউন্ড দেবেন, ইংলিশ, ভুলে যাবার জন্যে যে এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি জানি।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল অ্যাভসালোম সিঙ্গার, তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। জাপ্লাস সেটা আঁকড়ে ধরল।

'এক মিলিয়ন পাউন্ড,' বলল সিঙ্গার। 'কাল একটা সুইস ব্যাংকে, ঠিক আছে? এখানে যেদিন আমার কাজ শেষ হবে সেদিন অ্যাকাউন্ট নম্বরটা পাবে তুমি। তার আগে পর্যন্ত আমার কাজ করতে হবে তোমাকে। চুক্তি, ঠিক আছে, জাপ্লাস?'

'চুক্তি, বস।'

সেদিন থেকে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেল গেলিয়স জাপ্লাস। এখন আর তার স্বপ্ন অবাস্তব কল্পনা নয়। 'টাকাটা সত্যি আছে, বস, ব্যাংকে?' প্রায়ই সিঙ্গারকে জিজ্ঞেস করে সে। তার কাঁধে হাত রেখে অভয় দিয়ে হাসে সিঙ্গার, বলে, 'অবশ্যই আছে, কেন থাকবে না! সময় হলেই পাবে তুমি।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে জাপ্লাস, তারপর মুখ তুলে তাকায়। 'কিন্তু বস, নম্বরটা বলার আগেই আপনি যদি মারা যান, তখন কী হবে?'

'চিন্তা কোরো না, জাপ্লাস, সব দিক ভেবেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মারা গেলে আমার লোকেরা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। নিরাপদ জায়গায় রাখা আছে নম্বরটা।'

'কিন্তু বস, তারা যদি নম্বরটা ভুলে যায়?'

'চিন্তা কোরো, না, নম্বরটা লেখা আছে।'

আবার হয়তো কোন দিন জিজ্ঞেস করল জাপ্লাস, 'আচ্ছা, বস, যদি এমন হয় যে আপনার লোকেরা টাকাটা আমাকে দিতে চাইল না? যদি তারা মেরে দিতে চায়?'

সিঙ্গার হাসে। 'ওরা তা করবে না, জাপ্লাস। এ-সব ব্যাপারে ইংল্যান্ডে আইন আছে।'

'টাকাটা তা হলে ইংল্যান্ডে, বস?'

'না, জাপ্লাস,' ধৈর্য না হারিয়ে শান্তভাবে ব্যাখ্যা করে সিঙ্গার। 'টাকাটা সুইটজারল্যান্ডেই আছে। যে লোকের কাছে অ্যাকাউন্ট নম্বর আছে সে লন্ডনে থাকে, বেশিরভাগ সময়।'

মাসের পর মাস ধরে প্ল্যান তৈরি করল সিঙ্গার। সময়টা কুঁড়েঘরেই কাটাল জাপ্লাস, তার জীবনধারা তেমন একটা বদলাল না। অবশ্য আগের চেয়ে ঘন ঘন অভিযানে বেরুল সে, দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত দেখা গেল তাকে। প্রতিবার রাতের অন্ধকারে ফিরল সে, ছোট বোটটা পাহাড়-প্রাচীরের নীচে ঝুল-পাথর ঘেরা বে-তে নোঙর করল। পরদিন আগিয়া রুমেলিতে উপস্থিত হলো, কফি শপে পানাহার এবং নয় ঘুঁটি খেলল।

কিন্তু জাপ্লাস আর নাচে না।

গ্রামের যুবতীরা জানে পাহাড়ী পথ ধরে কখন ফিরবে জাপ্লাস, সে-সময়

ওই পথে তাদের আর দেখা যায় না। জাপ্পাসের চকচকে চোখে কীসের যেন ঘোর লক্ষ করছে তারা, আন্দাজ করে নিয়েছে, শিগগিরই দূর থেকে কোনও একটা মেয়ে এসে গরম করে তুলবে জাপ্পাসের বিছানা।

ধীরে ধীরে কুঁড়েঘরের নীচে নতুন নির্মাণ কাজ শেষ করল সিঙ্গার। জাপ্পাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ফন বেকের। দেখামাত্র লোকটাকে অপছন্দ করল জাপ্পাস। জার্মানী থেকে পালিয়ে আসার পর ক্রীটের যে দুর্দশা দেখেছিল তা আজও ভোলেনি সে।

ফন বেক সব সময় সন্ধ্যের পর আসে। চোরা স্ফাকিয়ন-এর বাসস্ট্যান্ড থেকে হেঁটে আসে সে, রাস্তায় তখন জনমনিষ্যি থাকে না। তার জন্যে একটা কামরার ব্যবস্থা করেছে জাপ্পাস, এয়ারকন্ডিশনিং সহ। নির্মাণ কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, জাপ্পাসকে রেডিও এঞ্জিনিয়ারিং শেখাতে শুরু করল ফন বেক। বাতাস বা পানি থেকে আসা সংকেতের অর্থ ভালভাবে না বুঝলেও, টেকনিক্যাল দিকগুলো ভালই বুঝল সে।

অনেকগুলো ভারি ইকুইপমেন্ট আনাল সিঙ্গার। ওয়াটারটাইট প্যাকেজে ভরে ব্রিন্দিসি-তে পাঠানো হত সেগুলো। এঞ্জিন লাগানো বড় একটা বোট নিয়ে সেখানে হাজির হত জাপ্পাস, সাথে একটা ক্রেন থাকত। ক্রেনের সাহায্যে পানিতে ফেলা হত ইকুইপমেন্ট, রাতের অন্ধকারে। ফন বেক অপেক্ষা করত সেখানে, সেটাকে টেনে নিয়ে আসত গুহার ভেতর ঝুল-পাথরের নীচে। ইতিমধ্যে ইস্পাতের তৈরি কাঠামোর সাথে ক্রেন ফিট করার কাজ শেষ হয়েছে, সেটার সাহায্যে পানি থেকে তুলে প্ল্যাটফর্মে রাখা হত ইকুইপমেন্টটা তারপর লিফটে করে কামরাগুলোয় নিয়ে আসা কোনও সমস্যাই ছিল না। এভাবে ধীরে ধীরে কমপিউটর বসানোর কাজ শেষ করল তারা। সবুজ ডলফিন অপারেট করার জন্যে এই কমপিউটরই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

জেভিক ব্রিল আর ইরেজ-ও এল রাতের অন্ধকারে, কেউ তাদের দেখল না। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। গর্বের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখাল জাপ্পাস। জার্মানদের ডিজাইন ঠিক রেখে গোটা স্থাপনাকে নতুন চেহারা দিয়েছে সে। তাদের থাকার জন্যে সমস্ত আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছে। মেঝেতে কার্পেট, বিছানায় ফোম, এমনকী প্রত্যেকের জন্যে একটা করে আলমিরা পর্যন্ত আছে। বাথরুমে গরম আর ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার, আধুনিক ল্যাভেটরি সিস্টেম। টিভি। এরপর আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? তিন মাস পর এসে এমনকী সিঙ্গার পর্যন্ত মুগ্ধ হলো। খুশিতে জাপ্পাসকে আলিঙ্গন করল সে। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ল জাপ্পাসের হাসি।

প্রোগ্রাম করা হয়েছে মাঝরাতে পৌছুবে সবুজ ডলফিন। পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে লিফটে করে গুহায় নামল সবাই, আন্ডারওয়াটার লাইটের সুইচ অন করা হলো। পানির রঙ নীলচে সবুজ, হতচকিত মাছেরা দিকবিদিক্ ছুটোছুটি শুরু করল। পুলের দু'ধার পরীক্ষা করল জাপ্পাস। যা খুঁজছিল দেখতে পেয়ে হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, পুরোদস্তুর কাপড় পরা অবস্থায়। বুদবুদে ঢাকা পড়ে গেল তার শরীর। অক্সিজেন বটল ছাড়া কতক্ষণ পানির নীচে থাকবে লোকটা?

সবাই যখন চিন্তিত হয়ে উঠছে, হুস করে পানির ওপর ভেসে উঠল জাপ্পাস, হাতে বিশাল একটা লবস্টার। 'সাপারের জন্যে কেমন হবে?' বৈদ্যুতিক আলোয় মুক্তার মত ঝক ঝক করছে তার দাঁত।

'ওটা একটা বদ্ধ উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলল ফন বেক। 'বয়স হলেও, মাথাটা বাচ্চা ছেলের।'

'চুপ!' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল সিঙ্গার 'ভুলে যেয়ো না, জাপ্পাস আমাদের জন্যে যা করেছে, আমরা নিজেরা নিজেদের জন্যে তারচেয়ে বেশি করতে পারিনি। ওর কৃতিত্ব তোমার চেয়ে অনেক বেশি, ফন বেক।'

'আমার ধারণা তার জন্যে যথেষ্ট টাকাও পেয়েছে সে...,' মুখ হাঁড়ি করল ফন বেক।

'টাকা তো তুমিও পেয়েছ। আর ওই টাকার বিনিময়ে অনেক কাজের একটা হলো মুখ বন্ধ রাখা।'

ফন বেক চুপ করে গেল। জানে, দলের সবাই সিঙ্গারের কর্তৃত্ব বিনা তর্কে মেনে চলে।

বারোটা। হাতঘড়ি দেখল সিঙ্গার

'ক'টা বাজে, বস?' ডকের কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে জাপ্পাস, গা থেকে পানি ঝরছে সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। সবুজ ডলফিন আসছে, এই উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে সে খুব অল্পই জানে, শুধু শুনেছে ওটা একটা সাবমেরিন, মাছের মত দেখতে। তার আনন্দ এত বছর পর গুহাটা সত্যি একটা কাজে লাগতে যাচ্ছে। নববধূ যেমন প্রথম অতিথি আসা উপলক্ষে অপেক্ষা করে, কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারে না, জাপ্পাসের অবস্থাও অনেকটা সেরকম। সবুজ ডলফিনকে আসতে দেখলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে, অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবে নতুন আশ্রয়ে

বারোটা পনেরো, তবু ওটার দেখা নেই। সবাই ঘন ঘন তাকাচ্ছে সিঙ্গারের দিকে

'আমরা বরং রেডিও অন করি, বলল সে। 'কুবার্ত যদি কোনও ঝামেলায় পড়ে থাকে, নিশ্চয়ই এরিয়াল লম্বা করছে।' জাপ্পাসকে নীচে রেখে লিফটে চড়ে ওপরে উঠে এল ওরা। রেডিও রুমে ঢুকে বড়সড় মালটি-ওয়েভব্যান্ড ট্যানসিভারটা টিউন করল ফন বেক প্রি-অ্যারেঞ্জড কল সাইন ব্যবহার করে কী অপারেট করল সে।

কোনও সাড়া নেই।

গুহামুখের বাইরে, গভীর সমুদ্রে, একটা সোনার ট্র্যান্সপন্ডার ঝুলছে ওরা সেটাকে অ্যাকটিভেট করে ফিফটি কিলো হারস্ সিগন্যাল পাঠাল, সবুজ ডলফিন সেটা পঞ্চাশ হাজার মিটার দূর থেকেও রিসিভ করবে, কুবার্ত যদি সোনার রিফ্লেক্টর বের করে থাকে।

তারপরও কোনও সাড়া মিলল না ওরা শুধু এবড়োখেবড়ো সমুদ্রপিঠ থেকে উঠে আসা ফাঁপা প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

ডলফিন কীভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে কয়েকবারই সিঙ্গার আর ফন

বেককে সময় নিয়ে বুঝিয়েছে কুবার্ত। 'দ্বিতীয় ট্র্যান্সপন্ডারটা চেষ্টা করে দেখো,' নির্দেশ দিল সিঙ্গার। একটা ফ্লোট-এ করে নামিয়ে দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় ট্র্যান্সপন্ডার ক্রীট উপকূল থেকে খানিক দূরে, সাগরতল থেকে একশো ফুট ওপরে ভেসে আছে সেটা, সরাসরি ইবিজা দ্বীপের সাথে একই সরলরেখায়। এটার সাথে সোনারের সাহায্যে যোগাযোগ করতে পারবে ওরা, ওটার মাধ্যমে একটা সিগন্যাল রি-ট্র্যান্সমিট করা যাবে ইবিজার সমান গভীরতায়।

অ্যাপারেটাসে প্লাগ লাগিয়ে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল ফন বেক। সাগর পাড়ি দিয়ে ছুটে চলল শব্দতরঙ্গ। ফিরতি শব্দ, কমপিউটর প্রিন্ট-আউটের জন্যে কোড করা, স্ক্রীনে ফুটল ছায়া কিনারা সহ উপবৃত্ত আকারে। উপবৃত্তের মাপ আর মাত্রা হিসেব করে একই সাথে দূরত্ব জানিয়ে দিল কমপিউটর।

উপবৃত্তের মাঝখানে উজ্জ্বল একটা বিন্দু জ্বলজ্বল করছে। রিডার রিফোকাস করে বিন্দুটাকে বড় করল ফন বেক, গাটা ডিসপ্লে স্ক্রীন দখল করে নিল সেটা। আশপাশের অন্যান্য প্যাটার্ন যেমন ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল আর স্থির রয়েছে বিন্দুটা। ভুরু কুঁচকে উঠল ফন বেকের। এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাদের কিছু বলেনি কুবার্ত।

জিনিসটা কখনও দেখেনি কুবার্ত, কাজেই মাথা ঘামানোরও সুযোগ হয়নি তার। ডলফিনের সেনসিং অ্যাপারেটাস ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটিং সিস্টেম হিসেবে কাজ করে, বিপুল পরিমাণ কোড করা সংকেত বা নির্দেশ গ্রহণের উপযোগী। ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেশন এক হলে ডলফিন এই সংকেতগুলো গ্রহণ এবং প্রেরণ করতে পারে। সাগরের আরেক প্রান্তের একটা গুহা থেকে ট্র্যান্সমিট করছে ডলফিন, এবং রিপ্লাই-ও গ্রহণ করছে। উল্টোভাবে বসানো একটা চোখের ভূমিকা পালন করছে গুহাটা, ঠাণ্ডা পানি কাজ করছে লেন্স হিসেবে, আর গুহার পিছনটা রিফ্লেক্টর স্ক্রীন হিসেবে – সার্চলাইটের ভেতর আয়নার মত। ডলফিনের সংকেত প্যারোডি বভিয়েরের গুহা থেকে বেরিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ওদের ট্র্যান্সপন্ডারে।

কিন্তু ফন বেকের জানা নেই মেসেজটা কীভাবে পড়তে হয়। 'এটা থেকে এমনকী দূরত্বের হিসেবটাও আমি পাচ্ছি না,' বলল সে। 'শোরলাইন থেকে পাওয়া সংকেতের তুলনায় এটা এত বড় যে স্ক্রীনে জায়গা হচ্ছে না। সেনসিং ট্র্যান্সপন্ডার কীভাবে টিউন করলে এর অর্থ বোঝা যাবে আমার জানা নেই।'

'কিন্তু জিনিসটা সবুজ ডলফিন কিনা?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল সিঙ্গার।

'হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার হিসেবে ওটা এখান থেকে ইবিজার মাঝখানে কোথাও রয়েছে...ঠিক কোথায় বলা যাচ্ছে না...'

'ওটা কি সচল?'

সিঙ্গারের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ আর হতাশা, চোখ তুলে তাকাতে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ফন বেক। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। তাকাল, কিন্তু তখুনি আবার চোখ নামিয়ে নিল। একটা বোতাম টিপল সে, টাইপরাইটার সচল হয়ে উঠল। কাগজটা ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ে, তারপর থমকে যায়, এভাবে বারবার। টাইম ডিভিশন মালটিপ্লেকসার প্রতি জোড়া

পালস্-এর মধ্যবর্তী সংকেতের অর্থ উদ্ধার করল। কমপিউটরের নির্দেশে টাইপরাইটার সংখ্যার যে কলাম ছাপল, প্রতিটি কলাম এক এবং অভিন্ন।

'না, মি. সিঙ্গার,' মৃদু, নিস্তেজ গলায় বলল ফন বেক। 'যেখানেই থাকুক ওটা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নড়াচড়া করছে না।'

পাঁচ

রহস্যময় প্রাণীটার পেটে ছুরি চালালেও, ফলাটা গাঁথতে পারল না হেলম্। সাউন্ড অ্যাবসরবেন্ট আবরণ ভেদ করতে পারলেও, আর্মার্ড় কেসিঙে লেগে পিছলে গেল ফলার ডগা, কব্জি আর কনুইয়ে ব্যথা পেল সে। দৈত্যটা নড়ল না, ক্ষতটা থেকে রক্তও বেরুল না। সাবধানে, দুরু দুরু বুকে, ডলফিনের সামনে চলে এল সে। দেখল চোখ আর দাঁতগুলো আঁকা হয়েছে, আসল নয়।

কাজের পালা শেষ হবার পরও হেলম আসছে না দেখে ডাইভ দিয়ে গুহায় নেমে এল প্যারোডি বভিয়ের। সাধারণত দু'জন একসাথে কাজ করে তারা, কিন্তু আজ বভিয়েরের অন্য একটা কাজ ছিল। ইবিজাতেই এমন এক মেকানিকের সন্ধান পেয়েছে সে, লোকটা লেদ মেশিন দিয়ে এয়ার বটলকে কাটতে পারে, তারপর বটলের ভেতরের আবরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে গুহা থেকে তোলা বভিয়েরের সোনা। এ-ধরনের তিনটে বটল নিয়ে এরইমধ্যে হল্যান্ডে গেছে বভিয়ের, কাস্টমস চেকিঙে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি। পাসপোর্টে বলা আছে সে একজন পেশাদার ডাইভার, কাজেই সাথে এয়ার বটল তো থাকতেই পারে

আজ আরও কিছু সোনা মেকানিক লোকটাকে দিয়ে এসেছে সে, আরও চারটে বটলের আবরণ তৈরি করা হবে।

কাঁচা হাতে আঁকা চোখ আর দাঁত দেখে আপনমনে হাসতে লাগল বভিয়ের। ডলফিনের চারদিকে ঘুরল সে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বহিরাবরণ। নাকের কাছে ভোঁতা এরিয়াল বেরিয়ে আছে। পেটের নীচে গর্ত। ফিনগুলো জায়গা বদল করতে পারে। সূক্ষ্ম রেখা দেখে হ্যাচ কাভারটাও চিনতে পারল, তবে খোলার কোনও চেষ্টা করল না। প্রথমে তার ধারণা হলো কোন খেয়ালি মানুষের তৈরি খেলনা-টেলনা হবে হয়তো। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ধারণা বদলাতে লাগল। ডলফিনের সামনে দিয়ে যতবারই সে গেল, সাথে ল্যাম্প থাকায় ততোবারই তার দিকে ঘুরল ডলফিন, যেন পিছু নিতে চায়। যদিও ওয়ার্কিং লাইটের উজ্জ্বলতা অনেক বেশি হওয়ায় আবার সেদিকে ঘুরে গেল ডলফিন। বভিয়ের বুঝল, জিনিসটা 'দেখতে' পায়।

ওয়ার্কিং লাইটগুলো নিভিয়ে দিতে বলল বভিয়ের। গুহার ভেতরটা অন্ধকার হয়ে যাবার পর নিজের আলো জ্বালল সে। উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল, দৈত্যটা তাকে অনুসরণ করে আসছে। বভিয়ের দাঁড়াল, ঠিক এক মিটার দূরে ডলফিনও দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছু হটতে শুরু করল বভিয়ের, গুহার আরও গভীরে

চলে যাচ্ছে। আবার তাকে অনুসরণ করল ডলফিন। হেলমকে ওয়ার্কিং লাইট জ্বালতে বলল সে। সাবলীলভাবে ঘুরল ডলফিন, ফিরে যাচ্ছে উজ্জ্বল আলোর উৎস লক্ষ্য করে। সাঁতরে ওটার সামনে চলে এল বভিয়ের, হাত বুলাল ভোঁতা নাকে। এখানে রাবারের আবরণ অপেক্ষাকৃত পাতলা। বভিয়ের দেখল আলতোভাবে ফাঁক করা যায় আবরণটা, যেন দৈত্যটার একটা মুখ আছে রাবারের ঠোঁট উল্টে বাঁকা করল সে, ভেতরে সমতল একটা কালো প্লেট দেখতে পেল, গায়ে কী যেন সব লেখা রয়েছে। স্লেট বের করে চিহ্নগুলো লিখে নিল সে – এইচ.ই-এক্স.ডব্লিউ-ডি. সেভেন-জিরো-জিরো-সেভেন। সাত সংখ্যাগুলো অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল তাকে। ইংরেজী সংখ্যা, কিন্তু পেটকাটা নয়।

ব্রিটিশ?

তার কব্জিতে টোকা দিল হেলম, ইঙ্গিতে নিজের বটলটা দেখাল। সময় নেই, এখুনি তার ওপরে উঠতে হবে। ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলল বভিয়ের হেলম চলে যাবার পর দুটো চেইন যোগাড় করল সে, সোনা সংগ্রহের কাজে ব্যবহারের জন্যে আনা হয়েছিল। চেইন দুটো ডলফিনের গায়ে জড়াল জড়ানো চেইনের সাথে নাইলন কর্ডের একটা প্রান্ত বাঁধল, অপর প্রান্ত বাঁধল পাথুরের দেয়ালে হেলমের গাঁথা একটা লোহার আঙটার সাথে ওয়ার্কিং লাইট নিভিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল সে।

অন্ধকার গুহায় একা রয়ে গেল ডলফিন, ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে তারপর দূরবর্তী উৎস থেকে সংকেত শুনতে পেল ওটা। সাথে সাথে গুহার মুখের দিকে এগোল। টান পড়ল নাইলন কর্ডে ডলফিন দাঁড়িয়ে পড়ল কর্ডে টান দিল, কিন্তু ছিঁড়তে পারল না। গতি বাধা পাওয়ায় সংকেত দিল ডলফিন, সেটাকে মানুষ বা প্রাণীর ব্যথার সমতুল্য বলা যেতে পারে।

সংকেতগুলো গুহার পিছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল, গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে ছুটে গেল খোলা সাগর ধরে। ক্রীট দ্বীপের কাছাকাছি ট্র্যান্সপন্ডার গ্রহণ করল সংকেত এবং বিশ্বস্ততার সাথে ট্র্যান্সমিটও করল।

শক্ত পাথরে ঘষা খাচ্ছে নাইলন কর্ড ডলফিন সামনে এগোয়, বাধা পেয়ে পিছিয়ে আসে, আবার সামনে এগোয় বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওটা। অবিরাম, অনবরত। পাথরে ঘষা খেয়ে একটু একটু করে ছিঁড়তে শুরু করল নাইলন কর্ড।

রাত ন'টায় কাজ শেষ করল জেনেটি, মনে মনে আঁদ্রে করডেলিকে অভিশাপ দিচ্ছে। জানে কোনও লাভ নেই, তবু ওদেরকে দিয়ে কমপিউটর প্যাটার্ন তৈরি করাচ্ছে, জানতে চায় সবুজ ডলফিনের কোথায় কী গোলযোগ হয়েছে।

একই কথা বহুবার তাঁকে জানিয়েছে ওরা। কোথাও কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ডলফিন কেন ফিরে আসতে বা সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে সেটা একটা রহস্য হয়েই থাকবে চিরকাল। নকল একটা সাবমেরিন তৈরি করেছে টেকনিশিয়ানরা, নাম দেয়া হয়েছে ডলফিন-২, আঁদ্রে করডেলি সেটাকে বিরতিহীন চালাচ্ছেন ট্যাংকের ভেতর, আসলটায় যে প্রোগ্রাম সেট করা হয়েছিল

সেই একই প্রোগ্রামে। প্রতিবারই নিখুঁতভাবে কাজ করছে ওটা।

'আর দু'দিন দেখব,' রেগেমেগে অভিযোগ করেছে জুলে গাউরট। 'তারপর কমান্ডারকে জানিয়ে দেব, আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে ক্লান্ত পায়ে এগোল জেনেটি শরীর তো, কত আর সহ্য হয় ধকল। মুখ তুলে আকাশ ছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটার দিকে তাকাল সে। ভবনের পাশে আধখানা চাঁদ মৃদু বাতাস বইছে, তবে আজকের রাতটা গরম। নিঃসঙ্গ, একাকী লাগল নিজেকে তার। ফ্ল্যাটে এখুনি না ঢুকে খোলা জায়গায় একটু হাঁটবে নাকি? পাহাড়ের নীচের রেস্তোরাঁটা এখনও হয়তো খোলা আছে, এক প্লেট সুপ খেয়ে আসতে পারে, ওয়েটারের সাথে দুটো কথাও বলা যাবে। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল সে। ক্লান্তি লাগছে, এতটা পথ হাঁটতে ভাল লাগবে না। ফ্রিজে যা আছে তাই কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। আজ ওয়াইনের একটা বোতল খোলা যেতে পারে। গভীর একটা ঘুম দরকার তার

একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ছোটখাট, মোটাসোটা এক লোক নামল; জিনিস-পত্রে ভরা পলিথিনের কয়েকটা ব্যাগ রয়েছে হাতে। ফুটপাতে নামিয়ে রাখল একটা ব্যাগ, খালি হাতটা পকেটে ভরে মানিব্যাগ বের করছে। পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছিল জেনেটি, ব্যাগটা থেকে কিছু প্যাকেট গড়িয়ে পড়ল। কিছু না ভেবেই ঝুঁকে পড়ল সে, প্যাকেটগুলো তুলে ভরে দিল ব্যাগে। লক্ষ করল, ব্যাগের ভেতর তৈরি খাবারের টিন-ও রয়েছে। লোকটার জন্যে দুঃখ হলো তার। রেঁধে দেবে এমন কেউ নেই বোধহয়। সিধে হতে যাবে জেনেটি, দু'জনের মাথা ঠুকে গেল। ব্যাগ ধরে লোকটাও সিধে হতে যাচ্ছিল।

মিনমিন করে ক্ষমা প্রার্থনা করল সে। হাসি পেল জেনেটির, লোকটা একেবারে আনাড়ি। 'কিছু একটা বলার সুযোগ পেয়ে খুশিই হলো জেনেটি 'আপেলগুলো থেঁতলে গেছে দেখে আপনার বউ রাগ করবে...

আবার ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে লোকটা বলল, 'বউ নেই, সেজন্যেই তো...', কথা শেষ না করে জেনেটির দিকে পিছন ফিরল সে, তাড়াহুড়ো করে এগোল। কোনও আওয়াজ না করে ছিঁড়ে গেল একটা ব্যাগের হাতল, ফুটপাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ল জিনিসপত্র। ঘাড় ফিরিয়ে জেনেটির দিকে তাকাল সে, চোখে অসহায় দৃষ্টি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল জেনেটি, বাকি ব্যাগ দুটো লোকটার হাত থেকে নিয়ে নিল সে বলল, 'জিনিসগুলো আপনি কুড়িয়ে হাতে নিন। চলুন, ব্যাগগুলো আপনার ঘরে দিয়ে আসি '

ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে চাবি বের করল জেনেটি, সদর দরজার তালা খুলল আলোকিত লবিতে ঢুকল ওরা, ভেতরে কোন লোকজন নেই। এলিভেটরের বোতাম চাপ দেয়ার সময়ও হাতের একটা ব্যাগ নামিয়ে রাখতে হলো জেনেটিকে লোকটার দু'হাতে অনেকগুলো প্যাকেট, বুকের সাথে চেপে ধরে আছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করছে সে, ইতিমধ্যে জানিয়েছে সাততলায় থাকে জেনেটির ফ্ল্যাট ছয়তলায়

এলিভেটরে ঢোকার সময়ও পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো ওরা।

মোটেও বিরক্ত হলো না জেনেটি, বরং লোকটার প্রতি সহানুভূতি জাগল

মনে। আহা বেচারি, একা থাকে, কাজ-কর্ম করতে অভ্যস্ত নয়। বউ নেই কথাটার মানে কী? ছিল, ছেড়ে চলে গেছে? নাকি বিয়েই করেনি?

প্রশ্নটা প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আ-আপনি বিবাহিতা?'

'বিবাহিতা? না, বিবাহিতা নই।'

মনে হলো খবরটা শুনে খুশি হলো লোকটা। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল সে, কিন্তু বিনা নোটিসে থেমে গেল এলিভেটর, সেই সাথে নিভে গেল আলো। অন্ধকারে তার গলা পেল জেনেটি, 'বললাম না, আমার কপালটাই এরকম। সব কিছু আমার বিরুদ্ধে চলে যায়। দেখুন, কারেন্ট চলে গেল...'

অন্ধকারে হাতড়ে প্যানেলে হাত দিল জেনেটি, ইমার্জেন্সি বোতামে চাপ দিল। 'অ্যালার্ম বাজালে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে পোর্টার...'

'হ্যাঁ, তাই বাজান,' বলল লোকটা। 'যাহ্! আমার আরেকটা ব্যাগ ছিঁড়ে গেল!'

জেনেটি অনুভব করল, তার গায়ের ওপর পাথর বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল ব্যাগের জিনিস-পত্র। টিনের একটা কৌটা পড়ল তার পায়ের আঙুলে। পরমুহূর্তে উরুতে তীক্ষ্ণ একটা অনুভূতি হলো, যেন একটা সুঁই বিঁধল। সাথে সাথে আচ্ছন্ন বোধ করল সে, হঠাৎ করে চিন্তা শক্তি লোপ পেল। জেনেটি বুঝতে পারল পড়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু কিছু একটা ধরে পতন ঠেকাবার শক্তি নেই। পড়ে গেল সে এলিভেটরের মেঝেতে। এবং জ্ঞান হারাল।

রোভারের ড্রাইভার একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট বাড়িয়ে দিল। গাড়িটার লাইসেন্স প্লেটও ব্রিটিশ। ফ্রেঞ্চ ইমিগ্রেশন অফিসার জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসা মোটাসোটা লোকটাকে আরেকবার দেখল। নিরীহ দর্শন, শান্ত মানুষ। অলসভঙ্গিতে পাশের সিটে বসা মেয়েটার দিকে তাকাল সে। মেয়েটা সিটের পিঠে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। পাসপোর্টটা ফেরত দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, গাড়ি ছেড়ে দিল লোকটা। সীমান্তের ওদিকে ইটালিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসার গাড়ির ভেতর একবার তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না।

চার্টার করা জেট প্লেনটা আলবেনগা এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। আলোকিত টাওয়ারে দু'চারজন লোক জেগে আছে, আর কোথাও কাউকে দেখা গেল না। কাস্টমস চেকিঙের দায়িত্বে একজন আছে বটে, কিন্তু অফিসে বসে কফি বানাতে ব্যস্ত দেখা গেল তাকে। অফিসার জানে একটা চার্টার প্লেন নেমেছে, ইমার্জেন্সি কেস। রোমের একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক রোগিণীকে। রোভারটাকেও আসতে দেখল সে জানালা দিয়ে দেখল প্লেনের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। হাসাপাতলের একজন পুরুষ নার্স গাড়ি থেকে নামাল রোগিণীকে। ছোঁয়াচে কোনও রোগ কিনা কে জানে! তার মনে হলো ঘর থেকে না বেরুনোই বোধহয় ভাল। গাড়িটাকে ফিরে আসতেও দেখল সে, গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল টারমাক থেকে। তারপর টেক-অফ করল প্লেন। মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল কাস্টমস অফিসারের, গাড়ির নাম্বার প্লেট ব্রিটিশ কেন?

যাকগে, তাতে তার কী!

স্টার্নেস-এর কাছাকাছি, ক্রীট-এ, অ্যাক্রেটিরি পেনিনসূলার ছোট একটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল জেট। গেলিয়স জাপ্লাস অপেক্ষা করছিল। কাস্টমসের সাথে কথা বলেছে সে। হেরাক্লিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে তার মাকে। ভীষণ অসুস্থ, তার ওপর দীর্ঘ পথ গাড়িতে করে আসতে হয়েছে। না জানি এখন তার মায়ের কী অবস্থা!

কাগজ-পত্র ঘেঁটে অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'একটা চার্টার প্লেন?'

'হ্যাঁ। অসুস্থ এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসছে।'

মহিলাকে প্লেন থেকে নামাতে সাহায্য করল অফিসার। কালো কাপড়ে মোড়া একটা নারীমূর্তি, মুখের বেশিরভাগ ঢাকা। গ্রীসে আজও অনেক মহিলা মুখ ঢেকে চলাফেরা করে, রীতিটা যদিও পুরনো। জাপ্লাস একটা ট্রাক নিয়ে এসেছে, পিছনটা খোলা আর সমতল, খড়ের ওপর কম্বল বিছানো।

'ট্রাক নিয়ে এলেন কোন্ বুদ্ধিতে?' অফিসার ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞেস করল। 'অসুস্থ একজন মানুষকে এভাবে কেউ নিয়ে যায়? মায়ের প্রতি এই আপনার ভালবাসার নমুনা?'

'ভালবাসা? প্লেনে করে আনতে সারাজীবনের সঞ্চয় খরচ করে ফেললাম, আর আপনি বলছেন...!' দুঃখে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল জাপ্লাস।

নরম হলো অফিসার। 'দেখেশুনে সাবধানে গাড়ি চালাবেন,' বলল সে। 'যাবেন কত দূর?'

'এই তো, জেনিয়া।'

'যা বললাম, আস্তে-ধীরে গাড়ি চালাবেন।'

পাহাড়ের মাথা টপকে চোরা স্ফাকিয়নের সৈকতে নেমে এল জাপ্লাস। তার 'মা' একবার গুঙিয়ে উঠল, কিন্তু চৈতন্য ফিরে পেল না। সৈকতে পৌঁছে গাড়ি থামাল সে, অচেতন দেহটাকে কাঁধে ফেলে নোঙর করা বোটে উঠে এল। জেনিয়া হোটেলের জানালা দিয়ে এক বুড়ো লোক দেখল তাকে, জাপ্লাসকে যদি সে চিনতেও পেরে থাকে এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবে না সে। গেলিয়স জাপ্লাসের ব্যাপারে কেউ কখনও মাথা ঘামায় না।

নরম একটা বিছানায় জ্ঞান ফিরল জেনেটির। কামরায় কোনও জানালা না থাকলেও বাতাসে মিষ্টি গন্ধ আর তাজা একটা ভাব আছে। টেবিলে ফুল দেখল সে, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। বাস্তবে ফিরে এল সে বিছানার আকৃতি লক্ষ্য করে। এত সরু বিছানা কেন? ঘাড় ফেরাল জেনেটি, বিছানার পাশে এক লোক বসে রয়েছে। তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা।

'আমি ইভান গেলিয়স জাপ্লাস, মিস জেনেটি,' বলল সে। 'বিশ্বাস করুন, ভয় পাবার কিছুই নেই আপনার। ক্রীট দ্বীপেট স্বাগতম...।'

ছয়

লন্ডনে স্পেশাল ব্রাঞ্চ আর প্লাইং স্কোয়াডের সব সদস্যের ছুটি বাতিল করা হয়েছে. অন্যান্য প্রাদেশিক ফোর্স থেকেও বাছাই করে বেশ কিছু পুলিশকে নিয়ে আসা হয়েছে রাজধানীতে। সাদা পোশাকে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, চোখ-কান খোলা। সি.আই.এ. আর এফ.বি.আই., ডুক্সেম ব্যুরো আর ফ্রেঞ্চ স্পেশাল ফোর্স, মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, লেবানীজ সিক্রেট সার্ভিস এবং রানা এজেন্সির অপারেটররাও এলাকা ভাগ করে নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে।

এয়ার ফোর্স ওয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিডেন্টকে নিয়ে যথাসময়ে হিথরোতে নামল। এফ.বি.আই. এজেন্টরা ঘেরাও করে ভি-আই-পি লাউঞ্জে নিয়ে এল তাঁকে। আশপাশের প্রতিটি ছাদে, রাস্তার প্রতিটি মোড়ে একজন করে রাইফেল মার্কসম্যান রয়েছে, সবাই তারা ব্রিটিশ, সাথে একজন করে আমেরিকান এজেন্ট। ব্রিটিশ প্রেসের সাথে সংক্ষিপ্ত একটা কনফারেন্সে বসলেন তিনি. বিবৃতিটা প্লেন রানওয়ে স্পর্শ করার মুহূর্তে মার্কিন দূতাবাসের টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে পি. এ. আর রয়টারের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। হার ম্যাজেস্টি কুইনের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই মহান দেশে পায়ের ধুলো ফেলতে যাচ্ছেন, সেজন্যে তিনি আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ।

ব্রিটিশ প্রেস সেক্রেটারী রিপোর্টারদের জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ভ্রমণের সাথে রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নেই. কাজেই তিনি আগে থেকে তৈরি করা একটা স্টেটমেন্ট পড়বেন, উত্তর দেবেন তিনটে প্রশ্নের, প্রশ্নগুলো আগেই জানানো হয়েছে তাঁকে। অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন না রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে প্রেস কনফারেন্স শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হবে।

ডি-নোটিশ থাকায় রিপোর্টাররা প্রতিবাদ জানাতে পারল না।

সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্স শেষ করে বুলেট-প্রুফ গাড়িতে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, গাড়িটা হেলিকপ্টারের পাশে এসে থামল একই সাথে আরও তিনটে কপ্টার টেক-অফ করল, সবগুলোয় এফ.বি.আই. আর ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের সদস্যরা রয়েছে। প্রাসাদের লনে গিয়ে নামল ওগুলো।

ফরাসী ভদ্রলোক বিশেষ একটা কোচে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছুলেন, ট্রেনের সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকল ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ আর ফ্রেঞ্চ রেলওয়ে পুলিশ প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে এসে তিনি একটা রোলস রয়েসে চড়লেন, জানালায় ঘন রঙের কাঁচ। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেল রোলস রয়েস। গাড়িটায় প্রিন্স চার্লস ছিলেন, কিন্তু তিনি বাইরে বেরোননি।

মিশরীয় প্রেসিডেন্ট এলেন ওয়াশিংটন থেকে, যুক্তরাষ্ট্র সফর সংক্ষিপ্ত করে, দলের আর সবাইকে রেখে একাই এসেছেন তিনি স্টানস্টেড এয়ারপোর্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে, অতিথিকে রোলস রয়েসে তুলে.

দিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর সাথে প্রাসাদ পর্যন্ত গেলেন না। আধ ঘণ্টা পর আরেকটা প্লেন ল্যান্ড করল টারমাকে। লেবানীজ প্রধানমন্ত্রীর সাথে করমর্দন করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। এবারও অতিথিকে একটা রোলস রয়েসে তুলে দেয়া হলো।

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ফেরার পথে, কী মনে করে, গাড়ি থেকে পার্কে নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। ওয়াকিং স্টিকটা হাতেই ছিল, রোদ আর বাতাসের মধ্যে হাঁটতে লাগলেন। পার্কে বেড়াতে আসা অনেক লোকই তাঁকে দেখে চিনতে পারল, 'হাউ ডু ইউ ডু, মি. প্রাইমমিনিস্টার?' বলে কুশল জিজ্ঞেস করল তারা। ওদিকে দশজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের এজেন্ট পরিচয় গোপন রেখে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী। ফুটপাত ধরে আবার হাইড পার্কে ঢুকলেন। দ্বিতীয়বার বেরিয়ে এসে ঢুকে পড়লেন রাজপ্রাসাদের গেটে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল স্পেশাল ব্রাঞ্চের এজেন্টরা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা ড্রইংরুমে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে, ওখান থেকে রানীর বিস্তৃত বাগান দেখা যায়। রাজকীয় অশ্বশালার একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেককে অভ্যর্থনা জানিয়ে 'রোজ রুমে' নিয়ে এলেন। মহামূল্যবান কার্পেটের মাঝখানে বড়সড় গোল একটা টেবিল দাঁড়িয়ে আছে, সাথে ভেলভেট মোড়া সাতটা চেয়ার। চতুর্দশ লুইয়ের একটা সাইডবোর্ড একদিকের দেয়াল দখল করে আছে, তাতে পাঁচটা ফোন। কামরার আরেক প্রান্তে ছোট একটা টেবিলে রয়েছে ছয় নম্বর টেলিফোনটা, টেবিলের সাথে গদিমোড়া একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর ভারি ঝাড়বাতি ঝুলছে। দেয়ালের বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকরদের শিল্পকর্ম শোভা পাচ্ছে।

নতুন চীফ অভ প্রোটোকল – সার উইলবার ফোর্ড অবসরগ্রহণের পরপরই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন – অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এই গোল টেবিল ফেলার ব্যবস্থা করেছেন। যে যেখানেই বসুন, আসনের মর্যাদা সবার সমান।

প্রথমে পৌঁছুলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, রানীর সাথে লাঞ্চ শেষ করার পর। রানীর সাথে সময়টা কীরকম কাটল কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না। তারপরও তাঁর মনে হলো, কিছু একটা মন্তব্য করা দরকার। 'আপনাদের রানী,' ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টারকে বললেন তিনি, 'একজন রাজার উপযোগী খাবার আয়োজন করেছিলেন।'

হো হো করে হেসে উঠলেন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট, এমনকী ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্টও স্মিথ একটু না হেসে পারলেন না।

'কোনও সন্দেহ নেই আবার যখন দেখা হবে হার ম্যাজেস্টিকে অবশ্যই বলব কথাটা, জানালেন পি.এম.। 'এবার, জেন্টলমেন, যদি আমরা বসতে পারি। আমার ইচ্ছে, আপনি, মি. প্রাইমমিনিস্টার, আমার ডান দিকে বসুন, আমার আর ইউ.এস. প্রেসিডেন্টের মাঝখানে। তিনি ছাড়া প্রধানমন্ত্রী মাত্র একজনই উপস্থিত, কাজেই কথাটা কাকে বলা হলো সবাই বুঝলেন। 'মাননীয় ফরাসী প্রেসিডেন্ট আমার বাঁ দিকে বসতে পারেন।'

লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করলেন, দুই পরাশক্তির মাঝখানে বসিয়ে তাঁকে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটার তাৎপর্য এখুনি বোঝা যাবে না। নাকি ওঁরা তাঁকে কোণঠাসা করতে চান?

প্রথম আসন গ্রহণ করলেন লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী। সবাই না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা দু'হাত দিয়ে ধরলেন, যেন স্নেহপ্রবণ কাকার উপদেশ শোনার জন্যে তৈরি হলো একজন স্কুল ছাত্র।

'ভাঁড় বটে একটা!' আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ভাবলেন। ধনী পরিবারে জন্ম তাঁর, জনসমক্ষে সৌন্দর্যমণ্ডিত ক্রটিহীন আচরণ বজায় রাখতে যত্নবান। তা ছাড়া, ইসরায়েল আর ইহুদিদের প্রতি তাঁর বিশেষ নেকনজরের কথা কারও অজানা নেই।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কৌতুক বোধ করলেন। কিন্তু ফরাসী ভদ্রলোক উপলব্ধি করলেন, লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী ভয়ানক টেনশনে আছেন। আর মিশরীয় প্রেসিডেন্টের অন্তর সহানুভূতিতে ছেয়ে গেল।

'তাস মেলে ধরুন,' লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টকণ্ঠে বললেন। 'এটা একটা প্রাইভেট মিটিং, ঠিক? কোন রকম নোট নেয়া যাবে না? স্রেফ রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ব্যক্তিগত আলাপ। শুধু আমি একা ব্যতিক্রম, তাই না? লেবাননের আমি প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট নই – শুধু লেবানীজ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছি। সেজন্যেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবার তা হলে বলুন, ব্যাপারটা কী নিয়ে? যদি ভেবে থাকেন ফিলিস্তিনী গেরিলাদের বৈরুত থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আমার ওপর চাপ দেবেন, নতুন করে চিন্তাভাবনা করুন।'

ফরাসী ভদ্রলোক শিরদাঁড়া খাড়া করলেন, একটা বিতর্কের জন্যে প্রস্তুত করছেন নিজেকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন তিনিই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট একযোগে খুক্ করে কাশলেন। মিশরীয় প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে আছেন, তাঁর ভূমিকা যেন পর্যবেক্ষকের।

'আরেকজন আসছেন এই বৈঠকে,' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বললেন। 'তার নাম জ্যাকব কেইন। সাউন্ড মার্চেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনি।'

'সাউন্ডের মালিক একদল ইহুদি,' বললেন লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী। 'ডিরেক্টরদের মধ্যে অ্যাভসালোম সিঙ্গার নামে একজন আছে, যাকে আমরা টেরোরিস্ট একটা গ্রুপের লিডার বলে সন্দেহ করি। সাউন্ডের একজন ডিরেক্টরের সাথে দেখা করতে হবে, এজন্যেই কি আমাকে ডেকে আনা হয়েছে?'

'একটা ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার,' মৃদু কণ্ঠে তাঁকে সমর্থন করলেন ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট, তাকিয়ে আছেন ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টারের দিকে।

একটা অ্যাটমিক বোমা আর একটা সাবমেরিন চুরি হয়েছে, বৈঠকে বসে এ-ধরনের খবর প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে যিনি জানতে চাইছেন তাঁর দেশেই যদি বোমাটা ফাটানোর পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কারণটা যাই

হোক, ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টারের কথাগুলো কোন বাধা না দিয়ে শুনে গেলেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী, এবং কথা শেষ হবার পরও তিনি আস্তই থাকলেন। কামরার ভেতরে রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতা নেমে এল। পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সচেতন। বৈরুতের ভাগ্যে কী আছে শুধু তাই নয়, গোটা দুনিয়ার ভাগ্যে কী আছে সেটাও ভাবছেন ওঁরা। অ্যাটমিক ওঅরহেড যদি বিস্ফোরিত হয়, সেটা যত ছোটই হোক, ফুল-স্কেল নিউক্লিয়ার যুদ্ধ হয়তো ঠেকানো যাবে না। তারমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তারপর তাঁর দেখাদেখি বাকি সবাই লবির বড় দরজাটার দিকে তাকালেন।

দরজার ওপারে ইউ.এস. মেরিনের ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। তার হাতে, চেইন দিয়ে বাঁধা, একটা বাক্স আছে।

লোকটা কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বেশি দূরে থাকে না।

ওই বাক্সের ভেতর যা আছে তার সাহায্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়া যায়। চারদিকে তাকিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট চতুর্দশ লুইয়ের সাইডবোর্ডের ওপর টেলিফোনটা দেখতে পেলেন। বিড়বিড় করতে করতে আসন ত্যাগ করলেন তিনি, 'এক্সকিউজ মি, জেন্টলমেন।' সরাসরি ফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, একটাতে ইউ.এস. সীল মারা রয়েছে। রিসিভার তুলে মাত্র তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলেন। আহত বিস্ময়ের সাথে ইউ.এস. এমব্যাসীর কমিউনিকেশন সেন্টারে কোড করা বার্তাটা গ্রহণ করা হলো, এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ট্রান্সমিট করা হলো ওয়াশিংটনে। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হোয়াইট হাউসের নীচে বাংকারের মধ্যে তৈরি ওঅর রূমে পৌঁছে গেল মেসেজটা, ওঅর রুম নিয়ন্ত্রণ করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ।

ওঅর রুম থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়ানো মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোয় পৌঁছে গেল সেই বার্তা। মহাসাগরের গভীর তলদেশে ঠিক এ-ধরনের একটা বার্তা পাবার জন্যে তৈরি ছিল পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনগুলো গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পাহাড়চূড়ায় অপেক্ষা করছে হাজার হাজার মিসাইল, প্রতিটি ঘাটির কমান্ডারও পেয়ে গেল মেসেজটা।

রেড অ্যালার্ট থ্রি

আর মাত্র তিন কদম দূরে মানব সভ্যতার পরিসমাপ্তি।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন প্রেসিডেন্ট। কেউ নড়লেন না, সবাই যেন পাথর হয়ে গেছেন। বড় ভাই এইমাত্র তাঁর পেশী ফুলিয়ে দেখালেন সবাইকে।

সাইড টেবিলের ফোনটা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠতে আক্ষরিক অর্থেই চমকে উঠলেন সবাই। 'সম্ভবত সাউন্ড থেকে ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন চেয়ার ছেড়ে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রাইমমিনিস্টার। রিসিভার তুলে বললেন, 'পাঠিয়ে দাও।'

'আসুক,' বিড়বিড় করে বললেন লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী। 'দেখা যাক কী বলে সে।'

লোকটা মধ্যবয়স্ক, গোলগাল চেহারা, পরনে স্যাভিল রো সুট আর ক্লাব টাই, সাথে সাদা শার্ট। চ্যাপ্টা একটা ব্রিফকেস হাতে। ডান হাতের আঙুলে দুটো হীরে বসানো আঙটি। বাঁ কব্জিতে সোনার চেইন লাগানো রোলেক্স ঘড়ি। 'গুড আফটারনুন, জেন্টলমেন,' সহাস্যে বলল সে। ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন প্রাইমমিনিস্টার। কেউ তাঁর চেয়ার ছাড়লেন না। কার্টিসি দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

'আপনাদের বুঝতে হবে, জেন্টলমেন,' ব্রিফকেস খুলতে খুলতে বলল লোকটা, 'আমি শুধু একজন বাহক মাত্র, আমার ক্লায়েন্টের প্রতিনিধিত্ব করছি...'

'ঘোড়ার ডিম!' এই প্রথম মুখ খুললেন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট। 'পাঁয়তারা না কষে কাজের কথা বলুন!'

'ভেরি ওয়েল। আমার সাথে অনেকগুলো ডকুমেন্ট রয়েছে, সবগুলো পাঁচটা কপি করা। পরে এগুলো বিলি করব। প্রথমটা পড়ে শোনাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে। বেশ ছোটই বলা যায়।' ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে রিমলেশ চশমা বের করে নাকে তুলল সে, ডকুমেন্টটা ব্রিফকেস থেকে বের করে টেবিলের ওপর রেখে পড়তে শুরু করল।

'আমাদের কাছে একটা সাবমেরিন রয়েছে, ওটা কিছুদিন আগেও ফরাসী নৌ কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি ছিল। ডকুমেন্টের সাথে সাবমেরিনটার ফটোও দেয়া হয়েছে, পরে দেখতে পাবেন। আমাদের কাছে আরও রয়েছে একটা অ্যাটমিক ডিভাইস, ওটাও কিছুদিন আগে ব্রিটিশ সরকারের সম্পত্তি ছিল। এটারও ফটো আছে।

'আমরা এই দুটো ডিভাইসকে জোড়া লাগিয়েছি, এবং অ্যাটমিক ডিভাইস থেকে খুলে ফেলেছি প্রোটেকটিভ সীল – ফলে জিনিসটার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য কিন্তু অনির্ধারিত পরিমাণে বেড়ে গেছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি না তো, জেন্টলমেন?'

সাউন্ডের লোকটা নিজের ভূমিকা উপভোগ করছে, সন্দেহ নেই। একসাথে এতগুলো রাষ্ট্রপ্রধানকে ডিকটেট করার ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়?

'কথা শেষ করুন,' লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী বললেন, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখেছেন তিনি। 'আপনাদের কাছে সাবমেরিন আর একটা বোমা আছে। তারপর? ওগুলো নিয়ে কী করতে চান?'

'বৈরুতের দিকে তাক করা হবে, স্বভাবতঃই, মিস্টার প্রাইমমিনিস্টার। সত্যি কথা বলতে কী, এরই মধ্যে ওগুলো বৈরুতের দিকে তাক করা হয়েছে,' ডকুমেন্টের ওপর চোখ রেখে বলল জ্যাকব কেইন। 'কেউ যদি মনে করে আমরা ধোঁকা দিচ্ছি তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। বৈরুত খালি করা না হলে আমরা বোমাটা অবশ্যই ওখানে ফাটাব। আগেই সাবধান করা হলো, কাজেই ব্যাপক প্রাণহানির জন্যে আমাদেরকে দায়ী করা যাবে না।' মুখ তুলে তাকাল সে, এখন আর পড়ছে না। 'বৈরুত খালি মানে বৈরুত খালি। গোটা-শহরের

মধ্যে একটা লোকও থাকতে পারবে না। আমরা দেখতে চাই বৈরুত নো ম্যানস ল্যান্ডে পরিণত হয়েছে।'

চেয়ারে হেলান দিল লোকটা, চশমা নামিয়ে কাঁচ মুছতে শুরু করল। মিটিমিটি হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে।

ব্রিফকেসে হাত ভরে একগাদা কাগজ বের করল সে, দুশো পাতার কম নয়। 'এটা, জেন্টলমেন, একটা সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট, সম্প্রতি কমপিউটরের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। এতে আপনারা পাবেন, যদি জানতে ইচ্ছুক হন, বৈরুত থেকে কীভাবে সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে সব লোককে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। তাদেরকে কোথায় এবং কীভাবে নিয়ে যাওয়া হতে পারে সে-সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, জেন্টলমেন, এটা শুধু একটা সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট। আপনারা কী পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা সম্পূর্ণ আপনাদের ওপরই নির্ভর করে। আপনাদের ওপর শুধু একটা জিনিস নির্ভর করছে না – কাজটা শেষ করার তারিখ…'

'নিশ্চয়ই পাঁচ বছর সময় পাচ্ছি আমরা…?' ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী।

নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতঘড়ি দেখল জ্যাকব কেইন। 'পঁচিশ তারিখ আজ, দেড় হাজার ঘণ্টা। আপনাদেরকে সময় দেয়া হয়েছে ঠিক এক ক্যালেন্ডার মাস। এই এক মাসের মধ্যে বৈরুত থেকে প্রতিটি লোককে সরিয়ে নিতে হবে।'

'ননসেন্স!' লেবানীজ প্রধানমন্ত্রী ছটফট করে উঠলেন। 'অ্যাবসলিউটলি ইমপসিবল – এমনকী এক বছরেও সম্ভব নয়!'

কথাগুলো জ্যাকব কেইনকে যেন স্পর্শ করল না, এখনও সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। 'আজ থেকে এক মাস পর, আগামী মাসের পঁচিশ তারিখে, কাঁটায় কাঁটায় দেড়হাজার ঘণ্টায়, যদি বৈরুতে একজন লোকও থাকে, শহরটার তীরে একটা নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরিত করা হবে।'

মুখ তুলে একে একে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল সে। তার চেহারায় ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই, চোখে পলক পর্যন্ত পড়ল না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, নেড়েচেড়ে ঠিক করল ওয়েস্টকোট, ব্রিফকেস থেকে ডকুমেন্টে পাঁচটা কপি বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তার চশমা খুলে পকেটে ভরল, বন্ধ করল ব্রিফকেস।

'এক মিনিট,' ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার বললেন। 'আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে। কোনও সন্দেহ নেই যে…'

ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে প্রাইমমিনিস্টারকে থামিয়ে দিল জ্যাকব কেইন। 'কোনও প্রশ্ন করার দরকার নেই। আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর কাগজগুলোতেই পাবেন। বাহক হিসেবে, আপনাদের বুঝতে হবে, নতুন কিছু যোগ করার নেই আমার। ফিলিস্তিনী গেরিলারা কোথায় বাস করবে সে-ব্যাপারে আমার নিজের কোনও মাথাব্যথা নেই। বিশ্বাস করুন, আমি রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতেই পছন্দ করি।'

দরজার কাছে পৌঁছে থামল জ্যাকব কেইন, ওঁদের দিকে ফিরে বলল, 'ও,

হ্যাঁ, একটা কথা। ডকুমেন্টগুলোয় যা আছে, সব পি.এ. এবং রয়টারকেও ঠিক দেড় হাজার ঘণ্টায় জানানো হয়েছে, জেন্টলমেন। আপনারা হয়তো খবরটা প্রচারে বাধা দিতে পারেন, তাই দুনিয়ার প্রায় সব রাজধানীর দৈনিক পত্রিকা অফিসেও একটা করে ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে। আরেকটা কথা। নির্দেশ পেয়ে আপনাদের জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আমার চলাফেরায় যদি বাধা সৃষ্টি করা হয় তা হলে বোমা আর সাবমেরিন এই মুহূর্তে বৈরুতে পাঠানো হবে।' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বো করল সে, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ফোনের রিসিভার তুলে ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার নির্দেশ দিলেন, 'হ্যাঁ, ওকে যেতে দাও, তবে নজর রাখো।'

গোল টেবিলে ফিরে এসে তিনি একটা করে ডকুমেন্ট তুলে সবার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার মনে হয়, জেন্টলমেন্ট, মিটিং ভেঙে দিয়ে আপনারা যে যার দূতাবাসে গিয়ে বসুন, আমিও আমার অফিসে ফিরে যাই। আজ আবার সন্ধ্যায় বসতে পারি আমরা...'

'কিন্তু চিন্তা-ভাবনার জন্যে আরও সময় দরকার,' শুরু করলেন ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট।

'খুব বেশি সময় আমাদের হতে আছে কি, মি. প্রেসিডেন্ট?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রিটিশ প্রাইমমিনিস্টার।

শতাব্দীর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর, সন্দেহ নেই। নিরেট তথ্য খুব কম হলেও সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না প্রেস। সব দেশের জাতীয় পত্রিকা থেকে বৈরুতে রিপোর্টার পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল, সাথে ক্যামেরাম্যানদের টিমও থাকবে। টিভি আর রেডিও নেটওঅর্কের লোকেরাও পিছিয়ে থাকল না। সম্ভাব্য প্রথম ফ্লাইট ধরার জন্যে সবাই ব্যস্ত।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। সরাসরি দূতাবাসে পৌঁছে একটাই নির্দেশ দিলেন তিনি, যত বেশি সংখ্যক সম্ভবত সাংবাদিককে লেবাননে যেতে দেয়া হোক। অ্যামব্যাসাডরের অফিসে গিয়ে ঢুকলেন তিনি, দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। টেলেক্সের মাধ্যমে সরাসরি তাঁর একটা বাণী পৌঁছে গেল বৈরুতে, মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে তিনি তাঁর মেসেজে বললেন, 'আমরা গর্বিত জাতি, নতি স্বীকার করতে জানি না। যাই ঘটুক, পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায়। আমার আকুল আবেদন, শৃংখলা বজায় রাখুন এবং ধৈর্য ধারণ করুন বিপদের সময় আমাদেরকে সাহস রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবারই মনে রাখা দরকার, আমাদের বন্ধুর কোনও অভাব নেই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শক্তিশালী বন্ধুরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। লেবাননের খ্রীস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অনুরোধ, জাতিগত প্রশ্ন তুলে এই মুহূর্তে অন্যায় সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবেন না। লেবানন আপনাদের, লেবানন আমাদেরও – কাজেই বৈরুতের প্রতিটি নাগরিকের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।'

সারা পৃথিবী জুড়ে দৈনিক পত্রিকাগুলো সান্ধ্য বুলেটিন ছাপল। সম্ভাব্যতা

যাচাই রিপোর্ট ছাপা হলো সেগুলোয়।

টেরোরিস্ট গ্রুপের পরামর্শগুলো হুবহু নীচে দেয়া হলো।

১। কালবিলম্ব না করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মিটিং ডাকতে হবে। আলোচ্য সূচী হবে কীভাবে বৈরুত থেকে সব লোককে বের করে আনা যায়।

২। শুধু বৈরুত থেকে নয়, বৈরুতের মুসলিম নাগরিকদের লেবানন থেকেই বেরিয়ে যেতে হবে। বৈরুতের কোন মুসলমান লেবাননের অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। মুসলমান ছাড়া বৈরুতের অন্যান্য বাসিন্দারা লেবাননের অন্যান্য শহরে আশ্রয় নিতে পারবে, তবে তাদের প্রত্যেকের সাথে থাকতে হবে বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়-পত্র।

৩। যে-সব দেশ বিতাড়িত বৈরুতবাসীকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছুক তারা জাতিসংঘের সদর দফতরে বৈঠকে মিলিত হবে, কোন্ দেশ কত লোককে আশ্রয় দেবে তা নির্ধারণের জন্যে।

৪। লোক সরাতে যত টাকাই ব্যয় হোক, সব খরচ বিশ্বব্যাংককে বহন করতে হবে।

৫। বৈরুতের মুসলিম বাসিন্দারা কেউ দুটোর বেশি সুটকেস সাথে নিতে পারবে না। সোনা বা টাকা নেয়া যাবে না।

৬। তাদের ব্যবসার নগদ টাকা এবং সোনা বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে পরে এক সময় ফিরিয়ে দেয়া হবে। ব্যবসার শেয়ারও সেভাবে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৭। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিটি বিতাড়িত পরিবারকে কিছুদিন চলার জন্যে কিছু টাকা দেবে। টাকার অংক নির্ধারণ করবে জাতিসংঘ। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৮। সম্ভাব্য যে সব দেশ বিতাড়িত বৈরুতবাসীকে স্থান দিতে পারে এখানে তার একটা তালিকা দেয়া হলো – বাংলাদেশ, বাহরাইন, সৌদি আরব, মিশর, কুয়েত, সিরিয়া, লিবীয়া, আবুধাবী, তুরস্ক, সুদান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পাকিস্তান।

৯ বড় বড় সবগুলো এয়ারওয়েজ কোম্পানীর সুপরিসর বিমান ভাড়া করা যেতে পারে। ঊনত্রিশ তারিখ থেকে যদি লোকজনকে প্লেনে তোলা শুরু হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বৈরুতকে খালি করা সম্ভব। মুসলমান বাদে অন্যান্যরা গাড়িপথে শহর ত্যাগ করতে পারবে। স্বাস্থ্যগত বা অন্যান্য কারণে যারা বিমানে চড়তে পারবে না তাদেরকে সমুদ্র পথে সরিয়ে আনা যেতে পারে এ-ব্যাপারে মিশরীয় যাত্রীবাহী জাহাজগুলোকে কাজে লাগানো যায়। স্বাস্থ্যগত কারণে যারা বিমান বা জাহাজ যোগে ভ্রমণ করতে অসমর্থ, তাদেরকে মেরে ফেলতে হবে।

১০। বৈরুত ছাড়ার আগে বা ছাড়ার সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান, সার্ভিস, কিংবা সামরিক অসামরিক স্থাপনার কোনও রকম ক্ষতি বা ধ্বংসসাধন করা যাবে না। কেউ এ-ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এমনকী সময়ের আগে বোমাটা পাঠিয়েও এই অপতৎপরতার উপযুক্ত

জবাব দেয়া হতে পারে।

শুধু একটা খবর প্রেস দিতে পারল না। কেউ জানল না সাউন্ড মার্চেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লোকটা কোথায় আছে। রিপোর্টাররা তার খবর সংগ্রহে ব্যর্থ হলেও স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রাইমমিনিস্টারকে রিপোর্ট করল।

জ্যাকব কেইন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সোজা হিথ্রো এয়ারপোর্টে চলে আসে। সেখানে তার জন্যে একটা প্রাইভেট প্লেন অপেক্ষা করছিল। তাকে নিয়ে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে প্লেনটা। আটলান্টিকের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে জ্যাকব কেইন, ব্রিটিশ রাডারের নাগালের বাইরে। ব্রিটিশ মিলিটারী জেট প্লেনটার পিছু নিতে পারত, কিন্তু প্রস্তুতি নেয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি।

সাত

'তুমি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসো, আমি আসছি,' মার্ক পপেটিকে বলল দুঁদে বোঁ। 'আমার জন্যে একটা রিকার্ড অর্ডার দেবে, কেমন?'

গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রাস্তায় বেরিয়ে এল পপেটি। অনেক রাত হয়েছে, রাস্তা ফাঁকা। প্রায় রোজ রাতেই ক্রোয়া রুজ-এর একটা রেস্তোরাঁয় সাপার খায় ওরা। ক্যাবারে আর্টিস্ট আর থিয়েটারের লোকজন ভিড় করে ওখানে, ঘুমাতে যাবার আগে তাদের সাথে সময়টা ভালই কাটে।

খুব বেশি দূর নয়, হেঁটেই রওনা হলো পপেটি। রাস্তার দু'পাশে কফি শপ আর বার, যারা বেরিয়ে আসছে তারা বেশিরভাগই টলছে। ফুটপাতে দু'একজনকে পড়ে থাকতেও দেখা গেল। বাঁক নিল পপেটি, আবার সেই একই দৃশ্য। একটা সিত্রোঁ গাড়ি এসে থামল ফুটপাত ঘেঁষে, লাফ দিয়ে নামল কয়েকজন পুলিশ। অচল মাতালদের ধরে গাড়িতে তুলল তারা। কী ঘটছে বুঝতে পারার আগেই পুলিশের দলটা মার্ক পপেটিকেও জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল। প্রথমে হাসি পেল তার, ধরে নিল মাতাল ভেবে ভুল করা হচ্ছে। কিন্তু ভুলটা ভাঙল একটু পরই, যখন দেখল তাকে বাদ দিয়ে বাকি সব লোককে নামিয়ে দেয়া হলো গাড়ি থেকে। পরমুহূর্তে বুলেভার্ড ধরে ঝড়ের বেগে ছুটল সিত্রোঁ। পপেটি বুঝল, মাতাল ধরার ভান করছিল পুলিশ, অসতর্ক অবস্থায় তাকে ধরাই উদ্দেশ্য ছিল ওদের।

সবাই যে ভুল করে পপেটিও সেই একই ভুল করল। ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। ফলে সাদা পোশাক পরা লোকগুলো তার ওপর চড়াও হলো। একজন তার চুল টেনে ধরে থাকল, বাকি দু'জন হাত আর পা। অপর একজন লোক মাপজোক করে তার কানের পাশে ঘুসি মারল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল পপেটি।

নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগল লোকগুলো। 'কঠিন পাত্র, সাবধান করে দেয়া হয়েছে – এই তার নমুনা?'

পপেটির জ্ঞান ফিরল ফ্রেসনেস কারাগারের ছোট্ট একটা সেলে। লোহার ক্ষুদে একটা দরজা, কোন জানালা নেই। আহার গ্রহণ, প্রকৃতির ডাকে সাড়া

দেয়া, ঘুম, জেগে বসে থাকা, সব তার এখানেই সারতে হবে এখন।

লন্ডন ক্লিনিকে অল্প সময় কাটাবার পর এখন আর দেখে বোঝার উপায় নেই শার্লট কোথাও আঘাত পেয়েছিল। অফিসে বসে আছে ওরা দু'জন। রানার টেবিলে এক গাদা ফাইল, প্রায় ডুবে আছে সেগুলোর মাঝখানে। আর শার্লট কমপিউটর টার্মিন্যালের কী-র ওপর বিরতিহীন হামলা চালাচ্ছে। একটা পার্থক্য অবশ্য রানার চোখ এড়ায়নি, কাজের প্রতি আগ্রহ আগের চেয়ে বেড়েছে শার্লটের। মাঝে মধ্যে একটু অন্যমনস্কও দেখাচ্ছে তাকে, তখন চোখ জোড়া ভিজে ওঠে। রানা বুঝতে পারে, সব ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে বেচারির।

সাবমেরিন আর অ্যাটমিক ডিভাইস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শার্লটের ঘাড়ে চাপিয়েছে রানা, অনেকটা বাধ্য হয়েই। ও শুধু পরামর্শ দিচ্ছে, কিন্তু নিজে জড়িয়ে পড়ছে না। সময় নেই।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট রানা। এটাই ওর আসল পরিচয়। রানা এজেন্সি বি.সি.আই.-এর একটা কাভার মাত্র। বি.সি.আই-এর সাথে সার্বক্ষণিক গোপন যোগাযোগ রাখতে হয় ওকে। অন্যান্য কাজ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিলে বি.সি.আই-এর কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকায় সে-ধরনের জরুরী একটা পরিস্থিতি দেখা দেয়ায় সংস্থা-প্রধান মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান পত্রপাঠ বাংলাদেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিলেন ওকে। গোপন কোনও সূত্র থেকে চীফ কিছু একটা জানতে পেরেছেন, ফলে মধ্যপ্রাচ্য আর ইউরোপে দায়িত্ব পালনরত বিশজন বি.সি.আই. এজেন্টের প্রতি ক্ষীণ সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মনে। তিনি চাইছেন এই বিশজন সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ব্যাপক একটা তদন্ত চালানো হোক, রানার নেতৃত্বে।

সর্ষের মধ্যে ভূত? বসের চিঠি পাবার পর সাংঘাতিক অস্থিরতার মধ্যে আছে রানা। বি.সি.আই-এর জন্মলগ্ন থেকে এর সাথে জড়িত ও, বি.সি.আই-কে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না বাংলাদেশ ছোট্ট একটা দরিদ্র দেশ, কিন্তু তার ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক অনেক উন্নত এবং পরাশক্তিগুলোরও ঈর্ষার বিষয়। সি.আই.এ. থেকে শুরু করে কে. জি. বি. পর্যন্ত ওদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে এবং পেলে কৃতার্থ হয়। মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা অর্জনেও বি.সি.আই. ভাল অবদান রাখছে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে অনেক সময় লেগেছে, প্রচুর আত্মত্যাগ আর কঠোর পরিশ্রমের দরকার হয়েছে। গড়তে হয়েছে তিলে তিলে, কিন্তু ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। এক-আধজন এজেন্ট নির্বাচনে যদি ভুল হয়, অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করতে হতে পারে। সেজন্যে যখনই সুযোগ পাওয়া গেছে, নতুন এজেন্ট রিক্রুট করার সময় নিজে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছে রানা, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছে। একজন নয়, দু'জন নয়, বিশজন এজেন্ট সম্পর্কে সংশয়? এদের অনেকেই রানার সুপারিশ নিয়ে বি.সি. আই-তে ঢুকেছিল

ভয়ানক অস্থিরতার মধ্যে থাকলেও সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে ভয় খানিকটা দূর হয়েছে মন থেকে। ব্যাপারটা ফলস অ্যালার্ম হবার সম্ভাবনাই বেশি। ঝুড়ির দু'একটা আম পচা হতে পারে, প্রায় সবগুলো পচা হয় কী করে, বিশেষ করে প্রায় সারাক্ষণই যখন তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা আছে। তবু, সাবধানের মার নেই। সন্দেহ যখন একটা দেখা দিয়েছেই, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। এদিকের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চীফকে টেলেক্স পাঠিয়েছিল রানা। লন্ডনে এই মুহূর্তে উপস্থিত থাকা দরকার ওর, অল্প সময়ের নোটিসে মধ্যপ্রাচ্যে যেতে হতে পারে ওকে। তা ছাড়া, তদন্ত যেহেতু ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের এজেন্টদের নিয়ে, রানার এদিকেই থাকা দরকার। ওর যুক্তি মেনে নিয়েছেন বস, কাগজ-পত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছেন রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়। গত তিন দিন ধরে সেগুলো নিয়েই কাজ করছে রানা।

আজ ওর মন অনেকটা সুস্থির। তথ্য-প্রমাণ হাতে যা এসেছে তা থেকে মনে হয়েছে ব্যাপারটা ফলস অ্যালার্মই ছিল। বিশজন এজেন্টের প্রতি সন্দেহ দেখা দেয়ার অনেক কারণের অন্যতম কারণ ছিল বিভিন্ন দূতাবাস থেকে প্যাকেট করা প্রেজেন্টেশন গ্রহণ করেছে তারা। একান্ত বিশ্বস্ত এজেন্টদের রিপোর্ট পেয়েছে রানা। তারা খোঁজ-খবর নিয়ে জানিয়েছে, কোন এজেন্টই সংশ্লিষ্ট অফিসকে উপহার পাবার ব্যাপারটা গোপন করেনি। তা ছাড়া, উপহারগুলো দূতাবাস থেকে অফিশিয়ালি পাঠানো হয়নি, দূতাবাসের কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে পাঠিয়েছিল – বলাই বাহুল্য তারা সবাই মেয়ে – অর্থাৎ কর্মচারী নয়, কর্মচারিণী।

সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে চীফের জন্যে একটা রিপোর্ট তৈরি করছে রানা।

ইতিমধ্যে শার্লট ওকে জানিয়েছে, আইজ্যাক অ্যাভসালোম সিঙ্গারের সবগুলো বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তাকে পাওয়া যায়নি, গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্রও মেলেনি। শার্লটের ধারণা, ইংল্যান্ডে বা অন্য কোথাও তার যদি আরও ঠিকানা থাকে তো অন্য কারও নামে আছে – ফন বেক, গোলাস জাপ্পাস, জেভিক ব্রিল, পিয়েরে দ্য কুবার্ত, সেলিগ অস্টার, ইরেজ, আইগর সিমকিন অথবা জ্যাকব কেইনের নামেও হতে পারে। সিঙ্গারের গোপন আস্তানা যেখানেই থাক, এই মুহূর্তে সম্ভবত সেটাকেই হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে সে। এবং সেখানে নিশ্চয়ই সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট রয়েছে। ওখান থেকেই বৈরুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে সে, নিয়ন্ত্রণ করবে সবুজ ডলফিনের গতিবিধি। এই কাজে রেডিও রিসিভার, ট্রান্সমিটার, কম্পিউটর হার্ডওয়্যার দরকার হবে তার।

রানা বলল, এ-ধরনের জিনিস এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যেতে হলে কাস্টমস্ ক্লিয়ার‍্যান্স দরকার হবে। সম্ভবত শিপিং এজেন্টের সাহায্য নিতে হয়েছে সিঙ্গারকে। শিপিং এজেন্টকে দিয়ে ইমপোর্ট লাইসেন্স পাবার চেষ্টা করেছে সে।

রানার পরামর্শ অনুসারে তদন্তের ধারা বদল করল শার্লট। সাউন্ড মার্চেন্ট ব্যাংকের টেলিফোন অপারেটরের সাথে কথা বলে তাদের শিপিং এজেন্টের নাম

ঠিকানা যোগাড় করে ফেলল। এবার খবর নিতে হবে এই শিপিং এজেন্ট কমপিউটর হার্ডওয়্যারের লাইসেন্স পাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল কিনা।

ওদিকে দুঁদে বোঁ, রানা জানে, সবুজ ডলফিনের খোঁজে ভূমধ্যসাগর তোলপাড় করছে। আইগাল সিমকিন আর জ্যাকব কেইন ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু মার্ক পপেটিকে আটক করেছে বোঁ। সময় হলে তার কাছ থেকে নিঙড়ে সব তথ্যই বের করে নেবে সে।

শার্লট ফিরে আসার সাথে সাথে মহা হৈ-চৈ তুলেছিল প্রেস। রানা এজেন্সির আইন-উপদেষ্টার পরামর্শে কোর্টে হাজির হয়েছিল শার্লট, জামিনে বেরিয়ে এসেছে। বিচার চলবে, সরকারী একজন মুখপাত্র সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কাজেই খবরের কাগজে এমন কিছু লেখা চলবে না যার ফলে কোর্টের অসম্মান হয় বা তদন্তদল প্রভাবিত হয়। ডি-নোটিশ তো আগেই জারি করা হয়েছে। কাজেই প্রেস বাধ্য হয়ে চুপ মেরে গেছে। তা ছাড়া, ইহুদি টেরোরিস্ট গ্রুপের হুমকি এখন সব কাগজেরই প্রধান খবর, অন্য কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সাংবাদিকদের নেই।

রিপোর্ট লেখা শেষ করেছে রানা, এই সময় ফোনটা এল। রিসিভার তুলল ও। 'রানা।'

'পুলিশ কমিশনার, মি. রানা, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। এখানে অদ্ভুত এক চিড়িয়াকে নিয়ে আমরা ঝামেলায় পড়েছি। যুবক, উচ্চারণ শুনে মনে হয় ডাচম্যান। বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছে না। অফিসে সরাসরি ঢুকে বলে কিনা এই মুহূর্তে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা ওই পদমর্যাদার কারও সাথে কথা বলতে হবে তার। মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম, তাঁরা আপনার কথা বললেন। লোকটা নিজের নাম বলছে প্যারোডি বভিয়ের।'

'কী বলতে চায় সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী এমন দায় পড়েছে, তার কথা শুনতে হবে আমাদের?'

'শুধু একটা রেফারেন্স দিচ্ছে। H. Ex. WD.। এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে ডিল করা আমার আওতার বাইরে। মন্ত্রণালয় থেকে বলা হলো...'

'আপনাকে সে কোনও নম্বর দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, দিয়েছে। লিখে রেখেছি এখানে...'

'নম্বরটা কি ৭০০৭?'

'হ্যাঁ। ওকে নিয়ে কী করব আমি?'

'ফর গডস সেক, চোখের আড়াল করবেন না! সাবধান, কেউ যেন এর কাছাকাছি না যায়!'

'আপনি আসছেন?'

'এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছি।'

ছোট একটা ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে প্যারোডি বভিয়েরকে। পুলিশ কমিশনারের সাথে কামরায় একজন সার্জেন্ট রয়েছে, কারাতে এক্সপার্ট ভেতরে ঢুকে ধন্যবাদসূচক মাথা ঝাঁকাল রানা প্রথমে সার্জেন্ট বেরিয়ে গেল, তার পিছু

নেয়ার আগে পুলিশ কমিশনার বললেন, 'আপনার দায়িত্ব আপনি সামলান. তবে দরজার বাইরে আমার লোক থাকবে, দরকার হলেই ডাকবেন।'

কামরা খালি হয়ে যেতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। প্রথমেই যেটা রানার চোখে পড়ল, রোদে পোড়া চামড়া। অ্যামস্টারডাম থেকে আরও অনেক দক্ষিণে বাস করে লোকটা। বয়স হবে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, শরীরের কাঠামো চওড়া নয় তবে পেশীগুলো শক্ত আর সুগঠিত সার্জেন্টের ভাগ্য বলতে হবে এই লোকের সাথে লাগতে হয়নি তাকে। রানার মত, প্যারোডি বভিয়েরও প্রতিপক্ষকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করে নিল।

'মাসুদ রানা,' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা।

কঠিন মুঠোর ভেতর নিয়ে হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল বভিয়ের, নিষ্কম্প চোখে স্থির দৃষ্টি।

'সবাই আমাকে প্যারোডি বভিয়ের বলে ডাকে,' বলল সে। 'বোধহয় এতেই কাজ চলবে।'

'পরিচয়টা পরিষ্কার করার মত কোনও কাগজ-পত্র নেই?'

'হ্যাঁ, আছে। এই যে।' ব্লেজারের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করল বভিয়ের, সেটা নিয়ে ভাঁজ খুলল রানা। বড় বড় অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে H. Ex. WD.7007

'এটা তো শুধু একটা নম্বর, বভিয়ের,' বলল রানা। 'অর্থহীন।'

'আর যাই হোক, অর্থহীন নয়,' ক্ষীণ হেসে বলল বভিয়ের। 'আপনাদের পুলিশ কমিশনার সংখ্যাগুলো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। না, অর্থহীন নয়। আপনাকে আমি দু'মিনিটের মধ্যে এখানে আনতে পেরেছি। যাই হোক, প্যাঁচ কষাকষি থামাবার জন্যে আপনাকে আমি জানাতে পারি নম্বরটা কোথায় পেয়েছি। একটা সাবমেরিনের নাকে…'

সারা শরীরে পরম স্বস্তির একটা ঢেউ অনুভব করল রানা। 'তুমি একটা সাবমেরিন দেখেছ?'

'শুধু দেখিনি, মি. রানা। ওটা এখন আমার কাছেই আছে। বুঝতে পারছেন না, কাগজ পড়ি আমি, রেডিও-ও শুনি। আমরা যেখানে থাকি সেখানে টিভির তেমন কদর নেই, তবে একেবারে অজ পাড়া গাঁয়ে বাস করি তা-ও তো নয়।'

'জায়গাটা কোথায়, বভিয়ের?' উত্তেজনায় পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, তবু সহজ শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'তার আগে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা হতে হবে, মি. রানা

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।'

পকেট থেকে এবার দুটো ফটো বের করল বভিয়ের। হাতে নিয়েই চিনতে পারল রানা। প্রথমটা সবুজ ডলফিন। দ্বিতীয় ফটোটা তোলা হয়েছে আরও অনেক কাছ থেকে, প্রথমটার মতই পানির নীচে আলো জেলে। এক জোড়া হাত দেখা যাচ্ছে, ডলফিনের নাক ফাঁক করে ধরে আছে। ফাঁকের ভেতর চ্যাপ্টা একটা প্লেট দেখা যাচ্ছে, তাতে লেখা রেফারেন্স পরিষ্কার পড়া গেল – H. Ex. WD.7007.

নাকের ওপর ফাঁকটা থাকায় মনে হলো সবুজ ডলফিন হাসছে। হাসিটা কুৎসিত।

'ছবিগুলো কাল তুলেছি,' বলল বভিয়ের। 'তারপর ভাবলাম, আপনারা বিশ্বাস না-ও করতে পারেন।' পকেটে হাত ভরে আরেকটা ফটো বের করল সে। এটায় ডেইলি টেলিগ্রাফের ওপরের অংশটা দেখা গেল, ডলফিনের নাকের পাশে। 'স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে মুড়তে হয়েছে কাগজটাকে, পানির অনেক গভীরে নামতে হয়েছিল আমাদেরকে।'

'আমাদেরকে, বভিয়ের?'

'আমার একজন সহকারী আছে। তার নাম হেলম। আমি যদি যোগাযোগ না করি, ডলফিনটাকে ছেড়ে দেবে সে। ওটার যে নিজের একটা ব্রেন আছে, আমাদেরও সেটা জানা। ছেড়ে দিলে কোথায় ওটা যাবে তাও কোনও রহস্য নয়। হেলমকে শুধু নাইলন কর্ড কেটে দিতে হবে...'

'দেখা যাচ্ছে সব দিকই কাভার করেছ তুমি, বভিয়ের,' বলল রানা। 'বোঝাই যাচ্ছে, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তুমি। কী হতে পারে সেটা?'

'ডলফিনকে যদি আপনাদের হাতে তুলে দিই, আমাকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হবে,' বলল বভিয়ের। 'কীভাবে, তা আপনাকে বলব না, অন্তত এখুনি নয়। যদি বলি, আইন আমাকে ক্যাঁক করে ধরবে। ওখানে যেখানে আছি আমি সেখানে বেশ ভাল আয় করি।'

'ঠিক আছে, তোমার আয়ের উৎস জানতে চাই না...

'কিন্তু বিস্তারিত সবই জানবেন, তা না হলে ডলফিনটা উদ্ধার করে আনতে পারবেন না। তাই বলছি, আমার গোপন ব্যবসা ফাঁস করার বিনিময়ে আমাকে কিছু পেতে হবে। আমার ধারণা, অ্যাটমিক ওঅরহেডটা ব্রিটিশদের তৈরি, কাজেই আপনারা ওটা উদ্ধার করার জন্যে খুবই আগ্রহী অবশ্য অক্ষত অবস্থায় ওটা উদ্ধার করতে পারলেও ব্রিটিশদের মুখে চুন-কালি পড়বে, তবে মাথায় লাঠি পড়ার চেয়ে সেটা ভাল নয় কি? এখন প্রশ্ন হলো কীভাবে আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে ব্রিটিশ সরকার?'

'কত টাকা, বভিয়ের?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনিও স্বীকার করবেন, মি. রানা, বিষয়টা খুব ভারি।' ফিক ফিক করে হাসছে বভিয়ের 'আমরা দু'জন হয়তো সামলাতে পারব না। তাই আমার দাবি, প্রাইম মিনিস্টার, চ্যান্সেলর অভ এক্সচেকার আর ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডের চেয়ারম্যানকে তলব করুন।'

টুলনে ট্রেনিং নেয়া ছিল বলে, তা না হলে সামনে সাজানো অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টগুলোর তাৎপর্য কিছুই বুঝত না জেনেটি। বৈজ্ঞানিকসুলভ উৎসাহ নিয়ে প্রতিটি খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে গেলিয়স জাপ্পাসের দিকে তাকাল। 'সাজানোর ডিজাইন পিয়ের দ্য কুবার্তের,' বলল সে। 'তার ছোঁয়া আমি চিনতে পারছি।'

সুইচ অন করল ফন বেক, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর লং রেঞ্জে

সবুজ ডলফিনের হদিশ পাবার জন্যে সোনার প্রোগ্রামের বোতামে চাপ দিল। গোল আকৃতিটা আবার ফুটে উঠল স্ক্রীনে, ইবিজা দ্বীপের উপকূলভাগের প্রতিচ্ছবি, মাঝখানে উজ্জ্বল বিন্দুটা সহ। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আগ্রহ বেড়ে গেল জেনেটির। 'মে আই?' জিজ্ঞেস করল সে।

অপারেটরের চেয়ার খালি করে দিল ফন বেক, ক্ষীণ কৌতুকের সাথে বসার ইঙ্গিত করল জেনেটিকে। বসেই কনসোল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জেনেটি। স্ক্রীনের ছবিটা বদলে গিয়ে ঢেউ খেলানো একটা আকৃতি নিল। একের পর এক অনেকগুলো বোতামে চাপ দিল সে, ঢেউগুলো ডান থেকে বাঁ দিকে বিস্তৃত সরল একটা রেখায় পরিণত হলো। আবার গোল আকৃতিটা ফিরিয়ে আনার জন্যে বোতামে চাপ দিল সে, এবং এতক্ষণে আকৃতিটা নিখুঁত হলো। তবে বিন্দুটা আগের মতই মাঝখানে রয়েছে, আকারে একটু ছোট হয়ে গেলেও উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গেছে। 'ঠিকমত টিউন করোনি তোমরা,' বলল সে।

একের পর এক আরও অনেকগুলো বোতাম টিপল জেনেটি। বেশ কিছু ফুটে উঠল। সেগুলোর কয়েকটা প্রিন্ট করল সে, বাকিগুলো ফেরত পাঠাল কম্পিউটরে। 'জিয়োগ্রাফিক ডিটেইল্স্ কীভাবে পাও তোমরা?'

মৃদু হাসল ফন বেক, ঝুঁকে পড়ল জেনেটির ওপর, নাকে নারীদেহের গন্ধ নিতে নিতে একজোড়া বোতামে আঙুল ঠেকাল। গোটা ভূমধ্যসাগরের জিয়োগ্রাফিক আউট-লাইন ফুটে উঠল স্ক্রীনে। আস্তে করে জেনেটির কাঁধে একটা হাত রাখল ফন বেক। কনুই ভাঁজ করে দুই আঙুলে তার কব্জি ধরল জেনেটি, ওটা যেন খুবই নোংরা একটা জিনিস, কাঁধ থেকে তুলে সরিয়ে দিল। 'কারও সাথে যদি ইয়ে করার ইচ্ছে হয় এমন একজনকে বেছে নেব যে সম্প্রতি গোসলও করেছে, দাঁতও মেজেছে।'

হা হা করে হেসে উঠল জাপ্লাস। 'একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলেন, বস!'

জেনেটিকে হয়তো চড়ই মেরে বসত ফন বেক, যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে কন্ট্রোল রুমে ঢুকত অ্যাভসালোম সিঙ্গার। কীবোর্ডের ওপর ঝুঁকে ভূমধ্যসাগরের ম্যাপের ওপর দূরত্ব আর কোণ মাপতে শুরু করল জেনেটি, কোঅর্ডিনেটেড ডিটেইল্স্ ছেপে বের করে আনল। তারপর ডাটা বেসে জমা করা হলো সেগুলো, কমপিউটর প্রোগ্রাম চেক করল সব, ফলাফল পজিটিভ। ছবিটা আবার বদল করল জেনেটি, ফিরিয়ে আনল বিন্দুসহ বৃত্তটা। 'আপনি সম্ভবত জানেন ওটা ইবিজা দ্বীপ?' ফন বেকের দিকে অবজ্ঞার সাথে তাকিয়ে প্রশ্নটা সিঙ্গারকে করল সে।

'হ্যাঁ, আমরা জানি, মাদমোয়াজেল জেনেটি।'

হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করল ফন বেক, 'মাঝখানে ওই বিন্দুটা কী?'

সুইচ টিপে গোটা অ্যাপারেটাস অফ করে দিল জেনেটি। 'ওটাই তো সবুজ ডলফিন,' সিটে হেলান দিয়ে বলল সে।

'তাও আমরা জানি, মাদমোয়েজেল। কিন্তু ওটা রয়েছে কোথায় বলুন তো?'

'মনে হচ্ছে এখান থেকে ইবিজার মাঝামাঝি কোথাও। আপনারা গতি হিসেব করেছেন?'

'ওটা নড়ছে না।'

'কী?' বিস্মিত হলো জেনেটি, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। অ্যাপারেটাস অন করল সে আবার। স্ক্রীনে বিন্দুটা এল, ওটার কোঅর্ডিনেট্‌স্ চেক করল নতুন ক...। কম্পিউটরের ডিজিটাল ক্লকে চোখ রেখে কাঁটায় কাঁটায় দশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল জেনেটি, তারপর আবার চেক করল। কোঅর্ডিনেট্‌স্ বদলায়নি। কম্পিউটরের সাহায্যে আরেকবার হিসেব কষল সে। উঁহুঁ কোঅর্ডিনেট্‌স্ হুবহু এক।

অচল হয়ে আছে সবুজ ডলফিন।

এরপর দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ততার সাথে মগ্ন হয়ে পড়ল জেনেটি। গাদা গাদা তথ্য জড়ো করল স্ক্রীনে, সেগুলো থেকে প্রিন্ট করল কিছু, কিছু ফেরত পাঠাল, আগের পাওয়া সংখ্যাগুলোর সাথে প্রিন্ট-আউটগুলো মিলিয়ে সাজাল। 'ব্যাপারটা বুঝছি না,' এক সময় বলল সে। 'ডলফিন ফুললি অপারেশনাল অবস্থায় রয়েছে, নিখুঁতভাবে রিয়্যাক্ট করছে। অটোমেটিক রেঞ্জারে রয়েছে ওটা – উত্তাপ, আলো আর শব্দের প্রতি সাড়া দেয়ার অনুকূলে। কিন্তু কী যেন একটা আটকে রেখেছে ওটাকে।'

'আটকে রেখেছে!' হতভম্ব দেখাল সিঙ্গারকে।

'নিশ্চয়ই তাই, তা না হলে...ওটা এগোচ্ছে না কেন?'

'কিন্তু কী...?'

'তা আমি জানি না। শুধু এটুকু ভাবা যায়, ওটা হয়তো বড় ধরনের কোনও আলো, উত্তাপ বা শব্দের উৎস পেয়েছে। কিন্তু অত গভীরে সে-ধরনের কোনও উৎস কীভাবে পাবে! যাই হোক সেটা সবুজ ডলফিনকে এগোতে দিচ্ছে না।' আবার প্রচুর সময় নিয়ে হিসেব কষল জেনেটি। অবশেষে সিঙ্গারের দিকে ফিরল সে। 'ডলফিনের অটোমেটিক রেসপন্স-এর সুইচ অন করা রয়েছে,' বলল সে। 'এর মানে হলো উত্তাপ, আলো আর শব্দের প্রতি সাড়া দেবে ওটা। কিন্তু তিনটে স্টিমুলি-র একটাও রিসিভ করছে না ডলফিন – অন্তত, ওটার রিয়্যাক্ট্যান্স মোড-এ ওগুলোর কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। অটোমেটিক রেসপন্স হলো একটা ট্র্যান্সমিশন/রিসেপশন ট্র্যানজাকশন...কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

'আমি অন্তত,' বলল জাপ্পাস, 'একটা শব্দও না!'

'আমি বোধহয় পারছি,' বলল সিঙ্গার। 'ডলফিন একটা সিগন্যাল পাঠায়, সিগন্যালটা কোনও আলোকিত জায়গায় বা কোনও উত্তপ্ত জায়গায় পৌঁছায় অথবা কোনও শব্দের ভেতর। সিগন্যালটা ডলফিনে ফেরত আসে এনার্জি সোর্সের দ্বারা বাড়তি শক্তি নিয়ে...'

'হ্যাঁ।'

'এবং সিগন্যালটা ডলফিন থেকে বেরুচ্ছে?'

'হ্যাঁ। উজ্জ্বল বিন্দুটা তাই প্রমাণ করে। কিন্তু ফিরে আসার সময় সিগন্যালটা জোরাল হচ্ছে না। অন্য কথায়...'

'ডলফিন থেকে পাঠানো সিগন্যাল কোনও আলো, উত্তাপ বা শব্দে পৌঁচাচ্ছে না?'

'ঠিক তাই।'

'আপনি বলতে পারেন, মাদমোয়াজেল, ডলফিনটা ঠিক কোথায় রয়েছে?'

গোটা অ্যাপারেটাস আবার বোতাম টিপে অফ করে দিল জেনেটি, ঘুরে বসল চেয়ারে। 'পারি,' বলল সে। 'কিন্তু তার আগে ব্যাখ্যা করুন। আমি এখানে কেন?'

ফন বেক আর জাপ্পাস মুখ তুলে তাকাল সিঙ্গারের দিকে। কী বলবে বা ঠিক কীভাবে শুরু করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল সিঙ্গার।

'এলিভেটর চড়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে উঠছিলাম, মোটাসোটা এক লোক ছিল এলিভেটরে, তাকে আমি সাহায্য করছিলাম। আলো চলে গেল, ঊরুতে কী যেন বিঁধল। তারপর জ্ঞান ফিরল এখানে। বুঝতে পারছি এটা টুলন নয়। আমি জানতে চাই, এসবের মানে কী? ডলফিনটাকে নিয়ে কী করতে চাইছেন আপনারা?'

'এত কথায় তোমার কাজ কী শুনি?' খেঁকিয়ে উঠল ফন বেক। 'ডলফিনটা কোথায় বলো, তা না হলে...' জেনেটির কাঁধ খামচে ধরল সে।

চোখে আগুন নিয়ে ফন বেকের দিকে তাকাল জেনেটি, তার এই দৃষ্টির অর্থ একান্ত ঘনিষ্ঠ জনেরাই শুধু জানে। বাইরে থেকে মনে হয় বটে জেনেটি সহজ-সরল শান্ত মেয়ে, কিন্তু একবার যদি রাগে তো সাবধান! তার ডান হাতটি ছিল পিছনে, সেটা দিয়ে অ্যাপারেটাসের সুইচ স্পর্শ করল সে। চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল প্রতিটি ইকুইপমেন্ট। কীবোর্ডের দিকে একবারও না তাকিয়ে দুটো বোতামে চাপ দিল, জ্বলে উঠল একটা লাল আলো। একটা বোতামে আঙুল ঠেকে রয়েছে। 'গা থেকে হাত সরাও, নোংরা কুকুর!' হিস হিস করে উঠল সে। 'তা না হলে ডাটা বেস থেকে সব মুছে দেব!'

জ্বলজ্বলে লাল আলোর দিকে তাকাল ফন বেক। কথাটার কী অর্থ সিঙ্গারও জানে। ডাটা বেস হলো ম্যাগনেটিক টেপ, কয়েক মিলিয়ন ইনফরমেশন রেকর্ড করা আছে 'রেকর্ড' বাটন টিপে যেমন একটা ক্যাসেটের সব কিছু মুছে ফেলা যায়, একটা ডাটা বেসের সমস্ত ইনফরমেশনও তেমনি মুছে ফেলা যায়, পার্থক্য হলো ডাটা বেসেরটা এক মুহূর্তেই সম্ভব। ওই ডাটা বেস ছাড়া, ওতে টেপ করা ইনফরমেশন ছাড়া ওরা কোনও কাজই করতে পারবে না, গোটা পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যাবে।

ঠাস করে আওয়াজ হলো, ফন বেকের গালে কষে চড় মেরেছে সিঙ্গার। 'হারামজাদা! বেশি মাতব্বরি, না?' গর্জে উঠল সে। ফন বেকের ঠোঁটের এক কোণ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা নেমে আসছে। 'মাদমোয়াজেল,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল সিঙ্গার, 'ওর হয়ে আমি মাফ চাইছি। বিশ্বাস করুন, আপনার ক্ষতি করার কোনও ইচ্ছেই আমাদের নেই। আপনাকে আমাদের দরকার। আপনার বন্ধু পিয়েরে দ্য কুবার্ত বিপদের মধ্যে আছে। আপনার সাহায্য তার দরকার।'

'কুবার্ত বিপদের মধ্যে আছে?' জেনেটির চেহারায় উদ্বেগ।

জ্ঞান ফেরার পরপরই জেনেটির সাথে প্রথম কথা বলে জাপ্পাস। সবুজ

ডলফিনে সম্ভবত কারিগরি ত্রুটি দেখা দিয়েছে, জাপ্পাসের মুখে এ-ধরনের একটা কথা শুনে প্রথমেই জেনেটি পিয়ের কুবার্ত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল – কোথায় সে, কেমন আছে ইত্যাদি। জেনেটির ভাব দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল জাপ্পাস, সাথে সাথে সিঙ্গারকে রিপোর্টও করে সে – কুবার্তের প্রতি মেয়েলোকটা দুর্বল, মি. সিঙ্গার!

জেনেটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে কথাটার সত্যতা অনুধাবন করতে পারছে সিঙ্গার। 'ডলফিনটা যেখানেই থাক,' বলল সে, 'পিয়েরে কুবার্ত সেটার ভেতর আটকা পড়েছে। 'এখনও বোধহয় বেঁচে আছে, তবে ডলফিন উদ্ধার না করা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না।' কণ্ঠস্বর আরও নরম করল সে, 'আপনি যদি ডাটা বেস থেকে সব মুছে ফেলেন, সেটা হবে পিয়েরে কুবার্তের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। আপনি কি তা করবেন, মাদমোয়াজেল?'

কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল জেনেটি। 'ঠিক আছে, সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি। কিন্তু তা শুধু কুবার্তের জন্যে, মনে রাখবেন। ডলফিন নিয়ে আপনারা কি করতে চান জানি না, তবে ভাল কিছু যে নয়, জানি। আমি চাই কুবার্ত নিজে সব ব্যাখ্যা করবে। এখনও আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই, খারাপ কিছুর সাথে নিজেকে জড়াতে পারে সে।'

'আমরা একটা আদর্শের জন্যে কাজ করছি...,' শুরু করল সিঙ্গার।

'চতুর ক্রিমিন্যালরা আদর্শের বুলি কপচায়, আমার জানা আছে,' কঠিন সুরে বলল জেনেটি। 'ঠিক এখুনি এ-সব বিষয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। কুবার্তকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কাজ। কিন্তু সাবধান, কোনও নোংরা কুকুর আমার ধারেকাছে যেন না আসে।'

'আসবে না, কথা দিচ্ছি, মাদমোয়াজেল...'

'যদি আসে, আপনাদের গোটা অপারেশনের বারোটা বাজাব আমি। ভুলে যাবেন না, সবুজ ডলফিনের ডিজাইন তৈরিতে আমারও অবদান ছিল,' গোটা ব্যাপারটার টেকনিক্যাল দিক আমি বুঝি। চিন্তাও করতে পারবেন না কতভাবে জিনিসটার বারোটা বাজানো যায়। কাজেই আমি শুধু কুবার্তকে উদ্ধারের জন্যে কাজ করব, এবং কেউ আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' সবিনয়ে বলল সিঙ্গার। 'এটা একটা চুক্তি, চুক্তির মর্যাদা আমি রক্ষা করব।' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

দেখেও হাতটা না দেখার ভান করল জেনেটি। 'আরেকটা কথা, মি. সিঙ্গার। সবাই জানে, অপরাধের শাস্তি পেতেই হয়। এখনও বোধহয় সময় আছে, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। থামা যায় না?'

জ্ঞান হারাবার পর দুনিয়ার কোনও খবরই পায়নি জেনেটি। খবরের কাগজ বা রেডিও দেয়া হয়নি তাকে। গ্রীক সংবাদপত্র দেখলেও অবশ্য পড়তে পারত না।

'এরইমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমরা, মাদমোয়াজেল,' মৃদু কণ্ঠে বলল সিঙ্গার। 'তা ছাড়া, আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। সত্যি আমরা একটা আদর্শের জন্যে কাজ করছি। মাতৃভূমিকে ভালোবাসা কি অন্যায়,

আপনিই বলুন? না, থামাথামির কোনও প্রশ্ন নেই, দুঃখিত।'

'পিয়েরে কুবার্ত কোথায়, মিস জেনেটি?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জাপ্লাস। 'আপনি তাকে উদ্ধার করুন, প্লিজ।'

ঘুরে দাঁড়াল জেনেটি, বোতাম টিপে লাল আলোটা নিভিয়ে দিল কেউ শুনতে পেল না, কী যেন বিড়বিড় করতে করতে কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেল ফন বেক। ওরা কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বোতামে চাপ দিয়ে স্ক্রীনে আবার বৃত্তটা ফিরিয়ে আনল জেনেটি। 'দূরত্বটা হিসেব করতে পারছি না,' বলল সে, 'কেননা ওটা ট্র্যান্সমিট করছে। তবে অটোমেটিক ওভার-রাইড করে আরেকটা প্রোগ্রামে সেট করতে পারি। ডলফিন যথেষ্ট কাছে চলে এলে অটোমেটিক রেসপন্সের চেয়ে আমাদের পাঠানো সিগন্যাল বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন দূরত্ব হিসেব করতে পারব। বুঝতে পারছেন কী বলছি?'

'হ্যাঁ,' বলল সিঙ্গার। 'প্লিজ, তাই করুন।'

'তা হলে আমাকে বিকল্প প্রোগ্রাম লিখতে হবে। সেজন্যে গভীর মনোযোগ দরকার। আপনারা যদি আমাকে একা থাকতে দেন...'

'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে, তাই না, মাদমোয়াজেল?'

'যতক্ষণ না কুবার্ত এখানে আসে ততক্ষণ চুক্তির মর্যাদা আমি রক্ষা করব, হ্যাঁ।'

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। কাজে মন দিল জেনেটি।

সবুজ ডলফিন দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

বোধগম্য সিগন্যাল পাচ্ছে ওটা, হোক দুর্বল। সিগন্যাল সামনে বাড়ার হুকুম করছে ওটাকে। কিন্তু যখনই চেষ্টা করছে সামনে বাড়ার, প্রায় সাথে সাথে ওটার বোধগম্য নয় এমনকী একটা কারণে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে গতি।

ডলফিনটার জানার কথা নয়, কারণ কেউ ওটাকে জানায়নি যে সামনে বাড়তে পারছে না রশি আর চেইন দিয়ে একটা গুহার ভেতর ওটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে।

হুকুম আসছেই, ইলেকট্রনিক ব্রেন সাড়াও দিতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। প্রতিবার দুই মিটার সামনে বাড়ে ওটা, তারপর বাধা পেয়ে থেমে যায়। স্রোতের ধাক্কায় গুহার পিছন দিকে ফিরে আসে দুই মিটার, তারপর আবার সামনে বাড়ে। বারবার এ-ই চলছে।

জেনেটি হতভম্ব।

ট্র্যান্সপন্ডারের মাধ্যমে ট্র্যান্সমিশন শুরু করেছে সে। নিখুঁত ট্র্যান্সমিশন, ইনস্ট্রাকশনের উৎস অভিমুখে এগোবার নির্দেশ রয়েছে তাতে। মুহূর্তের জন্যে সাড়া দিয়ে কম্পিউটর দেখাচ্ছে সব কিছু ঠিকঠাক মত ঘটছে, দেখাচ্ছে যে এগোবার নির্দেশ গ্রহণ করছে ডলফিন এবং নির্দেশ পালন করছে। কিন্তু তারপরই সিস্টেমটা 'ব্যর্থ' হচ্ছে, নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে ডলফিন।

ট্র্যান্সপন্ডার আবার টিউন করল জেনেটি, যতটা সূক্ষ্মভাবে নিখুঁত করা সম্ভব,

তাতে করে সর্বোচ্চ শক্তি পেল সিগন্যালটা। এ যেন অনেকটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার মত, 'এদিকে এসো!'

কিন্তু শুনতে পেলেও, পরমুহূর্তে যেন ভুলে যাচ্ছে ডলফিন। আসছে না।

লোভ করার বা অন্যায় করার লোক সে নয়, কথাটা বারবার নিজেকে শুনিয়ে আসছে হেলম। কিন্তু সেই সাথে আরেকটা কথা ভাবছে সে – প্যারোডি বভিয়েরের সাথে একই খনিতে কাজ করার সুবাদে খনিটার ওপর তারও তো একটা অধিকার আছে, না কি? হঠাৎ করে বভিয়ের বলছে, খনিতে আর কাজ করার দরকার নেই, ওটা বন্ধ করে দেয়া হলো! কি আশ্চর্য, তার বোনাসের তা হলে কী হবে? বেতন আর ক'টাকা, বোনাসটাই তো আসল। বোনাসের টাকা দিয়েই তো ডাইভিং স্কুল খোলার কথা ভেবে রেখেছে সে! বভিয়ের অবশ্য লন্ডনে যাবার আগে বলে গেছে, 'চিন্তা কোরো না, তোমার সব ব্যবস্থা করব আমি।' কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না হেলম। সোনার খনি যে বন্ধ করে দিতে পারে, তার দ্বারা আরও অনেক কিছু সম্ভব।

তবু বভিয়েরকে জিজ্ঞেস করেছে সে, 'এ-সবের মানে কী?'

'মানেটা যে কী তা আমি নিজেও এখনও ভাল করে জানি না, হেলম,' জবাবে বলেছে বভিয়ের। 'ওখানে গিয়ে জানতে পারব বলে আশা করছি। কাজেই আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।'

এ-ধরনের লোককে চেনা আছে হেলমের। নিজেরা কাউকে বিশ্বাস করে না। অথচ অন্য লোককে তাগাদা দেয় বিশ্বাস রাখার জন্যে। খনি সম্পর্কে সরকারকে না জানিয়ে যে লোক অপরাধ করছে, তাকে হেলম কতটা বিশ্বাস করতে পারে?

কাজেই বীমা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো হেলমের মাথায়। স্কুলের ডিঙ্গি, একজোড়া বটল আর একটা মাস্ক নিয়ে ডাইভ দিল সে, নেমে এল গুহার ভেতর। আগের মতই নিজের কাজ করে চলেছে ডলফিনটা, গুহামুখের দিকে যাচ্ছে, তারপর ফিরে আসছে। আপনমনে হাসল হেলম। ও-ই করতে হবে, নাইলন কর্ড ছিঁড়ে পালাবার উপায় নেই।

প্ল্যানটা দারুণ, নিজের বুদ্ধির তারিফ করল হেলম। আধ মাইলটাক দূরে একটা গুহা চেনে সে, ডলফিনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে। বভিয়ের ফিরে আসার পর তার সাথে কথা বলা তখন অনেক সহজ হবে। সে জানে ডলফিনের কথা বলে লোকজনের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে গেছে বভিয়ের। কিন্তু ডলফিন থাকলে তো টাকা পাবে, তাই না?

ছোট্ট একটা বীমা, এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? তা ছাড়া, ডলফিনটাকে তো সে-ই পেয়েছে, বভিয়ের নয়। সমস্ত টাকাই তার হাতে আসা উচিত, তা থেকে কিছু বভিয়েরকে দেবে সে। কিন্তু বভিয়ের ভাবছে উল্টোটা। দেখা যাবে এবার! ডলফিন কোথায় আছে, এটা একটা তথ্য। মূল্যবান তথ্য। এই তথ্যটা বিক্রি করবে হেলম। লন্ডন থেকে যত টাকা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক দিতে হবে তাকে।

ডলফিনের চারদিকে একবার চক্কর দিতে গিয়ে আঁতকে উঠল হেলম। ভাগ্যিস নীচে নেমেছিল সে। তা না হলে মহা সর্বনাশ ঘটে যেত! পাথরে বারবার ঘষা খেয়ে নাইলন কর্ড চার ভাগের তিন ভাগ ছিঁড়ে গেছে। না, এবার আর ওটাকে রশি দিয়ে বাঁধবে না সে, চেইন দিয়ে বাঁধবে। তার আগে দ্বিতীয় গুহাটায় নিয়ে যেতে হবে ওটাকে।

খাপ থেকে ছুরিটা বের করল হেলম, কর্ডের যেখানটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল সেখানে ফলা চালাল, বাঁ হাতে ধরে আছে ডলফিনের সাথে বাঁধা অংশটা।

নাইলনের কর্ড, ভারি শক্ত। ঈশ্বরকে হাজারো ধন্যবাদ, ভাবল সে, এতটা শক্ত না হলে অনেক আগেই ছিঁড়ে যেত। আরও জোরে ছুরি চালাল সে। এক সময় কাটা সম্ভব হলো কর্ডটা, সাথে সাথে গুহামুখের দিকে এগোতে চেষ্টা করল ডলফিন।

'আরে থাম,' বলল হেলম, কর্ডটা জড়িয়ে নিল কব্জিতে।

কিন্তু ডলফিন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে গেছে।

জেনেটির পাঠানো নির্দেশ সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছে ওটার সিস্টেমে, ডাক পেয়ে ছুটতে চাইছে ওটা।

'আরে, আরে!' পাগলের মত পিছু হটার চেষ্টা করল হেলম, কর্ড টেনে ডলফিনকে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ডলফিনের এঞ্জিন একটা ট্রাক্টরের সমান শক্তিতে সামনে বাড়তে পারে। কর্ডের শেষ প্রান্তে রয়েছে হেলম, তাকে টানতে টানতে গুহামুখের বাইরে নিয়ে চলে এল ডলফিন।

নিরেট পাথরে ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসেই ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ডলফিন। হেলম এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওটাকে থামাতে। কব্জিতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো কম্পাসটার দিকে তাকাল সে। পুব দিকে এগোচ্ছে ডলফিন। সে জানে ওদিকে পুব ভূমধ্যসাগর ছাড়া আর কিছু নেই, অসংখ্য মাইল গভীর সাগর।

খোলা সাগরে ডলফিনের গতি যেন আরও বেড়ে গেল। মৃত্যু ভয়ে কেঁপে উঠল হেলম। পানির নীচে এই প্রথম ভয় পেল সে। ইতিমধ্যে তার জানা হয়ে গেছে, ডলফিনকে থামানো তার সাধ্যের অতীত। তাড়াহুড়ো করে কব্জি থেকে কর্ডটা খুলে ফেলল সে, ছেড়ে দিল সময় থাকতে। বিস্ফারিত চোখে দেখল স্বচ্ছ সবুজের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সবুজ দৈত্যটা।

কম্পিউটর থেকে বেরিয়ে আসা প্রিন্ট-আউট দেখে উত্তেজনায় শিরশির করে উঠল জেনেটির শরীর। সংখ্যাগুলোয় ভিড়ের ওপর দ্রুত চোখ বুলাল সে, প্রয়োজন নেই এমন সব তথ্য সরাবার জন্যে চাপ দিল একটা কী-তে, রয়ে যাচ্ছে শুধু প্রতিমুহূর্তে কমে আসা সংখ্যাগুলো। কয়েক সেকেন্ড মনোযোগ দিয়ে দেখার পর চেয়ারে হেলান দিল সে, সন্তুষ্ট।

তার নির্দেশ পালন করছে ডলফিন। নিজের পথে রওনা হয়ে গেছে সেটা।

কিন্তু জেনেটির জানা নেই, ডলফিনকে ক্রীটে নিয়ে আসার জন্যে প্রোগ্রাম সেট করেনি পিয়েরে কুবার্ত। ক্রীটে ওটাকে সে আনছিল ম্যানুয়্যাল ওভার

রাইডের মাধ্যমে।

প্রোগ্রাম সেট করা আছে ডলফিনকে বৈরুতে নিয়ে আসার জন্যে। সেদিকেই আসছে ওটা। অ্যাটম বোমা নিয়ে।

আট

প্রাইমমিনিস্টার, এক্সচেকার-এর চ্যান্সেলর ও ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডের গভর্নরের সাথে প্যারোডি বভিয়েরের বৈঠক সাথে সাথে ফলবতী হলো। দর কষাকষির পর টাকার চূড়ান্ত অংক নির্ধারিত হলো বিশ মিলিয়ন পাউন্ড, পুরো টাকাটাই স্থানান্তর করা হলো জুরিখের একটা ব্যাংকে। এসকর্ট হিসেবে বভিয়েরের সাথে এল রানা, ব্যাংক ড্রাফটটা সংগ্রহ করল বভিয়ের। রানাকে সাথে নিয়ে আরেক ব্যাংকে ঢুকল সে, ড্রাফটটা জমা রাখল সেখানে

টাকার অংক দেখে ক্যাশিয়ারের চোখের পাতা একটু কাঁপল না পর্যন্ত।

একটা সেফটি ডিপোজিট বক্স ভাড়া করল বভিয়ের, সার্টিফিকেট অভ ডিপোজিটটা রাখল তাতে। বভিয়েরকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। সোনার খনি সম্পর্কে সব কথা ওদেরকে বলতে বাধ্য হয়েছে সে। স্পেনের আইন বলে, দেশটার উপকূলে বা সমুদ্রসীমার ভেতর যদি কিছু পাওয়া যায় তো তার মালিক সরকার। বভিয়েরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, সোনার খনির কথা বেমালুম ভুলে যেতে হবে তাকে। যেখানে নগদ বিশ মিলিয়ন পকেটে আসছে, সেখানে সামান্য এক মিলিয়নের মায়া ত্যাগ করা কঠিন কিছু নয়। সবাই একমত হয়েছে, ডলফিনকে উদ্ধার করার সাথে সাথে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষকে খনিটা সম্পর্কে জানানো হবে।

ইবিজা এয়ারপোর্টে ওদের সাথে মিলিত হলেন আঁদ্রে করডেলি। পরবর্তী প্লেনে করে এলেন হারওয়েল সেন্টারের টেকনিক্যাল অপারেশন-এর ডিরেক্টর।

মার্সেলেস থেকে এল ফরাসী স্যালভেজ ভেসেল, সব ক'জন ক্রু নিয়ে।

ফ্রেসনেস কারাগার সফর বাতিল করে দিয়ে পৌঁছুল দুঁদে বোঁ-ও।

রানা আর আঁদ্রে করডেলির ডাইভিং অভিজ্ঞতা রয়েছে। হারওয়েল সেন্টারের প্রতিনিধি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তিনি সাঁতার কাটতেও জানেন না। দুঁদে বোঁ-ও পানিকে যমের মত ভয় পায়।

ওয়েট-সুট, মাস্ক, ফ্লিপার আর বটল দিয়ে ওদেরকে সাজাল বভিয়ের, তার ভাবসাব দেখে মনে হলো ওদেরকে সে ছাত্র হিসেবেই নিয়েছে। ওদের সাথে হেলম-ও নামল পানিতে।

মাথায় একটা টর্চ আটকে নিয়েছে বভিয়ের। কোমরে কর্ড বেঁধেছে, আরেক প্রান্তে রানা। হেলমের সাথেও আলোর ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যে আটটা, সূর্য ডুবে গেছে।

ডিঙ্গি থেকে পানিতে নেমে গুহামুখে পৌঁছুতে দু'মিনিট লাগল ওদের। গুহামুখটা চওড়া, কিনারায় তীক্ষ্ণ পাথর। ভেতরটা আলকাতরার মত কালো।

গুহার ভেতর প্রথম বভিয়ের ঢুকল, পিছু পিছু রানা। হেলম গুহামুখের সামনে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল, তারপর সে-ও ভেতরে ঢুকল। বভিয়েরের হেডলাইট গুহার দেয়াল আলোকিত করে তুলল, চিকচিক করে উঠল সোনা। দেয়ালের ফাটল আর ফাঁক থেকে লবস্টার, ক্রেফিস বেরিয়ে এল।

একটা দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বভিয়ের। দেয়ালে বড় আকারের পেরেক গাঁথা রয়েছে, পেরেক থেকে ঝুলছে দুই মিটার লম্বা একটা নাইলন কর্ড, শেষপ্রান্তটা ছেঁড়া। কর্ডটা তুলে পরীক্ষা করল বভিয়ের। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। বোঝা যায়, পাথরে ঘষা খেয়ে খেয়ে ছিঁড়ে গেছে ওটা।

চলে গেছে ডলফিন।

লেবাননের মুসলমান, খ্রীস্টান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সব লোক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল খবরটা শুনে। স্থির, অচল হয়ে গেল মানুষ, থেমে গেল সব কাজকর্ম। শুধু বৈরুত রেডিও নয়, আরব বিশ্বের প্রতিটি রেডিও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বিশেষ বুলেটিন প্রচার করছে। শুধু ইসরায়েল রেডিও বাদে, তারা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ মৌনব্রত অবলম্বন করল, যেন কোথায় কী ঘটছে তারা জানে না বা জানলেও তাদের কিছু আসে যায় না। তবে নির্ধারিত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে মাঝে মধ্যে তারা দেশাত্মবোধক এবং যুদ্ধংদেহী গান পরিবেশন করল।

বৈরুতে মন্ত্রীসভা বৈঠকে বসল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লেবাননের লন্ডন দূতাবাসে থাকায় খ্রীস্টান প্রেসিডেন্ট বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে রাজি হলেন না। টেলেক্স যোগে পাঠানো প্রধানমন্ত্রীর বাণীটা পড়ে শোনালেন তিনি। টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাবও পাঠ করলেন। সবশেষে লেবাননের সকল সম্প্রদায়কে আইন-শৃংখলা বজায় রাখার আবেদন জানালেন তিনি, ঘোষণা করলেন কেউ কোনও গোলযোগ সৃষ্টি করলে তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশে না ফেরা পর্যন্ত বৈঠক মূলতবী রাখা হলো।

খবরটা প্রকাশ পাবার কয়েক ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ বদলে গেল পরিস্থিতি। বৈরুত হয়ে উঠল প্রাণ ভয়ে উন্মাদের শহর। খ্রীস্টানরা সপরিবারে শহর ত্যাগ করার জন্যে বেরিয়ে এল পথে। রাস্তায় রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হলো, জনতার মারমুখো ভাব দেখে পালিয়ে বাঁচল ট্রাফিক পুলিশ।

খবর এল, সীমান্ত পেরিয়ে কোথাও কোথাও ইসরায়েলি সৈন্য ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লেবানন সেনাবাহিনীতে প্রচুর খ্রীস্টান সৈন্য আছে, তাদের সহায়তায় ইসরায়েলিরা মুসলিম সেনাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে শুরু করেছে।

শহরের বাইরে খ্রীস্টানরা বৈরুত ত্যাগী স্বজাতীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে শরণার্থী শিবির খুলল, মুসলমান ছাড়া বাকি সবাইকেই তারা গ্রহণ করছে। আশ্চর্য ব্যাপার, বৈরুতে কোনও গোলযোগ দেখা না দিলেও লেবাননের অন্যান্য শহরে খ্রীস্টান আর মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বেধে গেল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী জানাল, এ-সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এবং তা কঠোরহস্তে দমন করা হচ্ছে।

বৈরুতের মুসলমানরা, তাদের নেতা অনুপস্থিত থাকায়, সিদ্ধান্তহীনতায়

ভুগছিল। এই সময় লন্ডন থেকে টেলেক্স যোগে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় বাণীটি এসে পৌঁছুল এবং তা রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বললেন, 'কেউ যদি ভেবে থাকে অন্যায় হুমকির মুখে মুসলমানরা বৈরুত ত্যাগ করবে সে বোকার স্বর্গে বাস করছে। দেশ এবং মাটি আমাদের, এখানেই আমরা জন্মেছি এবং মৃত্যু যখন আসবে তখন এখানেই আমরা মরব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি আমার অনুরোধ, শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখুন এবং দয়া করে কেউ শহর ত্যাগ করবেন না। বিশেষ করে মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার আবেদন, কেউ উতলা হবেন না, এবং সম্ভাব্য বিপদের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখুন। আপনাদের মাঝে অচিরেই আমাকে দেখতে পাবেন সবাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।'

কিন্তু লন্ডনের লেবানন দূতাবাসে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত লেবানীজ প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে প্রেসিডেন্টের একটা চিঠি হস্তান্তর করলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাতে লিখেছেন, বৈরুতবাসীকে শহর ত্যাগ করতে নিষেধ করায় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। বোমাটা যখন ফাটবে, তখন কী হবে? অন্তত মানবিক দিকটার কথা ভেবে তিনি চান প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণী প্রত্যাহার করে নেবেন এবং বৈরুতের মুসলমানদের অনুরোধ জানাবেন তারা যেন লেবানন ত্যাগ করার প্রস্তুতি নেয়।

প্রধানমন্ত্রী এতই অসন্তুষ্ট হলেন যে চিঠিটার উত্তর পর্যন্ত দিলেন না।

এরপর মিশরীয় প্রেসিডেন্টের সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠকে বসলেন তিনি। তাঁকে জানানো হলো, দূতাবাসের লবিতে বত্রিশটা দেশের অ্যামব্যাসাডর তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা প্রায় সবাই বলতে চান, প্রধানমন্ত্রী বৈরুত ত্যাগ না করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা বদলানো দরকার।

ওদিকে বৈরুতের পরিস্থিতিরও দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করল। ফিলিস্তিনী গেরিলা হাতে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এল শহরের রাস্তায় রাস্তায়। তারা শহর ত্যাগ করবে না কিন্তু সাধারণ বৈরুতবাসী মুসলমানদের অনেকেই আতংকিত হয়ে পড়েছে, সপরিবারে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে তারা।

সেলের দরজা বাইরে থেকে আস্তে করে খোলা হলো। ভেতরে উঁকি দিয়ে তাকাল ডাক্তার, তার পরনে সাদা কোট আর চোখে চশমা। তার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে সেলের ভেতর তাকাবার চেষ্টা করল গার্ড। 'আপনি বরং আমাকে একবার ভেতরে ঢুকে দেখতে দিন, ডাক্তার সাহেব। লোকটা খুব নাকি হিংস্র…'

'কোনও দরকার নেই। সাপার খেয়েছে তো? ব্যস, ছয় ঘণ্টা কিছুই টের পাবে না।' ভেতরে ঢুকল ডাক্তার, বাইরে থেকে দরজা ভিড়িয়ে দিল গার্ড।

মার্ক পপেটির বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ডাক্তার। দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল তার। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে পপেটি, তাকে ধরে চিৎকার করে শোয়াল সে। শার্টের বোতাম আগেই খুলেছে, এবার শার্টটা কাঁধ আর পিঠ থেকে কোমরের কাছে নামিয়ে আনল। দু'আঙুলে পিঠের মাংস ধরে পরীক্ষা করল সে,

মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্টচিত্তে। এরপর ডাক্তার পপেটির হাতের দৈর্ঘ্য মাপল। শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একটা জায়গা আছে, সেখানে ওপর বা নীচ থেকে হাতের নাগাল পাওয়া যায় না। ঠিক সেই জায়গাটা চিহ্নিত করল ডাক্তার, তারপর অ্যালকোহল দিয়ে ধুলো।

পপেটির পাশে বিছানায় বসল সে, ডাক্তারী ব্যাগটা খুলল। একটা ক্ল্যাম্প নিল হাতে, পপেটির শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানের খানিকটা চামড়া সহ মাংস আটকাল সেটা দিয়ে। এরপর হাতে চলে এল ক্ষুরের মত ধারাল একটা স্ক্যালপেল, পপেটির চামড়া ভেদ করে মাংসের ভেতর ঢুকে গেল সেটা। ক্ষতের মুখটা আরও বড় করল সে, ভেতরে গর্তটা আরও চওড়া। ব্যাগ থেকে বের হলো এবার একটা এনভেলাপ, এনভেলাপ থেকে চকচকে স্বচ্ছ কাগজে মোড়া ক্ষুদ্র একটা প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর, তরল পদার্থে ভাসছে লালচে একটা ডিস্ক, লম্বায় চওড়ায় সমান, সিকি ইঞ্চি, এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ পুরু। ট্যুইজারস্ দিয়ে জিনিসটা ধরে প্যাকেট থেকে বের করল, বাতাসের মধ্যে খানিক নেড়ে শুকিয়ে নিল। মাংস চেরার ফলে সামান্যই রক্ত বেরিয়েছে, এবার সেই রক্তে ভিজিয়ে নিল ডিস্কটাকে, তারপর পপেটির পিঠে সদ্য তৈরি গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

ক্ষতের মুখটা মুছল ডাক্তার, শুকিয়ে নিল। স্টেরিলাইজিং লিকুইড দিয়ে জায়গাটা ধুলো আবার। তারপর ক্ষতের মুখে লিকুইড স্কিন স্প্রে করল। ক্ল্যাম্প সরিয়ে নেয়ার পর দেখার মত কিছুই থাকল না ওখানে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসল। ঊনষাটটা দেশ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলো, বৈরুত থেকে মুসলমানদের স্থানান্তর করার কাজে তারা তাদের জাতীয় এয়ারলাইন্সের বিমান পাঠাতে প্রস্তুত। এই গ্রুপটার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনও থাকল। অধিবেশন উপলক্ষে লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে চলে গেছেন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী, ছত্রিশটা দেশের অ্যামব্যাসাডররা তাঁর সাথে দেখা করে জানালেন, তাঁদের সরকার বৈরুত ত্যাগকারী লোকজনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি আছে, বলাই বাহুল্য এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন থাকল না। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং খ্রীস্টান-প্রধান আরও কিছু দেশ লেবাননের প্রতি শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানাল। ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স অবশ্য ব্যতিক্রম, এই তিনটে দেশ অল্প কিছু লোককে আশ্রয় দিতে রাজি হলো। ইসরায়েল রাষ্ট্রের সমর্থক সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটে ইহুদি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাস হয়ে গেল একটা নিন্দা প্রস্তাব। অধিবেশনে ইয়াসির আরাফাত আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁকে ভিসা দেয়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ-ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট জরুরি বৈঠকে বসে টেরোরিস্টদের নিন্দা করে দায় সারল, ঠিক হলো সাহায্য করার প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

পশ্চিম জার্মান সরকার ঘোষণা করল, তারা একশো মিলিয়ন মার্কের একটা

তহবিল সংগ্রহ করছে। জাতিসংঘের মাধ্যমে টাকাটা দেশত্যাগী বৈরুতবাসীদের মধ্যে সাহায্য হিসেবে বণ্টন করা হবে।

শুধু মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশ তাদেরকে স্থায়ী নাগরিকের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিল।

লেবাননে ফিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী। সিদ্ধান্তহীতায় ভুগছিলেন তিনি, বয়স যেন হঠাৎ করে দশ বছর বেড়ে গেছে। প্রেসিডেন্টের সাথে আধ ঘণ্টা আলাপ করলেন, তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, 'থাকা বা চলে যাওয়া, যার যার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। থাকতে বলে আমি কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না, আবার চলে যেতে বলে আমি কাউকে কাপুষ হবার অনুরোধ করতে পারি না। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি থাকব।' আর কোনও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি, সাংবাদিক সম্মেলন এখানেই শেষ করলেন।

৫

সেলের দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়াল ওয়ার্ডার। বুড়ো যে লোকটা দুপুরে আর বিকেলে খাবার নিয়ে আসে সে নয়, প্রথমেই লক্ষ করল মার্ক পপেটি। একে যুবকই বলা যায়, সকালে আর রাতে খাবার নিয়ে আসে। বিছানায় উঠে বসল সে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'হ্যালো, মিষ্টি রোদ, জানতে এসেছ গলায় চাদর বেঁধে আত্মহত্যা করেছি কিনা?'

'তা হলে তো মস্ত একটা উপকার করা হয় আমাদের,' বলল ওয়ার্ডার। 'বিছানা থেকে নেমে আমার পিছু নাও, তাড়াতাড়ি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কোনও প্রশ্ন নয়। আর সাবধান। মনে রেখো, তোমার হাত ভাঙার সুযোগ খুঁজছি আমি। সবাই বলাবলি করছে তোমার নাকি ট্রেনিং নেয়া আছে, তুমি নাকি একাই একশো – সুযোগ পেলে একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

করিডরে বেরিয়ে এল ওয়ার্ডার, দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত এগোল মার্ক পপেটি, কিন্তু দ্বিতীয় ওয়ার্ডার আরও দ্রুত নড়ে উঠল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল সে, তার হাতের লাঠিটা সবেগে নেমে এল পপেটির শিরদাঁড়ায়। চট্ করে একপাশে সরে গিয়ে তার পতনের জায়গা করে দিল প্রথম ওয়ার্ডার। মুখ থুবড়ে পড়ল পপেটি করিডরের শক্ত মেঝেতে। দুই ওয়ার্ডার গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'দেখলে তো?' প্রথম ওয়ার্ডার বলল। 'কাজেই সাবধান।'

সামনে আর পিছনে থাকল ওরা, মাঝখানে পপেটিকে নিয়ে করিডরের শেষ মাথায় চলে এল, লোহার দরজা পেরিয়ে নেমে এল নীচতলায়। আরও তিনটে গেট পেরিয়ে উঠনে বেরিয়ে এল ওরা। রোদে ঝলমল করছে চারদিক, তাজা বাতাসে বুক ভরে নিল পপেটি। পিছনের ওয়ার্ডার তার পিঠে লাঠি দিয়ে গুঁতো মারল। একটা বাদামি সিত্রোঁ গাড়ির দিকে এগোল ওরা।

সিত্রোঁর পিছনে ঠেলে ফেলে দেয়া হলো পপেটিকে। প্রথম ওয়ার্ডার তার পাশে উঠে বসল। একজোড়া হ্যান্ডকাফ নিয়ে পপেটির কব্জিতে পরাল সে, অপর কাফটা পরাল একটা কাঠের পোলে, ভ্যানের মেঝে থেকে সিলিঙে গিয়ে ঠেকেছে

সেটা, শেষ প্রান্ত একটা সকেটের ভেতর ঢোকানো।

দাঁড়াতে পারে না পপেটি, বসতেও পারে না, কাজেই কুণ্ডলী পাকিয়ে গাড়ির মেঝেতে শুয়ে থাকল সে।

স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল ভ্যান, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল ওয়ার্ডার। পপেটির ইচ্ছে হলো একটা চায়, কিন্তু লাথি খাবার ভয়ে মুখ খুলল না। ড্রাইভারের কেবিনের পিছনে একটা গ্রিল রয়েছে, সেটা খোলা। আধ ঘণ্টা পর পপেটি লক্ষ করল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তারা।

মেঝেতে শুয়েছে বলে ত্রুটিটা সে-ই প্রথম অনুভব করল। প্রথমে মৃদু ঝাঁকি খেতে লাগল ভ্যান, ঘনঘন, কিন্তু এতই সামান্য যে ড্রাইভার বোধহয় টেরই পেল না। খানিক পর অবশ্য ঝাঁকিটা জোরাল হলো। গতি কমাতে বাধ্য হলো ড্রাইভার, রাস্তার একপাশে গাড়ি থামাল সে। পাশে বসা দ্বিতীয় ওয়ার্ডারকে বলল, 'ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি। সম্ভবত একটা টায়ার পাঙচার হয়ে গেছে…' গাড়ি থেকে নেমে চাকাগুলো পরীক্ষা করল সে। যা ভেবেছে, পেছনের একটা চাকা অনেকটা চ্যাপ্টা হয়ে আছে।

দ্বিতীয় ওয়ার্ডারকে সাথে নিয়ে কাজ শুরু করল ড্রাইভার। স্পেয়ার টায়ার আছে, জ্যাক বের করে বাতিল চাকাটা খুলছে, তারপর নতুনটা লাগানো হবে।

যুবক ওয়ার্ডার কটমট করে তাকাল পপেটির দিকে, তারপর ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। দরজা খোলাই থাকল, ড্রাইভার আর দ্বিতীয় ওয়ার্ডারের সাথে গল্প শুরু করল সে। ড্রাইভার তাকে ঝাঁঝের সাথে বলল, 'সং সেজে দাঁড়িয়ে থেকো না তো, স্পেয়ারটা ধরো আমার সাথে।'

ধীরে ধীরে মেঝের ওপর উঠে বসল পপেটি, কাঠের পোলটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। ডায়ামিটারে দেড় ইঞ্চি। শক্ত কাঠ, সম্ভবত ওক। গাড়ির মেঝেতে গাঁথা রয়েছে সকেটটা, সকেটের ভেতর আধ ইঞ্চির মত ঢুকে আছে পোলের এক মাথা। চোখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। ওপরের সকেটে পোলটা নামমাত্র ঢুকেছে, বলা যায় মুখের কাছে ঠেকে আছে কোনও রকমে।

মেঝেতে আবার শুয়ে পড়ল পপেটি, পা দুটো তুলে দিল সিলিঙের দিকে। সকেটের পাশে পায়ের চাপ দিতেই সিলিঙ বেঁকে গেল, সকেট থেকে বেরিয়ে এল পোলের মাথা।

দরদর করে ঘামছে পপেটি। বাইরে থেকে ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে সে। নতুন চাকা লাগানো হয়ে গেছে, নাট টাইট দিচ্ছে ড্রাইভার। পা আর পোল নামিয়ে নিল পপেটি, পোল থেকে বের করে নিল কাফটা। পোলটা আগের ভঙ্গিতে খাড়া করে রাখল সে, তবে সকেটে ঢোকাল না। দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকল সে, শুনতে পেল প্রথম ওয়ার্ডার ফিরে আসছে। দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে সে পোলটা।

ভ্যানে চড়তে যাবে লোকটা, অসতর্ক, তার ঠিক মাথার মাঝখানে পোলটা নামিয়ে আনল পপেটি। পিছন দিকে পড়ে গেল ওয়ার্ডার, লাফ দিয়ে ভ্যান থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল পপেটি। নেমেই রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে দে ছুট।

জঙ্গলে ঢোকার মুখে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। আহত ওয়ার্ডার

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে। আঁতকে উঠে এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল পপেটি। ড্রাইভারের চিৎকার শুনতে পেল সে। তারপর গুলির আওয়াজ হলো। পর পর দু'তিনটে বুলেট ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে, কিন্তু ইতিমধ্যে জঙ্গলের ভেতর আড়ালে চলে এসেছে সে।

'বোকা,' মুচকি হেসে জনান্তিকে বলল পপেটি, একশো গজের মত এগিয়ে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে সে। আশা করছে, তাকে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের আরও অনেক গভীরে চলে যাবে লোকগুলো।

ঠিক তাই ঘটল। চিৎকার করে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখছে ওরা, দ্রুত জঙ্গলের আরও ভেতর দিকে চলে যাচ্ছে। দেরি না করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল পপেটি, হন হন করে ফিরে এল রাস্তায়।

চাবি সহ-ই ভ্যানটা রেখে গেছে ওরা। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিল সে। মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

নয়

যেখানেই গেল মার্ক পপেটি, তিনটে গাড়ি নিয়ে ওরা তাকে অনুসরণ করল। তার চামড়ার নীচে নিখুঁত কাজ করছে ব্লিপারটা। গাড়িগুলোর ছাদে ফিট করা ডাইরেকশন-ফাইন্ডিং অ্যান্টেনার সাহায্যে প্রতি মুহূর্তে জানা গেল কোথায় আছে সেটা, কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে। অনুসরণকারীরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে দুঁদে বোঁ-র গাড়ির সাথে, তার গাড়িতে কমপিউটর পরিচালিত একটা ম্যাপ থাকায় সে-ও বাল্যবন্ধুর গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছে, ইচ্ছে হলে যে-কোন মুহূর্তে পপেটিকে পাকড়াও করা সম্ভব।

মেইন রোড থেকে নেমে এসে দশ কিলোমিটার এগোল পপেটি, তারপর একটা কফি শপের পিছনে থামাল সিত্রোঁ ভ্যান। এখানে সে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল। ব্লিপার সচল হবার পর দেখা গেল ট্র্যাংক রোড ধরে প্যারিসের দিকে যাচ্ছে সে, ফুল স্পীডে।

মাইক্রোফোনে কথা বলল দুঁদে বোঁ, 'সংবাদমাধ্যমকে খবরটা পৌঁছে দাও। ভ্যানে যদি রেডিও থাকে, আর খবরটা যদি প্রচার করা না হয়, ওর মনে সন্দেহ দেখা দেবে।'

আধ ঘণ্টা পর রেডিওর পরবর্তী খবর শুনল সে।

'ফ্রেসনেস-এ স্টেট প্রিজন থেকে মার্ক পপেটি নামে একজন কয়েদী আজ পালিয়েছে। দু'জন ওয়ার্ডার তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের একজনকে সামান্য আহত করেছে সে। একটা তদন্তের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করেছিল। আজ আমাদের রিপোর্টারকে জানানো হয়েছে, তদন্তের বিষয়টা হলো রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত পপেটি, উনত্রিশ বছর বয়েস, পালাবার সময় তার পরনে ছিল গ্রে রঙের ট্রাউজার আর একটা সবুজ জ্যাকেট। সে ছয় ফিট লম্বা, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল। ধারণা

করা হচ্ছে দেশের দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে সে। এই চেহারার সাথে মিল আছে এমন কোনও লোককে দেখামাত্র নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে খবর দেয়ার জন্যে জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। পপেটির সাথে অস্ত্র আছে বলে মনে হয় না, তবে আন-আর্মড কমব্যাটে সে অত্যন্ত দক্ষ। পুলিশের সাহায্য ছাড়া কেউ যেন তাকে আটক করার চেষ্টা না করে।'

যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতে লাগল ভ্যানটা, রেডিওর খবর কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। প্যারিসের কাছাকাছি পৌঁছে অল্প সময়ের জন্যে একবার থামল, এরপর মেইন রাস্তা ছেড়ে পিছনের রাস্তায় নেমে এল স্লিপার। খানিক দূর এগিয়ে রু দ্য স্ট্রাপনটিনস-এ থামল।

'শালা, বদমাশ!' বলল দুঁদে বোঁ। ওদেরই একটা 'সেফ হাউস' ব্যবহার করছে পপেটি। ওখানে খাবার, কাপড়, অস্ত্র, এমনকী নিরাপদ একটা টেলিফোনও আছে। আর আছে পাসপোর্ট।

আধ ঘণ্টা পর বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এয়ার টার্মিন্যালে চলে এল পপেটি।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সেফ হাউসে ফিরে এল সে, পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করল, তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলো এয়ারপোর্টে।

এক ঘণ্টা পর মার্ক পপেটিকে নিয়ে এয়ার ফ্রান্সের রোম ফ্লাইট টেক-অফ করল। ইতিমধ্যে সে তার চেহারা বদলে নিয়েছে। হাত আর মুখের রঙ আগের চেয়ে অনেক বেশি তামাটে। বেশ দেখার মত একটা ভুঁড়ি হয়েছে তার। মাথায় সোনালি চুল কোঁকড়ানো। ছোট্ট একজোড়া গোঁফও গজিয়েছে। কাঁধ দুটো সমান্তরাল নয়, দু'দিকে ঢালু হয়ে আছে। দেখে বয়স মনে হবে পঁয়তাল্লিশ, যদিও বহুল ব্যবহৃত পাসপোর্টে লেখা আছে চল্লিশ। পাসপোর্টে পেশা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অ্যাকাউন্টেন্ট। চেহারা দেখে খানিকটা তাই মনে হয় বটে।

প্যারিস থেকে দুঁদে বোঁ-র তিনজন লোকও প্লেনে থাকল। তাদের সাথে ট্র্যানজিস্টর রেডিও রয়েছে, ডাইরেকশনাল এরিয়াল সহ।

রোম থেকে পি.আই.এ. ফ্লাইট ধরল পপেটি, পৌঁছুল এথেন্স।

এথেন্স থেকে অলিম্পিক ফ্লাইট ধরল সে, পৌঁছুল সাউদা-য়।

সাউদা থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে জানিয়া-য় এল সে, ওল্ড পোর্ট এলাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে রাত কাটাল। হোটেলের রেস্তোরাঁতেই সাপার খেল সে। আমেরিকান ডলার বের করে বিল মেটাল, জিজ্ঞেস করল ডলার ভাঙিয়ে ড্র্যাকমা করা যায় কিনা।

পরদিন সকালে জানিয়া মার্কেটের পিছন থেকে একটা বাসে চড়ে ক্রীটের দক্ষিণ উপকূল চোরা স্ফাকিয়ন-এ চলে এল পপেটি। বাস থেকে নেমে দুর্গম পাহাড়ী পথে হাঁটা ধরল সে। বছরের এ-সময়টা এ-পথে লোকজন কখনোই থাকে না। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ইভান গেলিয়স জাপ্পাসের কুঁড়েঘরে পৌঁছে গেল সে।

ক্রীট দ্বীপে টেলিফোন অনেক পরে এলেও, ভূমধ্যসাগরে ওটাই সবচেয়ে আধুনিক যোগাযোগ স্থাপনা। যে-কোনও কফি শপ বা বার থেকে রিসিভার তুলে

ডায়াল করা যায় যে-কোনও শহরের নম্বরে। দুঁধে বোঁ ডায়াল করল রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায়।

'শুনলাম তোমার বন্দী নাকি পালিয়েছে,' বলল রানা।

'কে কী বলল সব তোমার বিশ্বাস করা ঠিক নয়, রানা। সে আমাদের চোখের সামনেই আছে।'

'কোথায় আন্দাজ করতে দাও,' বলল রানা। 'দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমার কল এল। তুমি জানো, ভূমধ্যসাগরের চারদিকে আমার লোকজন আছে, সিঙ্গারকে দেখা গেছে বলে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তারা।'

'লোক আমাদেরও আছে...'

'আমাদের লোক ইবিজা, প্যারিস, লন্ডন ইত্যাদি আরও অনেক জায়গায় তাকে দেখেছে...'

'সে ধরনের রিপোর্ট আমরাও কি পাইনি?'

'চোরা স্ফাকিয়নেও দেখা গেছে সিঙ্গারকে। জায়গাটা তুমি চেনো, ক্রীটের দক্ষিণ উপকূলে। সিঙ্গার তার বোট টারাটানটারা নিয়ে জেলেদের একটা গ্রামে বার দুই গিয়েছিল।'

'ওখান থেকেই ফোন করছি আমি।'

'জেলেদের গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়, ওখানে একটা কুঁড়েঘর আছে, স্থানীয় গেলিয়স জাপ্লাস নামে এক লোক সেটা ভোগদখল করছে। লোকটা সম্পর্কে বলা হয় যুদ্ধের পর থেকে ব্ল্যাকমার্কেটে তার নাকি খুব আনাগোনা...'

'সেলিগ অস্টারের অ্যাপার্টমেন্টে সেই মিটিঙটার কথা মনে আছে তোমার,' বলল দুঁদে বোঁ। 'সেখানে ছিল জাপ্লাস।'

'ছিল। অথচ রাখালের একটা কুঁড়েঘর থেকে প্যারিসের একটা অ্যাপার্টমেন্ট অনেক দূর, তাই না?'

'নিরীহ একজন মানুষের জন্যে সত্যি খুব বেশি দূর। আমার অফিস থেকে এইমাত্র একটা রিপোর্ট এসে পৌঁচেছে। হ্যামবুর্গের জার্মান ন্যাভাল রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান-এর কথা জানতে পেরেছে ওরা। যুদ্ধের সময় ক্রীটের জন্যে করা হয়েছিল প্ল্যানটা। একই উপকূলে, বুঝলে, জার্মানরা একটা সাবমেরিন রিপেয়ার ওঅর্কশপ তৈরির চেষ্টা করছিল, যদিও কাজটা শেষ করতে পারেনি। আমাদের এই গেলিয়স জাপ্লাস লোকটা যুদ্ধের প্রথম দিকে কোথায় ছিল সেটা একটা রহস্য, তবে শেষের দিকে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে।'

'লোকটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু জেনেছ তুমি,' ধারণা করল রানা।

'একজন লোকের সাথে কথা হয়েছে, এখানকার এক রেস্তোরাঁ মালিক, অভিজ্ঞ ডাইভারও বটে। উপকূল রেখা ধরে একদিন সাঁতার কাটছিল সে, হঠাৎ একটা গুহামুখ দেখতে পায়। এরকম আরও অনেক আছে, পানির কিনারা থেকে খানিক নীচেই, কিন্তু এটা নাকি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। এবং, তার ধারণা, জাপ্লাসের কুঁড়েঘরের সরাসরি নীচে। লোকটা অবশ্য দ্বিতীয়বার ওদিকে যায়নি

বা ব্যাপারটা নিয়ে কারও সাথে আলাপ করেনি।'

'কীভাবে কী করবে বলে ভাবছ?'

'ভাগ্যই বলতে হবে পুব ভূমধ্যসাগরে ক্যামেলিয়ন রয়েছে…'

'ওটা তো ন্যাটো জাহাজ,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'এভাবে বললে সঠিক হবে, ন্যাটোতে আমাদের জাহাজ। জাহাজটায় আমরা রয়েছি, অর্থাৎ ফেঞ্চমেরিনদের একটা ডিটাচমেন্ট। আজ রাতে ওটাকে আমি তীরের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করব। ভোরের প্রথম আলোয় হানা দেব আমরা, চুরমার করব খুঁড়েঘরটা।'

'গ্রীক পারমিশন? ন্যাটো পারমিশন?'

'ইবিজা অভিযানের সময় রানা এজেন্সি বা ব্রিটিশ সরকার স্পেনের অনুমতি নিয়েছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করল দুঁদে বোঁ। 'রানা, তুমি জানো যত কম লোক জানে ততোই ভাল। কমিটির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে আমার। ক্যামেলিয়নে ডাইভারদের একটা টিম আছে। ওপর থেকে আমরা যখন কুঁড়েঘরে হামলা চালাব, ওরা তখন গুহামুখ থেকে অর্থাৎ পানির নীচ দিয়ে ঢুকবে…'

'বোঁ, কী বলছ ভেবে দেখো, ফর গডস সেক। সিঙ্গার যদি ওখান থেকে ডলফিনকে ছাড়ে, আর তোমার লোকেরা যদি গুহামুখ বন্ধ করে দেয়, কী ঘটতে পারে আন্দাজ করতে পারো? নাকি ভুলে গেছ ডলফিনে একটা অ্যাটম বোমা আছে?'

'ওটা কোথায় ফাটলে তুমি খুশি হও, রানা? প্রায় নির্জন একটা উপকূলে, যেখানে খুব বেশি হলে হাজার-খানেক লোকের বাস, নাকি যেখানে লাখ লাখ লোকের বসবাস সেই বৈরুতে?'

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। 'তুমিও ওখানে থাকবে, বোঁ। এক হাজার লোকের মধ্যে একজন।'

'জানি, রানা। এবং আমি খানিকটা ভীতু মানুষও বটে। কিন্তু কোনও কাজ শুরু করে মাঝপথ থেকে কেটে পড়ার স্বভাব নেই যে! গ্রীক কর্তৃপক্ষকে কেন জানানো সম্ভব নয় সে তো বোঝোই তুমি। দয়া করে আপনাদের উপকূলে একটা অ্যাটম বোমা ফাটাবার অনুমতি দিন… কেমন শোনাবে অনুরোধটা?'

'তুমি এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছ বলো তো?'

'একটা রেস্তোরাঁর মাথায়। মালিক একজন স্ফাকিয়ন, তার বউ আবার আমেরিকান। রেস্তোরাঁ আবার হোটেলেও, টেলিফোন আছে…'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সাথে দেখা করছি আমি…'

'তুমি আসছ, রানা?'

'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না? ভুলে গেছ, ওঅরহেডটা আমার দায়িত্ব? সিঙ্গারও আমার মাথাব্যথা, তাই না?'

ভাগ্যটা ভাল রানার। একটা ভিজিল্যান্ট রিকনাইসনস্ প্লেন নরথোল্ট-এ রিফয়েলিঙের জন্যে এসেছিল, আবার ফিরে যাবে ভূমধ্যসাগরে টহলরত মার্কিন

ষষ্ঠ নৌবহরে যোগ দেয়ার জন্যে। প্লেনটা ওকে পৌঁছে দিল অ্যাটাক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ইউ.এস.এস, ইন্ডিপেনডেন্স-এ। সেখান থেকে একটা হেলিকপ্টার ওকে কোমিটাডেস পাহাড়ের নীচে চাঁদের আলো মাখা সমতল প্রান্তরে নামিয়ে দিয়ে গেল। আলো না জ্বেলে উড়ে এল কপ্টারটা, মাটিতে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি থাকল না।

মাঝরাতের খানিক পর রেস্তোরাঁটায় এল রানা, অ্যাকশনে যাবার জন্যে টান টান হয়ে আছে পেশী।

ওপরের একটা কামরায় ছিল দুঁদে বোঁ, সস্তাদরের সিগারেট ফুঁকছে। সবিনয় কৌতুকের সাথে রানাকে লক্ষ করল সে। রানার পরনে উলেন ট্রাউজারের ওপর জাম্পিং জ্যাকেট, পায়ে আর্মি বুট, মাথায় খাকি উলেন পেঁচিয়ে পাগড়ির মত করা হয়েছে।

বোঁর পরনে কালো ট্রাউজার, কালো জ্যাকেট, বেরেট, রাবার সোল সহ বুট। 'ফ্রেন্ড, এখনও কী তুমি সেই একই জেদ ধরে আছ? যাবেই?'

রানা হাসল না। 'বোমাটা হয়তো ডিফিউজ করার একটা সুযোগ থাকতে পারে। টেলিফোনে ব্যাখ্যা করার চেয়ে নিজের হাতে কাজটা করা অনেক সহজ।'

'চাঁদ কি শুরু করেছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এলাকাটা আমরা আজ পরীক্ষা করেছি। ভেড়ার আড়ালে যাব। কারণ, কুঁড়েঘরের দিকে প্রতিটি পথ ইলেকট্রনিক সারভেই ল্যান্স্-এর ব্যবস্থা করে রেখেছে ওরা।'

'তা হলে আর কোনও সন্দেহ নেই ওই জায়গাটাই খুঁজছি আমরা। আমিও যাচ্ছি।'

'তোমার ভেড়াটাকে নিশ্চয়ই তুমি আলোকিত চোখের সামনে ঠেলে দিতে চাও না?'

'আলোর একটা বাহুতে যদি ভেড়াটা গিয়ে পড়েই, কী ঘটবে?'

'ছাদে বা ছাদের নীচে কোথাও ইনফ্রা-রেড স্কোপ বসানো আছে। আমার ধারণা আলোর বাহুতে ভেড়া একটা পৌঁছুলেই ভেতরে কোথাও সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করবে।'

'জেভিক ব্রিল একজন সিকিউরিটি এক্সপার্ট।'

'ফন বেকও একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। আমার ধারণা প্রবেশ পথে মাইন-ও পোঁতা আছে, ভেতর থেকে বোতাম টিপে ফাটানো যায়।'

'ওদের পালাবার উপায় কী?'

'হতে পারে ব্যাটারিচালিত আন্ডারওয়াটার স্লেজ ধরনের কিছু আছে। কিংবা স্রেফ হয়তো পিঠে বটল নিয়ে সাঁতার কাটে। পাঁচ শো মিটার দূরে তীরের এক জায়গায় গেলিয়স জাপ্লাসের একটা বোট নোঙর করা আছে।'

'এভাবে যখন প্রকাশ্যে রাখা হয়েছে ওটা...'

'কিন্তু মনে রাখতে হবে অনেক দিন ধরে কাজ করছে ওরা এখানে, কেউ

কখনও বিরক্ত করেনি। জাপ্পাসের এই কাভারটা তো ইউনিক। স্মাগলার হিসেবে পরিচিতি আছে জাপ্পাসের, যাই সে তীরে নিয়ে আসুক কোনও সন্দেহ নেই সেটা চুরি করা জিনিস এবং দ্বীপের কারও না কারও সেটা দরকার। এমন কোনও জিনিস নেই যা সে সাপ্লাই দিতে পারে না। বললে বিশ্বাস করবে, বারো কিলোওয়াটের জেনারেটর সেট পর্যন্ত বিক্রি করে সে? ওয়াশিং মেশিন, হেয়ার ড্রায়ার ইত্যাদি তো আছেই। কেউ তাকে কোনও প্রশ্ন করে না।'

'আর সবাইকে দেখেছ তুমি? সিঙ্গারকে? জেভিক ব্রিল, কুবার্তে, পায়েলা, ফন বেক, বা সেলিগ অস্টারকে?'

'সবাই ওরা এখানে আছে বলে মনে হয় না। এখানে যাদের কাজ নেই তাদেরকে সম্ভবত নিরাপদ কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের সবখানে আরও অনেক লোক আছে সিঙ্গারের, বেশিরভাগই গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী, তারাও নিশ্চয়ই বসে নেই...'

'আইগাল সিমকিনের মত। ভাল কথা, আসার আগে খবর পেয়েছি জুরিখে ধরা পড়েছে সে ইন্টারপোলের হাতে।'

'আরেকজনও, আমার পপেটি। আমার নাকের সামনে ছিল, অথচ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি...'

'আর জেনেটি?'

'না, জেনেটি ওদের একজন বলে বিশ্বাস হয় না।'

'সাবমেরিনের প্রেগ্রাম সম্পর্কে জেনেটি জানে, সেজন্যেই কী তাকে ওদের দরকার পড়ল?'

'আমার তাই মনে হয়। নেভিগেশন টেকনিকে এক্সপার্ট মেয়েটা। দু'জায়গার একটাতে পাবে তাকে। হয় টুলন বেসিনের তলায়, কোমরে লোহার চেইন জাড়ানো অবস্থায়, নয়তো এখানে...'

'কুবার্তের বিছানায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অসম্ভব কী। তবে ওদের মধ্যে যদি কোনও অ্যাফেয়ার থেকেও থাকে, সেটা ফাঁস হয়নি।'

ইলেকট্রনিক অ্যাপারেটাস সামনে নিয়ে বসে রয়েছে জেনেটি, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। সারাটা দিন ভিডিও স্ক্রীনের দিকে চেয়ে আছে সে, প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে সবুজ ডলফিন। খানিক পরপরই তার দেয়া নির্দেশ অনুসারে হিসেব কষছে কমপিউটর, কাগজে ছাপা হচ্ছে ফলাফলগুলো। রিসিভ করা সংকেতের শক্তি, ট্র্যান্সমিট করা সংকেতের শক্তি, দুটোই জানতে পারছে সে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, দূরত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ হলো ইবিজা দ্বীপের প্রতীকস্বরূপ বৃত্তটা ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেছে স্ক্রীন থেকে। সোনার ব্যবহার করে একটা অবজেক্টের দূরত্ব পেতে চাইলে, আলোচ্য অবজেক্টের উদ্দেশে একটা সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করতে হয়। ওই সিগন্যালের অংশবিশেষ অবজেক্টে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। সিগান্যালটার গতিবেগ জানা আছে, কাজেই ট্র্যান্সপণ্ডার থেকে রওনা হয়ে ফিরে আসতে ওটার কতক্ষণ সময়

লাগল জানার পর হিসেব করে বের করা যায় কতটা পথ পাড়ি দিল ওটা। কিন্তু ডলফিন নিজেই ওই ব্যান্ডে সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করছে, এবং এই সিগন্যালগুলো, কতটুকু শক্তিশালী জানা নেই, ফিরতি সিগন্যালগুলোকে বাধা দিচ্ছে। দুটো সিগন্যালকে কীভাবে সামলাবে, ভেবে কোন কূল পাচ্ছে না জেনেটি। ওগুলোকে আলাদা করা দরকার, শুধু এটুকুই বুঝতে পারছে সে। সারা দিন ধরে বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা চালিয়েছে সে, কিন্তু কোনওটায় কাজ হয়নি।

এখন আবার নতুন একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'মনে হচ্ছে' ডলফিন যেন দ্বীপের দিকে একটু কোনাকুনি এগোচ্ছে। নিজেকে বারবার অভয় দেয়ার চেষ্টা করছে বটে, ভাবছে ও কিছু না, তেমন গুরুত্ব না দিলেও চলে, কিন্তু মনটা তবু খুঁত খুঁত করছে তার। কুবার্ত কী ইচ্ছে করে একটু ঘুর পথ ধরে আসছে? সম্ভব। ভূমধ্যসাগরের মেঝে তেমন সমতল নয়। বেশ কয়েকটা কন্টিনেন্টাল শেলফ আছে, আছে গভীর একটা খাদ। কুবার্ত হয়তো ওগুলো এড়াবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু তারপরই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বৈরুতের দিকে যাচ্ছে না তো ডলফিন?

'আপনি, মাদমোয়াজেল, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন,' বলল জাপ্লাস, জেনেটিকে শিউরে উঠতে দেখেছে সে। কন্ট্রোল রুমে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই এই মুহূর্তে। 'এত যত্ন করে আপনার জন্যে সাপার বানালাম, একটু তো মুখেও দিলেন না। এত কষ্ট করে মাছ ধরতে গেছি, আপনার জন্যেই তো।'

মিথ্যে কথা বলছে জাপ্লাস, ফিশিং বোট নিয়ে বেরিয়েছিল সে, তবে উদ্দেশ্য মাছ ধরা ছিল না, ছিল ইফিটাস-এর রাবার ডিঙ্গিটার ওপর চোখ রাখা। হঠাৎ করে এদিকে চলে আসে ওটা, সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। হেডল্যান্ড থেকে আধ কিলোমিটার দূরে মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথরগুলোর কাছে অকারণে ইতস্তত করছিল তার মনে হলো, ইফিটাসের বোটে একটা 'সাকার' রয়েছে। পানিতে নামিয়ে সেটা দিয়ে কয়েক কিলো মাছ ধরল ইফিটাস। পানির নীচে যারা স্পিয়ার গান ব্যবহার করে তাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না জাপ্লাস। রাবার ডিঙ্গিতে দাঁড়িয়ে হুকে আটকানো বড় একটা মাছ দেখাল তাকে ইফিটাস। ট্রাউজারের বোতাম খুলে বোটের কিনারায় প্রস্রাব করল জাপ্লাস, নিজের মতামত পরিষ্কার জানিয়ে দিল।

কন্ট্রোল রুমে ঢুকল জেভিক ব্রিল। 'সব চেক করেছ?' জিজ্ঞেস করল সে, সব সময় খুঁতখুঁত করছে।

'ইয়েস, বস,' বলল জাপ্লাস। 'ডলফিনের জন্যে সমস্ত আয়োজন কমপ্লিট। মাদমোয়াজেল ওটাকে নিয়ে এখন এলেই হয়। ওপরটা চেক করেছি দরজায় তালা দেয়া আছে, ক্যাট'স আইগুলো কাজ করছে...' অদৃশ্য আলোর বাহু দিয়ে জেভিক ব্রিল যখন কুঁড়েঘরটাকে ঘিরল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে। বিড়ালের চোখ নামটা তারই দেয়া, অদৃশ্য আলোর মধ্যে কিছু একটা চলে এলে অন্ধকারেও সেটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। জেভিক ব্রিল তাকে আরও অবাক করে দেয় মাইনগুলো মাটিতে পুঁততে বলে। সবগুলোর সাথে তার লাগানো আছে,

আগন্তুক কাউকে পছন্দ না হলে বোতাম টিপে মাইনগুলো ফাটিয়ে দেয়া যাবে ঘরের ভেতর বসে।

ভেতরে ঢুকল সিঙ্গার। যে-কোনও ফার্ম-হাউসে কিচেন যেমন সবাইকে টেনে আনে, এখানেও ওদেরকে তেমনি কন্ট্রোল রুম টেনে আনছে। আরেকজন লোককে দেখেছে জেনেটিক, দেখার সাথে সাথে বুঝেছে লোকটা ফরাসী। কিন্তু ওরা তাকে ওর নাম বলেনি। লোকটার চুলের গোড়া গাঢ় রঙের, ব্যস্ত হাতে সোনালি করা হয়েছে।

দরজা থেকে উঁকি দিয়ে ভেতরে একবার তাকাল ফন বেক, তবে ঢুকল না।

'আমাকে কিছু জানাবার মত আছে, মাদমোয়াজেল?' জিজ্ঞেস করল সিঙ্গার, নরম সুর।

মাথা নাড়ল জেনেটি। 'সচল, শুধু এটুকুই বলতে পারি,' বলল সে। 'কিন্তু এখনও বলা সম্ভব নয় ঠিক কোথায়। আর অবশ্য বেশি দেরি নেই। প্রতিটি প্রিন্ট-আউটেই দেখা যাচ্ছে আমাদের সিগন্যাল আরও জোরালোভাবে রিসিভ করা হচ্ছে। শিগগিরই আরও ভালভাবে রিসিভ করবে, তখন আর ট্র্যান্সমিশন কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। আমরা তখন দুটোকে আলাদাও করতে পারব।'

কী ভয় করছে সে সেটা আর বলল না। নিজেও ভাল করে বুঝছে না ব্যাপারটা। তবে এ-কথা ঠিক, সরাসরি ক্রীট দ্বীপের দিকে আসছে না ডলফিন। জেনেটি আসা করছে কুবার্ত নিজে এসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে।

জাপ্পাসের দিকে তাকাল সে। 'আর এক কাপ চা খাব আমি, জাপ্পাস।'

লাফ দিয়ে ছুটল জাপ্পাস, জেনেটির কাজে লাগতে পেরে মহা খুশি।

ইফিটাস আর তার বউ মিনারভারকে বলা হয়েছে দুঁদে বোঁ আর তার লোকেরা ন্যাটোর একটা মহড়ায় অংশ নিচ্ছে, এসেছে সাউদা বে থেকে। ন্যাটোর মহড়া এদিকে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়, এর সঙ্গে পরিচিত সে। যুদ্ধের সময় তার বাবা ছিল এই এলাকার গেরিলা যোদ্ধা, পালাবার সময় জার্মানরা তাকে খুন করে। এখনও সে ফরাসী, ইংরেজ আর মার্কিনীদের জার্মানদের শত্রু বলে মনে করে, অর্থাৎ সবাই তারা ক্রীটবাসীদের বন্ধু। কাজেই দুঁদে বোঁ-র অনুরোধ রক্ষা করতে আনন্দের সাথে রাজি হয়েছে সে। একটার খানিক পর রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিয়েছে ইফিটাস, তিনটের সময় ফিরে দুঁদে বোঁর কামরায় নক করছে। রানাকে আর্মিদের মত পোশাক পরে থাকতে দেখে দুঁদে বোঁ-র গল্প আরও বিশ্বাস্য বলে মনে হলো তার। 'সব রেডি, মি. বোঁ,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল বোঁ। 'আমাদের জন্যে দু চার টুকরো মেঘের ব্যবস্থা করা সম্ভব, ইফিটাস?' জানালা দিয়ে আশায় আশায় বাইরে তাকাল সে।

মৃদু হাসল ইফিটাস। 'চিন্তা করবেন না, মি. বোঁ,' বলল সে। 'কাল বড় একটা ঝড় আসছে…'

'কাল হলে চলবে না, ইফিটাস…

'বড় যে-কোনও ঝড়ের আগে কিছু মেঘ তো আসছেই…'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে দুঁদে বোঁ বলল, 'কই, আমি তো কোন মেঘ দেখছি না, হে। তুমি মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ, ইফিটাস।'

'উত্তর থেকে, মি. বোঁ, পাহাড় থেকে। পাপাডেলকে খুঁজতে গিয়ে দেখে এসেছি।'

পিছনের জানালার কাছে এল ওরা, চোরা স্ফাকিয়নের ছাদগুলোর ওপর দিয়ে দূরে তাকাল। আরও সামনে আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়া, চূড়ার মাথায় কালো কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসও আসছে ওই উত্তর দিক থেকে।

'আমরা তা হলে চারটের সময় ভেড়া হব,' বলল দুঁদে বোঁ।

মাথা কাত করে সায় দিল রানা। টেবিলের কাছে ফিরে এসে মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিল বোঁ। ফ্রেঞ্চ মেরিনদের সাথে যোগাযোগ করছে সে। সময়টা ওদেরকেও জানানো দরকার।

ন্যাটোর এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ক্যামেলিয়ন থেকে মটর টর্পেডো বোট নিয়ে এসেছে নেভি লেফটেন্যান্ট। চার্ট আর লগ পরীক্ষা করে ছয়জনের দলটার দিকে তাকাল সে। 'রওনা হবার সময় জানা গেছে,' ওদেরকে বলল সে। 'চারশো ঘণ্টা। খুব একটা চাঁদ থাকবে বলে মনে হয় না। প্রম্যানট্রি পর্যন্ত তীর ঘেঁষে এগোব আমরা। আমার কাছে নির্দিষ্ট বেয়ারিং আছে, একটা কুঁড়েঘরের নীচে। চাঁদটা মেঘের আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা না থাকলে পাহাড়ের গায়ে কুঁড়েটা দেখতে পাব আমরা। থাকলে, পাথরের গায়ে কোথাও পিটপিট করে একটা আলো জ্বলবে। সরাসরি ঢুকে পড়ে হামলা চালাব আমরা। তোমরা সবাই জানো ডলফিন কী রকম দেখতে। আমাদের দায়িত্ব ওটাকে ওখানেই নিরাপদে ধরে রাখা, যদি থাকে।'

তাকে নিয়ে মোট ওরা সাতজন। স্বেচ্ছাসেবীদের একটা দল। 'পিছোবার সময় কিন্তু এখনও আছে,' তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'সবাই জানো ঝুঁকিটা কী ধরনের। শুধু এখানে যারা আছে তারাই নয়, ডলফিনটাও মস্ত একটা হুমকি। তোমরা যে-কেউ ইচ্ছে করলে না গেলেও পারো। সেজন্যে কারও নিন্দা করা হবে না।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লেফটেন্যান্ট। সবাই ওরা গম্ভীর, কিন্তু কাউকে দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হলো না। 'হুইলের পিছনে রেটিঙের দিকে ফিরল সে। আমরা পৌঁছুনো মাত্র তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে, বুঝেছ তো?'

'জ্বী, লেফটেন্যান্ট।' সে আরও বুঝেছে, বোমাটা বিস্ফোরিত হলে তাদের একজনেরও বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই।

মটর বোটের ডেকে বড়সড় একটা নাইলন নেট তোলা হয়েছে, দুই কোণে বাঁধা আছে লিড ওয়েট, বাকি দুই কোণে কর্ক ফ্লোট। ডলফিনটাকে ওরা মাছের মত করে ধরতে চেষ্টা করবে। জালের দায়িত্বে থাকছে দু'জন লোক, বয়া আর ফ্লোটের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে তাদের। ডলফিনকে জালে আটকানো সম্ভব হলে ওটার সাথে পানির ভেতর দিয়ে তারাও এগোবে, এগোবার সময় আরও ভাল করে ডলফিনকে আটকে নেবে জালে, এবং সেই সাথে নিয়মিত বিরতি

নিয়ে বয়া আর ফ্লেয়ার ফায়ার করবে পজিশন জানাবার জন্যে। ওদের সাথে অতিরিক্ত বটলও থাকবে, বটলের বাতাস দিয়ে ফোলানো হবে একটা রাবার বেল্ট, সেটা ডলফিনের গায়ে জড়ানো হবে, ওটাকে পানির ওপর তোলার জন্যে। ঝুঁকিবহুল, জটিল একটা অভিযান, দুঃস্বপ্নের মত। সময়ও সীমিত, নিজেদের এয়ার সাপ্লাই শেষ হবার আগেই সব কাজ সারতে হবে ওদের।

'ঠিক আছে,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল লেফটেন্যান্ট। 'লেট'স গো!'

ভোর সাড়ে চারটের সময় প্রতিটি দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলে উঠল। কন্ট্রোল রুমে জেনেটির সাথে রয়েছে জাপ্পাস, মেয়ে মেয়ে গন্ধটা এতই ভাল লাগছে যে ঘুমাতে যায়নি। লাল আলো দেখেই বোতাম টিপে ইনফ্রা-রেড ক্যামেরাগুলো অন করে দিল সে। মনিটর স্ক্রীন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দড়াম করে দরজা খুলে গেল, আলুথালু বেশে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল জেভিক ব্রিল। বোতাম চেপে রাখলে লাল আলোর সাথে মৃদু ওয়ার্নিং বেলও বাজে, সেই শব্দেই তার ঘুম ভেঙে গেছে।

'দেখুন, কাণ্ড দেখুন,' বিরক্তির সাথে মাথা ঝাঁকাল জাপ্পাস। এই জন্যেই তো পাপাডেল পয়সা কামাতে পারল না। ওগুলো সব তার ভেড়া, ছাড়া পেয়ে পাহাড়ে চরে বেড়াচ্ছে। কতবার বলেছি, রাতের বেলা ওগুলোকে খোঁয়াড়ে রাখবি। দুধ কী আর সাধে পায় না!'

ক্যামেরার চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ল কুঁড়েঘরের বাইরের মাঠে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভেড়াগুলো। রাখাল পাপাডেলকে অবশ্য কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অশ্রাব্য একটা গাল দিয়ে বিছানায় ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে জেভিক ব্রিল, এই সময় একটা ভেড়াকে ঘুরতে দেখল সে, দেখল গাঢ় রঙের একটা রেখা ভেড়াটার গায়ের সাথে সেঁটে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল ভেড়াটা অস্থির হয়ে আছে। কারণটাও পরিষ্কার। 'মাই গড!' আঁতকে উঠল জেভিক ব্রিল। 'দেখছ? স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে তাকাল জাপ্পাস। এবার সে-ও দেখতে পেল। ভেড়ার সাথে সেঁটে রয়েছে একটা ছায়ামূর্তি, হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে রয়েছে লোকটা, এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে ভেড়ার ঘাড়, একটা পা ওটার পিঠের ওপর তোলা। বাকি ভেড়াগুলোও ঘুরল, ওগুলোর সাথে ঝুলে থাকা আরও নয়জন লোককে দেখতে পেল ওরা।

ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল ফন বেক, সাথে সিঙ্গার।

'ভেড়া,' দ্রুত ব্যাখ্যা করল জেভিক ব্রিল। 'তবে ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে আছে নয়জন মানুষ।'

ঝট্ করে জেনেটির দিকে ফিরল সিঙ্গার। 'ডলফিনকে আপনি আনতে পেরেছেন?' আস্তানার অস্তিত্ব অনন্তকাল গোপন রাখা যাবে না এ তো জানা কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে ডলফিনটা ওদের হাতে, নীচের গুহায়, চলে আসা উচিত ছিল। তবে এখনও সময় আছে, ওটাকে ওরা ব্যবহার করতে পারে। সব আয়োজন যদি ব্যর্থও হয়, বোমাটা ফাটিয়ে দিতে পারে ওরা, তবু একটা কিছু

করা হবে। 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, মাদমোয়াজেল? ডলফিনটাকে আপনি এনেছেন?' সিঙ্গারের চেহারায় মরিয়া একটা ভাব।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জেনেটি। 'পথে রয়েছে ওটা,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'এটুকুই শুধু বলতে পারি…'

'স্টুপিড বিচ!' খেঁকিয়ে উঠল ফন বেক। 'সরো, দেখতে দাও আমাকে!'

ইতিমধ্যে বোতাম টিপে সোনার অন করেছে জেনেটি, রিসেপশন আর ট্র্যান্সমিশনের আওয়াজ পরস্পরের সাথে জড়িয়ে গিয়ে শব্দজটের সৃষ্টি করছে, তারই ছবি ভিডিও স্ক্রীনে ফুটিয়ে তুলেছে কমপিউটর। 'চেষ্টা করে দেখো এর কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারো কিনা,' বলে চেয়ার ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে, আড়মোড়া ভাঙল।

জেনেটিক ছেড়ে দেয়া চেয়ারে বসল ফন বেক।

মনিটর স্ক্রীনের দিকে তাকাল সিঙ্গার, ইনফ্রা-রেড ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেড়াগুলোর পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রয়েছে লোকগুলো।

তার একটা নির্দেশের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে জেভিক ব্রিল। মুখে হাত বুলাল সিঙ্গার, তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

মাটির ঠিক নীচেই রয়েছে মাইনগুলো। একটা বোতাম চাপ দেয়ার শুধু অপেক্ষা। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে সেই কাজটাই করল জেভিক ব্রিল।

চারদিকে বিস্ফোরিত হলো কমলা রঙের আগুন। পরমুহূর্তে কালো হয়ে গেল স্ক্রীন, সবগুলো ইনফ্রা-রেড ক্যামেরা চুরমার হয়ে গেছে।

জেনেটির সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চিৎকার জুড়ে দিল সিঙ্গার, 'তাড়াতাড়ি ডলফিনকে এখানে নিয়ে আসুন, মাদমোয়াজেল জেনেটি!' তার কণ্ঠে আবেদনের সুর। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! আই বেগ অভ ইউ…'

দশ

বিস্ফোরণের শব্দ কানে ঢোকার সাথে সাথে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল নেভি লেফটেন্যান্ট। অনেক উঁচুতে বলে ভোঁতা লাগল কানে, তবে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল বারবার। আকাশের গায়ে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে আগুনের শিখাও দেখতে পেল সে। তারপর আবার সব অন্ধকার, কোথাও কোনও শব্দ নেই। প্রতিশ্রুতি অনুসারে চাঁদের শেষ রশ্মিটুকুও আড়াল করে রেখেছে কালো মেঘ ওদের মাথার ওপর ক্ষীণ একটা আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে।

'রাইট, গো!'

বোট থেকে ডাইভ দিল লেফটেন্যান্ট, বাকি সবাই একে একে অনুসরণ করল তাকে, শুধু দু'জন বাদে। ওরা দু'জন নেটটা পানিতে নামাতে সাহায্য করল। কর্ক ফ্লোটের সাথে লুপ রয়েছে, দু'হাতে সেই লুপ ধরে এবার তারাও লাফ দিল পানিতে।

ইতিমধ্যে সঙ্গীদের নিয়ে গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেছে লেফটেন্যান্ট, তাদের হেডব্যান্ডের সাথে আটকানো ল্যাম্পের আলোয় সামনের অন্ধকার পালিয়েছে। গুহামুখের সামনে নিখুঁতভাবে পিছনের লোক দু'জন পাতল জালটা, তারপর হেডব্যান্ড লাইট অফ করে দিল।

আলো নেভার আগের মুহূর্তে নড়ে উঠল লেফটেন্যান্টের হাত। সামনে বাড়ার নির্দেশ। গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল দলটা।

মাটির একটা ভাঁজে পাপাডেলের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে রানা আর দুঁদে বোঁ। অঝোরে কাঁদছে পাপাডেল, তবে নিঃশব্দে। 'ওদের প্রত্যেকের একটা করে নাম দিয়েছিলাম আমি,' ধরা গলায় বলল সে, ফোঁপাচ্ছে। 'ওরা প্রত্যেকে আমাকে ভালবাসত, আমিও ওদেরকে। সব শেষ হয়ে গেল...'

একযোগে সিধে হলো রানা আর বোঁ, মাথা নিচু করে জাপ্পাসের কুঁড়েঘরের দিকে ছুটল। সোজা নয়, এঁকেবেঁকে এগোল ওরা। নিহত ভেড়াগুলোকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগাল, ইফিটাসের তৈরি মনুষ্যমূর্তিগুলোর আড়ালে থামল দু'একবার। চটের বস্তা আর খড় দিয়ে তৈরি, ভেড়াগুলোর গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

ওদের সাথে আরও যারা রয়েছে তারা সবাই ফ্রেঞ্চ নৌ-বাহিনীর লোক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বেলজিয়ান এফ.এল.এন. রাইফেল, অটোমেটিকে সেট করা। কুঁড়েঘরের কাছে পৌঁছে গেল তারা।

দৈত্যাকৃতি একজন বোস্‌ন্ ওখানেই থামল না, ছুটে গিয়ে কাঁধের ধাক্কা দিল দরজায়। দড়াম করে খুলে গেল কবাট।

ভেতরের আরেকটা দরজা দিয়ে ঢুকছিল মার্ক পপেটি, দরজাটার পিছন দিক প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা, যাতে দেয়ালেরই একটা অংশ বলে মনে হয়।

কাউকে জীবিত আটকানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দেশ দেয়া হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবমেরিন গুহায় পৌঁছুতে হবে। এফ.এল.এন. রাইফেলের ট্রিগার টেনে ধরল বোস্‌ন্, ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল পপেটি, লাল গোলাপের মত দ্রুত একটা আকৃতি ফুটল তার বুকে, ধীরগতিতে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল সিঁড়ি থেকে। বোস্‌ন্ থামেনি, ছুটে চলেছে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো পপেটির ভাঁজ হয়ে থাকা পায়ের সাথে তার পা আটকে যাবে, কিন্তু না – পপেটির পিঠের ওপর পা দিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল সে, শেষ চারটে ধাপ টপকে নেমে গেল নীচে।

সামনে খোলা জায়গা, লবির মত। ডান দিকে খোলা দরজা, মনে হলো যেন একটা বেডরুম। তারপাশে আরেকটা খোলা দরজা। ভেতরে টেবিল, চেয়ার – সম্ভবত ডাইনিং রুম, আরও সামনে কিচেন।

ডান হাতটা ঝাঁকাল সে, তার পিছনের লোকটা ওদিকে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শুধু। সামনেও একটা দরজা, অল্প একটু খোলা। ভেতরে মানুষ। দরজার কাছাকাছি লোকটা এগিয়ে আসছে, হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র, এতক্ষণ ওটা হাঁটুর ওপর নিয়ে বসেছিল। ঘরের ভেতর এক পশলা গুলি ছুঁড়ল বোস্‌ন্,

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল, লাথি দিয়ে পুরোপুরি খুলে ফেলল দরজা। এক, দুই, তিনজন লোক ভেতরে, একটা মেয়ে। মেয়েটার দিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে তাকে, ফ্রেঞ্চ একটা মেয়ের দিকে। খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে একজন ইহুদির ওপরও, উল্টো অর্থে। সরু মুখ, লম্বা, চওড়া হাড়। দেখামাত্র গুলি করতে হবে। এই মেয়েটা সন্দেহ নেই ফ্রেঞ্চ। আবার গুলি করল সে। ডেস্কের পাশে দাঁড়ানো লোকটা বুকে গ্রহণ করল বিস্ফোরণ, গলাতেও বিস্ফোরিত হলো কয়েকটা বুলেট। পড়ে গেল পিছন দিকে। আগেই লাশ হয়ে গেছে।

একজন লোক, একটা মেয়ে। মেয়েটার মুখ আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠল। ভয় পেয়ো না, সুন্দরী, এই গতিতে শিগগিরই সব থেমে যাবে। ঠিক এই সময় তার রাইফেল জ্যাম হয়ে গেল।

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভার টেনে নিল সে। বেশি দেরি হয়ে গেছে। সরু মুখ লম্বা লোকটা পকেটে হাত ভরে দাঁড়িয়ে ছিল, বের না করেই ট্রিগার টেনে দিল। ধাক্কাটা বুকে অনুভব করল বোস্‌ন্‌, চোখ নামিয়ে তাকাল। ঠিক যেখানটায় হার্ট আছে বলে এত দিন ভেবে এসেছে সেখানে একটা গর্ত। তারপর শুরু হলো দীর্ঘ মন্থরগতি পতন। মেঝেতে পড়ার আগে সে দেখল খপ করে মেয়েটার হাত ধরে টান দিল লোকটা, ছুটে গিয়ে খুলে ফেলল একটা স্টীলের দরজা, অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

বোস্‌নের মেট, ফার্স্ট ক্লাস, দেখল বস বুকে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, আটকে দিচ্ছে দোরগোড়া। বসকে মেঝেতে পড়তে দিল না সে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এক দিকে। আড়াল না থাকায় ভেতরে একজনকে দেখতে পেল সে। কনসোল-এর পাশে রয়েছে, চিৎকার করছে, বোতাম টিপছে। গুলি করে তাকে মেরে ফেলল সে। প্রথমে হাতে, তারপর লক্ষ্যস্থির করে মাথায়। কনসোলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল লোকটার মগজ।

বোতাম টেপার ফলে তার সামনের টেলিভিশন স্ক্রীনের ছবি বদলে গেছে। ওটার পাশে একটা লাউডস্পীকার থেকে খানিক আগে পিং আওয়াজ বেরুচ্ছিল, বিরতির পর আবার পিং। হঠাৎ সেটা মরিয়া হয়ে একটানা কর্কশ আওয়াজ ছাড়ছে।

ছবিটা ঢেউয়ের আকৃতি পেয়েছে, ঢেউয়ের মাথায় ঝুঁটি।

লাউডস্পীকারের আওয়াজ বদল হবার সাথে সাথে ছবিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

থেমে গেল লাউডস্পীকারের আওয়াজটাও, শুধু একটা ব্যঙ্গাত্মক হিস হিস শোনা যাচ্ছে।

রানা আর দুঁদে বোঁ একসাথে ঢুকল কন্ট্রোল রুমে। চারদিকে তাকাল ওরা। বোস্‌নের পাশে হাঁটু গেড়ে একবার বসল বোঁ। বোস্‌ন্‌ কথা বলার চেষ্টা করল। তাঁর ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'দু'জন,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'স্টীলের দরজা দিয়ে পালিয়েছে।' শুনতে পেয়ে সেদিকে ছুটল রানা।

দরজার হাতল ধরে টান দিল, খুলে হাতে চলে এল সেটা।

'ফ্রেঞ্চ মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে গেছে,' বলল বোস্‌ন্‌, ঘড়ঘড় আওয়াজ

বেরিয়ে এল গলা থেকে। মাথাটা হঠাৎ হেলে পড়ল পিছন দিকে, ঠুকে গেল মেঝের সাথে। মারা গেল সে।

মেট ফার্স্ট ক্লাস চিৎকার করে উঠল লবি থেকে। ছুটে এল ওরা। লিফট শ্যাফটের টপ-টা আবিষ্কার করেছে সে। ওপরে উঠে আসছে লিফট।

হাত তুলে দ্রুত নির্দেশ দিল রানা। সাথে সাথে লুকাল ওরা। মেকানিকের ওঅর্ক-রুমে একজন, বেডরুমের দোরগোড়ায় একজন, দুঁদে বোঁকে নিয়ে রানা ডাইনিং রুমের ভেতর। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল ও, লিফট থেকে যে-ই বেরুক, তার সাথে পপেটিকে দেখতে পাবে। বোঁ ওকে সাহায্য করল, লাশটা টেনে আড়ালে রাখা হলো।

লিফট শ্যাফটের মাথায় পুরোদস্তুর ছাদ বা দরজা নেই, রয়েছে গ্রিল লাগানো একটা গেট। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল লিফট কাছে চলে আসছে।

লিফটের খাঁচার মাথায় হুইল দেখা গেল, রশি পেঁচানো রয়েছে।

লিফট খালি, খাঁচার ভেতর কেউ নেই।

কালো পোশাক পরা দু'জন লোক গুড়ি মেরে বসে রয়েছে খাঁচার ছাদে।

লিফট টপে দরজা নেই বুঝতে পেরে লোক দু'জন লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। দু'জনের পরনেই রাবার ওয়েটসুট, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল।

'ঠিক আছে,' দেখা না দিয়ে বলল দুঁদে বোঁ। 'এখানে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমরা সামলেছি।'

এতক্ষণে সিধে হলো লোক দু'জন, আড়াল থেকে দুঁদে বোঁ আর রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখল তারা। একজন বলল, 'নীচে দু'জনকে ঠাণ্ডা করেছি আমরা। একজন ক্রীটান, চেহারা দেখে মনে হলো। অপরজন ইংলিশ। আমাদের সবাই ভাল।'

'বেঁচে আছে? ক্রীটান আর ইংরেজ?'

'ক্রীটান ঠিক আছে। কিন্তু ইংরেজটা খেলতে চেয়েছিল। বাঁচতেও পারে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ডলফিন?'

ফিরল লোকটা। 'সব আছে – আধুনিক সুযোগ-সুবিধে সহ বিশাল একটা গুহা, আলো, ক্রেন, ড্রাই-ডকিং এরিয়া।' মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু কোনও সাবমেরিন নেই।'

কথাটা ঘুসির মত আঘাত করল রানাকে। অভিশপ্ত জিনিসটার কাছাকাছি দু'দু'বার আসতে পারলেও শেষ পর্যন্ত আবার ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে। ওঅর্কশপে ঢুকে একটা প্লায়ার্স আর স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে এল ও। 'ক্রীটান লোকটাকে নিয়ে আসুন এখানে।' দরজার গর্তে টর্চের আলো ফেলল, হাতলটা যেখানে ছিল। হাতলের বাকি অংশটা দরজার ওদিকে ছিল, ওদিক থেকেই সেটা খুলে নেয়া হয়েছে। কারণটা পরিষ্কার, কেউ যাতে সাথে সাথে পিছু নিতে না পারে। এ-ধরনের ছোটখাট সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারেও অবহেলা করেনি সিঙ্গার।

গর্তের ভেতর প্লায়ার্স ঢোকাল রানা, কোনওভাবে তালাটা খোলা যায় কিনা দেখছে।

পিছন থেকে গোঙানির আওয়াজ পেয়ে ঘুরল দুঁদে বোঁ। তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমে ফিরে এল সে, যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মার্ক পপেটি। তার চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টিতে প্রাণ খুব সামান্যই। যে-কোনও মুহূর্তে নিভে যাবে আলো।

তার পাশে ধীরে ধীরে বসল বোঁ। আলতোভাবে হাত দিল মুখে।

মুখে হাত অনুভব করে মাথাটা ঘোরাল পপেটি।

'আমি, পপেটি,' বলল বোঁ।

পপেটির হাসিটা ভৌতিক লাগল। 'ব্লিপার, তাই না?' জিজ্ঞেস করল পপেটি, কোনও রকমে শুনতে পেল দুঁদে বোঁ। 'কোথায় বলো তো, দাঁতে?'

'না। পিঠে।'

'সুড়সুড় করত জায়গাটা...'

'কিন্তু চুলকাতে পারোনি। কেন, মার্ক? কেন?' জিজ্ঞেস করল বোঁ। 'টাকার জন্যে?'

বাতাসের অভাবে মাছের মত খাবি খাচ্ছে পপেটি। 'না, টাকা নয়...বুঝতে পারোনি? রক্তের টান, দুঁদে। আমিও তো ওদের একজন... ঝাঁকি খেলো পপেটি, মুখের ভেতরটা ভরে উঠল রক্তে। বমি করার পর আবার কথা বলল সে। আশ্চর্য, চোখ দুটো তার হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। 'আমার জীবন সার্থক হলো, দুঁদে, স্বজাতির জন্যে প্রাণ দিতে পারলাম। দুঃখ শুধু এই যে সাথে করে শত্রুদের কাউকে নিয়ে যেতে পারছি কিনা জানি না...' মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ল তার।

দরজার দিকে পিছন ফিরে দুঁদে পপেটির মৃত্যু চাক্ষুষ করল রানা। ফ্যানাটিকদের সবাই একই রকম হয়, ভাবল ও। আলবদর, রাজাকার, বা অন্য যে নামেই ডাকা হোক ওদের, সবাই ওরা মানবসভ্যতার পরম শত্রু।

বন্ধুর পাশে চুপচাপ বসে থাকল দুঁদে বোঁ। লিফটটা আবার উঠে আসছে শুনতে পেয়ে ধীরে ধীরে সিধে হলো সে। তারপর ঝুঁকে বেরেটটা দিয়ে ঢেকে দিল পপেটিকে।

লিফট থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল, অবশ্যই ক্রীটান সে। চেহারায় ফুটে থাকা মৃদু হাসির অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় – দেখুন, আমার কোনও দোষ নেই। 'ইভান গেলিয়স জাপ্লাস, বস,' প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি, একবার চোখ বুলিয়েই বুঝে নিয়েছে কে এখানে লিডার। 'জানতে পারলে কৃতার্থ হই কার সাথে কথা বলার সুযোগ হচ্ছে আমার...'

'এই দরজাটা,' বলল রানা, 'কীভাবে খোয়া যায় বলতে পারো? গেছে কোথায়?'

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল জাপ্লাস, গর্তটা দেখল। 'ধেত্তেরি!' বলল সে। 'আবার বেরিয়ে এসেছে! সময় পাইনি, ভাল করে লাগাতে পারিনি...

'কোথায় যাওয়া যায়?'

'একটা স্টোর রুমে, বস।'

'কী আছে?'

'তার, লোহা-লক্কড়, মদের বোতল, এক বস্তা আলু…'
'খুলতে পারবে?'
'পারব, বস।'
'তাড়াতাড়ি।'

রানার হাত থেকে হাতলটা নিল জাপ্পাস, দেখল হাতলের ছিপি-টা নেই 'কিন্তু বস, মেটাল রড-টা ওদিকে রয়ে যাওয়ায় কাজটা অত সহজ হবে না।'

দরজা খুলতে দশ মিনিট লাগল। ফ্রেঞ্চ মেরিনদের কাছ থেকে একটা মাইন্ চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করল রানা, উড়িয়ে দেয়া হলো দরজাটা। ভেতরে একটা স্টোর রুমই, মদ আর আলু রয়েছে। তবে একটা টানেলের মুখও দেখা গেল, পাথর কেটে বানানো, ওপর দিকে উঠে গেছে। সেটা ধরে ছুটল ওরা, জানে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

টানেলের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি, নীচের ধাপে বসে রয়েছে জেনেটি

'সিঙ্গার বলল এখানে বসে থাকো, তা হলে কেউ আমাকে গুলি করবে না,' বলল সে। 'কী ঘটছে কিছুই বুঝতে…'

টানেল থেকে ফিরিয়ে আনা হলো জেনেটিকে, বাকি অংশটুকু পরীক্ষা করল রানা। পাথর ভাঙা টানেলটা একটা গুহায় গিয়ে মিশেছে, পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে মাত্র চার ফুট নীচে গুহামুখ – অনায়াসে ওঠা বা নামা যায়।

এতক্ষণে স্ফাকিয়ন পাহাড়-শ্রেণীর যে-কোনও জায়গায় পৌঁছে গেছে সিঙ্গার। আর যদি নীচের দিকে নেমে থাকে, সাগরপথে নাগালের বাইরে চলে যেতে পেরেছে।

হঠাৎ করে টানেলের শেষ মাথা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। ছুটতে ছুটতে ফিরে এল ও। কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনেটি, ভিডিও স্ক্রীনে ফুটে থাকা কিম্ভূত ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে, ছবিগুলো ইংরেজী ডি অক্ষরের মিছিলের মত দেখতে। লাউডস্পীকার থেকে ফাঁপা একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে, তুঙ্গে উঠছে আওয়াজটা, তারপরই আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, বারবার।

প্রিন্ট-আউটের দিকে একটা হাত তুলল জেনেটি, চেহারায় আতঙ্ক, চোখ জোড়া বিস্ফারিত। 'এ নিশ্চয়ই সেই উন্মাদটার কাজ,' বলল সে। 'ফন বেক।'

টাইপে ছাপা সংখ্যাগুলো দেখল রানা, কিছুই বুঝল না।

মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে বসল জেনেটি, ভিডিও স্ক্রীনের দিকে সম্মোহিতের মত এখনও তাকিয়ে আছে। এক সেট বোতাম টিপল সে, ছবি আর শব্দ বন্ধ করে দিল। আরও এক সেট বোতামে চাপ দিল। কিন্তু নতুন কোনও ছবি ফুটল না, কোনও আওয়াজও শোনা গেল না।

'কী ঘটছে?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

ঝট্ করে ফিরল জেনেটি। 'প্রিন্ট-আউট দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি,' কাঁপা গলায় বলল সে, 'ডলফিনে যে নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা রয়েছে সেটাকে ফাটাবার সমস্ত আয়োজন শেষ করেছে ফন বেক, তারপর ডলফিনকে ফাইন্যাল কোর্সের দিকে সেট করে, ওটার সাথে যোগাযোগ করার সমস্ত মাধ্যম বিচ্ছিন্ন

করে দিয়েছে। ডাটা বেস মুছে ফেলেছে সে।'

'মাই গড!' শিউরে উঠল রানা।

রানার কনুই খামচে ধরল দুঁদে বোঁ। 'এখন কী হবে!'

'ডলফিনকে ফিরে পাবার আর কোনও উপায় নেই,' নিজেও জানে না কেন চিৎকার করে কথা বলছে জেনেটি। 'না পারব ধরতে, না পারব ফিরিয়ে আনতে, কিংবা রিডাইরেক্ট করাও সম্ভব নয়। ডলফিন হাতছাড়া হয়ে গেছে···পিয়েরে কুবার্ত আর কোনওদিন ফিরবে না!'

'বেঁচে আছে কী? সম্ভবত চালাচ্ছে ওটাকে?'

'বেঁচে নেই। নির্ঘাত মারা গেছে সে। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমও তো অফ করে দেয়া হয়েছে···,' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল জেনেটি।

এক পা এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। জানে, এ-ধরনের শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে সে ক্ষমতা কোনও ভাষার নেই, তারচেয়ে অনেক বেশি কাজ দেয় কোমল স্পর্শ। রানার মনে পড়ল, ক্ষতবিক্ষত শার্লটকে দেখার পর ওর মনের অবস্থা কী হয়েছিল গোটা ব্যাপারটার জন্যে নিজেকে দায়ী ভেবেছিল সে, মনে হয়েছিল নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। জেনেটিও সম্ভবত নিজেকে দায়ী ভাবছে, ফন বেককে বাধা দিতে পারেনি বলে। সে হয়তো আগেই এমন ব্যবস্থা করতে পারত, কেউ চেষ্টা করলেও মুছে ফেলতে পারত না ডাটা বেস।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল জেনেটি, 'আমার উচিত ছিল ডাটা বেস কপি করা। তাতে অন্তত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতে পারতাম। এখন তো সবই শেষ হয়ে গেল!'

ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে গেলিয়স জাপ্পাসকে জেরা করছে দুঁদে-বোঁ, কিন্তু খুব বেশি কিছু জানতে পারছে না।

'বেশ ক'বছর আগে সিঙ্গারের সাথে পরিচয় হয় আমার,' বস,' বলল জাপ্পাস। 'একটা জায়গা খুঁজছিল। আমারটা চলবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। দেখে শুনে মনে হলো, লোক সে ভালই। বলল, আর একটা মেরিন এক্সপ্লোরেশন কোম্পানী আছে, সাগরের তলায় তেল আর খনি খুঁজে বের করে বলল, একটা এক্সপ্লোরেশন ভেসেল তৈরি করছে তারা, সেটা রাখার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা দরকার হবে তার। বহু বছর আগে এই গুহা আর কামরাগুলো আবিষ্কার করি আমি, সিঙ্গারকে ভাড়া দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়, বস? আমি নিরীহ একজন ক্রীটান। প্রবাদটা আপনারও বোধহয় জানা আছে, বস। একজন ইংরেজ একটা বোট, দুজন ইংরেজ একটা নৌ-বাহিনী, তিনজন ইংরেজ একটা সাম্রাজ্য। একজন জার্মান একজন সৈনিক, দু'জন জার্মান একটা সেনাবাহিনী, তিনজন জার্মান একটা যুদ্ধ। সেরকম – একজন ক্রীটান একটা চাষা, দু'জন ক্রীটান দু'জন চাষা, তিনজন ক্রীটান চারজন চাষা··· আমি হলাম সেই চতুর্থ চাষা, বস। সিঙ্গারের হয়ে কাজ করেছি, ব্যস এইটুকুই।'

‘প্যারিসের একটা মিটিঙে তুমি ছিলে…?’

‘ছিলাম, বস। অ্যাপার্টমেন্টটা ভারি সুন্দর, জানালা দিয়ে বনভূমি দেখা যায়। লোকগুলো সত্যি বাঁচতে জানে, কী বলেন?’

‘কী নিয়ে ছিল মিটিঙটা?’

‘তা কী করে বলব, বস! মিটিঙ চলার সময় আমি থাকলে তো। ওখানে আমাকে সিঙ্গার পাঠিয়েছিল, লোকগুলোকে এই জায়গার কথা জানানোর জন্যে। বলেই আমি ফিরে আসি। বিশ্বাস করুন, প্যারিসে না গেলেই ভাল হত। যা ভুগতে হয়েছে!’

‘কী রকম?’

‘অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে, বস, কী মতিভ্রম হলো কে জানে; একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে তাজা কাঁকড়া কিনে খেলাম বেশ কয়েকটা। ভাল করে বোধহয় সেদ্ধ হয়নি, এমন গা চুলকাতে লাগল যে গায়ে কাপড় রাখাই দায়! সেই থেকে কান মলেছি, প্যারিসের নামও মুখে আনব না।’

‘আর এ-সব… ? এত সব ইকুইপমেন্ট?’

‘দেখুন, বস, আপনাকে তো আগেই সব বলেছি। এ-সব ব্যাপারে কিছুই আমার জানা নেই। একজন লোক কীভাবে কী করতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে, আমি করেছি।’

‘মাইনগুলো, জাপ্পাস?’

‘মাটির নীচে কি ওরা পুঁতছে আমাকে বলেছে? মাটি খুঁড়তে বলল, খুঁড়লাম তার জোড়া দিতে বলল, দিলাম। রান্না করতে বলল, করলাম। এই তো আমার কাজ, লোকে যা বলে করে দিই। এর মধ্যে অপরাধ কোথায়, বস?’

জেভিক ব্রিলের সাথে রানাও তেমন সুবিধে করতে পারছে না। তাকে নিয়ে বেডরুমে বসেছে ও। একজন লোক যদি কোনও শব্দই না করে, কীভাবে এগোনো যায়? জেনেটিকে ছেড়ে রানা কামরায় ঢোকার পর একটা কথাও উচ্চারণ করেনি জেভিক ব্রিল। ইন্টারোগেশন ব্যর্থ করার জন্যে চুপ থাকা সবচেয়ে ভাল কৌশল। কোনওভাবে যদি একটা কথা বলানো যায়, গলগল করে বাকি সব কথা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু খুব কম লোকই সব কিছু সহ্য করে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে। অক্লান্তভাবে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে রানা, ক্লান্ত করে তুলছে জেভিক ব্রিলকে। কখনও ভয় দেখাচ্ছে, কখনও লোভ। কিন্তু কিছুতেই কোনও লাভ হচ্ছে না।

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে বসে আছে জেভিক ব্রিল মুখ খুলবে না।

লেবাননের প্রধানমন্ত্রী সিরিয়া আর লিবীয়ার কাছ থেকে প্রস্তাব পেলেন। একই প্রস্তাব এল ইয়াসির আরাফাতের তরফ থেকেও। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করা হোক কর্নেল গাদ্দাফী তাঁর চিঠিতে লিখছেন, ‘এবার আর মাঝ পথে থামাথামি নয়, আমরা তেল আবিব আর জেরুজালেম দখল করব, থেকে যাব ওখানে। জিততে আমাদের হবেই, তা না পারলে ধ্বংস হয়ে যাব।’

কিন্তু লেবানীজ মুসলিম রাজনীতিবিদরা যুদ্ধের প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিলেন। গোটা আরব যদি একযোগে ইসরায়েল আক্রমণ করে তা হলে বিজয় সম্ভব হবে, কিন্তু বিজয় ধরে রাখা সম্ভব হবে না। ভুলে গেলে চলবে না যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের সমর্থক। প্রয়োজনে আমেরিকানরা ইসরায়েলের হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করবে তা ছাড়া, ইসরায়েলের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। হেরে যাচ্ছে দেখলে তারা ওটা ব্যবহার করবে। না, ইসরায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলে আসলে কোনও লাভ নেই।

এরপর ইয়াসির আরাফাত বিকল্প একটা প্রস্তাব দিলেন। বৈরুত থেকে মুসলমানরা চলে যায় যাক, ফিলিস্তিনী গেরিলা যাবে না। বৈরুত খালি হয়ে গেলে ইসরায়েলিরা ঢুকবে, জানা কথা – তখন তাদের সাথে লড়বে ওরা। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন সেটা তাদের সিদ্ধান্ত, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু বলার নেই।

আরাফাতের সাথে বৈঠক শেষ করেছেন তিনি, এই সময় একটা মেসেজ এল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রীসভার মিটিঙ ডাকা হলো। সবাইকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমরা বাস করছিলাম সেটা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। সাবমেরিনটা অ্যাটমিক ডিভাইস নিয়ে আমাদের উপকূলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। বৈরুতের তীরে আঘাত হানবে ওটা। আঘাতের সঠিক সময় জানা সম্ভব হয়নি। বলা হয়েছে, আগামী বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সময় হতে পারে। আমার পরামর্শ, আপনারা যাঁরা বৈরুত ছেড়ে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা আপনজনদের কাছে ফিরে যান…' তাঁর গাল বেয়ে নেমে এল নোনা পানির দুটো ধারা

বৈরুত এয়ারপোর্টের পরিস্থিতি নরককেও বোধহয় হার মানাবে। হাজার হাজার দিশেহারা মানুষ সপরিবারে রানওয়ে ধরে ছুটছে, কে কার আগে উঠতে পারে প্লেনে।

জমাট বাঁধা চিনির ওপর পিঁপড়ে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, বৈরুতের মুসলমানরাও তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়েছে এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের ওপর। মানুষের কালো মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, মানুষ আসছে মিছিল করে। বাচ্চা আর মেয়েরা কাঁদছে, প্রৌঢ় আর বুড়োরা সশব্দে বুক চাপড়াচ্ছে। শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্যে অনেক আগেই আর্মি তলব করা হয়েছে, কিন্তু তারাও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। সদ্য তৈরি ব্যারিয়ার ভেঙে ফেলেছে উন্মত্ত জনতা। ডিপারচার বিল্ডিঙের ডান দিকে স্টীল আর ওয়ায়্যার দিয়ে তৈরি করা শাটার এক সময় ভেঙে পড়ল, ওখানে দাঁড়ানো সৈনিকরা দেখল বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মত তাদের দিকে ধেয়ে আসছে হিংস্র মানুষ। হাতের রাইফেল ওপর দিকে তুলে গুলি করল তারা। গুলির শব্দ মুহূর্তের জন্যে মন্থর করল জনস্রোতের গতি, কিন্তু পিছনের সারির লোকজন সৈনিকদের দেখতে পাচ্ছে না, মহা শোরগোলের মধ্যে গুলির আওয়াজও তাদের কানে

পৌঁছুল না। সামনের সারিকে ইতস্তত করতে দেখে ধাক্কা দিল তারা, বাধা টপকে এগোতে শুরু করল। জনস্রোত আপনগতিতে এগিয়ে এল, কার সাধ্য তাকে থামায়।

সামনের সারির লোকগুলো পিছনের সারির পায়ের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হতে লাগল। আর্তচিৎকারে কান পাতা দায়। এভাবে দ্বিতীয় সারিরও পতন ঘটল, তাদেরকে ধরাশায়ী করে এগিয়ে এল তৃতীয় সারি।

সৈনিকদের নেতৃত্বে রয়েছে একজন ক্যাপ্টেন। জীবনের সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করছে সে। প্রতি মুহূর্তে আরও নীচের দিকে গুলি করার নির্দেশ দিতে হলো তাকে, প্রতিবার নির্দেশ দেয়ার সময় বুক ফেটে গেল তার। এখন সৈনিকরা গুলি করছে জনতার মাথার কাছাকাছি, এক-আধটুর জন্যে প্রথম সারির চুল স্পর্শ করছে না বুলেটগুলো। কিন্তু আরও যারা পিছনে রয়েছে তাদের অনেকেই আহত বা নিহত হলো।

একটু পরই জনতা টের পেল ব্যাপারটা। গুলির আওয়াজও শুনতে পেল তারা। মিছিল থামার চেষ্টা করল, এদিক ওদিক কাত হলো জনস্রোত, পিছু হটার চেষ্টা করল। ভিড়ের চাপে জ্ঞান হারাল অনেকে, বহুলোক পড়ে যাবার সাথে সাথে বুকে-পেটে লাথি খেয়ে মারা গেল।

ঘর্মাক্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত মুখ দেখতে পাচ্ছে ক্যাপ্টেন। হাজার হাজার মুখ, খোলা। চিৎকার করছে, গাল পাড়ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, কারও কথা আলাদাভাবে বোঝার উপায় নেই। তারপর আবার তারা এগিয়ে আসতে লাগল। এবার আরও দ্রুত, আরও বেপরোয়া ভঙ্গিতে। মৃত্যুভয়ে মৃত্যুর দিকেই ছুটে আসছে ওরা, বোধবুদ্ধি হারিয়ে।

সমগ্র অস্তিত্বে কান্না নিয়ে হাত আরও নিচু করল ক্যাপ্টেন। তার সৈনিকরা জনস্রোতের কোমর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সামনের সারির লোকগুলো টপ টপ করে পড়ে গেল, মানুষের লাশ দিয়ে তৈরি হয়ে গেল উঁচু একটা ব্যারিয়ার। পিছনের জনতা আতঙ্কে অস্থির হয়ে দিকবিদিক ছুটোছুটি শুরু করেছে। কিন্তু কোথাও যাবার জায়গা নেই। তিল ধারণের ঠাঁই নেই, নড়বে কীভাবে? স্থির হয়ে গেল জনস্রোত।

একশো পর্যন্ত গোণার পর আর পারল না ক্যাপ্টেন, পকেট থেকে রিভলভার বের করে একশো এক নম্বর লাশ হয়ে গেল নিজেই। কপালে মাজ্‌ল্‌ ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছে সে।

শক্ত চেহারার একজন লেফটেন্যান্ট এগিয়ে এল তার জায়গায়, নেতৃত্ব তুলে নিল নিজের হাতে। হাঁটু গেড়ে বসল সে, আলতো হাতে বন্ধ করে দিল ক্যাপ্টেনের চোখের পাতা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে জনতার দিকে রাইফেল তুলল সে। সাবধান, কেউ এগোবে না।

রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেঝেতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল দু'জন সৈনিক। তারা আর পারছে না।

লাশগুলোর চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকেরা। বুক চাপড়ে কাঁদছে স্বজন হারানো মানুষ। চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে সৈনিকদের: 'খুনী!

ইহুদিপ্রেমিক! কাফের!'

সাইরেন বাজিয়ে সামরিক অ্যাম্বুলেন্স এল ধীর গতিতে। আহতদের কোথায় তারা নিয়ে যাবে? আগামী বিশ ঘণ্টা তাদের নিয়ে কী করবে তারা?

আরও দু'জন সৈনিক রাইফেল ফেলে দিল, মাথা নিচু করে হেঁটে দৃশ্য থেকে বিদায় নিল তারা। একজন অঝোরে কাঁদছে, অপরজন বমি করল।

রানওয়ে ধরে ছুটে এল একজোড়া আর্মি স্কাউট-কার, ভিড় লক্ষ্য করে ঘুরছে গাড়িতে বসানো মেশিনগান। একটা ট্রাকও পৌঁছুল, এক স্কোয়াড সৈন্য ধরাধরি করে নীচে নামাল গুটানো একটা ক্যানভাস, দুই মিটার উঁচু। ক্যানভাসের সাথেই রয়েছে তেকোনা পায়া সহ ইস্পাতের রড, রডগুলো খাড়া করে পর্দার ব্যবস্থা করা হলো, দুটো বিল্ডিঙের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা আড়াল হয়ে গেল। এরপর লাউডহেইলারে ঘোষণা করা হলো, এক লাইনে থেকে রানওয়েতে আসতে পারবে মানুষ। লাইন থেকে কাউকে বেরুতে দেখলে সাথে সাথে গুলি করা হবে।

মুহূর্তেই নিহত বা আহত আপনজনের কথা ভুলে গেল মানুষ, লাইনে দাঁড়ানোর জন্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। তবে ধীরে ধীরে একটা শৃঙ্খলা ফিরে এল, লাইন দিয়ে রানওয়েতে বেরুতে শুরু করল সবাই।

মাথার ওপর একাধিক প্লেন চক্কর দিচ্ছে। একটা প্লেন নামছে, আরেকটা টেক-অফ করছে, বিরতিহীন। টিকেটের ঝামেলা নেই, কাস্টমস চেকিঙের প্রশ্ন নেই। সিঁড়ি বেয়ে শুধু উঠে যাওয়া। পাইলটদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সিট ভর্তি হবার সাথে সাথে টেক-অফ করতে হবে।

তবে বৈরুত পোর্টের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। গোটা উপকূলে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট বড় নানা ধরনের জলযান, এমনকী মাছ ধরার নৌকোগুলোও মোটা টাকা নিয়ে যাত্রী বহন শুরু করেছে। খবর পাওয়া গেল, এঞ্জিনচালিত কোনও কোনও জেলে-নৌকো মাথা পিছু তিন হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ভাড়া হাঁকছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নগদ টাকার বদলে ঘড়ি, অলঙ্কার, অ্যান্টিকস ইত্যাদিও ভাড়া হিসেবে নেয়া হচ্ছে।

মিশরীয় নৌ-বাহিনীর টাস্ক ফোর্স বি/নাইন-এর একটা অংশ হলো পিরামিড। পিরামিড সার্ভিস ও স্যালভেজ শিপ, বি/নাইনের সমস্ত জাহাজকে ফুয়েল, সাপ্লাই, অ্যামুনিশন সরবরাহ করে, সেই সাথে মেরামতের কাজও করা হয়। ভাসমান ওঅর্কশপ বলা যায় এটাকে। এঞ্জিনিয়ারিং রুম, ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট, উড-ওঅর্কিং টুলস, এমনকী একটা ইন্ডাকশন ফারনেস পর্যন্ত আছে যেখানে স্টেইনলেস স্টীল ব্যবহার করা হয় ঢালাই-এর কাজে।

ডেকে রয়েছে দুটো বৃহদাকার ক্রেন আর পুরোদস্তুর ডাইভিং সুবিধে।

ফাইটিং ব্রিজের নীচে আর ডিউটি ব্রিজের পিছনে সোনার রুম। সোনার রুম আর ডিউটি ব্রিজের মাঝখানে ইস্পাতের দেয়াল তোলা আছে। পিরামিডের সোনার রুম শুধু যে সাধারণ নেভিগেশন সিস্টেম হিসেবে কাজ করে তাই নয়, কাজ করে নিমজ্জিত বা অচল জাহাজের লোকেশন জানার 'কান' হিসেবেও।

চীফ পেটি অফিসার আবদেল এয়াকুব নিজের ডেস্কে বসে ডিউটি ফর্ম পূরণ করছে, এই সময় পেটি অফিসার থার্ড ক্লাস মোক্তাদির খুক্ করে কেশে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মাথা থেকে হেড-ফোন খুলে বাড়িয়ে দিল চীফের দিকে। 'একটু শুনবেন, চীফ?' জিজ্ঞেস করল সে।

একটা ফোন কানে ঠেকাল চীফ। পিং, বিরতি, পিং। শুনতে শুনতেই সোনার কনসোলের দিকে তাকাল সে, 'ব্যাপারটা কী, মোক্তাদির?' জানতে চাইল সে।

মাথা চুলকাল মোক্তাদির। 'দশ মিনিট ধরে পাচ্ছি ওটা, চীফ। ওটার একটা কোর্স প্লট করেছি, এবং ডেপথ্...'

'তারপর?'

'লেবানন উপকূলের দিকে যাচ্ছে, চীফ – সরাসরি বৈরুতের দিকে। অন্তত আমার প্লট তাই বলছে।'

'আল্লাহ মেহেরবান!'

'স্টেডি স্পীড ফাইভ নট, চীফ। অদ্ভুত ব্যাপার, চীফ – মনে হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম ফলো করছে ওটা...'

'কী রকম?'

'নির্দিষ্ট একটা উচ্চতা বজায় রাখছে, চীফ। সাগরের মেঝে উঁচু হলে ওটাও উঁচু হয়, নিচু হলে নিচু হয়। নেভিগেটর কোনও মানুষ হলে এতটা নিখুঁত রিয়্যাকশন অসম্ভব।'

'তা হলে কী ওটা?'

'যেটা আমরা খুঁজছি, চীফ – অন্তত আমার তাই ধারণা। ফরাসী সাবমেরিন – সবুজ ডলফিন।'

এগারো

ক্যামেলিয়া থেকে উড়ে এল একটা হেলিকপ্টার, থামল পিরামিডের মাথায়, মাস্তুলের ডগা থেকে পঁচিশ গজ দূরে। উইঞ্চের সাহায্যে পিরামিডের ডেকে নেমে এল রানা, দু'মিনিট পর তাকে অনুসরণ করল দুঁদে বোঁ।

একজন এনসাইন, কনুইয়ের ওপর আস্তিনে একটা ব্যান্ড লাগানো রয়েছে, পথ দেখিয়ে সোনার রুমে নিয়ে এল ওদেরকে। প্রথমেই ওরা ইকো শুনল। চীফ ওদেরকে চার্ট টেবিলের সামনে নিয়ে এল, কামরার মাঝখানে নীচে একটা আলো জ্বলছে, আলোকিত হয়ে আছে চার্ট, ওপরে প্লেক্সি-গ্লাসের আবরণ। 'আপনারাও জানেন,' বলল সে, 'অল্প কয়েকটা প্লট থেকে একটা রুট জানা খুব কঠিন। যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে প্লটগুলো মিলিয়েছি আমরা, এবং জিনিসটা যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত কম্পাস বেয়ারিঙের সাহায্যে ছুটছে। জটিল হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, লেবাননের দিকে যাচ্ছে ওটা টার্গেট এরিয়া...কিন্তু, সাবধান, গোটা ব্যাপারটার পঞ্চাশ বা ষাট ভাগই

অনুমান···বৈরুত উপকূলের দশ মাইল, দশ মাইলের মধ্যে যে-কোনও জায়গায় আঘাত হানতে পারে। তবে দু'চার মাইল এদিক ওদিক হতে পারে।'

'সময়?' চার্টে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা। কোন্ দিকে যাবে জানা ছিল, কখন পৌঁছুবে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

'এখন থেকে দশ ঘণ্টার মধ্যে।'

একসাথে অনেকগুলো চিন্তা ভিড় করে এল রানার মাথায়। এক অর্থে দশ ঘণ্টা অনেক সময়। কিন্তু আসলে তা নয়। পারা গেলে ডলফিনের নাক থেকে অ্যাটমিক ডিভাইসটা বের করতে কতক্ষণই বা লাগবে, পাঁচ মিনিট থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই সম্ভবত কাজটা করা যায়। কিন্তু পারা গেলে তবে তো!

দশ ঘণ্টার ভেতর বৈরুত খালি হবে না।

'কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝছি না,' বলল দুঁদে বোঁ, বিস্ময়বোধ করছে সে। 'ডলফিনের তো কোনও রিয়্যাকশন পাঠানোর কথা নয়, আপনারা পাচ্ছেন, কীভাবে? জেনেটি অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টের সাহায্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি, কোনও রিডিং-ই পায়নি সে!'

'রিয়্যাকশন জেনেটি পেয়েছিল,' রানা তাকে মনে করিয়ে দিল। 'তবে ডলফিনের ট্র্যান্সমিশনের সাথে জড়িয়ে যাওয়ায় সেটাকে সে আলাদা করতে পারছিল না।'

মাথা একদিকে একটু কাত করে ওদের কথা শুনল চীফ, তারপর বলল, 'দেখুন, জেন্টেলমেন, আমি স্রেফ একটা ওঅর্কিং টেকনিশিয়ান। আপনারা যার কথা বলছেন, ওই ভদ্রমহিলা, বোঝা যাচ্ছে, স্পেশ্যালিস্টদের সাথে মাত্র একটা উদ্দেশে ডিজাইন করা ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজ করছিলেন – মাত্র একটা অ্যাপারেটাসকে ডিটেক্ট আর কন্ট্রোল করার জন্যে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'আমিও তাই ভেবেছি। যুক্তরাষ্ট্রের উড'স হোল প্রজেক্টে ছিলাম আমি। একটা ডিপ কোর অ্যালাইনমেন্ট প্রজেক্টে পানির তলায় সোনার ট্র্যান্সমিশন নিয়ে অনেক দিন কাজ করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটাকে আমি এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। আপনাদের আমি বিরক্ত করছি না তো?'

দুঁদে বোঁ হাসল। 'মিশরীয়রা বিনয়ী!'

'একজন লোককে খুব শক্তিশালী একটা বিনকিউলার দিন, কেমন?' বলল চীফ, হাসছে না। 'এতই শক্তিশালী ওটা, যে হাতের সামান্য নড়াচড়াতেও তার সামনের দৃশ্য পঞ্চাশ থেকে ষাট গজ নড়ে যাচ্ছে। ইউজলেস, তাই না? কিন্তু যদি একটা তেপায়ায় ঠিকমত বসানো হয়, এক হাজার গজ দূরের একটা মাছির সেক্স পর্যন্ত জানা সম্ভব। এখন, লোকটাকে যদি সাধারণ একটা বিনকিউলার দেয়া হয়, ধরা যাক আট কি দশ পাওয়ারের গ্লাস, যা খুঁজছে পেয়ে যাবে সে।'

'তারমানে···'

দুঁদে বোঁ-র উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে চীফ হাসল। 'তারমানে ওই ভদ্রমহিলা ব্যবহার করছেন যেন একটা আলট্রা হাই পাওয়ার বিনকিউলার। কিন্তু এখানে আমরা যেটা ব্যবহার করছি তুলনায় সেটাকে আট পাওয়ারের বলা যেতে পারে।

আমি কী...'

'ধন্যবাদ,' বলল বোঁ, 'ভালই বোঝাতে পেরেছেন। কিন্তু তাতেও কীভাবে ডলফিনকে আপনারা পেলেন তার ব্যাখ্যা মিলল না। ওটার ডিজাইনই করা হয়েছে কেউ যাতে দেখতে না পায়। অথচ আপনারা পাচ্ছেন!'

হেডফোনের দিকে এগোল চীফ। 'আমি কিন্তু কসম খেয়ে বলিনি যে ওটা ডলফিনই,' বলল সে। 'তবে পানির নীচে ওখানে যে একটা কিছু রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং যাচ্ছে ওটা লেবাননের দিকে। নিশ্চিতভাবে জানার একটাই উপায় আছে...'

'কী সেটা?' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'নীচে গিয়ে দেখে আসুন।'

আফটার ডেকে, ডাইভিং রুমে নিয়ে আসা হলো রানাকে। তাড়াতাড়ি ডাইভিং ইকুইপমেন্ট পরে নিল ও। ওর সাথে তিনজন পেটি অফিসারও নামবে, তারাও ওয়েট-সুট পরে নিল। ডাইভিং ক্রুদের অন্যান্য সদস্যরা তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, উদ্ধার কাজের প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্য করবে।

'ওটা পাঁচ নট গতিতে ছুটছে,' বলল চীফ। 'আপনার কথা থেকে বোঝা গেল, ওঅরহেডে ইমপ্যাক্ট অথবা একটা প্রক্সিমিটি ফিউজ রয়েছে। কাজেই, আল্লাহর দোহাই, নাকের কাছ থেকে দূরে থাকবেন!'

পিরামিডের রেডিও টেলিফোনে আঁদ্রে করডেলির সাথে কথা বলেছে রানা।

'ওটা যদি ডলফিন হয়,' বলেছেন তিনি, 'প্রোপালশন মেকানিজম রয়েছে নীচের দিকে। সামনের দিকে আর পিছনের দিকে মুখ করে দুটো গর্ত দেখতে পাবেন আপনি। সামনেরটায় আছে একটা সেলফ-ক্লিয়ারিং গ্রিল, দুটো প্লেট পরস্পরের ওপর ভর করে ঘোরে, মাংস কিমা করার যন্ত্র মিনসার ব্লেডের মত। সাবধান, ওখানে ওটার ভেতর আঙুল ঢোকাবেন না ভুলেও। আধ ইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাসের একটা সার্কেল যদি সাথে নিতে পারেন, কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের হলেও চলবে, অনায়াসে গর্তটা বন্ধ করে দেয়া যায়। প্লেক্সিগ্লাস বা মেটাল প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে নেয়া হবে ডলফিনের গায়ে, কাজেই সাবধান। সার্কেলটা হতে হবে ডায়ামিটারে ত্রিশ সেন্টিমিটার।

'এঞ্জিন ইনটেক আপনি বন্ধ করে দেয়ার পর অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এঞ্জিন, ইলেকট্রিক সাপ্লাই হোঁচট খাবে। কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান। পানিতে ডলফিনের রয়েছে দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নেগেটিভ ওয়েট। আপনি মটর বন্ধ করার সাথে সাথে ডলফিন ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠতে শুরু করবে। পানির ওপর যদি তুলতে পারেন, আর যাই করুন, ওটাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবেন না। টুলন থেকে এখুনি আমি রওনা হচ্ছি, শুধু পৌঁছুতে যা দেরি।'

ডাইভিং রুমে চীফ এঞ্জিনিয়ারিং আর্টিফিসার ঢুকল, হাতে দুটো প্লাস্টিকের শীট, সেগুলো থেকে দুটো ইলাস্টিক গগলস ঝুলছে। প্লাস্টিক বাঁকা করে ইংরেজী ইউ অক্ষরের মত করা হয়েছে, একটার চেয়ে অপর বাহুটা অনেক লম্বা। 'মি. রানা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'পানির নীচে অদ্ভুত বস্তুটার নেভিগেশন

অ্যাপারেটাস রয়েছে – আমার ধারণা, একজোড়া ভোঁতা সাইড ফিন হতে পারে। এগুলো যদি ফিনের সাথে হুক দিয়ে আটকাতে পারেন, এইলেরনের মত কাজ করবে ওগুলো, খুব সহজেই পানির ওপর তুলে আনবে ডলফিনকে। পানির ওপর তুলে কাজ করা আপনার জন্যে অনেক সহজ হবে।'

'পানি থেকে এমনকী জাহাজেও ওটাকে তোলা যেতে পারে...'

কখন এবং কোথায়, তার একটা শিডিউল তৈরি করেছে কমপিউটর, হিসেব করার সময় মনে রাখা হয়েছে ডলফিনের গতি এবং কোর্স, ওটার গভীরতায় নামতে কত সময় লাগবে, ইত্যাদি। বি/নাইন টাস্ক ফোর্সের অপর এক জাহাজ থেকে এল একটা হেলিকপ্টার, এক এক করে তিনজন সি.পি.ও.-কে উইঞ্চের সাহায্যে তোলা হলো তাতে। পিরামিডের কমান্ডার, ক্যাপ্টেন ইউসুফ জামিল ওদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে ডেকে বেরিয়ে এলেন। রানার সাথে করমর্দন করলেন তিনি, অপর হাতটা ওর কাঁধে রাখলেন। 'গুড লাক,' বললেন তিনি। 'টাস্ক ফোর্সের সবগুলো চোখ তোমার ওপর নজর রাখবে।'

'ধন্যবাদ, কমান্ডার...'

'গুড লাক, সাকসেসফুল মিশন, অ্যান্ড সেফ রিটার্ন, মাই সান!' সাদা ভুরুর নীচে জ্বলজ্বল করছে কমান্ডারের চোখ জোড়া। হাসছেন তিনি।

কিন্তু রানা যেই ঘুরল অমনি দপ্ করে নিভে গেল হাসিটা। হঠাৎ করেই তাঁর মুখ থেকে নেমে গেল সব রক্ত। রানা, তিনি ভাবলেন, ইজ এ ভেরি ব্রেভ ম্যান ইনডীড।

পিরামিডের রেডিও কমপিউটর বেয়ারিং জানিয়ে দিয়ে গাইড করল হেলিকপ্টারকে, এক সময় জানা গেল ডলফিনের নির্ধারিত পথের ঠিক ওপরে চলে এসেছে ওরা। কব্জিতে বাঁধা ডেপথ্ গজের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে ক্রনোমিটারটাও বাঁধল রানা, দুটোর রিডিং থেকে আশা করা যায় পতনের গতিবেগ জানতে পারবে ও, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে।

পানি থেকে কয়েক ফুট ওপর স্থির হয়ে আছে হেলিকপ্টার। ঢেউগুলো একেকটা ছয় ফুট উঁচু, তবে মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নেই। সূর্যের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল, পানির তলায় অন্তত প্রথম একশো ফুট আলো থাকবে। সোনার রিডিং থেকে জানা গেছে বরাবর পঁচিশ ফ্যাদম গভীরতায় রয়েছে ডলফিন। তারমানে, হিসেব করল রানা, একশো পঞ্চাশ ফুট। আরও অনেক সামনের দিকও পরখ করা হয়েছে, যে-পথে ডলফিন এগোবে। পরবর্তী বিশ পঁচিশ মাইল সাগরের মেঝে সমতল।

হেলিকপ্টারের খোলা দরজায় পাশাপাশি বসল ওরা, পরস্পরের কনুই ভাঁজের মধ্যে নিয়ে। সংকেত দিল পাইলট, ওয়ানমিনিট ওয়ার্নিং। ডিসপ্যাচার মৃদু টোকা দিল রানার কাঁধে, একবার।

ঘুরে গেল রানা, দরজার কার্নিশে তলপেট ঠেকিয়ে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকল, বটল প্যাক কিছুর সাথে ঠেকে নেই, মাস্কটা গলায় ঝুলছে, তবে ডিমান্ড ভালব এরইমধ্যে মুখে। বাকি তিনজন ঘুরল, একই পজিশনে ঝুলে পড়ার

জন্যে। পানির নীচে কতটুকু ভাসমান থাকতে পারবে পরীক্ষা করার সময় হয়নি রানার। তিনটে লিড-ওয়েটেড বেল্ট পরে রয়েছে ও, খুব দ্রুত তলিয়ে যেতে শুরু করলে খুলে ফেলে দিতে পারবে দুটো। একটা প্লাস্টিকের মোড়কে তিনটে প্যাক রয়েছে। তিনটে বটল ওই গভীরতায় খুব বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ করার সুযোগ দেবে ওকে, ডিকমপ্রেশন টাইম সহ। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, পিরামিডের হাসপাতালে ডাক্তার সহ ডিকমপ্রেশন ইউনিট আছে।

'গো!' কাঁধে পরপর তিনটে টোকা পড়ল।

ভাঁজ করা কনুই ঝট্ করে সোজা করল রানা, ছেড়ে দিল দরজার কার্নিশ, ঝপ্ করে পড়ল পানিতে। পড়ার পরপরই ভেজা হাতে মাস্কের ভেতরটা রগড়াল, পরে নিল মুখে, আটকে রাখা দম ছাড়ল নাক দিয়ে। বাতাসের চাপে মাস্কের ভেতর আটকে থাকা বাতাস নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাধা দূর হয়ে যাওয়ায় চোখে এখন দেখতে পাচ্ছে। হাঁটু ভাঁজ করে একটা পা ওপরে তুলল ও, একটা ফ্লিপার পরল। তারপর দ্বিতীয়টাও।

হাতঘড়ি আর ডেপথ্ গজ চেক করল রানা। সঠিক বলা সম্ভব নয়, তবে মনে হলো খুব দ্রুতবেগে তলিয়ে যাচ্ছে। ঘড়িটা কিছুক্ষণ মাস্কের কাছাকাছি রাখল, সেকেন্ডের কাঁটার ওপর চোখ – হ্যাঁ, বড় বেশি দ্রুত নামছে ও। নিজের চারপাশে তাকিয়ে তিনজনের কাউকে দেখতে পেল না। সবশেষে ওপর দিকে তাকাল। খোদা, ওদের চেয়ে অনেক নীচে নেমে এসেছে। এ-ধরনের ইকুইপমেন্ট নিয়ে অনেক দিন ডাইভ দেয়নি ও, এভাবে তলিয়ে যাবার জন্যে অনভ্যাসও খানিকটা দায়ী। তিনজনের একজন, সালাম, তার বটল হোল্ডারে বড় একটা ইংরেজী এস অক্ষর, নীচের দিকে মাথা দিয়ে দ্রুত নেমে ওর পাশে চলে এল। ইঙ্গিতে রানার বেল্টটা দেখাল সে। সেটা পানিতে ছেড়ে দিল রানা। সাথে সাথে পতনের গতি কমে গেল। রানাকে সংকেত দিয়ে কর্ডের লূপ খুলল সালাম, ক্লিপটা ধরিয়ে দিল রানাকে। নিজের বেল্টে সেটা আটকে নিল রানা। ঘন ঘন ফ্লিপার ঝাপটে দক্ষিণ দিকে সরে গেল সালাম, একটা কম্পাস বেয়ারিং অনুসরণ করছে সে। এবার ওদের সমান গভীরতায় নেমে এল হামিদ, সে-ও একটা কর্ড দিল রানাকে, বেল্টে আটকে নিল রানা। হামিদ চলে গেল ডান দিকে। কর্ডের শেষ মাথায় এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে রানা।

সবশেষে পাশে চলে এল নাঈম, রানাকে ক্লিপ দিয়ে সাঁতরে চলে গেল রানার নীচে আর পিছনে।

গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে রানার। মনে হচ্ছে স্বপ্নের ভেতর রয়েছে সে। ভূমধ্যসাগরের নীচে কী করছে ও? না, একটা সাবমেরিনকে থামাবার চেষ্টা করছে! আর কী করছে? না, একটা অ্যাটম বোমাকে ডিফিউজ করার পাঁয়তারা কষছে। হাস্যকর নয়? উন্মাদ ছাড়া এসব কেউ ভাবতে পারে?

বিশ ফ্যাদমে নামার পর মৃদু একটা গুড় গুড় আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, ধীরগতিতে কাছে এগিয়ে আসছে। খানিক পর আওয়াজটা কমে এল, ওদের সামনে কোথাও পানির ওপর থেকে বিরতিহীন আসছে। সোনারে ওদেরকে ধরে রেখেছে পিরামিড, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার থেমেছে ওটা।

ডেপথ্ গজ পরীক্ষা করল রানা। পঁচিশ ফ্যাদমে নামছে ও। চোখ কুঁচকে পশ্চিম দিকে তাকাল ও। ওটা ওদিক থেকেই আসবে। ডলফিন? নাকি অন্য কিছু?

স্পীড ফাইভ নট।

থামাবার একটাই মাত্র সুযোগ পাওয়া যাবে।

যদি ব্যর্থ হয় ওরা, ডলফিনের সামনের পথে আবার ডাইভ দিতে হবে।

হঠাৎ পিরামিড থেকে ভোঁতা, ধাতব শব্দ ভেসে এল। সংকেত, সংকেত আসছে। উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল। ভুল তো হতেই পারে, যদি বেমক্কা ধাক্কা লেগে যায় ওঅরহেডের সাথে?

একটা শব্দ। ডেপথ্ ঠিক আছে। আরও একটা শব্দ। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ঠিক আছে।

জিনিসটা সোজা ওদের দিকে আসছে।

পিরামিড থেকে আরেকটা সংকেত এল। আর মাত্র এক হাজার ফুট দূরে।

বোমাটা ফাটলে ইতিহাসে নাম লেখা থাকবে। আর কারও এত কাছে কোনও পারমাণবিক বোমা ফাটেনি··· ধ্যেৎ, এ-সব কী ভাবছে সে! তবে মৃত্যুটা কী রকম হবে আন্দাজ করা যায়। কিছুই টের পাবে না সে, এক নিমেষে সব শেষ। হাড় পর্যন্ত ধুলো হয়ে যাবে! গর্দভ, ধুলো নয়, কাদা। হলো না··· কাদার তো একটা আকৃতি থাকে··· পানির সাথে অণু হয়ে মিশে যাবে নিঃশেষে।

হেসে ফেলল রানা। এবং এই পরিস্থিতিতে হাসতে পারছে বলে নিজের পিঠ চাপড়ে দিতে কার্পণ্য করল না।

আস্তে-ধীরে ফ্লিপার নেড়ে সাঁতার কাটছে ও, একই গভীরতায়। সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে, ঝট্ করে যাতে যে-কোনও দিকে সরে যেতে পারে।

আরেকটা সংকেত এল। প্রায় পরমুহূর্তে আরেকটা। পাঁচশো ফুট দূরে।

'খেয়াল রাখবেন নাকের ওপর,' চীফ এঞ্জিনিয়ারিং আর্টিফিসার বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে রানাকে। 'ইমপ্যাক্ট ফিউজ থাকতে বাধ্য, এবং সম্ভবত একটা প্রক্সিমিটি।'

হায় খোদা! ওদের নীচে! অন্তত পঞ্চাশ ফুট নীচে! অকস্মাৎ একটা ঝলকের মত। পিঠে আটকানো লাইনে পরপর দুটো টান পড়ল।

ডলফিন নয়, একটা মাছ! আরে শালা, মাছ বটে! নল আকৃতির মালিট-এর পুরো ঝাঁকটাই এবার দেখতে পেল রানা। লালচে রঙের ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝাঁকটা। একটা মাছ, চার ফুট লম্বা, ধূসর আর কালো গা, বড়সড় কুৎসিত মাথা, শক্ত এক গোছা লোমের মত শিরদাঁড়া, সরাসরি এগিয়ে এল রানার দিকে, চোখ জোড়া স্থির হয়ে আছে ওর ওপর, হাবাগোবা পাগলাটে ছেলের মত হাঁ করে আছে। নিচু হলো রানা, ডান পায়ে বাঁধা খাপ থেকে বের করে আনল ছুরিটা। 'ভাগ!' মনে মনে বলল, মুখের ভেতর ডিমান্ড ভালব থাকায় চিৎকার করতে পারছে না।

কে জানে কেন, মাস্কটা ঝাপসা হতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি খুলে আঙুল দিয়ে ভেতরটা মুছল, পরল আবার নিঃশ্বাসের সাহায্যে ভেতরের বাতাস

অর্ধেকের মত বের করতে পেরেছে, এই সময় দেখতে পেল ও।

ওর দশ ফুট নীচে। পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন ফুট দূরে, ডান পাশে।

কোনও সন্দেহ নেই। রঙটা সবুজ। আকৃতিও মিলে যাচ্ছে। ডলফিন।

ওরাও দেখে চিনতে পেরেছে, লাইনে পরপর তিনটে টান অনুভব করল রানা।

ঢিল পড়ল সবগুলো লাইনে, দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওরা।

ওদের চোখে লাগল তুমুল গতিতে ছুটে আসছে ডলফিন। ঘুরে গেল রানা, ডান দিকে এগোতে শুরু করে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে, কোর্স ঠিক করেছে ডলফিনের সাথে একই লেভেলে এবং ওটার সামনে যাতে পৌঁছুতে পারে।

এতক্ষণে একটা রহস্যের মীমাংসা হলো। বলা হয়েছে সবুজ ডলফিনকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। অথচ পিরামিডের সোনারে ওটাকে পাওয়া গেছে। কারণটা হলো লোহার চেইন। ডলফিনকে পেঁচিয়ে রয়েছে চেইনটা। নিশ্চয়ই প্যারোডি বভিয়েরের কাণ্ড, আন্দাজ করল রানা। ডলফিন কোনও সাড়া দেয়নি, সাড়া দিয়েছে চেইনটা।

দ্রুত নামছে রানা। আঁকা চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পেল ও। শালার জিনিসটা দেখতে যেন পুরোপুরি জ্যান্ত।

নামার গতি বেশি হয়ে যাচ্ছে, ভাবল রানা।

কোমর বাঁকা করে ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে তুলে আনল ও, হাত লম্বা করে দিয়ে খপ্ করে ধরে ফেলল চেইনটা। পিছলে বেরিয়ে গেল মুঠো থেকে। শ্যাওলা জমেছে চেইনের গায়ে? পিচ্ছিল কেন! আবার ধরল রানা, লোহার একটা লূপে আঙুল সেঁধিয়ে দিল। দুটো আঙুল। তিনটে। গোটা হাত।

ডলফিন ওকে টেনে নিয়ে চলেছে, ওটার পাশে রয়েছে রানা, ফ্লিপার বাড়ি খাচ্ছে ডলফিনের গায়ে। এক হাতে ধরে থাকা যথেষ্ট মনে হলো না, অপর হাতটা চেইনের আরেকটা লূপের ভেতর গলিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে মুঠোর ভেতর ধরল রানা। স্রোতের ধাক্কা চোখ থেকে ছিনিয়ে নিল মাস্ক, ঝুলে পড়ল গলার পাশে। পানির তোড় সহ্য হলো না চোখে, চোখ বুজে ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল রানা। কিন্তু চেইন ছাড়ল না। ওর হাতের পাশে অন্যদের হাত ধরে ফেলল চেইন। গগলস হাতড়াতে শুরু করেছে ও, একটা হাঁটুর গুঁতো খেলো মুখে, চোখের পাশের হাড়ে। গগলসটা চোখে তুলে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল, মাস্ক থেকে বের করে দিল পানি।

হঠাৎ শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে তীব্র ঝাঁকি খেলো রানা। বিপদ, নাঈমের হাত থেকে ছুটে গেছে চেইন, রানার কর্ডের শেষ মাথায় রয়েছে সে।

দু'দিক থেকে টান পড়ছে। সামনের দিকে টানছে ডলফিন, পিছন থেকে টানছে একশো সত্তর পাউন্ড নাঈম। পিছনের টান একা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না রানা। সালামের কাঁধে টোকা দিল ও। সালাম ঘাড় ফেরাতেই ইঙ্গিতে পিছনের লাইনটা দেখিয়ে দিল রানা। সালামের সাথে হামিদও হাত লাগাল, দু'জন মিলে পাঁচ-ছয় ফুট কর্ড টেনে আনল শিথিল লাইন কব্জিতে পেঁচাল রানা, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানের বেল্ট থেকে ক্লিপ খুলল, তারপর ক্লিপটা

আটকে দিল চেইনের সাথে। আগেই লক্ষ করেছে রানা এঞ্জিনের আওয়াজ বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত ওজন সত্ত্বেও স্পীড আগের মতই রয়েছে। নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে কমপিউটর চালাচ্ছে ওটাকে, ওজন যতই বাড়ুক, সাধ্যের মধ্যে সম্ভব হলে স্পীড বজায় রাখবে।

রানার কাঁধের সাথে আটকানো রয়েছে দুই মিটার লম্বা একটা লাইন, শেষপ্রান্তটা স্ন্যাপ-হুক সহ বুকের ওপর। হুকটা চেইনের একটা লিঙ্কে পরাল। তারপর চেইন থেকে বের করে নিল হাত। এবার ডলফিনের পেট দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ও, ধীরে ধীরে ওটার নীচে নেমে এল। ডলফিনের গা আঠাল, ছুঁতেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল। নরম গায়ে গেঁথে গেছে চেইনের লিঙ্ক। আঙুল আটকানোর জন্যে ওটার গায়ে গর্ত তৈরি করতে হলো রানাকে, মনে হলো কাঁচা মাংসের ভেতর হাত ঢোকাচ্ছে।

ডলফিনের নীচে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে রয়েছে ও, যেদিকে ছুটছে ওরা সেদিকে রয়েছে ঘাড়ের পিছনটা, পা দুটো ফাঁক হয়ে জড়িয়ে রেখেছে ডলফিনের পেটের দু'দিক। এঞ্জিনের ইনটেক হোল-টা ওর সামনে, আর পিছনের গর্তটা ওর কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে। টারবাইন ব্লেড হয়ে ওটা থেকে গরম পানির স্রোত বেরিয়ে আসছে সবেগে।

ডলফিনের গা থেকে হাত তুলে নিল রানা। চেইনের সাথে আটকানো কর্ডটা টেনে নিয়ে চলেছে ওকে, তবু হাতটা সরানো মাত্র পানির বিরতিহীন ধাক্কা একপাশে ছিনিয়ে নিতে চাইল ওকে। তাড়াতাড়ি ডলফিনের পাশে চলে এল হামিদ, রানার কোমর ধরে সামনের দিকে টানল। তার কোমরে আটকানো একটা কর্ডের অপরপ্রান্তে হুক রয়েছে, হুকটা চেইনের একটা লিঙ্কে পরাল সে, তারপর কর্ড ধরে টেনে ধীরে ধীরে সামনে সরিয়ে আনল রানাকে।

রানার মাথার ওপর বারো ইঞ্চি দূরে ইনটেক হোল, ভেতরে পানি ঢোকার আওয়াজ শুনতে পেল। হামিদকে ইঙ্গিত করল ও, কর্ডটা আর না টেনে শক্ত করে ধরে থাকল সে।

এবার অপর হাতটাও ডলফিনের গা থেকে সরিয়ে নিল রানা, দুটো কর্ডের ওপর ঝুলছে। দ্রুতগতি পানির চাপ পড়ছে পিঠে বাঁধা বটলে, ডলফিনের পেটের সাথে সেঁটে থাকতে পারছে ও।

স্ট্র্যাপ দিয়ে বুকে আটকানো ব্যাগ থেকে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটটা বের করল রানা। আঁদ্রে করডেলির বর্ণনা অনুসারে বানানো হয়েছে জিনিসটা। ডলফিনের ত্বকে চেপে ধরল সেটা, তারপর একটু একটু করে ঠেলে ওয়াটার ইনটেকের দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তীব্রগতি ঠাণ্ডা পানিতে ওর হাত অবশ হয়ে এসেছে। ডলফিনের পেটে হাঁটুর চাপ আরও বাড়াল ও, হাঁটু দুটো ভাঁজ করে বুকের দু'পাশে তোলার পর হাত-পা নাড়াচাড়ার বেশি জায়গা পাওয়া গেল, সহজ হলো ভারসাম্য রক্ষা করা, আগের চেয়ে বেশি জোরও পাওয়া গেল হাতে। কাছে সরে আসায় টারবাইনে টেনে নেয়া পানির তোড় অনুভব করল রানা। কত মাছ ইনটেকের ভেতর ঢুকেছে তার ইয়ত্তা নেই, তারপর কিমা হয়ে বেরিয়ে গেছে পিছনের গর্ত দিয়ে। ডলফিন যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী, খাচ্ছে এবং

পরিত্যাগ করছে।

গর্তের কিনারায় পৌঁছে গেল প্লেটটা। তালুর চাপে আরও সামনে বাড়াবার চেষ্টা করল রানা। হঠাৎ হাতের ওপর পানির তোড়ের প্রচণ্ড চাপ পড়ল। গর্তের ভেতর এত দ্রুতবেগে ঢুকছে পানি যে প্লেটটাকে মুখের কাছে নিয়ে যাওয়াই সম্ভব হলো না। কনুই ভাঁজ করে হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিল ও, কিন্তু তবু কাজ হলো না, তীব্রগতি পানি প্রচণ্ড শক্তিতে ঠেলে সরিয়ে দিল প্লেটটাকে। রানা বুঝল, জোরের সাথে যদি গর্তের মুখে প্লেটটা নিয়েও যায়, হাত ফস্কে আরেক দিকে ছুটে যাবে ওটা।

পিঠের নীচে শক্ত কিছু থাকলে তাতে ভর দিয়ে হাতের জোর বাড়ানো যেত, কিন্তু তেমন কিছু নেই। অসহায় ভঙ্গিতে ডলফিনের পেটে সেঁটে থাকল রানা। ওর এই উভয় সংকট অবস্থা দেখে সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সালাম। একহাতে চেইন ধরে অপর হাতটা রানার দিকে লম্বা করে দিল সে। তার বাহুতে ভর দিয়ে হাতের চাপ বাড়াতে শুরু করল রানা, এবার নীচে থেকে নয়, ওপর থেকে গর্তের মুখে প্লেটটা আনার চেষ্টা করছে ও।

ডলফিনের পিছন দিকে তাকাল রানা। ওরা যে কর্ডটা চেইনের সাথে আটকে ছিল সেটা ধরে ডলফিনের কাছে পৌঁছে গেছে নাঈম। ডলফিনের পেটে হামিদ তার ফ্লোটেশন বেল্টের অর্ধেকটা পেঁচিয়েছে, নাঈমও তার নিজের অর্ধেকটা হামিদের হাতে ধরিয়ে দিল, তারপর ডলফিনের আরেক দিকে চলে গিয়ে রানার পায়ের কাছে থামল। এখন শুধু যদি রানা এঞ্জিনটা বন্ধ করতে পারে, ওই কলারটা বাতাসে ফুলিয়ে ডলফিনকে ওরা পানির ওপর তুলতে পারে।

ভোঁতা ঠকাস একটা শব্দের সাথে গর্তের মুখে এঁটে বসল প্লেট।

প্রতিবাদ করে উঠল এঞ্জিন, ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল যান্ত্রিক আর্তনাদ।

কেঁপে কেঁপে উঠল ডলফিন।

থেমে গেল এঞ্জিন, একটা ঝাঁকি খেলো সবুজ সাবমেরিন।

তারপর ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করল। ডলফিনের ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, এঞ্জিন বন্ধ থাকলে ধীরগতিতে ওপর দিকে ওঠার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে চেইনের বোঝা বইতে হচ্ছে ওটাকে, নীচে নামার সেটাই কারণ।

এয়ার সাপ্লাই থেকে অতিরিক্ত হোসটা নিয়ে শেষ প্রান্তটা কলারের ভালবে আটকাল নাঈম। লিভার নামাল, সাথে সাথে তার বটলের বাতাসে ফুলতে শুরু করল কলার। ধীরে ধীরে গতি রুদ্ধ হলো ডলফিনের, নাকটা নীচের দিকে তাক করে স্থির হয়ে গেল।

এই ভঙ্গিতে থাকলে ডলফিনকে পিরামিডের ডেকে তোলা কঠিন হবে ডলফিনের গায়ে জড়িয়ে থাকা কলার টেনে সামনের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু বাতাসের চাপে সেটা ফুলে ওঠায় গায়ের সাথে এঁটে বসেছে, নড়ানো গেল না। নিজের বটল প্রেসার চেক করল নাঈম। কলার থেকে বাতাস বের করে আবার ভরা সম্ভব নয়, বটলে যথেষ্ট বাতাসের অভাব।

কলারের বাতাস কমানো যায়, কিন্তু তাতে ভয় আছে আবার নীচের দিকে নামতে শুরু করবে ডলফিন। ডলফিনকে ঘিরে সাঁতার দিল রানা, ভোঁতা ডিরেকশন্যাল ফিনগুলো দেখতে পেল। দু'পাশে একটা করে, আরেকটা ওপরে। এঞ্জিন থামানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় এঞ্জিনিয়ার আর্টিফিসারের দেয়া ফিনগুলো ব্যবহার করার কথা মনে ছিল না ওর। তবে ওগুলো ফিটও করত না।

পিরামিডের সোনার রুমে ওরা সমস্যাটা বুঝতে পারছে, আন্দাজ করল রানা।

এই মুহূর্তে কী করণীয় জানে রানা। সালামের বটল কেসের পাশে রয়েছে সরু নাইলন লাইন, সেটার একটা প্রান্ত নিয়ে পানির ওপর উঠে যেতে পারে নাঈম। সরু লাইনটা একটা জালের সাথে বাঁধতে হবে, জালটা তারের তৈরি খাঁচায় ভরে ক্রেনের সাহায্যে নামাতে হবে পানিতে। জালটা খাঁচা থেকে নিয়ে ডলফিনের গায়ে জড়াবে ওরা, ক্রেন ওটাকে টেনে তুলে নেবে পিরামিডে। প্ল্যানটা মন্দ নয়; কিন্তু সমস্যা আছে।

ডলফিনের লেজের কাছে সবাইকে ইঙ্গিতে ডাকল রানা। তিনজন মিলে চাপ দিয়ে নামাতে চেষ্টা করল সাবমেরিনের পিছনটা। কিন্তু ভর দেয়া যায় এমন কিছু না থাকায় জোর পেল না হাতে, ডলফিনকে সিধে করা গেল না। ডলফিনের পেটের নীচে দিয়ে সামনের দিকে চলে এল রানা, অত্যন্ত সাবধানে। আল্লাই জানে কীভাবে কাজ করে প্রক্সিমিটি ফিউজ। খোঁচা বা আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই খানিকটা থাকার কথা, তা না হলে সাগরের যে-কোনও মাছ ওটাকে ফাটিয়ে দিতে পারে। কী থেকে কী ঘটবে জানা নেই, কাজেই পরীক্ষা করার জন্যে খুব একটা কাছে ঘেঁষল না রানা।

পিরামিডে বসে যে প্ল্যানটা করা হয়েছিল সেটা বাতিল করে দিয়েছে রানা। ডলফিনকে জাহাজের ডেকে তোলা সম্ভব নয়। জাহাজের ডেক রয়েছে, হুইল-হাউস রয়েছে, ক্রেনের সাথে ঝুলন্ত ডলফিনও স্থির থাকবে না, যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও কিছুর সাথে জোর ধাক্কা লাগতে পারে। অসম্ভব, এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া চলে না।

ইঙ্গিতে নাঈমকে কাছে ডাকল রানা। পকেট থেকে স্লেট বের করে তাতে আন্ডারওয়াটার পেন দিয়ে লিখল, 'জাল বাদ। এখানেই আমি ডিফিউজ করব।'

মুখ তুলে তাকাল নাঈম, ফেস মাস্কের কাঁচের ভেতর তার চোখ বিস্ফারিত দেখাল। সে লিখল, 'কেন?'

'ব্যাখ্যা করব ওপরে উঠে। সবাই চলে যাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাঈম, স্লেটের লেখা হামিদ আর সালামকে দেখাল। দু'জনেই ওরা মাথা নাড়ল, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, যেতে চায় না।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। উপলব্ধি করল, ওর ভুলে যদি বোমাটা ফাটে, সবার পরিণতিই এক হবে, ওরা ওর সাথে পানির নীচে থাকুক বা পিরামিডে থাকুক। নাঈমের হাত থেকে স্লেটটা নিয়ে আবার লিখল ও, 'তুমি যাও। কমান্ডারকে বলো যেন জাহাজ নিয়ে যত দূরে সম্ভব সরে যান।'

মাথা ঝাঁকাল নাঈম। ইতিমধ্যে এয়ার প্রেশার গেজ চেক করেছে সে, জানে

বাতাস থাকতে থাকতে পানির ওপর পৌঁছুতে হলে এখুনি রওনা হতে হবে তাকে। সবার কাঁধে একটা করে চাপড় দিল সে, ডলফিনের গায়ে হাত বুলাল, তারপর নিজের বুদ্‌বুদ্‌ অনুসরণ করল।

ডলফিনের প্রবেশ পথ খুঁজে পেয়েছে রানা, ভাগ্যক্রমে চেইন বা কমপ্রেসড এয়ার ভরা কলার দরজার কোনও ক্ষতি করেনি। লেজের কাছাকাছি, ওপর দিকে ওটা, লম্বায় পাঁচ ফুট, চওড়ায় তিন – ঠিক চৌকো নয়, একটু গোলাকৃতি। আঠাল গায়ে আঙুল দিয়ে খুঁজতেই একজোড়া খাঁজকাটা আঙটা পেয়ে গেল। ইঙ্গিতে সালাম আর হামিদকে খানিক দূরে সরে যেতে বলল রানা, জানে না দরজা খোলার পর ঠিক কী ঘটবে। আঁদ্রে করডেলি বলেছেন ওয়াটার ইনটেক বন্ধ করে দিলে ওভারলোডের কারণ সৃষ্টি হবে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে ডলফিনের পাওয়ার সোর্স বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রথম আঙটায় আঙুল পেঁচিয়ে একপাশে টেনে সরাল রানা। সহজেই সরে গেল সেটা।

দ্বিতীয় আঙটা। ইতস্তত করতে লাগল রানা। ডলফিনের ভেতর বাতাস আছে, কে জানে কতটুকু চাপ তার। পিয়েরে দ্য কুবার্ত কি এখনও ভেতরে আছে? জীবিত? তা যদি হয়, এই মুহূর্তে বিনাবিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়ে যাবে লোকটার। দরজা খোলার সাথে সাথে ডুবে মারা যাবে।

কুবার্ত কি ওদের উপস্থিতি টের পেয়েছে? রাবার স্কিন ভেদ করে ভেতরে শব্দ ঢোকে? দরজার ভেতর ওত পেতে বসে নেই তো, হাতে রিভলভার নিয়ে? হয়তো সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে সে, পিঠে বটল আর মুখে মাস্ক পরে। রিভলভার নয়, হাতে ছুরি থাকারই বেশি সম্ভাবনা। আর রিভলভারই যদি থাকে, সেটা হবে আন্ডারওয়াটার রিভলভার।

যতটুকু সরে, এক ঝটকায় সবটুকু সরিয়ে দিল রানা দ্বিতীয় আঙটা।

ছিটকে খুলে পড়ল দরজা, আলগা কব্জা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ফ্রেম থেকে, ডলফিনের গায়ে বাড়ি খেয়ে তলিয়ে গেল দ্রুত। প্রকাণ্ড একটা বুদ্‌বুদ্‌ বেলুনের আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে এল ডলফিনের ভেতর থেকে। নিঃশ্বাস ফেলছে রানা, এই সময় বেলুনের ভেতর ওর মাথা ঢুকল। তারপর শ্বাস টানতে গিয়ে বিষম খেলো ও, উৎকট পচা দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি সব উঠে আসতে চাইল গলায়।

সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়ল রানা, বমির ভাব মুখের ভেতর থেকে ঠেলে বের করে দিতে চাইল ডিমান্ড ভালবটাকে। এক হাতে সেটাকে মুখের ভেতর ঠেলে দিল ও। বেলুন থেকে বেরিয়ে এল মাথা, বুক ভরে তাজা বাতাস টানল, ঘুরে ডলফিনের ভেতরে তাকাল।

ফুলে ওঠা লাশটা মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে।

পিছিয়ে এল রানা। দোরগোড়া থেকে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল পিয়েরে দ্য কুবার্ত। পেট ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে ওপর দিকে রওনা হলো মৃতদেহ। ভেতরে আরও পানি ঢোকার সাথে সাথে আরও বুদ্‌বুদ্‌ বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি আরও একটু পিছিয়ে এল রানা। শেষ বুদ্‌বুদটা না বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

দরজার মুখের কাছে এটা-সেটা অনেক কিছু ভাসছে। খাবার ভর্তি প্লাস্টিক ব্যাগ, কাগজ, এক জোড়া সিটকুশন, এক গোছা নাইলন রশি ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল রানা, ভেতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে ডলফিনের চারদিকে তাকাল।

গ্লাস প্যানেলের পিছনে এখনও জ্বলছে তিনটে আলো, আলোকিত হয়ে আছে ভেতরটা। এ-ধরনের একটা জলযানের সব কিছুই ওয়াটার-প্রুফ হওয়ার কথা। এ-ও বোঝা যাচ্ছে যে পাওয়ার সোর্স এখনও কাজ করছে। তারমানে অ্যাটমিক ওঅরহেডের ডিটোনেটর আর ফিউজ সিস্টেম কার্যকর আছে।

সাবধানে ভেতরে ঢুকল রানা কুবার্ত যে সিটের ওপর বসেছিল সেটার পিঠে একটা হাত রাখল। রাবার সীল সহ স্ক্রীনটা ওর সামনে, দেখে মনে হলো কমপিউটর এখনও কাজ করার উপযোগী রয়েছে। স্ক্রীনে একটা প্যাটার্ন ফুটে আছে, কিন্তু খানিকটা ঢাকা পড়েছে ভাসমান একটা কাগজে। কাগজটা সরাল রানা, কিন্তু প্যাটার্ন দেখে কিছুই বুঝল না।

স্ক্রীনের বাঁ দিকে ছোট একটা লাল আলো জ্বলছে। নীচে ডাইমো টাইপ টেপ রয়েছে, লেখাটা পড়ার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা পড়ার সাথে সাথে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

ARMED!

সবচেয়ে যেটা ভয় করেছিল রানা।

আলোর নীচে রয়েছে একটা ডিজিটাল টাইমার রানার চোখের সামনে টাইমারের সংখ্যা বদলে ০০০০২ থেকে ০০০০১ হয়ে গেল। চট করে হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা, মনে গেঁথে রাখল সময়টা।

প্রপালশন এঞ্জিন নিশ্চয়ই বসানো আছে এই কনসোলের নীচে, ইনলেট আর আউটলেট টিউবের অবস্থান দেখে আন্দাজ করল রানা। কনসোলের ডান দিকে তিন বর্গফুটের একটা বাক্স, ওদিকের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। কান পাতল রানা, অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ঢুকল কানে। ওটা নিশ্চয়ই আইসোটোপ ডিকে এঞ্জিন, প্রপালশন আর ইন্সট্রুমেন্টেশন, দুটোর জন্যে ওটা থেকে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া হয় ওটার নীচে আছে ক্যাডমিয়াম সেল ব্যাটারির একটা স্তর, বিরতিহীন নিজেদেরকে রিচার্জ করে চলেছে। ওয়্যারিং থাকার কথা ফ্লোর প্যানেলের নীচে।

ডিজিটাল টাইমার বদলে গিয়ে ০০০০১ থেকে ০০০০০ হলো।

কেঁপে কেঁপে উঠল লাল আলো।

মানুষের নিজের কমপিউটর তার মন: যে-কোনও ইলেকট্রনিক ডাটা বেসের চেয়ে অনেক দ্রুত বেগে চিন্তাস্রোত পাঠিয়ে দিচ্ছে মস্তিষ্কে। ঠিক ওই সময় এক পলকে উপলব্ধি করল রানা, বোকামিটা কোথায় হয়েছে ওর। জানা কথা ওঅরহেডটা ফাটাবার জন্যে শুধু ইমপ্যাক্ট অথবা প্রক্সিমিটি ফিউজের ওপর নির্ভর করবে না ওরা। যদি কোনও কারণে ডলফিন একটা হারবারের প্রবেশ মুখে আটকা পড়ে, চিরকাল অব্যবহৃত থেকে যাবে বোমাটা, কোনও কাজে লাগবে না।

কাজেই ডলফিন কোনও কারণে থেমে গেলেই, আপনা থেকেই সচল হবে

ঘড়ি, ডলফিনকে রূপান্তরিত করবে একটা সেলফ-মোটিভেটেড টাইম বোমায়।

লাল আলোর কাঁপন জানিয়ে দিচ্ছে অ্যাটমিক ওঅরহেড এখন কাউন্টডাউন পর্যায়ে রয়েছে।

কাউন্টডাউনের সময়সীমা কতটুকু? কখন ফাটবে বোমাটা? দশ সেকেন্ড পর? এক ঘণ্টা পর? নিজেকে পাগলের মত লাগল রানার। চিন্তা-ভাবনা সুশৃংখল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। বারবার চোখ রাঙাচ্ছে নিজেকে – মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে হবে পরিস্থিতি। কিছু করতে হলে ওটা ফাটবে না ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, পরমুহূর্তে ভাবল ও, ধরে নিলাম পাঁচ মিনিটের আগে ফাটবে না ওটা।

তারপরও ছিটকে দূরে সরে যাবার একটা ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল। অথচ জানে, পালিয়েও বাঁচার উপায় নেই। বলা হয় মৃত্যুর সময় তোমার গোটা অতীত জীবন অন্তর্দৃষ্টির সামনে ঝলসে ওঠে। সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়, সমস্ত পাপ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার শেষ একটা সুযোগ।

কিন্তু মনটাকে শর্ত দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারল রানা। ও-সব কিছুই ভাবল না বা দেখল না, বরং এ-ধরনের একটা টাইমারের কথা আগে মনে পড়েনি বলে তিরস্কার করল নিজেকে। নিজের ওপর এই রাগই শক্তি যোগাল ওকে, সামনের দিকে এল ও, ডলফিনের নাকের উল্টোদিকে। কালো চ্যাপ্টা মেটাল প্লেট দেখল, গায়ে খোদাই করা রয়েছে কোড অক্ষর – H.Ex. WD. 7007

মেঝের একটা ভাঁজ থেকে তিনটে তার বেরিয়ে এসে ঢুকেছে রাবারের আবরণে ভেতরের দেয়াল ঢাকা একটা গর্তের ভেতর।

চিন্তা করো, রানা, চিন্তা করো। বুদ্ধি খাটাও। তিনটে কেন?

দুটো তারের সাহায্যেই বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া সম্ভব, দুটো তার যে স্পার্ক তৈরি করবে তাই একটা ডিটোনেটরকে ইগনাইট করার জন্যে যথেষ্ট।

একটা অতিরিক্ত তার কি তা হলে সেফটি ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে? দুটো তার কাজ করবে না, যদি না তৃতীয়টাও সংযুক্ত করা হয়, সলিনয়িড কয়েলের ইনপুট-এর মত?

তিনটে তার। হ্যাঁ, হতে পারে, অতিরিক্ত সাবধানতা। দুটোতেই কাজ হবে, তৃতীয়টা রাখা হয়েছে বিকল্প সাপ্লাই হিসেবে। একটা তার যদি ছিঁড়ে যায়, তার বদলে অতিরিক্তটা কাজ করবে। এক ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেমে যেমন থাকে।

কিন্তু কোন্ দুটো জোড়া, কোনটা নিঃসঙ্গ? সবগুলো ধূসর রঙের। আঙুল দিয়ে ওগুলোকে ঘোরাল রানা অনেক সময় তারের গায়ে কালার কোড থাকে

কিছুই নেই।

কিছু একটা করো, রানা, কিছু একটা করো সময় নেই! কিংবা হয়তো আর মাত্র দশ সেকেন্ড সময় আছে! হ্যাঁ, কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কী?

হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। মুঠোর ভেতর নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল ও। শালার তার! ছিঁড়ে ফেল! গর্তের ভেতর রাবারের আবরণ আলোকিত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে, ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে তারগুলো। তিনটেই!

স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়েছে লাল আলো।

আইসোটোপ ডিকে এঞ্জিন থেকে আর কোনও গুঞ্জন বেরুচ্ছে না।

তিনটে আলোয় আলোকিত হয়ে ছিল ডলফিনের ভেতরটা, ধীরে ধীরে উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলল সেগুলো, তারপর নিভে গেল সম্পূর্ণ।

মারা গেছে ডলফিন।

উল্লাস বা স্বস্তি, কোনটাই অনুভব করল না রানা। প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করল, যেন সমস্ত শক্তি শুষে নেয়া হয়েছে শরীর থেকে। হালকা তুলোর মত লাগল নিজেকে। কিছুই চিন্তা করছে না, আশা করছে না।

ইঙ্গিতে সালামকে কাছে ডাকল রানা, স্পূল থেকে সরু নাইলন লাইনের প্রান্তটা হাতে নিল। ইশারায় ওদেরকে তৈরি থাকতে বলল ও, জাল নীচে নামানো হলে ডলফিনকে তাতে আটকাবে ওরা।

এরপর রানা উঠে এল পানির ওপর।

বারো

পিরামিডের ডেকে উৎসবমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ, রেডিও রুম থেকে সাথে সাথে টাস্ক ফোর্স বি/নাইন-এর সব ক'টা জাহাজে মেসেজ পাঠানো হলো। মেসেজ পৌঁছুল কায়রোয়।

'সবুজ ডলফিনকে থামানোর পর নিরস্ত্র করা হয়েছে।'

কায়রো/বৈরুত।

কায়রো/প্যারিস।

কায়রো/লন্ডন।

কায়রো/ওয়াশিংটন।

ওয়াশিংটন/তেল আবিব।

মিশরের প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে কথা বললেন।

কানে রিসিভার নিয়ে নিঃশব্দে খবরটা শুনলেন প্রধানমন্ত্রী, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ বলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার। হেলান দিলেন চেয়ারে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

ফোনে কথা শেষ করে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার করে নিলেন, সশস্ত্রবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন স্বাভাবিক সতর্ক অবস্থায় ফিরে আসার। বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডারদের কাছে পৌঁছে গেল নির্দেশ। অ্যাটম বোমা ফাটছে না, কাজেই ইসরায়েলকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা নেই।

রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার করে নিয়ে সৌদি আরব, লিবীয়া, ইরাক, ইরান আর সিরীয় সেনাবাহিনীকেও স্বাভাবিক সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়া হলো।

বৈরুতের গোপন আস্তানা থেকে ইয়াসির আরাফাত গেরিলাদের নির্দেশ দিলেন গত কয়েক দিনে ইসরায়েলের যে-সব চর বৈরুতে ঢুকেছে তাদেরকে

খুঁজে বের করতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন, আগের মতই বৈরুতে আত্মগোপন করে থাকবে মুক্তিযোদ্ধারা।

মার্কিন এবং ব্রিটিশ প্রেস একযোগে স্ব স্ব দেশের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করল। অভিযোগ করা হলো দুটো দেশই মানবিক আবেদনে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার নীরবতাও সমালোচিত হলো।

লেবাননের মুসলমানরা একা নয়, তাদেরও বন্ধু আছে, এটা বোঝাবার জন্যে সিরীয়, মিশরীয় এবং অন্যান্য আরও তিনটে দেশের যুদ্ধজাহাজ বৈরুত উপকূলে পৌঁছুল।

কান্নার রোল উঠল বৈরুত এয়ারপোর্টে। অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল এয়ারপোর্ট। জনতার ঢল নামল রাজপথে। গোলাগুলির কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটল – কোথাও খ্রীস্টানদের ওপর চড়াও হলো মুসলমানরা, কোথাও মুসলমানদের ওপর খ্রীস্টানরা – তবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়তে পারল না, অল্প সময়ের ভেতর স্বাভাবিক হয়ে এল পরিস্থিতি।

পিরামিডের আফটার ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে শরীর প্রায় অবশ। ওকে ঘিরে মৌমাছির মত চক্কর দিচ্ছে ক্রুরা, প্রায় সবার হাতেই ক্যামেরা। রানার পাশে রয়েছে নাঈম, সালাম আর হামিদ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কমান্ডার, দুই হাত দুই কোমরে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

রানার আরেক পাশে রয়েছে সবুজ ডলফিন। ডলফিনটা যেন আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে, হাঁ করা মুখ খপ্ করে বন্ধ হবার জন্যে তৈরি। চারপাশের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একজনকে চিনতে পারল রানা। 'এদিকে আসুন, মোক্তাদির,' হাঁক ছাড়ল ও। 'কারও ছবি তোলার দরকার থাকলে আপনার। এবং আপনারও, এয়াকুব। আসুন, আসুন!'

অপ্রতিভ আর লজ্জার ভাব খানিকটা কমাবার উদ্দেশে দুঁদে বোঁকেও বারবার কাছে ডাকল রানা। সকৌতুকে হাসতে লাগল দুঁদে বোঁ, মাথা নেড়ে।

সে জানে, সবাই জানে, সময়টা মাসুদ রানার।

সরাসরি প্রাইমমিনিস্টারের কাছে আবেদন জানিয়ে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একটা জেটে চড়ার সুযোগ আদায় করে নিল মেরী শার্লট, রানা যখন চোরা স্কাকিয়ন পৌঁছুল সে তখন ডকে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। পিরামিডের রেডিও টেলিফোনে সরাসরি ঢাকার সাথে কথা বলেছে রানা, ওর কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত মৌখিক রিপোর্ট পাবার পর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বলেছেন, 'আমি খুশি হয়েছি, তবে তোমার কাছ থেকে আরও কিছু আশা করেছিলাম আমি।' তাঁর এই কথার মর্ম উদ্ধার করতে অসুবিধে হয়নি রানার। ক'দিনের ছুটি চেয়েছে ও, সাথে সাথে অনুমোদন করেছেন বস।

ছুটি কাটানোর জন্যে চোরা স্ফাকিয়ন মন্দ কী! হারবারের কাছাকাছি, পায়ে হাঁটা পাহাড়ী পথের নীচে এই ক'দিন নির্জন সৈকতে বসে থাকবে ও, তাজা বাতাস খাবে আর ঢেউ গুণবে। সন্ধের সময় উঠে গিয়ে বসবে রেস্তোরাঁয়, স্থানীয় গায়িকাদের আঞ্চলিক গান শুনবে আর বিয়ার খাবে। রাতে যতক্ষণ ঘুম না আসে টেরেসে বসে তারা গুণবে।

মার্ক পপেটির লাশ আর জেনেটিকে নিয়ে প্যারিসে ফিরে গেছে দুঁদে বোঁ। কুবার্তের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

জেভিক ব্রিলকে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লন্ডনে। এখনও সে মুখ খোলেনি।

ইরেজ মারা গেছে, মারা গেছে ফন ব্রেক, কিন্তু সেলিগ অস্টারকে পাওয়া যায়নি।

ইভান গেলিয়স জাপ্পাসকে নেয়ার জন্যে গ্রীক পুলিশ এসেছিল। পাহাড়ী পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে, এই পথে শুধু পাহাড়ী ছাগলদের আসা-যাওয়া আছে। পথের মাঝামাঝি একটা জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে ডাইভ দিয়ে পড়ে সে সোজা সাগরে। তারপর তার আর কোনও খোঁজ নেই।

ভেড়ার পাল হারাবার বিনিময়ে নগদ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে পাপাডেলকে। শুধু তাই নয়, জাপ্পাসের কুঁড়েঘরের মালিকানাও দেয়া হয়েছে তাকে। কুঁড়েঘরের নীচের কামরাগুলোয় যাবার পথ ইস্পাতের দরজা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে গ্রীক সৈনিকরা। কুঁড়ে থেকে গুহায় নামার আর কোনও উপায় নেই।

পিরামিড থেকে ছোট একটা বোটে চড়ে ডকে এল রানা, ছুটে এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শার্লট। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলতে পারল না, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল শুধু। রানাকে তীরে নিয়ে এসেছে একজন এনসাইন, স্যালুট করে বিদায় নিল সে।

'সিঙ্গারকে ধরতে পারিনি, মেরী,' বলল রানা। 'ধরতে পারিনি পায়েলা শাহারকেও।'

ডক থেকে বেরিয়ে ছোট্ট হারবার রোডে উঠে এল ওরা। 'ও-সব কথা থাক, তোমার কাছ থেকে এরবেশি কেউ কিছু আশা করেনি।'

'তুমি জানো না।' গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। 'তা ছাড়া, সিঙ্গার ধরা না পড়ায় কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। টেরোরিস্টদের সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে, বুঝলে। ওরা কখন সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে তার অপেক্ষায় বসে থাকা ঠিক নয়। ওদেরকে খুঁজে বের করে নির্মূল করা দরকার। এক অর্থে সিঙ্গার আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে টেরোরিস্টদের সুগঠিত একটা গ্রুপ গোটা একটা দেশ এমনকী গোটা পৃথিবীকে জিম্মি রাখতে পারে। এবারে কী ঘটেছে? ভেবে দেখেছ কেন আমরা ওদেরকে ব্যর্থ করতে পারলাম?'

'কেন?'

'ভাগ্য আমাদের সহায়তা করেছে, তাই। ভাগ্যগুণে ওই গুহায় গিয়ে পড়েছিল ডলফিন, এবং গুহার ভেতর বেআইনী কাজ করছিল প্যারোডি

বভিয়ের, তাই। ভেবে দেখো, বভিয়েরের ওই গুহায় যদি মেটাল চেইন না থাকত, চেইনটা যদি সে ডলফিনের গায়ে না জড়াত...'

'অস্বীকার করি না, ভাগ্যের বড় ভূমিকা ছিল,' বলল শার্লট। 'প্যারিসের একটা বাড়িতে সন্দেহজনক চরিত্রের কিছু লোক মিটিঙ করেছে, কম্পিউটর থেকে এই খবরটা না পেলে...'

'কাজেই, এমন আয়োজন আর ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার যেন এ-ধরনের বিপদ সামলানোর জন্যে ভাগ্যের সহায়তা দরকার না হয়। রানা এজেন্সিতে আমরা একটা অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিট তৈরি করতে পারি। আমি চাই এ-ব্যাপারে তুমি চিন্তা-ভাবনা করো।'

'ইউনিটে তোমার মত লোক দরকার হবে, রানা,' বলল শার্লট। 'আমার ধারণা টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে লাগতে হলে দুঃসাহস আর দক্ষতা একান্ত দরকার। তারমানেই ইউনিট তৈরি করার আগে বাছাই করা যুবকদের ট্রেনিং দিতে হবে। ভেবে দেখো, আমার যদি উপযুক্ত ট্রেনিং থাকত সিঙ্গার কি আমাকে ওভাবে বিপদে ফেলতে পারত?'

'দেখো, এখানেও ভাগ্য সহায়তা করেছে। তুমি বেঁচে আছ তাও তো শুধু ভাগ্যগুণে।'

হেসে ফেলল শার্লট। 'বিনয়ের অবতার। ভাগ্যগুণে নয়, সার, মাসুদ রানার গুণে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনিই আমাকে উদ্ধার করেছেন!'

'কিন্তু তিনি তোমাকে শারীরিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। পায়েলা শাহার, ফন ব্রেক, ওরা তোমাকে মেরে ফেললেই কী করার ছিল আমার?' হঠাৎ শার্লটকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল রানা। 'ওই ডাইনীটাকে ধরতে না পারলে আমি স্বস্তি পাব না, শার্লট। মোসাড তাকে দিয়ে আবার কিছু একটা ঘটাবার চেষ্টা করবে...'

'পায়েলা শাহার মারা গেছে, রানা,' বলল শার্লট। 'ফিলিস্তিনী ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা তাকে নিউ ইয়র্কে...'

'আর জ্যাকব কেইন?'

'সুইটজারল্যান্ডে। গ্রেফতার করার পর আলোচনা করা হচ্ছে, তাকে নিয়ে কী করা যায়। আদৌ কিছু করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে, রানা। বলা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে করার মত কোনও অভিযোগ নেই। সে একজন এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করছিল। কেউ কেউ বলছে, ওকে ছেড়ে দেয়া হোক। তবে, চিন্তার কোনও কারণ দেখি না... ফিলিস্তিনী ইন্টেলিজেন্স তাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। সিঙ্গারকেও খুঁজছে তারা।'

'তারমানে...'

'তারমানে আমাদের আর বিশেষ কিছু করার নেই। এসো, এখানে ক'টা দিন কাটাই, ঘুরেফিরে দেখি জায়গাটা...'

'আরে এসো,' উৎসাহের সাথে বলল রানা, 'এই সুযোগে একটা বেআইনী কাজও সেরে ফেলি...'

'বেআইনী কাজ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল শার্লট। 'কী?'

'তুমি যখন চলেই এসেছ, ছুটিও পাওয়া গেছে, হানিমুনটা সেরে ফেললে ভাল হয় না?'

'কী!' শার্লটের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'কিন্তু তুমি তো আমাকে বিয়ের প্রস্তাবই দাওনি, দিলেও রাজি হতাম কিনা সন্দেহ – হানিমুনের প্রসঙ্গ উঠছে কীভাবে?'

'সেজন্যেই তো বেআইনী বলছি...'

হঠাৎ রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে হেসে উঠল শার্লট। 'বেআইনী কেন হতে যাবে, তোমার কু-প্রস্তাবে আমার তো কোনও আপত্তি নেই।'

'মানে?'

'ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা হবে। শুধু এটুকু বলি, সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিয়ে আমি কাউকে করব না। চিরকুমারী থাকব। তবে মানুষের জীবনে হানিমুনের দরকার আছে।'

'বিয়ে করবে না? চিরকুমারী থাকবে? আবার বলছ, হানিমুনের দরকার আছে?' এমন চেহারা করল রানা যেন বদহজমে ভুগছে।

'বিয়ে করব না এই জন্যে যে অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, কাউকেই বেশিদিন আমার ভাল লাগে না। ভাল না লাগলে তার সাথে ঘর করব কীভাবে, বলো? ভালবাসার ভান করা আর প্রতারণা করা একই কথা, সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের সমাজে এটা সম্ভব, তাই না? অনেক মেয়েই তো বিয়ে না করে বেঁচে আছে, বেশ ভালভাবেই জীবনযাপন করছে। আমিও তাদের মত...'

'কিন্তু যত যাই বলো, বিয়ে না করলে জীবনে পূর্ণতা আসে না...'

শার্লটের মনে হলো, কথাগুলো যেন রানা নিজেকেই শোনাচ্ছে, ওকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'তা হলে তুমি কেন বিয়ে করোনি?'

রানা কোনও উত্তর দিতে পারল না।

ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, দেখল ওদের জন্যে দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে ইফিটাস।

'ওয়েলকাম, মি. রানা, ওয়েলকাম,' বলল সে। 'সব আমরা শুনেছি, রেডিওতে। সব আমরা দেখেছি, টেলিভিশনে।'

ওদেরকে দেখে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল মিরানডা। শার্লটের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

হাসতে লাগল মিরানডা। 'আপনার বান্ধবীর সাথে আগেই আলাপ হয়েছে আমার, মি. রানা। আপনার জন্যে সামনের কামরাটা গোছগাছ করে রেখেছেন উনি, ওখান থেকে সাগর দেখা যায়। যতদিন খুশি আপনারা ওখানে থাকবেন, রেস্তোরাঁর সৌজন্যে।'

ক্লান্তিতে হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইছে রানার। হাতঘড়ি দেখল, মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে দেখে অবাক হয়ে গেল। কিচেনে উঁকি দিয়ে আঁতকে ওঠার ভান করল শার্লট, 'ও মা, এ যে রাজ্যের সব লোককে খাওয়ানোর আয়োজন...রানা, দেখে যাও, গোটা একটা ছাগল রোস্ট করা হচ্ছে...'

‘পাপাডেল দিয়ে গেছে,’ বলল মিরানডা। ‘আপনাদের জন্যে।’

‘পাপাডেল – ছাগল চোর,’ খিক্ খিক্ করে হাসল ইফিটাস।

‘কেন, চোর বলছ কেন?’ প্রতিবাদ জানাল মিরানডা। ‘পাহাড় থেকে বেওয়ারিশ ছাগল ধরে আনা কি চুরি হলো? বুনো ছাগল, কেউ ওগুলো ধরতে পারে না। শুধু পাপাডেল পারে, তাই তোমরা তাকে হিংসা করো…’

হাসতে লাগল ইফিটাস। ‘ঠিক আছে, ঘাট হয়েছে…

রানা হঠাৎ উপলব্ধি করল, প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে তার। ‘ওপরে গিয়ে হাত মুখ ধুই আমি,’ বলল ও।

দুটো সিঙ্গেল বেডকে এক করেছে শার্লট, পাশে ফেলেছে দুটো সাইড টেবিল, প্রতিটিতে একটা করে ফুলদানী, তাজা ফুল দিয়ে সাজানো। আপনমনে মুচকি একটু হাসল রানা। প্লেনে চড়ার আগে রানার ফ্ল্যাট হয়ে এসেছে সে, ওর একটা সুটকেস নিয়ে আসতে ভুল করেনি, ভুল করেনি কয়েক জোড়া আন্ডারঅয়্যার আনতে। যদি কোনও দিন সিদ্ধান্ত পাল্টায়, ভাবল রানা, ভাগ্যবান কোনও লোকের লক্ষ্মী স্ত্রী হতে পারবে শার্লট।

বিছানায় বসে বুট খুলল রানা, পায়ে গলাল শার্লটের নিয়ে আসা লোফার। ঢলে পড়ে গেল ও, অপর পায়ের বুটটা খোলা হয়নি, বালিশে মাথা পড়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আধ ঘণ্টা পর রানার দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই চলে এল শার্লট। বিছানায় ওকে পা ঝুলিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল সে। এগিয়ে এসে বুটটা খুলল পা থেকে, তারপর পা দুটো তুলে দিল বিছানার ওপর। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

পাথরের ওপর পাথর ছিটকে পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সিঙ্গারের। গুহামুখে, একটা কার্নিশের ওপর ঘুমাচ্ছিল সে, ওখান থেকে গভীর খাদের ওপরটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তার গায়ে ভেড়ার চামড়া, ভেড়াটা নিজের হাতে শিকার করা।

বুনো ভেড়া, গুহার একেবারে পিছন দিকে আশ্রয় নিয়েছিল। বিপদের মধ্যে থাকলেও, ভাগ্যের সহায়তা পাচ্ছে সে। ভেড়ার মাংসে অনেক দিন চলবে তার। চারপাশে পাথুরে পাহাড় হলেও এদিক ওদিক ঝোপ-ঝাড় একেবারে কম নয়, অন্তত শাকের কোনও অভাব হবে না। আধ মাইল দূরে একটা ডালিম গাছও দেখে এসেছে সে। পানিরও কোনও অভাব হবে না, তবে আনতে হলে মাইল তিনেক হেঁটে ঝর্নার কাছে যেতে হবে। পাহাড়ের নীচের অংশে রয়েছে সে, ইচ্ছে করলে আরও ওপরে উঠে যেতে পারে, কিন্তু এখুনি তার কোনও দরকার নেই। এখানে যে গুহাটা পাওয়া গেছে, ওপরে সে-ধরনের গুহা না-ও পাওয়া যেতে পারে। পাহাড়ী এলাকায় মানুষ সে, কাজেই পরিবেশটার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। পাহাড় হলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, লুকিয়ে থাকার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। বেশি দিন তো আর নয়, বাইরের দুনিয়া একটু শান্ত হয়ে এলেই পাহাড় থেকে নেমে হারিয়ে যাবে সে জনারণ্যে।

সিঙ্গার জানে, আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে তাকে। কোত্থেকে শুরু করবে, কীভাবে, এ-সব কিছুই এখন ভাবছে না সে। এখন তার একমাত্র কাজ অস্তিত্ব রক্ষা। প্ল্যান পরিকল্পনা করার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে পরে। তবে, একটা কথা ঠিক, ইসরায়েলে ফিরে যাবে না সে। তার আগের বিশ্বাসে এখনও সে অটল, বিশাল আরব ভূমির মাঝখানে ক্ষুদ্র ইসরায়েল নিরাপদ কোনও জায়গা নয়। শুধু আমেরিকার প্রশ্রয় আর সাহায্য-সমর্থন নিয়ে ইসরায়েলের পক্ষে অনির্দিষ্টকাল টিকে থাকা সম্ভব বলে মনে করে না সে। আমেরিকা একদিন সুপার পাওয়ার না-ও থাকতে পারে, আমেরিকার নতুন কোনও প্রেসিডেন্ট ইহুদিবিদ্বেষী হতে পারে। না, ইসরায়েলে ফিরে গিয়ে সে স্বস্তি বোধ করবে না। বরং আবার সে চেষ্টা করবে একটা দুর্জয় টেরোরিস্ট গ্রুপ গড়ে তোলার। ইসরায়েলের প্রধান বিপদ ফিলিস্তিনী গেরিলারা, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে। ইসরায়েলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে তার আয়তন যদি কয়েক গুণ বাড়ানো যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ করবে সে।

হ্যাঁ, আবার সে দল গঠন করবে। জেভিক ব্রিল, সেলিগ অস্টার, পিয়েরে দ্য কুবার্ত, ফন ব্রেক, আইগাল সিমকিন, জ্যাকব কেইন আর গেলিয়স জাপ্পাসের বিকল্প খুঁজে বের করবে সে। জেভিক ব্রিল একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। পিয়েরে কুবার্ত চেয়েছিল একটা সায়েন্টেফিক ইউনিভার্সিটি। ফন ব্রেক, জটিল চরিত্র। সে ভাবত তার অনেক টাকা চাই, আসলে তার দরকার ছিল ক্ষমতা, দরকার ছিল নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করার একটা মাধ্যম। সিঙ্গারের ইচ্ছে ছিল একটা ইন্টারোগেশন টিম তৈরি করে তার দায়িত্ব দেবে ফন ব্রেককে, শত্রুদের আতংক হয়ে উঠবে সে। সেলিগ অস্টার চেয়েছিল দক্ষ একটা নৌ-বাহিনী গড়ে তুলবে। গেলিয়স জাপ্পাস সহজ সরল আপনভোলা মানুষ, তাকে দিয়ে ইসরায়েলের কোনও উপকার হওয়ার কথা নয়। জাপ্পাসকে সিঙ্গার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারত। আইগাল সিমকিন চেয়েছিল স্থিতিশীল একটা সরকার। আর জ্যাকব কেইনের স্বপ্ন ছিল সন্তোষজনক ফাইন্যানশিয়াল সিস্টেম।

নিজের কাছে সৎ হতে হবে তাকে। প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে। মা-বাবা নিহত হওয়ার পর সন্তানের আর করার থাকেই বা কী? আর চেয়েছিল নিজের দেশটাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখতে।

তার দৃষ্টি আবার অন্ধকারের দিকে সরে গেল। কার্নিশের নীচে, খাদের ভেতর, একজন লোক। একটা ছাগলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। না, বলা উচিত টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ছাগলটা যেতে চাইছে না, কিন্তু লোকটা দক্ষ, কীভাবে অনিচ্ছুক একটা ছাগলকে নিয়ে যেতে হয় জানা আছে তার লোকটা ছাগলের কান ধরেছে, কষে মোচড় দিচ্ছে কানে। চালাক বটে, ছাগলের মুখে রশি ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, যাতে ব্যা ব্যা করতে না পারে।

নিঃশব্দে হেসে ফেলল সিঙ্গার। ব্যাটা ছাগল চোর!

ভেড়ার চামড়াটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল সে। কাল আরেকটা ভেড়া

মারবে সে, চামড়াটা দিয়ে একটা কোট বানাবে। বলা যায় না, সিদ্ধান্ত বদলাতেও পারে সে, দিন ছয়-সাত পর এখানকার পরিবেশ হয়তো একঘেয়ে লাগবে তার, পাহাড়ের আরও ওপরে উঠে যাবে তখন। পাহাড়ে আশ্রয়ের কোনও অভাব হয় না। গুহা ছাড়াও কুঁড়েঘর পাওয়া যেতে পারে, বহু বছর আগে হয়তো রাখালরা তৈরি করেছিল, তারা মারা যাবার পর ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। আরও ওপর দিকে তাকে সঙ্গদেয়ার জন্যে বুনো ছাগল আর ভেড়া যথেষ্টই পাওয়া যাবে।

দ্রুত এবং নিঃশব্দে গুহার ভেতর ফিরে এল সে। মনে মনে ভাবছে, ওদের সে দেখিয়ে দেবে সিঙ্গার ধৈর্য ধরতে জানে। ভেতরে ঢুকে কাঁচা এক টুকরো ভেড়ার কলজে খেল সে।

হ্যাঁ, সে ওদের দেখিয়ে দেবে।

•

লোকটা অপেক্ষা করল যতক্ষণ না ইফিটাসের ঘুম ভাঙে, অপেক্ষা করল যতক্ষণ না ইফিটাস তার রেস্তোরাঁর দরজা খোলে। তারপর বাড়িটার পিছন দিকে চলে এল সে, পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একটা দরজার সামনে। দরজার ওপারে সিলভিয়ার বেডরুম।

বেডরুমের দরজায় টোকা দিল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর দরজা খুলে পর্দা সরাল সিলভিয়া, উঁকি দিয়ে তাকাল। তার পরনে শুধু স্বচ্ছ একখণ্ড নাইলন। নিঃশব্দে হাসল মেয়েটা, বলল, 'জানতাম আজ তুমি আসবে।'

ভেতরে ঢুকল লোকটা, সিলভিয়ার ঠোঁটে আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়াল।

'দাঁড়াও,' বলল সিলভিয়া, 'দরজাটা বন্ধ করে দিই।'

দরজা বন্ধ হবার পর ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে লোকটাকে কথা বলতে নিষেধ করল সিলভিয়া। পা টিপে কামরার দ্বিতীয় দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, কবাটে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। খানিক পর দরজার দিকে পিছন ফিরল সে, হাসছে।

'একদিন,' বলল লোকটা, 'কেউ না কেউ পাঁচিল টপকাতে দেখে ফেলবে আমাকে, সাথে সাথে খবর চলে যাবে ইফিটাসের কানে। সেদিন ইফিটাস আমার কবর খুঁড়বে। আমার বুড়ো দাদু সব সময় বলত, "ক্রীটে যদি কোনও দিন ফিরে যাও, স্ফাকিয়নদের কাছ থেকে দূরে থেকো···!" আর তুমি কিনা তাদেরই একজনকে বিয়ে করে বসলে!'

মেয়েটাকে তার আমেরিকান নাম সিলভিয়া বলেই ডাকে সে। এই সম্পর্ক, দু'জনেই জানে ওরা, সম্পূর্ণ অবৈধ! এবং অপরাধবোধেও কম ভোগে না। কিন্তু ওদের প্রেমটা অদ্ভুত। লোকটাকে মেয়েটার নানু বা দাদু হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। সিলভিয়ার দাদুকে অনেক বছর আগে চিনত লোকটা, যখন তারা নিউ ইয়র্কের একই পাড়ায় বসবাস করত। প্রেমটার জন্ম তখনই, পরস্পরকে ছাড়া তারা থাকতে পারত না। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে লোকটা, কিন্তু লজ্জায় সিলভিয়াকে কোনও খবর দেয় না। জেলে থাকতে বিশটা

মারামারি করে মেয়াদ শুধু বাড়াতেই থাকে সে, ছাড়া পায় পাঁচ বছর পর। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে তার সিলভিয়া একজন স্ফাকিয়নকে বিয়ে করে ক্রীটে চলে গেছে।

মনের দুঃখে পাঁচ বছর আমেরিকার এখানে সেখানে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায় সে। তারপর একদিন হুট করে চলে আসে ক্রীটে। তাকে দেখে পুরনো প্রেম আবার উথলে ওঠে সিলভিয়ার অন্তরে। এর জন্যে অবশ্য ইফিটাসও কম দায়ী নয়।

প্রতিটি গ্রামে মেয়েমানুষ আছে ইফিটাসের। রেস্তোরাঁ বন্ধ করার পর এক এক রাতে এক এক গ্রামে চলে যায় সে, ফিরে আসে গভীর রাতে। লোকটাকে না পেয়ে, লোকটার জন্মভূমি পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিল সিলভিয়া, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি। তার মনে অশান্তি লেগেই ছিল, নতুন এই অশান্তি তাকে বেশি ভোগাতে পারেনি। কিন্তু লোকটা আবার তার জীবনে ফিরে আসায় সব নতুন করে ভাবতে শুরু করল সে। সংযমের ধার এল কমে, সতীত্ব-মনে হলো ফালতু জিনিস। নিজেকে সে বোঝাতে শুরু করল, ইফিটাসের কাছ থেকে কিছুই তো সে পায়নি, অথচ ইফিটাস সবার কাছ থেকে সব কিছু আদায় করে নিচ্ছে, আমিও কেন ঠিক তার মতই আচরণ করব না?

শুরু হলো প্রেম। অবৈধ প্রেম।

'এ সেই লোক, কোনও সন্দেহ নেই,' হঠাৎ করে বলল লোকটা। বিছানার কিনারায় বসে সিলভিয়ার হাত ধরে টানল সে, পাশে বসাল। সিলভিয়ার চুলের গন্ধ নিল সে। চোখ দুটো আধবোজা।

'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ। ওই ব্যাটা জাপ্পাস নয় – আমাকে অন্তত বোকা বানাতে পারেনি। বছরের পর বছর এক কোণে বসে তার কথা শুনে গেছি, লক্ষ করেছি তাকে। তবে, হ্যাঁ, শালা নাচতে পারে বটে।'

'আর তুমি পারো নাচাতে...' মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসল সিলভিয়া।

'কিন্তু না, সিলভিয়া, কাজটা আমরা ভাল করছি না...অন্তত একটা বিবাহিতা মেয়ের সাথে এ আমার সাজে না। এসো, আমরা বরং ইফিটাসকে সব কথা বলি।'

'ইফিটাসের সাথে কথা হয়েছে আমার,' বলল সিলভিয়া।

'কী কথা হয়েছে? আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটা।

'না, তোমার কথা তাকে বলিনি। আমি বলেছি, তাকে নিয়ে আমি সুখী নই।'

'কী বলল ইফিটাস?'

'বলল, সে নাকি জানে।'

'তা হলে?'

'আর কোনও কথা হয়নি।'

'শুরু যখন করলে, শেষ করলে না কেন?'

'আমার সাহস হয়নি।'

চুপ করে বসে থাকল লোকটা। তারপর বলল, 'কিন্তু সাহস তো করতেই হবে, সিলভিয়া। এভাবে তো আর বেশিদিন চলতে পারে না।'

'জানি,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিলভিয়া।

'তার সাথে আবার তুমি কথা বলবে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা

'এক কাজ করো,' হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সিলভিয়ার চোখমুখ 'লোকটা কোথায় আছে বললে আমাদের অতিথি ভদ্রলোক ভারি খুশি হবেন। তুমি তাকে জানানোর ব্যবস্থা করো।'

'বেশ,' আগ্রহের সাথে রাজি হলো লোকটা। 'কিন্তু তারপর?'

'এক শর্তে তাঁকে খবরটা জানাবে তুমি, তিনি আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান করে দেবেন।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'নাহ্, তা হয় না। উপকার করতে হয় এমনি করব, শর্ত দিয়ে নয়। তবে সুযোগ হলে তাকে আমি সমস্যাটার কথা জানাতে পারি। তিনি যদি সাহায্য করেন, সেটা আলাদা ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, তবে তাই করো, জানাও তাঁকে...'

পরদিন সকাল ছ'টা রেস্তোরাঁয় এল পাপাডেল। আধ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে ইফিটাস, চুলো জ্বেলে পানি গরম করছে সে। কফি খেয়ে নাস্তা তৈরি করতে বসবে। পাপাডেলকে দেখে ব্যারেল থেকে এক গ্লাস মদ ঢালল সে, টেবিলের ওপর রেখে মন দিল নিজের কাজে।

'কথা আছে,' বলল পাপাডেল।

ইফিটাস কথা বলল না। যদি কিছু বলার থাকে, সময় মত ঠিকই বলবে পাপাডেল।

মদের গ্লাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করল পাপাডেল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল। পকেট থেকে দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি বের করে দাঁত পরিষ্কার করছে সে।

রেস্তোরাঁর মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে ইফিটাস। প্রথম কাপ কফি খাবার আগে এই কাজটা শেষ করে সে।

'জোড়া ম্যাডোনার নীচে গুহাটা চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'বেশ। কিন্তু বাজি রাখবে, যদি বলি ওখানে আরেকটা গুহা আছে? ম্যাডোনার ঠিক ওপরে, বলা যায় একটা ম্যাডোনার ঠিক পায়ের কাছে?'

'না, বাজি রাখব না। তুমি যদি বলো ওখানে একটা গুহা আছে, তবে আছে।'

পাপাডেলের এটা স্বভাব, নিজের কথা নিজের মত করে বলবে সে। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার কোনও মানে হয় না। খুব কম করে আন্দাজ করলে তার বয়স ষাট, অথচ তার চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ, আর কান দুটো ইঁদুরের মত সজাগ। গোটা গ্রীষ্মকালটা পাহাড়ে পাহাড়ে চরে বেড়ায় সে। লোকে বলে যখন সে গর্ভে আসে তখন তার মা নিশ্চয়ই পাহাড়ে ছিল। নিন্দুকরা আরও এক

ধাপ বাড়িয়ে বলে, তার মা ছিল একটা ছাগলী।

শীতকালে অনেক সময় বরফঢাকা ঢালের অনেক উঁচুতে কালো একটা সচল বিন্দু দেখা যায়, নীচ থেকে গ্রামের লোকেরা বুঝতে পারে ওটা পাপাডেল। পাশনে-র চূড়া থেকে একবার নাকি পাপাডেল একটা ভেড়াকে কাঁধে করে নামিয়ে এনেছিল, আর পাশনে হলো লেফকা ওরি-র সবচেয়ে উঁচু চূড়া। একটা মেয়েকে নিয়ে একজন স্ফাকিয়নের সাথে তার একবার ঝগড়া বেধেছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, মেয়েটা থাকবে পাশনের চূড়ায়। দু'জন পুরুষ তাকে সেখানে রেখে আসবে। গ্রাম থেকে দৌড়ে সেই চূড়ায় উঠবে পাপাডেল আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী। যে আগে পৌঁছুতে পারবে সেই হবে মেয়েটার প্রেমিক। মেয়েটা ছিল অল্প বয়েসে বিধবা।

পাপাডেল নাকি মেয়েটার সাথে চারবার শোয়ার পর দ্বিতীয় লোকটা সেখানে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পৌঁছায়।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে পাপাডেল ইফিটাসকে বলল, 'কেউ একজন ওই গুহায় বাস করছে।'

পিছন থেকে তাকে ডাকল ইফিটাস, 'কী বললে তুমি?'

'এই আমার কাজ নাকি, এক কথা বারবার বলতে হবে? কেউ একজন ওই গুহায় বাস করছে। ম্যাডোনার নীচের ওই গুহাটায়। এবং লোকটা গেলিয়স জাপ্পাস নয়।'

'একটু দাঁড়াও,' বলল ইফিটাস, সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল সে।

'কেন দাঁড়াব, যদি না তোমার ব্যারেল থেকে কিছু ঝরে?'

'নিজে নিয়ে খাও। তবে বেশি নয়। আমি চাই না তুমি মাতাল হয়ে যাও।'

দোতালায় উঠে এসে রানার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল ইফিটাস। চোখ মেলে রানা দেখল তার দিকে ঝুঁকে ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে রেখেছে ইফিটাস। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করল ও।

রেস্তোরাঁয় নেমে এসে কফি বানাতে বসল ইফিটাস। 'পাপাডেল একটা গল্প নিয়ে এসেছে। সামারিয়া খাদের ওপর একটা গুহায় একজন লোক বাস করছে। পাপাডেল বলছে সে নাকি জাপ্পাস নয়।'

'তুমি জানলে কীভাবে?' সরাসরি পাপাডেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'জাপ্পাসের কাঁধ চওড়া, আমার মত। এই লোকটা লম্বা, কিন্তু শরীরে চর্বি নেই। তবে এ-ও পাহাড়ী মানুষ। গুহামুখের কোণে এমনভাবে বসে থাকে, ওখান থেকে সবকিছু দেখতে পায় সে, আর মনে করে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। পাহাড়ের ওপর ছয় কিলোমিটার দূরে খরগোশ থাকলে তাও আমি দেখতে পাই, আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়।' আত্মপ্রশংসা নয়, গেঁয়ো একজন লোকের সরল বিবৃতি মাত্র। 'তা ছাড়া, ভেড়ার একটা চামড়া পরে আছে সে, পরিষ্কার করা হয়েছে পাথরে ঘষে। গন্ধ পেয়েছি।'

'ওখানে আমাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'লোকটা টের পাবে না, দূর থেকে ওকে দেখতে পাব?'

'সেটা আপনার ওপর নির্ভর করে, লম্বা পা'জামার মানুষ,' বলল পাপাডেল।

ছয় ফিট লম্বা সে, স্কাকিয়নদের প্রিয় পোশাক পরে আছে – উঁচু কালো বুট, অশ্বারোহীর আঁটো পা'জামা, তার ওপর কোমর থেকে ঝুলে আছে ফোলা ব্যাগের মত ভাঁজ করা নরম কাপড়। বুকে জড়ানো ভেস্টে প্রচুর বোতাম আর ফিতে। কিনারায় কালো ফিতে দেয়া টুপি, দেখতে অনেকটা পাগড়ীর মত, ঢালু হয়ে একটা চোখের কাছাকাছি নেমে এসেছে। বিশাল দেহ পাপাডেলের, কিন্তু আগেই লক্ষ করেছে রানা, বিড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে সে। পাহাড়ী মানুষ, সমতলভূমির লোকদের মাক্রোপানটালোনাডেস বলে সম্বোধন করে, লম্বা ট্রাউজার পরে বলে।

একটু কৌশল করে রানা বলল, 'এমন নিঃশব্দে হাঁটতে পারি, শুধু হয়তো একজন স্কাকিয়ন শুনতে পাবে।'

'আপনি ছায়া লুকোতে জানেন, লম্বা পা'জামার মানুষ?'

'রোদ আমাকে ছুঁতেই পারে না।'

'নুড়ি পাথরের ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়বেন, কিন্তু সাথে একটাও পাথর নামবে না?'

'পড়া তো দূরের কথা, একটু নড়বে না পর্যন্ত।'

ইফিটাসের দিকে তাকাল পাপাডেল। 'তোমার মেহমান ভাল মিথ্যে বলতে পারে। একেবারে সত্যি বলে মনে হয়। ওকে বলো আমার খিদে পেয়েছে। আর খিদে পেলে আমার তেষ্টাও পায়।'

রুটি, মধু, আপেল, কফি আর দেশী মদ খেল ওরা। কাপড়ের ভেতর থেকে একটা খালি বোতল বের করে ইফিটাসকে দিল পাপাডেল। 'এটা ভরে দাও, পাহাড়ে উঠে গা গরম করার জন্যে দরকার হবে।' একটা চোখ টিপল সে। 'কালকের চেয়ে শীত আজ একটু বেশি।'

নিজের টয়োটা ট্রাকে উঠে বসল ইফিটাস, ওদেরকে অ্যানাপোলিস-এর দিকে খানিকটা এগিয়ে দিল। ট্রাকের পিছনে বসে গজগজ করতে লাগল পাপাডেল। এঞ্জিনের আওয়াজ তার সহ্য হয় না, সহ্য হয় না ধুলোর মেঘ। প্রতিবার ঝাঁকি খায় গাড়ি, আর অভিশাপ দেয় সে।

অ্যানাপোলিস থেকে রানাকে নিয়ে একা রওনা হলো পাপাডেল। এখানে রাস্তা আছে, কিন্তু যার জানা নেই তার পক্ষে এটাকে রাস্তা বলে সনাক্ত করা অসম্ভব। শুধু দিক নির্দেশ পেলে রাস্তাটা খুঁজে বের করা যাবে না। দীর্ঘ, লম্বা পায়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে পাপাডেল, যেন উড়ে চলেছে। সকালের বাতাস ঠাণ্ডা হলেও এরইমধ্যে তেজ বেড়েছে রোদের। দেখে মনে হলো পাপাডেলের ঠাণ্ডা বা গরম কোনটাই লাগছে না। রানার মনে পড়ল, আজ এ-পথে দু'বার হাঁটছে পাপাডেল। সেন্ট জন গ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ওরা, উত্তর দিকে। 'আমার নামও সেন্ট,' পাপাডেল বলল 'অথচ সেন্ট জন আমার জন্যে কিছুই করেননি…'

'তুমি হয়তো তাঁকে যথেষ্ট মোমবাতি দাওনি…?' রানার ধারণা, পাপাডেলের মত স্কাকিয়ানরা ধর্ম-টর্ম খুব একটা মানে না। ওর ধারণা ভুল।

'উনি নির্লিপ্ত, অন্তত আমার ব্যাপারে নির্লিপ্ত,' খেদ প্রকাশ করে বলল

পাপাডেল। 'আমার কাছ থেকে যত মোম পেয়েছে, এক হাজার ডানা তৈরি করা যাবে।'

'কেন, তোমার সমস্যাটা কী?'

থেমে থেমে, একটু একটু করে তার প্রেমের কথা বলে গেল পাপাডেল। সে সুখী নয়, কিন্তু সুখী হতে চায়। জানে ইফিটাসকে এভাবে ঠকানো তার উচিত হচ্ছে না, কিন্তু সিলভিয়াকে না দেখতে পেলেও বাঁচবে না সে। কী করবে সে? কী করবে সিলভিয়া? তাদের তো করার কিছুই নেই, তবে ইফিটাসের আছে। তার তো অনেক মেয়ে আছে, সিলভিয়াকে ছেড়ে দিলেই পারে।

রানাকে কোনও অনুরোধ করল না পাপাডেল, রানাও তাকে কোনও কথা দিল না। তবে সব শোনার পর রানার মনে হলো, সিলভিয়ার সাথে বৈধ একটা সম্পর্ক পাপাডেলের হওয়া দরকার। ইফিটাসের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত কিনা কে জানে! যত যাই হোক, সিলভিয়া ইফিটাসের আইনসঙ্গত স্ত্রী। ব্যাপারটা নিয়ে শার্লটের সাথে আলাপ করবে ও।

খাড়া পাহাড়ে উঠে আবার ওরা নীচে নদীর কিনারায় নেমে এল। একটু পরেই আবার শুরু হলো চড়াই। অনেকদিন অভ্যেস নেই, রানার পায়ের প্রতিটি পেশীতে টান পড়তে লাগল। আরও খানিক ওপরে ওঠার পর দূরে সাগর দেখা গেল। ইফিটাসের ঝড়টা আসেনি, তবে বাতাসের গতিবেগ বেড়েছে, ঢেউগুলোও খুব উঁচু, মাথায় সাদা ফেনার ঝুঁটি। সামনে আরেকটা খাড়া ঢাল। মাথায় উঠে এসে হাঁপাতে লাগল রানা। পাপাডেলের সাথে থাকার জন্যে হাঁটার গতি দ্রুত করতে হলো ওকে। ঢালের মাথা থেকে নীচে নদীর মেঝেতে নেমে এল, পানি নেই।

এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে নদীটা পেরিয়ে গেল পাপাডেল। রানার ইচ্ছে হলো একটু থেমে বিশ্রাম নেয়, গর্তের কিনারায় বসে হাত-পা ধোয়। নদীর ওপারে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পাপাডেল 'যদি না পারেন তো বলেন, আপনাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব।' হাসতে লাগল সে। অবাক হয়ে গেল রানা, লোকটার একটা দাঁতও পড়েনি। এই লোককে সিলভিয়া ওরফে মিরানডা ভালবাসে, নিশ্চয়ই জোরাল কোনও কারণ আছে।

'এই নদীর পানি ভাল,' নদী পেরিয়ে তার পাশে চলে এল রানা, ওর দিকে বোতলটা বাড়িয়ে ধরে বলল পাপাডেল। এত সকালে কড়া মদ রানার সহ্য হবে না, মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল ও। বোতল থেকেই ঢকঢক করে খানিকটা পেটে চালান করে দিল পাপাডেল। হাত তুলে পাহাড়ের মাথাটা দেখাল সে, আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের অবস্থান দেখে রানা আন্দাজ করল সময়টা এখন দুপুর। 'ওখানে,' বলল পাপাডেল, 'আমরা জোড়া ম্যাডোনা দেখতে পাব, সামারিয়া খাদের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। দেখতে পাব আপনার লোকটাকে। এখন থেকে সাবধানে হাঁটতে হবে, মাক্রোপানটালোনাডেস। সামান্য একটু শব্দও পাহাড়ে বজ্রপাতের মত শোনায়।'

নামার পালা শেষ, এরপর শুধু ওঠার পালা। প্রাচীন একটা পথ অনুসরণ

করছে ওরা, হাজার বছর ধরে শুধু ভেড়া আর ছাগল এই পথে আসা-যাওয়া করেছে। পাথর ঘেরা সমতল জায়গা খানিকটা, তারপর ছোট একটা বাধা, কখনও তিন ফুট, কখনও পাঁচ ফুট উঁচু পাথরের প্রতিবন্ধক। সেটার মাথায় ওঠার পর দেখা গেল সামনে আবার খানিকটা সমতল জায়গা। পাঁচ-সাত গজ পর পর একটা করে বাঁক, কখনও সামনে এগোচ্ছে ওরা, আবার কখনও পিছন দিকে প্রায় প্রতিটি বাঁকের শেষে দেখা গেল একটা করে ঘন ঝোপ, বুনো ফুলের ঝাঁঝাল গন্ধ পেল ওরা। সামনে দেখা গেল একটা চূড়া, সেটায় ওঠার পর ভুল ভাঙল, আসল চূড়াটা রয়েছে আরও আধ কিলোমিটার সামনে। দুই চূড়ার মাঝখানে সমতল অথচ ঢালু খানিকটা জায়গা। জায়গাটার এক ধারে ছোট একটা কুঁড়েঘর, ছাদ দেয়াল সবই পাথর দিয়ে তৈরি, তবে দরজাটা কাঠের। সেটার দিকে এগোবার সময় রানা লক্ষ করল, আড়চোখে বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে পাপাডেল। কী যেন একটা সমস্যায় পড়ে গেছে সে, সমাধান বের করার চেষ্টা করছে।

'ভদ্র মেয়েলোকটা,' বলল সে, 'যিনি আপনার বিছানায় ভাগ বসান। আমার বিশ্বাস, উনি খুব শক্ত মেয়েলোক।'

পাপাডেলের কৌতূহল লক্ষ করে কৌতুক বোধ করল রানা। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে শার্লটের কথা সে জানল কীভাবে? গ্রামে অবশ্য গোপন কথা মহামারীর মত ছড়ায়।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'শক্ত মেয়েলোক।'

পাপাডেল দাঁড়িয়ে পড়ল। 'শক্ত মেয়েলোক,' বলল সে, ফেলে আসা পথের দিকে হাত তুলল।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ওদের ছেড়ে আসার ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শার্লট। সে যে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, দূর থেকেও তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

এতক্ষণ পা চালিয়ে হেঁটেছে শার্লট, এবার ধীর ক্লান্ত পায়ে হেঁটে এল সে 'আমাকে তুমি ফেলে এলে কী মনে করে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ভুলে গেছ, সিঙ্গারের সাথে আমারও বোঝাপড়া আছে?'

'আরেকটা মাক্রোপানাটালোনাডেস,' ফেটে যাওয়া তরমুজের মত গাল ভরা হাসি নিয়ে বলল পাপাডেল। 'ওয়েলকাম!'

'ওয়েলকাম,' ব্যঙ্গ করল রানা 'নিশ্চয়ই তুমি একা আসোনি!'

'না, ইফিটাস আমাকে নিয়ে এসেছে,' একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল শার্লট। 'ঢালের নীচে মাথা নিচু করে বসে আছে সে, তুমি যদি রাগ করো।'

পাপাডেল গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল।

'আমার কোনও দোষ নেই,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল ইফিটাস। 'সিলভিয়া বলল, ইনিও জেদ ধরলেন...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কেউ তোমার গর্দান নিতে চাইছে না। তবে গুহার ভেতর লুকিয়ে থাকা লোকটা কী করবে আমরা তা জানি না।' কথা শেষ করে

সবাইকে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত করল পাপাডেল

ওদেরকে নিয়ে কুঁড়েঘরের ভেতর ঢুকল সে। পিছনের দেয়ালের গায়ে একটা গর্ত, কয়লা দেখে বোঝা গেল ফায়ারপ্লেস মেঝেতে বাঁশপাতা বিছানো, কোথাও কোনও ধুলো-বালি নেই। বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে বিছানা। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে একটা হাতা দিয়ে কয়লাগুলো তুলে ফেলল সে। ফায়ারপ্লেসের মেঝে থেকে একটা পাথর তুলে ভেতরে হাত গলিয়ে দিল। ভেতর থেকে বের করে আনল একজোড়া ব্রিটিশ আর্মি লী-এনফিল্ড রাইফেল, চকচকে সিল্ক দিয়ে মোড়া। দুটো রাইফেলই ঝকঝক করছে, ম্যাগাজিন লাগানো রয়েছে। 'আবার যদি কখনও জার্মানরা ফিরে আসে, পাপাডেল সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে,' বলল সে।

রানার মুখে কথা সরল না।

একটা রাইফেল নিয়ে ম্যাগাজিন খুলে ফেলল শার্লট, বোল্ট টেনে ব্রিচের রাউন্ডটা ইজেক্ট করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাউন্ডটা পরীক্ষা করল সে।

রাইফেল নিয়ে দরজার কাছে চলে এল শার্লট, ব্রিচে বুড়ো আঙুলের নখ কোণাকোণিভাবে রেখে ব্যারেলের ভেতর দিয়ে তাকাল। 'ক্লিন অ্যাজ এ হুইসেল,' রানাকে বলল সে। ব্রিচে আবার ভরল রাউন্ড, বন্ধ করল বোল্ট, সেফটি চেক করল, তারপর আবার ম্যাগাজিন ফিট করল।

নিষ্পলক চোখে তাকে লক্ষ করছিল পাপাডেল। 'হ্যাঁ, শক্ত মেয়েমানুষ,' বলল সে।

তেরো

রাতে ভাল ঘুম হয়নি সিঙ্গারের, বিচিত্র শব্দ বারবার তাকে সজাগ করে তুলেছে। এ-ধরনের শব্দের সাথে বহুকাল আগে পরিচয় ছিল তার, অনেক দিন শোনা হয়নি বলে অচেনা লাগছে। জানে আর ক'দিন পর শব্দগুলোকে আলাদা করতে পারবে সে, বুঝতে পারবে কোন্‌গুলো বিপজ্জনক, কোন্‌গুলো নয়। ভোরের দিকে সম্পূর্ণ জাগার পর আবার সে গুহামুখের সামনে এসে বসেছে। সবচেয়ে জরুরী কাজ তো এটাই, অপেক্ষা করা আর চারপাশে নজর রাখা। নিজের দু'দিকে মোচড় খাওয়া খাদ দেখতে পেল সে। খাদের পর, বাঁ দিকে, সাগর। খাদের এদিকে সকালের রোদ সরাসরি এসে পৌঁছায় না।

ছায়ায় বসে থাকল সে, তারপর এক সময় পাহাড়ের কাঁধ থেকে উঁকি দিল সূর্য। গুহার ভেতর দিকে সামান্য সরে বসল সে, চঞ্চল চোখ দুটো দুর্গম এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজছে কিছু নড়ে কিনা দুপুরের মধ্যে দৃষ্টিসীমার ভেতর যতগুলো ভেড়া আর ছাগল আছে সবগুলোর অবস্থান জেনে ফেলল সে, চোখ বন্ধ করে, শুধু শব্দ শুনে বলে দিতে পারবে কোন্‌টা কোথায় আছে। যেমন, এত দূর থেকে দেখেও বলে দিতে পারে, খাদের ওপারে একটা ছাগলের পায়ে রশি বাঁধা আছে। পায়ে রশিটা জড়িয়ে গেছে, ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে হচ্ছে

বেচারিকে। সবগুলো ভেড়িকে নীচের ঘাস মোড়া প্রান্তরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে. সকালে দুধ দোয়ানোর শব্দ পেয়েছিল সে। খানিক পর দেখেছিল গাধার পিঠে দুধের গামলা বসিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন রাখাল। কারখানায় যাচ্ছিল সে, দুধ থেকে সেখানে ঘি আর মাখন তৈরি করা হবে।

বেলা বাড়ার পর আরেকজন রাখালকে দেখল সে, পিছনে ছোটখাট একটা ছাগলের পাল, নীচের প্রান্তরে নেমে যাচ্ছে। শীত আসতে আর বেশি দেরি নেই। বাতাসে এখনই ক্ষীণ একটু ঠাণ্ডা ভাব দেখা দিয়েছে।

দুপুর একটার দিকে গুলির প্রথম শব্দটা শুনল সে।

শব্দটা পাহাড়ে পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল। প্রতিধ্বনির শব্দ থামার আগেই শব্দের উৎস আবিষ্কার করে ফেলল সিঙ্গার। রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল একটা রাইফেলের ব্যারেল, আকাশ থেকে সশব্দে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে খসে পড়ল একটা পাখি। স্বাভাবিক ব্যাপার. ভাবল সে. পাখির মাংস দারুণ সুস্বাদু।

দু'মিনিট পর আরেকটা গুলির শব্দ হলো। তারপর আর কোন আওয়াজ নেই।

খাদের ওদিকে অনেকটা দূরে রয়েছে শিকারী, উত্তর দিকে। দশ মিনিট পর তাকে দেখতে পেল সিঙ্গার, পাথরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে নীচের দিকে নামছে। পাইন গাছের একটা সারির আড়ালে হারিয়ে গেল।

পেশীতে ঢিল পড়ল সিঙ্গারের, হেলান দিয়ে বসল।

মাথার ওপর কোথাও থেকে পাথরে পাথর ঘষার আওয়াজ হলো ভেড়া, নাকি ছাগল? শব্দ যে একটা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গুহামুখ থেকে কার্নিশে বেরিয়ে এল সিঙ্গার। কার্নিশটা মাত্র একদিকে এগিয়েছে, দু'ফুট চওড়া, গজ ত্রিশেক এগিয়ে মিলিয়ে গেছে পাহাড়-প্রাচীরের খাড়া গায়ে। কার্নিশের মাঝখানে ওপর থেকে নেমে এসেছে একটা পাথুরে থাম, থামের গায়ে অনেকগুলো খাঁজ আর ফাটল। থামের ওপরে কার্নিশটা বিশ গজের মত এগিয়েছে। থামটাকে পাশ কাটিয়ে কার্নিশের দ্বিতীয় অংশে যাওয়া যায়, চূড়ার দিক থেকে সরু একটা পথ নেমে এসেছে ওখানে।

আবার একটা শব্দ শুনল সিঙ্গার। এবার যেন মনে হলো গুহার ভেতর থেকে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব!

ঘুরল সিঙ্গার, দেখল গুহার পিছনের দেয়ালে আলো। আলো!

রহস্যটা এক পলকে বুঝে ফেলল সিঙ্গার। দেয়ালের একটা পাথর সরানো হচ্ছে। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আলোটা।

নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত গুহার ভেতর ঢুকল সিঙ্গার, সচল পাথরের পাশে লুকিয়ে থাকল। গর্তটা আরও একটু বড় হলো, স্থির হয়ে গেল পাথরটা, ফাঁক গলে ভেতরে মাথা গলাল একজন লোক। কালো পোশাক পরা, হাতে ছুরি। গুহার মেঝেতে উঠে এল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে গুহার সামনের দিকে তাকাল সিঙ্গার। ভেড়ার চামড়াটা যেখানে ফেলে এসেছে সেখানেই পড়ে রয়েছে, দূর থেকে মনে হচ্ছে ভেতরে

একজন মানুষ শুয়ে আছে। কালো পোশাক পরা লোকটা ছুরি বাগিয়ে ধরে সেটার দিকে এগোল।

তার পিছু নিল সিঙ্গার।

চার গজ দূর থেকে লাফ দিল লোকটা. ছুরিটা বসিয়ে দিল চামড়ার গায়ে। ফলাটা কিছুতে বিঁধল না, ফলার ডগা পাথরে ঘষা খেয়ে পিছলে গেল, ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল পাপাডেল। পিছন থেকে তার নিতম্বে কষে একটা লাথি মারল সিঙ্গার, ছিটকে কার্নিশের ওপর গিয়ে পড়ল সে। ছুটে এসে আরেক লাথি কষল সিঙ্গার, কার্নিশের কিনারা থেকে নীচের খাদে খসে পড়ল পাপাডেল।

রাইফেলের একটা বুলেট বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল, ছুঁয়ে দিল সিঙ্গারের চোয়াল। ডান দিকে ঘুরে ছুটল সে, কিন্তু মাত্র তিন পা এগোতে পারল। এবার গুহার ভেতর থেকে নয়, কার্নিশের দিক থেকে দ্বিতীয় বুলেটটা ছুটে এল, থামের ওদিক কোথাও থেকে। কাঁধের কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল সেটা। কার্নিশের ওপর শুয়ে পড়ল সিঙ্গার. সাথে সাথে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। গুহার ভেতর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, গর্তে রাইফেল নিয়ে কেউ একজন আছে। কার্নিশের শেষ মাথাতেও আছে একজন, তবে মাঝখানে থামটা থাকায় লোকটা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

সময় নষ্ট করা মানেই অবধারিত মৃত্যু। কালবিলম্ব না করে থামের ফাটলে পা রেখে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল সিঙ্গার। থাম আর পাহাড়-প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে চূড়ার দিকে। এই পথেই জীবন।

চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে, জ্বালা করছে ক্ষতটা। সামান্যের ওপর দিয়েই গেছে. ভাগ্যকে সেজন্যে ধন্যবাদ দিল সিঙ্গার। চূড়ায় একবার উঠতে পারলে তাকে ওরা ধরতে পারবে না, জানে সে। ওপারে ঢাল আছে, আছে বড় বড় বোল্ডার, গা ঢাকা দিয়ে নেমে যেতে পারবে সে।

গুহার ভেতর থেকে শার্লট কথা বলে উঠল, 'তোমাকে আমরা কোণঠাসা করে ফেলেছি, সিঙ্গার। মাথার ওপর হাত তুলে গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়াও। কথা শুনলে তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতেও পারি, যদিও এখুনি কোনও কথা দিচ্ছি না।'

ওপরে ওঠায় ব্যস্ত সিঙ্গার. শার্লটের কথায় ভালভাবে কানই দিল না। তারপর একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল সে।

'সিঙ্গার, সারেন্ডার করো। তোমার পালাবার কোনও উপায় নেই।'

সংখ্যায় ওরা বেশি নয়, ভাবল সিঙ্গার। বেশি হলে কার্নিশে বেরিয়ে আসত দু'একজন, অন্যরা কাভার দিত আড়াল থেকে। থামের ওদিকে রয়েছে পুরুষটা, জানে সে, উঁকি দিলেও এখন তাকে দেখতে পাবে না। উঁকি দিয়ে মানুষ প্রথমে সামনে তাকায়। কিন্তু কার্নিশ ফাঁকা। সিঙ্গার থাম বেয়ে উঠে এসেছে চূড়ার কাছাকাছি।

আর মাত্র দু'ফুট, তারপরই চূড়ায় উঠে পড়বে সে।

উঠল সিঙ্গার, উঁকি দিয়ে চূড়ার ওদিকে নিচু ঢালে তাকাল। তিন গজ দূরে একজন লোক, হাতে ছুরি নিয়ে শুয়ে রয়েছে ঢালের ওপর।

সিঙ্গারকে দেখে এক গাল হাসল ইফিটাস। বলল, 'মন্দ ভাগ্য, কী বলো?'

গুহার ভেতর থেকে শার্লট আর থামের ওদিক থেকে রানা বেরিয়ে এসে কার্নিশে মিলিত হলো।

'থামের ওদিকে যায়নি,' বলল রানা।

'গুহার ভেতরেও ঢোকেনি,' বলল শার্লট।

কার্নিশের কিনারায় একটা হাত দেখা গেল। তাড়াতাড়ি কিনারায় গিয়ে খাদের নীচে তাকাল ওরা। একটা গাছের ডালে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাডেল, কার্নিশের কিনারা ধরে খাদ থেকে উঠতে চেষ্টা করছে। 'সেন্ট জনকে মোমবাতি দেয়ার সুফল,' বলল সে। রানা আর শার্লট তাকে টেনে তুলে আনল কার্নিশের ওপর। 'পড়েছিলাম একটা গাছের ডালে।' হঠাৎ শার্লটের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল সে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মাথার ওপর, পাহাড়চূড়ার দিকে তাকাল ওরা।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল ইফিটাস। কিন্তু লাফ দিল বিদ্যুৎবেগে। চূড়া থেকে মাথাটা নামিয়ে নিল সিঙ্গার।

চূড়ার কিনারায় পড়ল ইফিটাস, পিছলে এল শরীরটা। তার পাশে আবার মাথা তুলল সিঙ্গার, এক হাতে খামচে ধরল ইফিটাসের কোমরের কাছে কাপড়, টেনে চূড়া থেকে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল সে। ইফিটাসের হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। ঢালে পা বাধিয়ে নিজেকে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারছে না। শরীরের বেশিরভাগ চূড়ার বাইরে ঝুলছে।

ছুরিটা নীচে নেমে আসছে, কিন্তু কার্নিশে পড়ার আগেই রাইফেল তুলে গুলি করল পাপাডেল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো পাহাড়-প্রাচীরের সাথে পেরেক দিয়ে গাঁথা হয়েছে সিঙ্গারকে। হাত দুটো মাথার ওপর উঠে গেল। পিঠে, ঠিক শিরদাঁড়ার ওপর লম্বা লাল দাগ থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল তরল রক্ত। এক সেকেন্ড স্থির থাকল, তারপর শিরদাঁড়া বাঁকা হতে শুরু করল। পিছন দিকে কাত হয়ে গেল শরীরটা। শুরু হলো পতন। কার্নিশে একটা বাড়ি খেয়ে খাদে নেমে গেল সে।

কিনারা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে ইফিটাস, চোখ দুটো বিস্ফারিত। ভারসাম্য রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। মনে হলো শেষ রক্ষা সম্ভব নয়। বোধ হয় পড়েই যাবে সে। কিন্তু না, চূড়ার কিনারা থেকে একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে পারল সে।

ইফিটাস ফেরার প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর গুহা থেকে রওনা হলো ওরা। পাপাডেল তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে বারবার কথাটা স্বীকার করল ইফিটাস। এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল পাপাডেল।

'প্রাণ বাঁচিয়েছি, ভাল কথা,' বলল সে। 'তুমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে বলছ, তাও ভাল কথা। কিন্তু বিনিময়ে কিছু দেয়ার কথা বলছ না কেন?'

'কী চাও তুমি পাপাডেল?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল ইফিটাস।

'তোমাকে সব আমি দিতে পারি, যা তুমি চাও।'

'নিজের জন্য ওর কিছু চাওয়ার নেই,' মাঝখান থেকে মন্তব্য করল শার্লট। মিরানডার দুঃখের কথা মিরানডার মুখেই শুনে এসেছে সে। 'তবে অন্য একজনের জন্যে চাওয়ার আছে।'

'অন্য একজনের জন্যে?' কার জন্যে? কী?' দাঁড়িয়ে পড়ল ইফিটাস। 'কী জিনিস সেটা?'

'তোমার তো অনেক মেয়ে আছে, তাই না, ইফিটাস?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাদের তুমি ভালবাসো, ঠিক? তারাও তোমাকে ভালবাসে। বেশ। কিন্তু তোমার আচরণের জন্যে একজন খুব দুঃখ পায়।'

'একজন দুঃখ পায়?' বিড়বিড় করে বলল ইফিটাস। 'কে দুঃখ পায়?'

'সিলভিয়া।'

মাথা নিচু করে থাকল ইফিটাস।

'কী, সিলভিয়া দুঃখ পায় না?'

ইফিটাস মাথা না তুলেই বলল, 'মিরানডা খুব ভাল মেয়ে, এ-ব্যাপারে কখনও অভিযোগ করেনি সে। অবশ্য ইদানীং...'

'অভিযোগ করেনি ঠিক, কিন্তু সে সুখী নয়।'

'হতে পারে, সম্ভব...,' বিড়বিড় করে বলল ইফিটাস, 'সত্যি আমি লোক ভাল নই...'

'এবার শোনো, ইফিটাস,' বলল শার্লট। 'পাপাডেল কী চায় বলি। পাপাডেল চায় তুমি আজ থেকে কোনও মেয়ের কাছে যাবে না। আজ থেকে সিলভিয়ার কাছে বিশ্বস্ত থাকতে হবে তোমার।'

ইফিটাস চুপ।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'পারবে না?'

ঘাড় চুলকাতে শুরু করল ইফিটাস 'অনেক দিনের অভ্যেস...তা ছাড়া, মেয়েগুলো আমাকে না দেখতে পেলে বাঁচবে না।'

'তা হলে বিকল্প একটা কিছু করো।'

কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল ইফিটাস। তার পিছনে রানা আর শার্লট পাশাপাশি, সবার পিছনে পাপাডেল। ওরা লক্ষ করল ইফিটাস একটু একটু হাসছে, আপনমনে।

তারপর শুরু করল সে, 'শালা ছাগল-চোর!' সব জান্তার মত মাথা ঝাঁকাল সে। 'শালা হাড়ে-বজ্জাত! তাই তো বলি বুড়ো খোকাটা বিয়ে করল না কেন! সারা জীবন একা একা কাটিয়ে দিল... আচ্ছা, তা হলে এই লোভে!'

'লোভ-টোভ বাজে কথা,' বলল রানা। 'পাপাডেল সিলভিয়াকে সুখী দেখতে চায়। তুমি তাকে সুখী করতে না পারলে...'

'কোন্‌টা আগে?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল ইফিটাস। 'মিরানডাকে সুখী করা, নাকি পাপাডেলকে? মিরানডা আমার কোনও কাজে আসে না, সে স্রেফ ঘরের একটা শোভা। এরকম শোভা এক ডজন নিয়ে আসতে পারি আমি কিন্তু পাপাডেল আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে মিরানডাকে নয়, আমার সুখ করতে

হবে পাপাডেলকে।'

'কীভাবে তা সম্ভব বলে মনে করো তুমি?' জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'এখুনি গ্রামে ফিরে আমি মিরানডাকে তালাক দিতে পারি, কিন্তু শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?' জিজ্ঞেস করল শার্লট।

'শর্ত হলো, পাপাডেল তাকে বিয়ে করবে। আজ রাতেই!'

তিনজনই ওরা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

কিন্তু পাপাডেলকে কোথাও দেখা গেল না।

তার নাম ধরে কয়েকবার ডাকাডাকি করা হলো, কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

গ্রামে ফিরে এল ওরা। রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে দেখা গেল পাপাডেল টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত একটা পথ ধরে ওদের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগেই পৌঁচেছে সে। তার পাশে গ্রামের পুরোহিতকে বসে থাকতে দেখল ওরা। ইফিটাসকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সব সত্যি?'

ইফিটাস গম্ভীর। বলল, 'হ্যাঁ।'

রানার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল শার্লট, চোখ টিপল।

'যাই, সিলভিয়াকে তৈরি হতে বলি।'

***